ষড়যন্ত্রের কবলে উপমহাদেশের মুসলমান

মুহাম্মাদ সিদ্দিক

ষড়যন্ত্রের কবলে
উপমহাদেশের মুসলমান

মুহাম্মাদ সিদ্দিক

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের কবলে
উপমহাদেশের মুসলমান
- মুহাম্মাদ সিদ্দিক

প্রকাশক
এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড, আল ফালাহ ভবন
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

© লেখক

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা ২০০৬

কম্পোজ
প্রফেসর'স কমপিউটার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
নাজমুস সায়াদ

পরিবেশনায়
প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেট,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য
একশ ত্রিশ টাকা মাত্র

ISBN : 9843-114-26-0

Sharajantrer Kabale Upamahadesher Musalman (Conspiracies against Muslims of the Sub-Continent), Written by Muhammad Siddique, First edition- February 2006, Published by Professor's Publications, Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh. Phone: 8358734, 9341915, 0171-128586, e-mail: professor's_pub@yahoo.com. Price Tk. 130.00 only. US$ 5.00

www.pathagar.com

ভূমিকা

বালাকোটের দিনগুলি থেকেই উপমহাদেশের মুসলমানরা নানা ষড়যন্ত্রের শিকার। এরপরে যদিও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র হিসাবে এসেছে, তবুও দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র বন্ধ হয় নাই। সুলতান মাহমুদ, মোহাম্মদ ঘোরীর দেশে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের ন্যাটোর সৈন্যরা অহঙ্কারে মত্ত। পাকিস্তানও ষড়যন্ত্রের শিকার। নব্য কামালবাদ সেখানে মাথা চাড়া দিয়েছে। আফগানিস্তানের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানও কি ন্যাটোর অধীনে চলে যাবে কি না সে শঙ্কা বিরাজ করছে। আর ভারতে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম গোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও তারা সেখানে সন্ত্রাসের শিকার। গুজরাট ও ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে যা হয়েছে ও হচ্ছে, তাকে রীতিমত গণহত্যা বলা চলে। জার্মানীতে যা হয়েছিল, তাই করছে বিজেপি ভারতে।

বাংলাভাষী পাঠকদের মাঝে সতর্কতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব লেখালেখি। উপমহাদেশের মুসলমানগণ সাবধান না হলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

এ বইটি প্রকাশে প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স-এর স্বত্ত্বাধিকারী এ এম আমিনুল ইসলামকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হালকা, চটুল বিনোদনমূলক বইয়ের জোয়ারের বিপক্ষে তিনি যে আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

বইটির প্রথম মূদ্রণের কারণে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। পরবর্তি সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

মুহাম্মাদ সিদ্দিক

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

উপমহাদেশে মুসলমানরা জটিল পরিস্থিতির শিকার। একদিকে চলছে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র, অন্য দিকে ভারত নানা রকম চাপের মুখে রেখেছে বাংলাদেশকে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতকে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে। যদিও এটা তারা তা করতে পারেনা। অন্য দিকে পাকিস্তানকে ধমক দিয়ে একজন সামরিক কর্মকর্তাকে পশ্চিমাদের যুদ্ধের শরিক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আফগানিস্তান যদিও সোভিয়েত সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করেছিল, যুক্তরাষ্ট্র তা ভুলে গেছে।

উপমহাদেশের এই জটিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন লেখক মুহাম্মদ সিদ্দিক তাঁর এই গ্রন্থে। তিনি একজন জ্ঞানী-গুণি ও বিচক্ষণশীল মানুষ। আন্তর্জাতিক বিষয়ে তার প্রচুর লেখা দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁকে আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ বলা যায়।

বাঙ্গালী মুসলমানরা বইটি পাঠে উপমহাদেশ সম্পর্কে প্রকৃত বিশ্লেষণ পাবে বলে আমরা আশা রাখি।

প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. বালাকোট থেকে কান্দাহার
২. ভারতের মুসলমান ও বিজেপি
৩. বঙ্গ-ভঙ্গ রদে ক্ষতি কার?
৪. মুসলিম জাতীয়তাবাদ না ইসলামী আদর্শবাদ ?
৫. ভারত ও ইসলাম
৬. ভারতে মুসলমান দলন
৭. ভারতের ভূমিকম্প : খোদার সংকেত
৮. গুজরাটে রুয়ান্ডার মত গনহত্যা
৯. নির্মম সাম্প্রদায়িকতার দেশ ভারত
১০. ভারতে মুসলিম নিধন
১১. মুসলমান বিরোধী ভারতীয় নীতি
১২. অব্যাহত জুলুম
১৩. আরো জুলুম
১৪. বাজপেয়ী কি ধৃতরাষ্ট্র?
১৫. ছিটে ফোঁটা মানবিক প্রকাশ
১৬. সংঘ পরিবারের অমানবিক আচরণ
১৭. ভারত কোন পথে?
১৮. ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি নির্মম নীতি
২০. দুর্বোধনদের নেতৃত্বে ভারত
২১. গুজরাট হত্যাকান্ড সম্পর্কে মানবাধিকার সংগঠনসমূহ
২২. আরো মুসলিম দল
২৩. সংখ্যালঘু ও হক কথা
২৪. পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যা
২৫. ফার্নান্দেজের রেপ
২৬. গুজরাটে কেপিএসগিল
২৭. অরুন্ধতি রায়ের বিবেক

www.pathagar.com

২৮. নারী ধর্ষণ
২৯. পুলিশের সন্ত্রাস ও মুসলিম নিধন
৩০. সাম্প্রদায়িকতার তান্ডব
৩১. ভারতের সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতা
৩২. সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি
৩৩. নৃশংসতা
৩৪. নির্যাতন
৩৫. নির্মম কাশ্মীর নীতি
৩৬. ভারতের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি
৩৭. ভারতের অনৈতিকতা
৩৮. অনৈতিকতা চলছেই
৩৯. ভারতের স্ব-বিরোধীতা
৪০. ভারত ও পাকিস্তান
৪১. ভারতের বহির্দেশীয় নীতি
৪২. উপমহাদেশে শান্তি খোঁজে
৪৩. পাকিস্তানের বদ কিসমত
৪৪. এক নায়কের কার্যকলাপ
৪৫. পাকিস্তান ও ভারত
৪৬. পাকিস্তান, ভারত ও মুসলমান
৪৭. ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই মুসলমানদের বিরুদ্ধে
৪৮. বিভ্রান্ত পাকিস্তান
৪৯. পাকিস্তান কি ফ্লায়েন্ট রাষ্ট্রে পরিণত হলো?
৫০. সব দিক থেকে মুসলমানদের বিপদ
৫১. পাকিস্তান পাশ্চাত্যের গেরাকলে
৫২. পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও বৈদেশিক অবস্থান

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার স্ত্রী
নুরুন নাহারকে
যে আমার রাত জেগে লেখাপড়া
বছরের পর বছর
সহ্য করেছে।

মুহাম্মাদ সিদ্দিক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বালাকোট থেকে কান্দাহার

বালাকোট আমি সফর করেছি। শহীদের রক্তে রঞ্জিত বালাকোট। মুসলমানদের প্রেরনার নিদর্শন বালাকোট।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে রাওয়ালপিন্ডি হয়ে বাসে যেতে হয় পাহাড়ী পথে। পথে উত্তর দিকে হরিপুর, এবোটাবাদা শহর, পাশে কাকুল, তারপর মানসেরা ছোট্ট শহর। মানসেরাতে সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপি রয়েছে রাস্তার পাশেই। মানসেরা থেকে সামনে এগুলে পূর্বে আজাদ কাশ্মীর, একটি ছোট্ট নদীর পূর্বধারে। কুনার নদী। উত্তর দিকে কিছুদূর এগুলে পাহাড়ের ভিতর ছোট্ট শহর বালাকোট।

আমি যখন বালাকোট যাই, সময়টা ছিল শীতকাল। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় বরফ আর বরফ। বালাকোট পার হয়ে কাগান উপত্যকা। এর উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র হলো নারান। নারানের পূর্ব পাশে কিংবদন্তীর ঝিল ছয়ফলমূলক হ্রদ। সেখানেও আমি যাই এক কিশোর গাইডসহ। মনে হচ্ছিল ঝিলটির আশেপাশে সেই রূপকথার পরীস্থান-ছয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান যেন পাহাড়ের ফাঁকে কোথায়ও ঘোরাফেরা করছে।

বালাকোট ছোট্ট শহর। এখানে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে শিখ সৈন্যদের হাতে ভারতীয় মুসলমানদের মহান নেতা সৈয়দ আহ্‌মদ, শাহ্ ইসমাঈল প্রমূখ বিখ্যাত ব্যক্তি শহীদ হন। সে এক বড়ই বিয়োগাত্মক কাহিনী।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ। অর্থাৎ ১২০১ হিজরীর মহরম মাসে সৈয়দ আহমদ বেরলভি হিন্দুস্তানের রায় বেরিলিতে জন্ম গ্রহণ করেন। সুলতান আলতামাসের রাজত্বকালে তাঁর পূর্বপুরুষগণ সর্বপ্রথমে পাকভারতে আগমন করেন। ধর্মের সেবা করা সৈয়দ আহমদের বংশের বৈশিষ্ট ছিল। তাঁর বংশে বড় বড় আলেম ও

www.pathagar.com

দরবেশ জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমদ বাল্যকালে যুদ্ধের মহড়ার খেলা খেলতেন। বালকদিগকে দুইভাগে ভাগ করে তিনি কৃত্রিম যুদ্ধের খেলা খেলতেন।

আঠার বৎসর বয়সে লক্ষৌ শহরে গমন করেন। সেখান থেকে তিনি দিল্লীতে গমন করেন প্রখ্যাত আলেম শাহ আবদুল আজিজের নিকট শিক্ষা গ্রহণের জন্য। সৈয়দ সাহেব শাহ আবদুল আজিজের মুরীদও হয়েছিলেন। তিনি শাহ সাহেবের নিকট ইলমে মারেফাতের জেকের ফেকেরের তরিকা শিক্ষা করেন। শাহ সাহেবের ভ্রাতা শাহ আবদুল কাদেরের নিকট কেতাব পাঠ করেন। ১৮০৭ থেকে ১৮০৯ তিনি দিল্লীতে থাকেন।

পরবর্তীতে শহীদ শাহ ইসমাঈলের চাচা ছিলেন শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী। আব্দুল আযীযের পিতা হলেন প্রখ্যাত আলেম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী। সৈয়দ আহমদ শাহ আব্দুল আযীযের মুরীদ ছিলেন।

বড় হয়ে জেহাদ করবেন একথা সৈয়দ সাহেব ছোট্টবেলা হতেই বলতেন। মুসলমানদের হৃত গৌরবের কথা তিনি ভাবতেন। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি জেহাদের নিয়তে গৃহত্যাগ করলেন। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র নওয়াব আমীর খান পিন্ডারী ইংরেজদের প্রভাব মুক্ত ছিলেন। সে সময় নওয়াব রাজপুতনায় ছিলেন। তাঁর বেশ কিছু সৈন্যবল ছিল। তাঁর তোপখানাও বেশ বড় ছিল। সৈয়দ সাহেব নওয়াবের ওখানে হাজির হলেন।

সৈয়দ সাহেবের খান্দান সম্পর্কে নওয়াব অবহিত ছিলেন। তাই তিনি আদরের সঙ্গে সৈয়দ সাহেবকে গ্রহণ করলেন। সৈয়দ সাহেব নওয়াবের উপদেষ্টা হলেন। ১৮১০ হতে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত যতগুলি যুদ্ধ হয় উহার প্রত্যেক যুদ্ধেই সৈয়দ সাহেব শরীক হন। সৈয়দ সাহেবের দ্বারা সৈন্যদের ভিতর দ্বীনদারী ও খোদাভক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে টঙ্কের নওয়াবী গ্রহণ করতঃ ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন আমীর খান। সৈয়দ সাহেব ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিকে বাধা দিয়া ব্যর্থ হলেন। সন্ধিপত্রে দস্তখত হওয়ার পূর্বে সৈয়দ সাহেব নওয়াব আমীর খানের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

এবার সৈয়দ সাহেব দিল্লীতে গেলেন। নওয়াব আমীর খানের বাহিনীতে যোগদানের সময় সৈয়দ সাহেব একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এখন আট বৎসব পরে তিনি বিরাট পীর হয়ে বের হলেন। তাঁর নিজ বংশও তো পীরই ছিল। এবার শাহ ইসমাঈল, মাওলানা আবদুল হাই, শাহ ইসহাক, শাহ ইয়াকুব, মাওলানা ইউসুফ শাহ আবদুল আজিজ দেহলভির খান্দানে বড় বড় আলেমগণ সৈয়দ সাহেবের কাছে মুরীদ হলেন। এরপর সৈয়দ সাহেব রামপুর, মুজাফফর নগর সাহারানপুর প্রভৃতি জায়গায় গেলেন। তার বিরাট একটি অনুগত দল সৃষ্টি হলো। রামপুরে অবস্থান কালে সৈয়দ সাহেব সেখানে আগত আফগানদের নিকট থেকে শিখদের হাতে পাঞ্জাব ও সীমান্তে মুসলমানদের ওর জুলুমের বর্ণনা শোনেন। এটা তার ওপর প্রভাব ফেলে। পাটনাতে তার প্রভাব বৃদ্ধি পেল। এমনকি তিনি জনগন থেকে খাজনা পর্যন্ত পেতে থাকলেন।

জেহাদ আরম্ভ করার পূর্বে সৈয়দ সাহেব হজ্বে যেতে চাইলেন। ৭৫০ জনের কাফেলাসহ হজ্ব যাত্রা করার জন্য তিনি কলিকাতা পৌঁছলেন (১৮২২ খৃস্টাব্দে) এগার খানা জাহাজ ভাড়া নেয়া হলো। হজ্ব সম্পন্ন করে তিনি দেশে ফিরলেন এক বছর পরে বোম্বাই হয়ে। সৈয়দ সাহেব সমগ্র ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি এ কাজ পেশাওয়ার সীমান্ত থেকে শুরু করতে চেয়েছিলেন। একে সেখানকার বেশীরভাগ মানুষ মুসলমান। আর শিখ শাসনে মুসলমানগণ পাশ্ববর্তী এলাকাসহ পাঞ্জাব, কাশ্মীরে নির্যাতিত।

১৮২৬ সালে শিখ রনজিত সিং পাঞ্জাব এলাকার রাজা হন। তার শিখ রাজত্ব অবশ্য পরবর্তীতে সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজা রনজিত সিং মুসলমানদের উপর যুলুম নির্যাতন ও শোষন আরম্ভ করেন। তিনি লাহোরের শাহী মসজিদের বারান্দাকে বানান ঘোড়ার আস্তাবল। মুসলমান মেয়েদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয় শিখ সৈন্যদের হাতে। রাজা রন্‌জিত সিংহ-এর এসব আচরণের কথা বেরেলীতে পৌঁছে গেল। সেখানে তখন সৈয়দ আহমদ বসবাস করতেন। সেটি তাঁর জন্মস্থান।

www.pathagar.com

সৈয়দ আহমদ তাঁর মুরীদদেরকে জানালেন যে, পাঞ্জাবের স্বেচ্ছাচারী যালিম রাজার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয হয়ে গেছে। তিনি সাতশত মুজাহিদ ও দশহাজার মুরীদ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এর ভিতর একটি বিরাট সংখ্যক বাংলার মুজাহিদ ছিল (১৮২৪ খৃ:)। পথেই সৈয়দ আহমদ তাঁর শিষ্য শাহ্ ইসমাইলকে পাঞ্জাবে আগাম পাঠান সেখানকার সংবাদ নিতে। শাহ্ ইসমাইল এসে সংবাদ দিলেন, "মুসলমানদের উপর অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। মসজিদ সমুহকে বানানো হয়েছে ঘোড়ার আস্তাবল।"

তিনি প্রথমে সীমান্তে উপস্থিত হয়ে সমুদয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করত: সমুদয় দলকে ডেকে লইলেন। এই দলগুলি টঙ্ক, আজমীর, মারাবার, বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তান হয়ে পেশোওয়ারে উপস্থিত হল। তিনি কান্দাহার ও কাবুলেও যান। তাঁর অনুসারিগণ পথিমধ্যে অবস্থিত মুসলমানগণকে জেহাদের কথা মনে করে দিতেন।

সীমান্তে উপস্থিত হওয়া মাত্রই মুজাহিদগণ এক বিরাট শিখ সেনাবাহিনীর মুখে পড়ল। অত:পর সীমান্তের কিছু সংখ্যক সরদারও খান সৈয়দ সাহেবের দলভূক্ত হলেন। সরদারদের মধ্যে আফগানিস্তানের বাদশাহ দোস্ত মোহাম্মদ খানের ভাইও ছিলেন। দেখা যাচ্ছে নিকট অতীতেও আফগানগণ উপমহাদেশের সাময়িক সঙ্কটে জড়িয়ে পড়েছিল। যাই হোক শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ সাহেব প্রকাশ্য জিহাদ ২১ ডিসেম্বর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়। মুজাহিদ বাহিনী শিখ অধিকৃত এলাকায় বার বার গেরিলা আক্রমণ চালায়। ১৮২৭ সালেও যুদ্ধ হল শিখ ও মুজাহিদদের মধ্যে।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ ইসমাইল পেশোওয়ার দখল করলেন শিখদের পরাজিত করে। সৈয়দ সাহেবের দলবল প্রথমে পাঠানদের সাহায্য-সহযোগিতা পান। কারণ সীমান্তের পাঠানদের উপরও যুলুম নির্যাতন হত। ১৮২৯ সালে শিখরা সৈয়দ সাহেবকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করে।

পেশোয়ার দখলের পরে সৈয়দ সাহেবকে খলিফা ঘোষণা করা হয়। তাঁর নামে মুদ্রা চালু হয়। তিনি ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রচলন করেন। ইসলামের কর ব্যবস্থা চালু হয়। কাজী নিযুক্ত করা হয় সর্বত্র শরীয়া আইন চালুর জন্য।

www.pathagar.com

এদিকে সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধেও চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। শিখ ও ইংরেজরা গুটি চালতে লাগল। সৈয়দ আহমদের মত বিরাট নেতাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত হলেন পেশোয়ারের সরদার ইয়ার মুহাম্মদ খান।

ইসলামের শত্রুদের যোগসাজশে যুদ্ধের এক রাত্রি পূর্বে এই ইয়ার মুহাম্মদ খান সৈয়দ সাহেবকে বিষপান করাতে ষড়যন্ত্র করেন (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে)। পরে ইয়ার মুহাম্মদ খান যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যান। তবে সুদূর বাংলা থেকে শত শত মুজাহিদ সৈয়দ সাহেবের দলে যোগ দেয়, যেমনটি তালেবানদের ডাকে বহুদূর থেকে মুসলমান মুজাহিদ আসে।

পেশোয়ার দখল সৈয়দ সাহেবের আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁকে খলিফা ঘোষনা করা হল। তাঁর নামে মুদ্রা ছাড়া হল। শিখ রাজা এবার ষড়যন্ত্র শুরু করলো। ছোট ছোট পাঠান গোত্রপতিদের লোভ দিয়ে দলে টানতে লাগলেন। বহিরাগতরা সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে লাগলো। ২০০১-২০০২ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য একই ষড়যন্ত্র করে কান্দাহার ভিত্তিক ইসলামী আমিরাতের খলিফা ও তাঁর মুসলিম উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে। শিখরা যেমন মোনাফেক গোত্রপতিদের ক্রয় করে, তেমনি পশ্চাত্য ও মোনাফেক এবং পদলেহী কিছু পাঠান নেতাকে লোভাতুর করে গদির মূলা ঝুলিয়ে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আবার হল ২০০১-২০০২ সালে।

সৈয়দ সাহেব এরপর সারা সীমান্ত এলাকা সফর করলেন। জনসাধারণ, জনগণ তাঁর প্রতি সমর্থন জানাল। সমুদয় বিরোধী দলের পরাজিত হল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পোশোয়ার সৈয়দ সাহেবের দখলে এল। হাজারা পর্যন্ত সমস্ত এলাকাও তাঁর দখলে এল।

এদিকে শরীয়া আইন অনুযায়ী শাস্তি ও করব্যবস্থা অনেক পাঠান উপজাতীয় নেতাদের পছন্দ হয়না। উপজাতীয় চালচলন শরীয়া-আইনের চেয়ে বেশী গুরুত্ব পায় এলাকাতে। সৈয়দ সাহেব পাঠানদের বিশেষ করে সোয়াত এলাকার মেয়েদের অর্থের বিনিময়ে বিবাহ প্রদানের উপজাতীয় রীতিনীতির সমাপ্তি টানেন। তিনি অনেক অবিবাহিতা মেয়ের উত্তর-ভারতও বাংলা থেকে আগত

www.pathagar.com

মুজাহিদদের সঙ্গে বিবাহ দিতে বলেন। শিখ এজেন্টগণ উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে নানান ছলচাতুরী করে সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে গোপনে ক্ষেপিয়ে তোলে। স্থানীয় হতভাগা মুসলমান নেতাগণ তা অনুধাবনে ছিল অক্ষম। হঠাৎ একদিন একই সময়ে সৈয়দ সাহেবের লোকদের পাঠানরা হত্যা করে ফেলল। পাঠানরা বুঝলনা যে তারা কি ক্ষতিটা করল তাদের নিজেদের ও উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বার্থের।

শিখদের হাতে পাঞ্জাব ও সীমান্তের মুসলমানদের নির্যাতনের কারণে সৈয়দ সাহেব তার পীর-মুরিদী ফেলে গঙ্গার সমতল ভূমি থেকে পশ্চিমের পাহাড়ী এলাকাতে ছুটে এসেছিলেন দুঃখ কষ্টের ভিতর। আর সেই নির্যাতিত মুসলমানরাই জালেম শিখদের পাল্লায় পড়ে সাহায্যকারী ভাইদেরই হত্যা করে ফেলল। হায় দুর্ভাগা মুসলমান! যদি সৈয়দ সাহেব সীমান্তের পাঠানদের সংঘবদ্ধ করতে পারতেন, তাহলে শুধু শিখ নয় বৃটিশদেরও হয়ত উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে সম্পন্ন হতেন। বিভ্রান্ত পাঠানদের হাতে সে সম্ভাবনা খতম হয়ে গেল।

একশ্রেণীর মোনাফেক পাঠানদের ষড়যন্ত্র বেড়ে গেল। সৈয়দ সাহেবের পক্ষে পেশোওয়ারে থাকা অসম্ভবপর হয়ে গেল। পাঠানদের মোনাফেক অংশ শত্রুর সঙ্গে যোগ সাজশ করল। অন্যদিকে সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে আসা উত্তর ভারতীয় ও বাঙ্গালী মুজাহিদগণ তাঁর সঙ্গে থাকল। পরবর্তীতে তালিবানদের ব্যাপারেও তো তাই দেখা যায়। একদিকে থাকল মোনাফেক পাঠানগণ। অন্যদিকে তালেবান সরকারের সঙ্গে বাইরে থেকে আসা জান-কোরবানকারী মুজাহিদ যারা প্রধাণতঃ আরব, পাকিস্তানী, চেচেন ও উজবেগ মুসলমান। যুদ্ধের মুহূর্তে সৈয়দ সাহেবকে পরিত্যাগ করে কিছু পাঠান মোনাফেক যুদ্ধ ক্ষেত্রও পরিত্যাগ করে। এতে সৈয়দ সাহেবের অনেক ক্ষতি হলো বিধর্মী শিখদের হাতে।

রাষ্ট্র চালাতে সৈয়দ সাহেব সীমান্তে 'ওশর' নামক খাজনা ধার্য করেন। কিন্তু পাঠানরা তা দিতে অস্বীকার করে। কাজীর নিয়োগ দেওয়া হয় শরিয়ত অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনার জন্য। অনেক পাঠানের কাছে তা ছিল না-পছন্দের। বিশেষ করে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গরীব পাঠান

www.pathagar.com

যারা-অর্থ নিত জামাই থেকে। এসব অর্থের হকদার তো মেয়েটিই। শরিয়ত অনুযায়ী ব্যবস্থা অনেক পাঠানদের মন:পুত নয়। তালেবানেরাও একই সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিছু মোনাফেক পাঠান গোত্রপতিও যুদ্ধবাজ শরিয়তের অনুশাসনে নিজেদের স্বার্থহানি দেখে। তাই তারা সহজেই খৃষ্টান-ইহুদী-কম্যুনিষ্ট-হিন্দুদের প্রচারণার জালে আটকা পড়ে যায়।

ইসলামী রাষ্ট্র আরো প্রসারিত হবে, আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু ইসলামের শত্রু ও তাদের তল্পিবাহকদের ষড়যন্ত্রে সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে খেলা শুরু হল। সৈয়দ সাহেবের সমর্থক বহু লোককে একরাত্রে হঠাৎ হত্যা করা হল। ইসলামের শত্রুরা মোনাফেক মুসলমানদের দ্বারা এই কাজ করল, যেমনটি দেখা গেল পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ কানুনীর ও হামিদ কারজাইয়ের মোনাফেক দলকে পাশ্চাত্যের তল্পিবহন করতে। ভালো মানুষই বিতাড়ন করা হলো। আর শয়তানের চেলারা হলো প্রতিষ্ঠিত।

চার বৎসর বিপুল চেষ্টা ও সাধনার পর সৈয়দ সাহেব সীমান্তবাসীদের উপর বিরক্ত হলেন। সীমান্তে তার বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র হওয়ায় তিনি সীমান্ত ত্যাগ করতে সম্মত হলেন। কাশ্মীরবাসীগণ সৈয়দ সাহেবকে বার বার আহ্বান করছিল। সেই জন্য হাজারা হয়ে তিনি কাশ্মীরে গমনের সিদ্ধান্ত নিলেন। চিত্রলের শাসক সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে মিলিতভাবে জেহাদ করতে প্রস্তুত ছিলেন। সৈয়দ সাহেব রওয়ানা হলেন। শিখরা সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। শিখ অত্যাচার ও বর্বরতা মুসলমানদের উপর বৃদ্ধি পেল।

দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে সৈয়দ সাহেব হাজারা জেলার দক্ষিণে পৌছলেন। সৈয়দ সাহেবের একদল অনুসারী মুজাফফরাবাদ দখল করেছিল। সৈয়দ সাহেব সেদিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক ছিলেন। শিখ রাজা রণজিৎ সিংহের পুত্র শের সিংহ বিরাট শিখ বাহিনী নিয়ে হাজির। সৈয়দ সাহেব এসময় বালাকোটে ছিলেন। কুলার নদীর তীরে ছোট্ট বালাকোট শহর। এ সময় সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে মাত্র দশ-বারশত মুজাহিদ ছিল। অন্যদিকে শিখদের বিরাট বাহিনী।

www.pathagar.com

একজন বিশ্বাসঘাতক মোনাফেক মুসলমান রাজা রণজিত সিংহের সেনাবাহিনীকে পথ দেখে নিয়ে আসে। রাজার বাহিনী রাতে অপ্রস্তুত সৈয়দ সাহেবের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। প্রথমে তাঁকে তাঁর ইবাদাত গৃহে তাহাজ্জুদের নামাযের সময় সিজদারত অবস্থায় শহীদ করে দেওয়া হয়। তখন শাহ্ ইসমাঈল ময়দানে অবতরণ করেন এবং প্রচন্ড লড়াইয়ে রত থাকেন চারদিন পর্যন্ত। ৯ মে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ হন। সে বালাকোটেই তাঁদের সাথে শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন সাড়ে চারশত মুজাহিদ। অবশিষ্ট প্রায় একশত জন প্রাণে রক্ষা পান। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ১ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত হয়েছিল এ সকল মর্মান্তিক ঘটনা।

শাহাদাতের পর শিখরা বালাকোটে আগুন লাগিয়ে দেয়। বলা হয়ে থাকে সীমান্তের কিছু মোনাফেক পাঠান ও সুলতান মুহম্মদ নামীয় জনৈক আফগানের বিশ্বাসঘাতকতায় বালাকোটে সৈয়দ সাহেব পরাজিত হন।

আমি যখন বালাকোটে তখন দুটি কবরস্থানে আমাকে গাইড নিয়ে গেল। প্রথমটি একটি মাজার। বালাকোটের বাজারের ভিতরেই সেটি; কেউ কেউ বলেন সেখানেই সৈয়দ আহমদ শহীদের মাজার। আবার অনেকে তা মানেন না। কেউ কেউ বলেন যে, সৈয়দ সাহেবের দাফন কোথায় হয়েছিল বলা যাবে না।

বাজার থেকে একটু দূরে উত্তরে ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনীর পাশে কয়েকটা কবর। অনাড়ম্বরভাবে কয়েকটা ইট দিয়ে বুক সমান ঘেরাও। একটার সামনে লেখা আছে শাহ্ ইসমাঈল শহীদের কবর। তার কবরের পাশে দাঁড়াতে চোখ ফেঁটে পানি এল। হায় হতভাগ্য মুসলমান! তোমরা নিজেদের ভালমন্দ বুঝনা । শিখ ও খৃস্টানদের এ প্ররোচনায় লাঞ্ছিত হলে! তোমরা তোমাদের সাহায্যকারী ভাইকে হত্যা করলে? পরিণতিতে পরবর্তীতে নতুন দৃশ্যে দেখা গেল বৃটিশ কঠিনভাবে বসে গেল সমগ্র উপমহাদেশে। এই একই চিত্র ফিলিস্তিন তথা আরব মুলুকে। তুর্কী মুসলমানদের হত্যা করে ইউরোপের ইহুদী খৃস্টানদের আরবরাই তো ডেকে আনল। এখন তার মজাটাও গ্রহণ করতে হচ্ছে তাদের।

www.pathagar.com

আমার প্রিয় স্কুল শিক্ষক বগুড়ার মওলানা আবদুর রহিম "সৈয়দ আহমদ শহীদ" বইয়ে মূল্যবান মন্তব্য করেন, "সৈয়দ আহমদের পূর্বে যারাই দেশ জয় করেছেন, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারা সকলে বাদশাহ হয়ে বসেছিলেন। সৈয়দ আহমদের জন্ম কোন শাহী পরিবারে হয় নাই এবং রাজ্য লাভের পর তিনি বাদশাহ হয়ে বসেন নাই। তিনি ছিলেন একজন সাধক দরবেশ। রাজ্য জয়ের পর তিনি দরবেশ রূপেই জীবন যাপন করেছেন। বাদশাহী লাভ করে মানুষের প্রভূ হবার বাসনা তাঁহার মহান আত্মায় স্থান পায় নাই। এমন মহামানবের তুলনা জগতে অতি বিরল।" (১৯৬৪, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২) । আমার প্রিয় শিক্ষক মওলানা আব্দুর রহিমের আর দুটি বই হলো: 'ইসলামের তরবারী' ও 'সুলতান সালাহউদ্দিন।'

সৈয়দ আহমদ বেরেলভির আন্দোলনকে "মোহাম্মদী আন্দোলন" বলা হতো। তা পাটনাকে কেন্দ্র করে সম্প্রসারিত হয়। তাঁর আন্দোলন কাবুল-কান্দাহার থেকে পূর্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৮৫৭ এর স্বাধীনতা আন্দোলন তথা সিপাহী বিদ্রোহকালীন পরিস্থিতি নিয়ে বৃটিশ আমলা ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার এল এল ডি কর্তৃক ১৮৭১ সালে লিখিত "আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস-আর দে বাউন্ড ইন কনসেন্স টু রেবেল এগেইনস্ট দি কুইন?" গ্রন্থের প্রথম দিকে সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

হান্টারের গ্রন্থে যদিও শেষ দিকে মুসলমানদের দু:খ দুর্দশা ও মনোবেদনার কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে তবুও এতে রয়েছে কিভাবে পাশ্চাত্য মুসলমান ও ইসলামকে দেখেছে। পাশ্চাত্য তখনও মুসলমানদের বিদ্রোহী, কট্টরবাদী, গোঁড়া এবং খৃষ্টান বিরোধী হিসাবে চিত্রিত করে। তখনও পাঠানদের সহায়তা করতে পাঠান মুলুকের বাইরে থেকে মুজাহিদগণ (যাদের বৃটিশরা ওয়াহাবী বলত) হাজির হতো পাঠান মুলুকে। অর্থও যেতো মুসলমান এলাকা থেকে সীমান্তে। হান্টার তার গ্রন্থে উৎসর্গ পাতায় ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে অন্যান্য বৃটিশের অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করেন, "এ পারজিজটেন্টলি বেলিজারেন্ট ক্লাস

www.pathagar.com

অব এ ক্লাস হুম সাক্সেসিভ গভর্ণমেন্টস হ্যাভ ডিক্লায়ারড টুবি এ সোর্স অব পারমানেন্ট ড্যানজার টু দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার" (অনুবাদ : একটি স্থায়ী যুদ্ধরত গোষ্ঠি- এমন একটি গোষ্ঠি যাদের সব সরকারই ভারতীয় সাম্রাজ্যের জন্য স্থায়ী বিপদের কারণ বলে ঘোষণা করেছে।)

মুসলমান-পাশ্চাত্য সম্পর্কের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হান্টার। এটি পাশ্চাত্যের খৃষ্টানদের মুসলমানদের সম্পর্কে ধারণা। আজও সেই খৃস্টানদের নিকট অপরিবর্তিত। এখন বরঞ্চ 'যুদ্ধরত গোষ্ঠি' ছাপিয়ে মুসলমানদের 'সন্ত্রাসী' 'মৌলবাদী' বলে স্থায়ী গালি বর্ষণ করা হচ্ছে। ২০০১-২০০২ আফগান-পাশ্চাত্য যুদ্ধে এ গালাগালি চরমে উঠে।

হান্টার তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন সীমান্তে যে সব বৃটিশ-বিরোধী লড়াই হয় তাতে বাংলা থেকে অবিরত যোদ্ধা পাঠানদের সাহায্যে যেত (পৃষ্ঠা-১) বাংলা থেকে গোপন চ্যানেলে পাঠান মুলুকে অর্থ যেত যুদ্ধ চালাতে, বলেন হান্টার। এখনও বলা হচ্ছে যে, গোপন চ্যানেলে মুসলিম মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা নাকি অর্থ পাচ্ছে। তিনি বৃটিশ বিরোধীদের জন্য আলেমদের প্রদত্ত 'ফতোয়ার' কথা উল্লেখ করেন, 'সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় অস্থির' বলে হান্টার। পাঠান 'সীমান্তে রয়েছে (বৃটিশ বিরোধী) বিশ্বাসঘাতকদের ক্যাম্প' (পৃষ্ঠা ২) বলেন হান্টার। মুসলমান আলেমরা মক্কা পর্যন্ত গেছেন এসব বিষয় নিয়ে, বলেন হান্টার। এখনও সউদী আরবীদের বকুনী দিচ্ছে আমেরিকান যুদ্ধবাজরা। বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হবে কিনা তা নিয়ে কয়েক মাস ব্যাপী আলোচনা হয় পবিত্র আরবে, বলেন হান্টার। মুসলমান জনগণ বিদ্রোহের প্রচারকদের বিভক্ত প্রচারণার পানি নিশ্চিন্তে পান করছে, লেখেন হান্টার (পৃষ্ঠ ৩)। তিনি লেখেন, বহু বছর ধরে ভারতের মুসলমানগণ ভারতে বৃটিশ শক্তির জন্য স্থায়ী বিপদের সূত্র ছিল এবং এখনও অন্যদিকে নমনীয় হিন্দুরা খুশীর সঙ্গে আমাদের অনুগত, বলেন হান্টার।

হান্টার লেখেন, পাঞ্জাবের সীমান্তে যে বৃটিশ বিদ্রোহী শিবির রয়েছে তার মূলে হলেন সৈয়দ আহমদ। তিনি লেখেন, সৈয়দ আহমদের অনুসারিগণ ছিল গোঁড়া ও বিপ্লবী ধরণের। তিনি লেখেন, সৈয়দ আহমদ তার পরিশ্রমের ফল

www.pathagar.com

রোহিলাবাসীদের ভিতর পান। রোহিলা খন্ডের অন্তর্ভূক্ত হোল রামপুর। হান্টার লেখেন, রোহিলাদের "ছাফাই" (এক্সাটার মিনেশন)-এর দুঃখজনক ইতিহাস বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিং-এর কলঙ্কের অমোচনীয় দাগ। তিনি বলেন, রোহিলাদের বংশধররা একটা বিরতিবিহীন প্রতিশোধ নিচ্ছে এবং এখনও বৃটিশ ভারতের সীমান্তে বিদ্রোহী শিবিরে তাদের সবচেয়ে বীর যোদ্ধাদের পাঠাচ্ছে। তিনি লেখেন, রোহিলাদের ও অন্যান্যদের ব্যাপারে বৃটিশরা যে অন্যায় করেছিল, তা যা বপন করেছে তারই ফলভোগ করে, মুসলমানদের হাতে প্রতিশোধের মাধ্যমে।

হান্টার লেখেন, মুসলমানদের ভিতর সবচেয়ে বেশী দুর্দান্ত ও বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন যারা তারা হিন্দু প্রতিবেশীর সম্পদ ধর্মের অনুমতিতে লুণ্ঠন করতে সৈয়দ সাহেবের দলে যোগ দিতে ছিল উদগ্রীব। তবে হান্টার লেখেন, শিখরা হলো আধুনিক হিন্দুদের ভিতর সবচেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর (পৃষ্ঠা ৫)। হান্টার শিকার করেন যে সৈয়দ কান্দাহার ও কাবুলে সফর করেন। হান্টার শিখদের ব্যাপারে বলেন, তাদের জুলুম সব সীমা ছাড়িয়ে যায়। হাজার হাজার মুসলমানকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করে। মসজিদের নামাজ পড়তে দেয় না, গরু কোরবানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে (পৃষ্ঠা ৬)। শিখদের নির্মমতা এত বেশী ছিল যে হান্টার লেখেন, সীমান্তের হিন্দুদের এমন এক ফরমান দেওয়া হয় যা হোল এক শত হোসেন খানি পাঠানের কল্লা এনে দেওয়ার জন্য তাদের গ্রামকে দেওয়া হয়। হান্টার বলেন যে সৈয়দের স্থায়ী সেনাবাহিনীতে ছিল হিন্দুস্থানী গোঁড়া মুসলমানগণ। এদিকে শিখদের সঙ্গে একযুদ্ধে সোয়াতের সাইদু শরীফের নিকট বরফজাই উপজাতির সৈন্যরা সৈয়দকে ছেড়ে চলে যায়। এসব হয় শিখ রাজার চালাকিতে।

হান্টার লেখেন যে সৈয়দ সাহেব স্থানীয় বিবাহ পদ্ধতির সংস্কার করতে চান। পাঠানরা বেশী টাকার ডাকওয়ালাকে মেয়ে বিয়ে দিতেন যা এক প্রকারের মেয়ে বিক্রয়ের মত ছিল। হান্টার লেখেন যে, সৈয়দ সাহেব হুকুম জারি করেন যে, ১২ দিনের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে না দিলে তারা তাঁর অনুচরদের "সম্পত্তি"

www.pathagar.com

(প্রপারটি) হবে। এই ঘোষণায় উপজাতীয় লোকজন হিন্দুস্তানী অনুসারীদের হত্যা করে ফেলে এবং সৈয়দ সাহেব কোনভাবে জান নিয়ে সরে পড়েন। ঘটনাটি নাকি পাঞ্জতরে হয়। আর তিনি পাকলি উপত্যকাতে চলে যান। (পৃষ্ঠা - ৯)

হান্টার বিবাহ পদ্ধতি পরিবর্তনে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাকেও স্থানীয় উপজাতিদের রোষে পড়তে হয় লিখেছেন। তবে অবিবাহিতা মেয়েরা "সম্পত্তি" এমন ফরমানের তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। শরিয়ত প্রবর্তনে তালেবান প্রশাসনকেও কি একই পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল? শরিয়ত তথা আইন প্রবর্তনে যে কৌশল অবলম্বন করা উচিত, স্তরে স্তরে যে এসব সময় নিয়ে করা উচিত, তাড়াহুড়ো কাজ দুর্বল ঈমানের লোক ও মোনাফেকদের শয়তানের পক্ষে টানতে পারে, এই শিক্ষা কি এ থেকে পাওয়া যাচ্ছে ?

যাই হোক সৈয়দ সাহেবের মৃত্যুর পর সিন্ধুনদীর অপর পাড়ে পাহাড়ে সিতানাতে মুজাহিদদের শিবির স্থাপিত হয়। এখানে "ফ্যানাটিকাল সেটেলমেন্ট" (ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী? আস্তানা) "রেবেল ক্যাম্প" (বিদ্রোহীদের শিবির) স্থাপিত হয়, হান্টারের ভাষায় (পৃষ্ঠা ৯) হান্টার বলেন, "হিন্দু ও ইংরেজ উভয়ই কাফের সিতানার দলের নিকট। আর তাদের তলোয়ারের খতম করতে হবে।" (পৃষ্ঠা ১২) সিতানার অনুসারীদের গাজী অথবা জিহাদী বলা হতো, বলেন হান্টার। হান্টার বলেন, বাংলা থেকে বিদ্রোহী শিবিরে নিয়মিত জনবল ও অস্ত্র যেত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সিতানার "ট্রেটর সেটেলমেন্ট" (বিশ্বাসঘাতকদের আস্তানা- হান্টারের ভাষায়) ধ্বংস করা হয়।

হান্টার বৃটিশদের সঙ্গে মুজাহিদদের যুদ্ধকে "এ কনফ্লিক্ট বিটুইন এ ভাস্ট মিলিটারী এমপায়ার লাইক ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, এন্ড এ কোয়ালিশন অব স্যাভেজ ট্রাইবস" (অনুবাদ- ব্রিটিশ ভারতের মত বিশাল সামরিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে জুংলী উপজাতিসমূহের কোয়ালিশনের ভিতর এ যুদ্ধ - পৃষ্ঠা ১৭), বলেন হান্টার।

হান্টার আশ্চর্য হন এই ভেবে এই বিশ্বাসঘাতক শরনার্থী ধর্মান্ধ মুসলমানগণ কিভাবে সামান্য সময়ের জন্য হলও বৃটিশের একটি 'সভ্য সেনাবাহিনী'র বিরুদ্ধে দাঁড়ায় (পৃষ্ঠা ১৮)। তবে তিনি সীমান্তের এই যোদ্ধাদেরকে "ব্রেভেস্ট রেসেস ইন দি ওয়ার্লন্ড" (পৃথিবীর সবচেয়ে বীর জতি" বলেন। (পৃষ্ঠা ১৯-২০)

www.pathagar.com

হান্টার লেখেন, যা আমাদের অস্ত্র সম্পন্ন করতে পারে নাই, পাঠানদের ভিতর বিভক্তি সৃষ্টি করে ও কূট কৌশলে তা সম্পন্ন করা হয় (পৃষ্ঠা ২৬)। হান্টার বৃটিশ পাঞ্জাব প্রশাসনের নোট থেকে উদ্বৃতি দেন, এইসব ধর্মান্ধরা (মুসলমানরা) আমাদের ভারত শাসনে বিপদের স্থায়ী সূত্র"। (পৃষ্ঠা - ২৭)

হান্টার তাঁর পুস্তকে ১৮৩১ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত, যখন শেষ বৃটিশ বিরোধী মুসলমান অভিযান হয়, বৃটিশ ভারত সীমান্তে বিদ্রোহী শিবিরের কাহিনী বর্ণনা করেন। হান্টার লেখেন, সৈয়দ আহমদের ১৮২০-২২ সালের ধর্ম প্রচারকে বৃটিশ প্রশাসন ধর্তব্যে নেয় নাই। ১৮৩১ সালে বিদ্রোহ শুরু হলে বৃটিশরা হতভম্ব হয়ে পড়ে (পৃষ্ঠা ৩২)।

হান্টার লেখেন ১৮৫৮ সালে সীমান্তের অভিযানে নিহত মুসলমানদের অনেকের চেহারাই এমন যা বাংলার নিম্ন অঞ্চলের লোকের সঙ্গে মেলে। ১৮৬৩ সালেও আম্বালার যুদ্ধে যেসব মৃত দেহ পাওয়া যায় তাদের চেহারা ১৮৫৮ সালের যুদ্ধে "বাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতক সৈন্যদের" মত (পৃষ্ঠা ৬৯)। হান্টার মুসলমানদের ভিতর একজনকে বাছাই করেন, "ব্যাংকার অব কন্সপিরেসি" (ষড়যন্ত্রের অর্থ জোগানদার) বলে (পৃষ্ঠা ৭৮)। বর্তমানেও তো বলা হচ্ছে বাংলাদেশে তালেবান আরবরা টাকার জোগানদার ইত্যাদি। "হিসটরি রিপিটস ইট সেল্প" (ইতিহাসের পুনরাবর্তন)।

হান্টার বলেন, পূর্ব বাংলার প্রতিটি জেলাতে বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন, মুসলমান কৃষককুল পাটনা থেকে গঙ্গা হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত সাপ্তাহিক তোলা তুলে বিদ্রোহী শিবির চালাতো (পৃষ্ঠা ৮১)।

হান্টার তার গ্রন্থে বৃটিশদের বিরুদ্ধে 'ফতোয়া' নিয়ে আলোচনা করেন (পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬)। তবে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন যে, কিছু 'ফতোয়া' বৃটিশ-রাজের পক্ষে পাওয়া গেছে। জৌনপুরের আলেমেরা যে মোগল বাদশাহ'র বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিলেন তারও উল্লেখ হান্টার করেন। তবে হান্টার উল্লেখ করেন যে, ক্রুসেডের যুদ্ধের সময়ও খৃষ্টানরা হলি রোমান সাম্রাজ্যে তৎপরতা সৃষ্টিতে একই ধরণের ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে (পৃষ্ঠা ৯৬)।

www.pathagar.com

হান্টার মুজাহিদদের সম্পর্কে বলেন তাদের মন ভীতি ও জীবনের স্বাচ্ছন্দ থেকে মুক্ত। বেশীর ভাগ মুসলমান প্রজা এই ধরণের। এক শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ সময় ধরে এই মুসলমানরা একটি 'রেবেল আর্মি' (বিদ্রোহী সশস্ত্র বাহিনী- সেই যুগের তালেবান ও আল কায়েদা?) পোষে। দূর বাংলা থেকে তারা দলে দলে জনবল প্রেরণ করে। বাংলার প্রতিটি গ্রাম আসলে প্রতিটি পরিবার, এই জেহাদে অর্থ জোগান দেয়। বৃটিশ জেলখানাগুলো এই সব বিভ্রান্ত বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পূর্ণ; বৃটিশ আদালত দলের পর দল এই সব রিং লিডার (দুর্বৃত্তের নেতা) দের শাস্তি দিয়ে সাগরপারের কালাপানিতে পাঠায়, তবুও সারা দেশ বৃটিশ সীমান্তে টাকাপয়সা ও মানুষ পাঠাতে থাকে ইসলামের আশায়, আর খৃষ্টীয় শাসনের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত প্রতিবাদে ফেটে পড়ে (পৃষ্ঠা ১০৪)।

হান্টার বলেন, বৃটিশরা মুসলমানদের শক্তিবলে পরাজিত করতে পারে, কিন্তু অনুগত করা যাবে না। (পৃষ্ঠা ১২৩)। হান্টার বলেন যে, একমাত্র মুসলমানদের মনে যে আঘাত লেগেছে তা মুছে ফেলেই তাদের পেতে পারে (পৃষ্ঠা ১২৫)।

বাংলায় বৃটিশ সীমান্তে জেহাদের ব্যাপারে যে উৎসাহ সে সম্পর্কে হান্টার বলেন যে সমগ্র বাংলায় এ উত্তেজনা চলে প্রচারকদের মাধ্যমে; আর আম্বালার যুদ্ধে দেখা গেছে বাংগালী মুসলমানদের অবজ্ঞা করা যাবে না; "দি টিমিড বেংগলি উইল, আন্ডার সারটেন কনডিসনস, ফাইট এজ ফিয়ারসলি এজ এন আফগান (ভীতু বাংগালীও কোন কোন পরিস্থিতিতে, আফগানদের মত নির্ভীকভাবে লড়াই করতে পারে) (পৃষ্ঠা ১২৭)।

হান্টার তাঁর বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় (১৮৪) ভারতে ও তার পশ্চিম সীমান্তের বাইরে ওয়াহাবী মুজাহিদ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য বৃটিশ সেনাবাহিনীতে গোস্ত সরবরাহকারী পাটনার মুহাম্মদ শফির ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে যদি তার পূর্ববর্তী (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড বহাল থাকত, তাহলে হাজার হাজার ভক্ত প্রতি বছর তার কবরে সমবেত হোত (সম্ভবত বার্ষিক ওরস আকারে, উল্লেখ্য সুলতান মাহমুদের শহীদ ভ্রাতুষ্পুত্রের মাজার রয়েছে উত্তর প্রদেশের বাহরাইনে যেখানে মুসলিম জিয়ারতকারীদের ঢল নামে ও ওরস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়)।

www.pathagar.com

ধর্মের জন্য জীবন বিসর্জন সব যুগেই হীন জীবনের চেয়ে বেশী আলোকিত। হান্টার বৃটিশ সরকারকে প্রাণদন্ডের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী প্রদান করেন ও বলেন, এ সবকে মুসলমানরা ধর্মীয় প্রাণদন্ড বলে ধরে নিবে। তিনি বৃটিশসরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন যে ভুলে গেলে চলবে না যে ক্যাপোডোসিয়ার জর্জ যে ছিল রোমান সৈন্যদের জন্য শুকোরের গোস্ত সরবরাহের খেলাফী ঠিকাদার তার নিন্দাজনক লম্পট জীবন সত্ত্বেও তার হত্যার পরে মেরি ইংল্যান্ডের সেন্ট (সাধু) জর্জে পরিণত হন এবং তাঁর উপর দেবাত্বারোপ করা হয়। হান্টার তার বইয়ে শেষের দিকে বেশ কিছু বিবেকবান উক্তি করেন।

শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভির 'মোহাম্মদী আন্দোলন' যাকে বৃটিশরা ওয়াহাবী আন্দোলন বলত, আর এ যুগের তালেবান, আল-কায়েদা আন্দোলনের ভিতর তুলনা তাৎপর্যপূর্ণ। দু'টি আন্দোলনেই পাঠান-আফগান এলাকা পশ্চাৎভূমি। দু'টিতেই পাঠান আফগান ছাড়াও বাইরের মুসলমানরা ইসলামী খিলাফত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জানমাল ব্যয় করেছে। দুটোই পাশ্চাত্যের প্রবল বাঁধার সম্মুখীন হয়। দুটোতেই আফগান-পাঠান জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও, ইসলামের বিরুদ্ধবাদী শক্তি মুসলমানদের ভিতর মোনাফেক, লোভী, গদি পাগল একশ্রেণীর গোত্রপতিদের ব্যবহার করেছে। উভয় আন্দোলনই পাশ্চাত্যের হাতে পরাজিত হয়েছে সামান্য কয়েক বছরের শাসনের পরে। ব্যর্থতা সত্ত্বেও পরবর্তীতে উভয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্ব মুসলিমের সহানুভূতি সঞ্চারিত হয়। আর এদের বিধর্মী বিরুদ্ধবাদীদের, ইসলামের শত্রু ও বিধর্মীদের সাহায্যকারীদের মোনাফেক হিসাবে চিহ্নিত হয়। হান্টারের গ্রন্থে পাশ্চাত্য যেভাবে পাশ্চাত্যের বিদ্বেষ মুসলমানদের উপর প্রকাশিত হয়েছে, সন্ত্রাস বিরোধিতার নামে পাশ্চাত্য একই মনোভাব মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করছে।

বালাকোট ও কান্দাহার দুটিই মুসলমানদের ইতিহাসে মাইল ফলক। হান্টারের সময়ে বৃটিশ-খৃষ্টান পাশ্চাত্য জগত মুসলমান ও ইসলাম সম্পর্কে যে বিদ্বেষ পোষণ করত, এখনও তাই বহাল রয়েছে। হান্টারের বইটি পাঠ করে দেখুন।

www.pathagar.com

মুসলমানরা অন্যদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে বার বার। যখনই তাদের ভিতর এসেছে অনৈক্য তখনই তারা প্রতারিত হয়েছে। স্পেনের গ্রানাডার সুলতান আবদুল্লাহ্ যখন অন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের সহযোগিতা নিয়েছে, তারপরেই মুসলমানদের সম্পূর্ণভাবে বিতারিত হতে হয়েছে। ফিলিস্তিনীরা তুর্কী মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'লরেন্স অব এরাবিয়া' ও জেনারেল এলেন বি'র সাহায্যে যখন নিয়েছে তখনই ফিলিস্তিন হাতছাড়া হয়ে গেছে। মীর জাফর ক্লাইভের সাহায্য নিয়ে দেশটিকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের হাতেই তুলে দেয়। নিজাম, সেনাপতি মীর সাদিক বৃটিশের সাহায্য চেয়েছিল টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে। কোথায় আজ নিজাম ও মীর সাদিক? আবদুল্লাহ্ চেয়েছিল নেহরুর সাহার্য। সেই থেকে কাশ্মীরীরা নিগৃহীত। আফগানিস্তানের মাটিতে নতুন আব্দুল্লাহরা একই ভুলপথে চলছে। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত যারা আফগানিস্তানে বৃটিশ, রুশ ও আমেরিকানদের "হায়ার' করেছে তারা মুসলমান উম্মাহরই ক্ষতি করেছে।

বাংলাদেশের নেতারা এই ধরণের ভুল পথে চললে আরো করুন পরিণতি হতে পারে। কারণ বাংলাদেশের লাগোয়া আর কোন মুসলমান দেশ নেই। গ্রানাডার মত এর অবস্থান। তাই তো আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী তাদের কর্মকর্তাদের স্পেনে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণে পাঠায় কিভাবে তারা মুসলমান বিতাড়নে সক্ষম হয়েছিল? বাংলাদেশ যদি গ্রানাডার ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয় তাহলে দারুণ ভুল করবে। আর বালাকোট, কান্দাহার থেকেও বহু শিখবার রয়েছে।

www.pathagar.com

ভারতের মুসলমান ও বিজেপি

"ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম নেতৃত্ব" ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)'র নেতা কে আর মালকানির লেখা প্রবন্ধটিতে কিছু কিছু ভালো ভালো তথ্য ও মন্তব্য রয়েছে। তবে সেই সঙ্গে কিছু কিছু তথ্যকে আমলে না আনায় লেখাতে সমতা রক্ষিত হয় নাই। আর এর কিছু কিছু তথ্য ও মন্তব্য সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ রয়েছে। তবে লেখাটির মূল উদ্দেশ্য কি অখন্ড ভারতের পক্ষে ওকালতি না, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন তা অস্পষ্ট। তবু লেখাটি নানাদিকে চিত্তাকর্ষক।

প্রথমে আমরা চেষ্টা করব লেখাটার ভিতরে কি বাদানুবাদ রয়েছে তাই খোলাসা করার। লেখাটিতে যা কিছু ভালো রয়েছে, তাতো ঠিকই রয়েছে। তাতে আমরা হাত দিচ্ছি না। এখন দেখা যাক কোথায় বিতর্ক, কোথায় দ্বিমত।

বলা হচ্ছে "ভারতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু দেশের মুসলমানদের বিচার করে জিন্নাহ, শাহাবুদ্দিন ও ইমাম বুখারীকে সামনে রেখে। এই প্রেক্ষাপটে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুসলমানরা একটি সম্প্রদায় হিসাবে যুক্তির ধার ধারে না এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবাপন্ন এবং তারা কখনো দেশের স্বাধীনতা ও ঐক্যের জন্য কাজ করেনি। হিন্দুদের এমন ধারণা আসলে অর্ধসত্য।" লেখক যদিও মন্তব্যটিকে "অর্ধসত্য" বলেন তবুও তিনি বিষয়টিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেননি। জিন্নাহ ও অন্য মুসলিম নেতাদের চাইতে কতিপয় হিন্দু নেতার সংকীর্ণ নীতিই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের জন্মের জন্য দায়ী। পন্ডিত নেহেরু ও সর্দার বল্লব ভাই প্যাটেলের নীতি বিচ্ছিন্নতাবাদীকে উসকে দেয়। আর শাহাবুদ্দিন ও ইমাম বুখারীতো ভারতে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন লক্ষ্য করে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলে সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর প্রতিবাদ তাঁর সৎ সাহসেরই পরিচায়ক।

www.pathagar.com

যখন অন্যান্য মুসলমান ও মুসলমান নেতাগণ ভীত সন্ত্রস্ত, তখন ইমাম বুখারী মসজিদের ইমাম হয়েও অতুলনীয় সাহসের পরিচয় দিয়েছেন দলিত মুসলমানদের পক্ষে কথা বলে। তিনি দলিত খৃষ্টানদের পক্ষেও কথা বলেছেন।

মুসলমানরা সম্প্রদায় হিসাবে যুক্তির ধার ধারে না, এটি হবে একটি মিথ্যা অপবাদ। মুসলমানগণ যুক্তির ধার ধারে বলেই তারা হিন্দে পাথর পূঁজা না করে মানুষকে সত্যিকারের ঈশ্বর-ভগবান, আল্লাহকে পূঁজা করতে উৎসাহিত করেছিল, সতীদাহ প্রথা অনুৎসাহ করেছিল, নরবলি ও গুঙ্গায় সন্তান বিসর্জন বন্ধ করে ছিল, তাদের শাসনে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে দেয় নাই, বাঙালা ও হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার করেছিল, হিন্দকে কোন সময় 'কলোনী' মনে করে এখানকার সম্পদ বিদেশে পাচার করে নাই; আর মোগলদের সময়ে হিন্দকে তো পৃথিবীর অন্যতম 'সুপার পাওয়ার' বানিয়ে ছিল। তাজমহলের নির্মাণকারীগণ হিন্দকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করে। হিন্দের স্বাধীনতা ও ঐক্যের জন্য মুসলমানগণ দিল্লীর শাসন কাবুল-কান্দাহার পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম হিন্দকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতি তৈরীর প্রয়াস নেয়। মুসলমান আগমনের পূর্বে হিন্দে ছিল অসংখ্য রাজত্ব। কাজেই বিরুদ্ধবাসীদের ধারণা আসলে 'অর্ধসত্য' বলে মালকানি পার হতে পারবেন না। এই বিরুদ্ধবাদী ধারণা সিকি পরিমাণও সত্য নয়।

মালকানি বলেন, "ভারতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু দেশের মুসলমানদের বিচার করে জিন্নাহ, শাহাবুদ্দিন ও ইমাম বুখারীকে সামনে রেখে"। বিজেপি নেতা ভারতীয় মুসলমানদের ভিতর ভারতের এটম বোমা ও রকেট মিসাইল নির্মাতা আনবিক বিজ্ঞানী আবুল কালাম, তাজমহল ও দিল্লীর লাল কিল্লার নির্মাতা শাহজাহান, হিন্দের মাটিতে কবরের দু' গজজমির সওয়ালী হতভাগা বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মূর্তপ্রতীক কবি কাজী নজরুল ইসলাম। "সারা জাহাছে আচ্ছা হিন্দুস্থা হামারার" মহান কবি ইকবাল, ইনসাফের মূর্ত প্রতীক টিপু সুলতান, ইনসাফের মূর্ত প্রতীক দিল্লীর সুলতান নাসির উদ্দিন, সুলতান ইলতুতমিশ, বাদশাহ শের শাহ্ এমনি শত শত বিখ্যাত

www.pathagar.com

মুসলমানদের চোখে দেখলেন না। এরা সারা বিশ্বে ভারতকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। মালকানি চোখে দেখলেন না ভারতের বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমির খসরু, কবি মির্জা গালিব, বিখ্যাত অভিনেতা দীলিপ কুমার (ইউসুফ নামের মুসলমান), বিখ্যাত সুরকার নওসাদ, বিখ্যাত গায়ক মোঃ রফি, বিখ্যাত ক্রিকেটার আজহার উদ্দিন।

মালকানির চোখে বিরাট কলিজার অধিকারী সম্রাট বাবুরকে ধরা দিল না। অস্পৃশ্যতার দেশে বাবুর দিল্লীর রাজপথ থেকে নিজের হাত দিয়ে মেথরের শিশুকে হাতির পায়ের কাছে থেকে ছিনিয়ে আনেন। সম্রাট হুমায়ুনকে তার চোখে পড়ল না। হুমায়ুন হিন্দু রাখি বোনের রাজ্যরক্ষা করতে গিয়ে নিজের রাজ্যই সম্রাট শেরশাহের নিকট হারিয়ে ফেললেন কৌশলিক সঙ্কটের জন্য। উপমহাদেশের সঙ্গীত সম্রাট মিয়া তানসেনকে মালকানির চোখে পড়ল না। হয়ত বলবেন যে মিয়া তানসেন তো প্রাথমিক জীবনে হিন্দু ছিলেন। আমরা বলব, মুসলমান কোন বর্ণ, বংশ বা কুলের নাম নয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায়। মিঞা তানসেনের কবর আমি নিজে ভারতের গোয়ালিয়রে তার পীরের মাজারের পার্শ্বে দেখেছি। মিয়া তানসেন শতকরা একশতভাগ মুসলমান। মুসলমান কোন রেস (বংশ বা কুল)-এর নাম নয়।

মেহবুব, নওশাদ ও গুলজার মুসলমান হয়েও হিন্দুকাহিনী অবলম্বনে "আন্" "বৈজু রাওরা" ও "মাদার ইন্ডিয়া"র মত জগৎবিখ্যাত সিনেমাচিত্র তৈরী করলেন। এযে কতবড় উদারতা তা মালকানির চোখে পড়ল না। বিশ্ব বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এম এফ হোসেন ও বিখ্যাত ক্রিকেট ক্যাপটেন মনসুর আলী খান পাতৌদিকে মালকানির চোখে পড়ল না।

হিন্দে আর্য ও অন্যান্য জাতিও এসেছিল। মুসলমানরাও আসে। হিন্দে দলিতদের ক্রন্দন আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত পৌছে বলেই তো হিন্দে প্রথম মুসলমান রাজবংশ হলো "দাস রাজবংশ"। দলিতই দলিতদের ব্যথা বুঝে। ভারতের মাটিতে প্রথম ক্রীতদাসগণ গদিতে বসলেন। সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবাক, সুলতান ইলতুৎমিস, সুলতান নাসির উদ্দিন ইত্যাদি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন, অথচ তারা

www.pathagar.com

ছিলেন দাসদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হিন্দের ইতিহাসে 'হিউম্যান রাইটস্' (মানবাধিকার)-এর বিরাট বিপ্লব। দাস সুলতান নাসির উদ্দিন ঘোষণা করলেন যে রাষ্ট্রের সরকারী তহবিলের তিনি শুধু প্রহরী, মালিক নন। তিনি হিন্দের যে রাষ্ট্রের কথা বলেছেন তার বেশীর ভাগ প্রজাই তো ছিল অমুসলমান। সুলতানের এ ঘোষণা যে কত বড় বিপ্লবের কথা, যারা প্রকৃত মানুষ তারাই তা অনুধাবন করতে পারেন।

মালকানির চোখে পড়লেন না, ভারতের বিখ্যাত তবলাদাদক ওস্তাদ আল্লা রাখা খাঁন, বিখ্যাত সরোদ বাদক ওস্তাদ আলী আকবর খাঁন ও ওস্তাদ আলী আমজাদ খাঁন। বলা হয়েছে "১৯০৫ সালের পর বৃটিশরা মুসলমানদের প্রতি কিছুটা অনুগ্রহ দেখাতে শুরু করে এবং তারা যাতে আরো বেশী দাবী তোলে সেজন্য উৎসাহিত করতে থাকে।" বৃটিশরা কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের কুপরামর্শ দিতে পারে। তেমনি কুপরামর্শ তারা হিন্দুদেরও বহু দিয়েছিল। হিন্দুদের উসকে দিতে বৃটিশ ইতিহাস বিকৃত করে চলে। বাবরি মসজিদ বিতর্ক বৃটিশরাই ইতিহাস বিকৃত করে শুরু করে। তাই বলতে হবে শুধু মুসলমানদের নয়, হিন্দরেও নানা কুপরামর্শ দিত বৃটিশ শাসকগণ।

"পকিস্তান প্রস্তাব বৃটিশের তৈরী" এ ধরণের উক্তি খুবই এক পেশে। কোন কোন সমালোচক বলেন যে পাকিস্তান তো ভারতীয় কংগ্রেসই জন্ম দিয়েছে। তাদের বিদ্বেষ নীতিরই ফলাফল এটা। মুসলমানদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করে, মুসলমানদের ঠকাতে চাইলে, মুসলমানদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন করার ফলেই মুসলমানদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যায়। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় উদারতার পরিচয় দিলে পাকিস্তান সৃষ্টিই হতো না। বৃটিশ যে মুসলমানদের ভালো বন্ধু- সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে তাতো প্রমাণিত হয় না। বৃটিশ সমগ্র বিশ্ব থেকে মুসলমানদের উৎখাতের জন্য সমগ্র প্রচেষ্টা চালায় দেশে দেশে। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ শক্তি ও রাষ্ট্র তুর্কী সাম্রাজ্যকে বৃটিশ টুকরো টুকরো করে ফেলে ইউরোপীয় শক্তি সমূহের সঙ্গে আঁতাত করে। বৃটিশের জন্যই আজ মুসলিম বিশ্ব দ্বিখন্ডিত ভৌগলিকভাবে, ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে। এককালে চীনের সীমান্ত থেকে

www.pathagar.com

মরক্কো পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের নিজস্ব ভূখন্ডের ভেতর দিয়ে সফর করতে পারত। ইসরাইল রাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বে সেই যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করেছে। আর বৃটিশ এর মূল হোতা বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে। ষড়যন্ত্রকারী বৃটিশ হতভাগা প্যালেষ্টাইনীদের তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়ে বিচ্ছিন্ন করে পরবর্তীতে প্যালেস্টাইনকে ইহুদীদের হাতে তুলে দিয়েছে।

"হিন্দু" শব্দ নিয়ে কথা উঠেছে। 'হিন্দ' শব্দ তো মুসলমানদেরই দেওয়া। শব্দটি আসলে 'সিন্দ' (বা সিন্ধু) থেকে এসেছে। 'সিন্ধু' নদীকে ইরান ও আরবের লোকজন চিনত। কিন্তু তারা তাদের ভাষা ও উচ্চারণগত কারণে 'স' কে 'হ' হিসাবে উচ্চারণ করত বলে 'সিন্দ' নদীকে 'হিন্দ' নদী বলত। আর এ নদীর তীরবর্তী এলাকাকেও 'হিন্দ' আর অধিবাসীদের 'হিন্দু' বলত। 'দি কনসাইস অক্সফোর্ড ডিস্কোনারী' এর সূত্রে এই শব্দ পুরাতন ইংরাজী, ল্যাটিন আর গ্রীক ভাষায়, 'INDOS river Indus' আর ফারসি ভাষায় 'হিন্দ' সংস্কৃতে সিন্দু (পৃষ্ঠা - ৫০৯)। পরবর্তীতে শুধু 'সিন্ধু' বা 'সিন্দ' বা 'হিন্দ' নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নয় সমগ্র উপমহাদেশের নামই হয়ে যায় 'হিন্দ' আর তার অধিবাসীরা 'হিন্দু'। তদানীন্তন উপমহাদেশের সবচেয়ে পবিত্র নদী গঙ্গা নদীর নামে দেশের নামকরণ না হয়ে পশ্চিম প্রান্তের 'সিন্দ' নদীর নামানুসারে এলাকা ও জাতির নামকরণ মধ্যপ্রাচ্যের জনগণেরই দেওয়া। অতীতে কোন সময় সমগ্র উপমহাদেশ একটি রাজ্য ছিল না। আসলে বলকান, স্কানডিনোভিয়া, আইবেরিয়া, আমেরিকা বলতে যেমন একটি বিরাট এলাকা বুঝায়, অতীতের 'হিন্দু' শব্দ দ্বারা তাই বোঝানো হতো। এখন যদি বুলগেরিয়া তার দেশের নাম দেয় বলকান, আর পর্তুগাল তার দেশের নাম দেয় আইবেরিয়া, আর সুইডেন তার দেশের নাম দেয় স্কানডিনোভিয়া, তা হবে 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহারের ন্যায়। বর্তমান 'হিন্দে' সমগ্র 'হিন্দু' এলাকা নেই। শুধু একটি অংশ রয়েছে। মোগল আমলে 'হিন্দের' এলাকা কাবুল, কান্দাহার পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আর আফগানিস্তানের একটি পাহাড় তো 'হিন্দকুশ' নামে পরিচিত, যেখানে 'হিন্দ' এর বাহিনী পরাজিত হয়।

www.pathagar.com

মজার ব্যাপার হলো মূল হিন্দু হলো দরিয়ায়ে সিন্দ (সিন্ধু নদী)-এর তীরবর্তী এলাকা। তাতে এ নামের আসল হকদার হওয়া উচিত সিন্ধু নদীর তীরবর্তী লোকদের। কিন্তু ইতিহাস ও সংস্কৃতির এমনই রহস্য যে গঙ্গা যমুনা তীরবর্তী মানুষ 'সিন্দ' বা 'হিন্দ' নদীর নামেই পরিচিত হতে ভালবাসল। মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সিন্ধু সভ্যতা বা 'ইনডাস্ সিভিলাই জেসন' প্রায় পুরাটাই বর্তমান ভারতের বাইরে। তবু 'ভারত ইন্‌ডাস্ সিভিলাইজেসন' কে তাদের বলে সোচ্চার।

মূল কথায় ফিরে গেলে বলতে হয় যে, 'হিন্দ', 'হিন্দু' শব্দুগলো মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের দেওয়া। তারা এসব শব্দ ধর্ম হিসাবে প্রচার করে নাই করেছে নদী, এলাকা ও অধিবাসী হিসাবে সম্পূর্ণ সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গীতে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য এলাকার কিছু মানুষ শব্দগুলিকে ধর্মের লেবাস পরিয়ে অর্থের দিক দিয়ে করেছে সঙ্কুচিত। আর ভারত 'হিন্দ' নামটি শুধু তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে মধ্যপ্রাচ্যের উপহার স্বরূপ নামটি সম্পূর্ণভাবে 'হাইজাক' করেছে। 'হিন্দ' 'ইন্ডিয়া', 'হিন্দুস্থান' শব্দগুলিকে 'বলকান' 'আইবেরিয়া', 'স্কানিডিনেভিয়া' শব্দের মত রেখে দিলে এ উপমহাদেশে হয়ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সমঝোতার দ্বার খোলার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু শুধু একটি মাত্র দেশ উপহারের এ সম্ভারগুলিকে 'হাইজাক' করে সন্দেহ, রেষারেষি, বিদ্বেষের বীজ বপন করেছে। ভারত এই শব্দগুলিকে 'হাইজাক' না করলে পাকিস্তানের জনগণও বলতে পারত যে তারাও 'হিন্দের অধিবাসী' 'হিন্দুস্থানী' বা 'ইন্ডিয়ান' যে অর্থে বুলগেরিয়ার জনগণ 'বলকান' পর্তুগালের জনগণ সাইবেরিয়ান ও সুইডেনের জনগণ স্কানিডিনেভিয়ান। ভারত 'হিন্দ' গুচ্ছের শব্দগুলি শুধু নিজেদের জন্য করে নেওয়ায় উপমহাদেশে শুধু দূরত্বই বাড়ছে এক থেকে অন্যের। কাছাকাছি বাস করেও দূরে সরে যাচ্ছে সবাই।

বলকান, আইবেরিয়া ও স্কানডিনেভিয়া শব্দগুলির তাৎপর্য যারা বুঝেন না তাদের জন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। বলকান হলো দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের সেই উপদ্বীপ এলাকা যা আড্রিয়াটিক, এজিয়ান ও কৃষ্ণসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। বুলগেরিয়া,

www.pathagar.com

তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া, কসোভো ইত্যাদি দেশ এর অন্তর্ভূক্ত। আইবেরিয়া উপদ্বীপে রয়েছে পর্তুগাল ও স্পেন। স্কানাডিনেভিয়া এলাকাতে রয়েছে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও আইসল্যান্ড।

মালকানি বার বার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বৃটিশ শাসকদের কথায় মুসলমান নেতারা অনেক সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্দেশ্য যেন হিন্দুদের ঠেকানো। আমরা বলব খোদ ভারতীয় কংগ্রেস দলটির স্রষ্টাতো বৃটিশরা। প্রথমে বৃটিশরাই তো এ দল ভারতে সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন Allan Octavian Hume এল্যান ওকটাভিয়ান হিউম।

মালকানি লিখেছেন, যে জনাব একে ফজলুল হক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের 'মূখ্য' মন্ত্রী হিসাবে কলকাতায় সফরে গেলে তিনি সেখানে বলেন, 'যারা দেশের বিভাজন করেছে তারা দেশদ্রোহী'। আমরা যতদূর জানি তিনি কলকাতা সফরে যান নাই। করাচীর পথে স্টপওভার হিসাবে কলকাতায় পৌছান। সেখানে সাংবাদিকদের পেঁচাপেঁচিতে শালীনতা হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাঙালার ভিতর কিছু সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের কথা বলেন, হ্যাঁ, কিছু তো সাদৃশ্য আছেই। পশ্চিম বাঙ্গলায় প্রায় শতকরা পঁয়ত্রিশভাগ মুসলমান, আর ভাষাতো বাঙ্গলাই। তবু অবিবেচক কেন্দ্রীয় সরকার বেকুবের মত ফজলুল হক মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে।

বলা হচ্ছে যে, জামাতে ইসলামী ভারত বিভাগের বিরোধীতা করেছিল। আসলে তা নয়। জামাত শুধু বলেছিল যে, মুসলিম লীগ দ্বারা পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে না, আর মুসলিম জাতীয়তাবাদের চেয়ে ইসলামী আদর্শবাদই মুসলমানদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। জামাত যা বলেছিল, ফল তো তাই দাঁড়িয়েছে। মুসলিম লীগের হাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলো না, আর মুসলিম জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে ইসলামী আদর্শবাদকে হটিয়ে গোপন পাঞ্জাবী জাতীয়তাবাদ, পশ্চিমা এলাকাবাদ, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি নিয়ে এল। মুসলমান মুসলমানের গলা কাটা শুরু করল। ইকবালের ইসলামী আদর্শবাদের সঙ্গে জামাতের ইসলামীর আদর্শবাদ খুব কাছাকাছি। উল্লেখ্য মৃত্যুর কিছু পূর্বে

www.pathagar.com

আল্লামা ইকবাল জামাতের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আবুল আলা মওদূদীকে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে দাক্ষিণাত্যে থেকে পাঞ্জাবে ডেকে ছিলেন। আল্লামা ইকবালের এরপরই ইন্তেকাল হলে এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের মিলিত গবেষণা থেকে মুসলিম বিশ্ব বঞ্চিত হয়। তবে সৈয়দ আবুল আলা মওদূদী আল্লামা ইকবালের একই লাইনের গবেষণা চালিয়ে যান। আসলে সৈয়দ আবুল আলা মওদূদী আল্লামা ইকবালের উত্তর পুরুষ ছিলেন।

আসলে যে বিখ্যাত মওলানা ভারত বিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি হলেন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এর মওলানা হোসেন আহমেদ মাদানী। 'মাদানী' ও 'মওদূদী' শব্দ দুটির উচ্চারণে কিছু মিল থাকায় স্বল্প জ্ঞানী অনেক ব্যক্তিই ভুল করে থাকেন। এতে হয়ে যায় উদোড় পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে। কংগ্রেসী মওলানারা ১৯৪৭ সালের পরে ভারতে রয়ে যান। কিন্তু মাওলানা মওদূদী ভারতে থাকার মত পরিবেশ পান নাই। তিনি লাহোরে চলে যান।

মালকানি লিখেছেন, "বৃটিশের সমর্থনপুষ্ট মুসলিম লীগ দেশ বিভাগের পক্ষে গণ আন্দোলন গড়ে তোলে।" মন্তব্যটি সঠিক নয়। বরঞ্চ সত্যটি হলো পন্ডিত নেহরু শুধু বৃটিশ ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন নাই, লেডি মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে তো নেহরুর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাদের ভিতর চিঠি পত্র লেখালেখি হতো। লেডি মাউন্ট ব্যাটেনের প্রভাবে নেহরু তো অনেক কিছুই বৃটিশদের কাছে থেকে বাগিয়ে নেন। যখন আশার চেয়ে অনেক ছোট্ট একটি পাকিস্তানকে বৃটিশরা মুসলমানদের দিতে গেল কায়দে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ হলেন আশাহত। বৃটিশরা বলল, এই নাও, না হলে এও পাবে না। শেষতক জিন্নাহ আর কি করেন, 'মথ-ইন্টেন' (পোকায় খাওয়া) ছোট্ট পাকিস্তান হতাশা ভরা প্রাণে গ্রহণ করলেন। জিন্নাহ্ তো হতাশায় দুঃখে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় বছরের মাথাতেই ইন্তেকাল করলেন। জিন্নাহর অবাধ গতি ছিল না বৃটিশ ভাইসরয়ের বাসায়, কিন্তু নেহরুর ছিল। মাউন্ট ব্যাটেনকে না পেলেও, নেহরু লেডি মাউন্ট ব্যাটেনকে দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিতেন।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, একমাত্র ১৯৪৬ সালেই মুসলিম লীগ নির্বাচনে জয় লাভ করে। মুসলমান জাতি আশা করছিল হিন্দু ভায়েরা মুসলমানদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার ও তার গ্যারান্টি দেবে, দেবে যথাযথ মর্যাদা স্বাধীনতাত্তোর ভারতে। যখন তারা দেখল যে হিন্দু ভাইয়েরা ও কংগ্রেস এসব কিছুই দেবে না তখন তারা এক জোট হয়ে মুসলিম লীগকে ১৯৪৬ সালে জেতায়। এটা বৃটিশের সাহায্যে হয় নাই, হয়েছে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য। কংগ্রেস যদি উদার মনের পরিচয় দিত, মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালে জিততেই পারত না। আর ইতিহাস হয়ত হতো অন্য প্রকার।

আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে মালকানি যে মন্তব্য করেছেন তা অগ্রণযোগ্য। তিনি লেখেন, "কিন্তু বৃটিশের দেয়া নাইট খেতাব এবং ভুপালের নবাবের পক্ষ হতে মাসিক ৫'শ টাকা ভাতা তাকে অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। তিনি ভিন্ন সুরে কবিতা লিখতে থাকেন- সে সুর দেশ বিভক্তির সুর।" আমরা বলব এই উপদেশে আল্লামা ইকবাল খুবই উচু দরের মুসলমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাকে একমাত্র মোজাদ্দেদে আলফেসানি (যিনি বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিতর্কে যান) ও শাহওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তিনি যে পাঁচশত টাকার জন্য তাঁর ঈমান বিক্রয় করবেন তা তাঁর চরিত্র বলে না। টাকাই যদি বড় হতো, কংগ্রেস কেন তাকে ছয়শত টাকা ভাতা দিয়ে পরীক্ষা করল না। নাইট উপাধি তো বহু হিন্দু ব্যক্তিত্বও পেয়ে ছিলেন।

ইকবাল ইসলামী আদর্শবাদে বিশ্বাস করতেন। তিনি এমন একটি জমিন কামনা করছিলেন যেখানে তাঁর আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠা হতে পারে। ইকবাল কোনদিন 'পাকিস্তান' শব্দও মুখে উচ্চারণ করেন নাই।

মালকানি লিখেছেন, "কবি নজরুল সম্পর্কে তার শ্যামা সঙ্গীতে কালী দেবীর বন্দনা করা হয়েছে।" আমরা বলব এতো নজরুলের উদারতা। কই আমরাতো বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বে মুসলমান পাই না। বাঙলার বেশীর ভাগ মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব কবি মুসলমান খুঁজে পেলেন না। তিনি কি কোন হামদ, নাত, মর্সিয়া, কাওয়ালী, গজল লিখেছেন? নজরুল যদি হিন্দুদের

www.pathagar.com

সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন মুসলমানদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন নাই?

মালকানি লিখেছেন, "বাহওয়ালপুরের নওয়াব, তামা ও দিওয়ান ভারতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন।" আমরা বলব জুনাগর ও মানভাদর রাজ্য তো পাকিস্তানে যোগ দিতে চেয়েছিল, হায়দ্রাবাদ তো ভারতে যোগই দেয় নাই। শক্তির জোরে ভারত হায়দ্রাবাদ দখল করে নেয়। চীনও হংকংকে শক্তি দিয়ে দখল করে নাই। হংকং ভৌগলিক দিক দিয়ে চীনের পার্শ্ববর্তী হলেও।

মালকানি লিখেছেন, "সিন্ধুর খায়েরপুরের মীর ভারতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন।... সিন্ধুর উজানের দিকে খায়েরপুরের অন্তর্ভূক্তি গ্রহণ করলে ভারতীয় ভূখন্ড সিন্ধু নদী স্পর্শ করতো।" আমরা বলব কংগ্রেস আত্মঘাতি নীতি অবলম্বন না করলে, হিন্দুরা মুসলমানদের মনে দুঃখ না দিলে কাবুল কান্দাহার পর্যন্ত নিয়ে সন্তুষ্ট হতো। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কংগ্রেস গ্রহণ করলে ইতিহাস হতো অন্যরূপ। নেহরু ও প্যাটেলের আত্মঘাতি নীতি ইতিহাসকে ভিন্ন খাতে নিয়ে গেছে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরও ১৬ই মে ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন প্লান মুসলিম লীগ কর্তৃক গ্রহণ করার অর্থ হলো তারা ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব চুলচেরাভাবে ধরে থাকতে অনমনীয় নন। মুসলিম লীগের এই নমনীয়তাকে কংগ্রেস কেন উপেক্ষা করল? মুসলিমলীগ তখন যুক্ত ভারতে শুধু ফেডারেল পদ্ধতির শাসন চাইছিল। আর কংগ্রেস চাইছিল শক্তিশালী কেন্দ্র। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে ছিল "ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া" প্রতিষ্ঠার সুপারিশ। ৬ই জুন ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করে। কংগ্রেসও ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে প্রথম গ্রহণ করে কিন্তু ৬ই জুলাই ১৯৪৬ সালে নেহরু কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করলেন, What we do there (in the proposed Constituent Assembly), we are entirely and absolutely free to determine. We have committed ourselves on no single matter to anybody, (অনুবাদ : আমরা প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক পরিষদে যা করব, আমরা সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্তভাবে স্বাধীন

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিব। আমরা কারো কাছে কোন বিষয়েই কোন কথা দেই নাই। সূত্র : এ শর্ট হিস্টরি অব্ মুসলিম রুল ইন ইন্দো-পাকিস্তান, লেখক মুঃ ইনামুল হক, জিলানী পাবলিকেশন্স ২৭১, নওয়াব সিরাজদৌলা রোড চট্টগ্রাম, প্রথম সংস্করণ ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৪৮০-৪৮১) কংগ্রেস নেতার এ ধরণের বক্তব্য ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানকে নস্যাৎ করেছিল। মুসলিম লীগ সন্দেহ করল যে, বৃটিশ চলে গেলে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের ফেড়ারেল পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা বাতিল করে মেজরিটির জোরে মুসলিম বিরোধী শাসনতন্ত্র প্রণযন করবে। উল্লেখ্য, কসোভোতে এমনি অবস্থা হয়, ১৯৮৯ সালে সেখানকার স্বায়ত্বশাসন বাতিলের মাধ্যমে। শেষে মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করল ও লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন দাবী করল। এতে স্পষ্ট যে ফেডারেল ধরণের 'ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' গঠনের প্রধান শত্রু ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি নেহরু, জিন্নাহ নন। নেহরু কতকটা সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলোসিভিচের ন্যায় ব্যবহার করেন। মার্শাল টিটোর আমলে দেওয়া কসোভার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা তিনি গদিতে এসে কলমের এক খোঁচাতে হাওয়া বানিয়েছেন। পরিনতি সার্বিয়া, কসোভোতে ধ্বংসযজ্ঞ।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ নেহরুর এই সর্বনাশা উক্তি ও নীতির সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম' এর পাতায় লিখেছেন। তবে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কংগ্রেসভীতির কারণে তা প্রকাশ করেন নাই। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েকবছর পর তাঁর মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন যে, তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলেন নেহরুকে তাঁর (আজাদ) পরে কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব করে। উল্লেখ্য যে মওলানা আজাদ ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি তখন। তাঁর সময়কাল শেষ হলে তিনি মহাত্মা গান্ধীর নিকট পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতির পদের জন্য নেহরুর নাম প্রস্তাব করেন। গান্ধী নেহরুর বিরোধিতা করলেন। গান্ধী নেহরুর কর্মপদ্ধতি ব্যপারে সন্দিহান ছিলেন। তবু আজাদ গান্ধীকে বলে কয়ে বুঝিয়ে নেহরুর পক্ষে তাঁকে মানিয়ে নিলেন। পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় গান্ধীর সন্দেহই সঠিক ছিল। মওলানা

www.pathagar.com

আজাদ নেহরুর নাম প্রস্তাব করে উপমহাদেশের ইতিহাসকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দিয়েছেন সবার অজান্তে। একেই বলা হয় নিয়তি। আল্লাহ যা ঠিক করে রেখেছেন তাই হবে। প্রতিটি জাতির সময়কাল ও কার্যকলাপ নির্দিষ্ট।

কুরআন মজিদ বলে–

"ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।" (১৬ সূরা নাহ্ল : ৯৩ আয়াত)

"আল্লাহ অবশ্যই কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করার কেউ নেই, আর তিনি ছাড়া ওদের কোনো অভিভাবক নেই।" (১৩ সূরা রাদ : ১১ আয়াত)

"আর প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট কাল আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা এক মুহূর্ত কালও দেরি বা তাড়াতাড়ি করতে পারবে না।" (৭ সূরা আরাফ ৩৪ আয়াত)

"কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে পারে না। দেরিও করতে পারে না।" (১৫ সূরা হিজর, ৫ আয়াত, ২৩ সূরা মূমিনুন : ৪৩ আয়াত)

প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট কাল আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও দেরি বা তাড়াতাড়ি করতে পারবে না। (১০ সূরা ইউনুছ : ৪৯ আয়াত)

মালকানি লেখেন, "স্বাধীন ভারতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মত তার নেতৃত্ব অব্যাহত রাখেন।" আমরা দেখায়েছি আজাদ নেহরুর উপর কিরূপ অসন্তুষ্ট ছিলেন পরবর্তীতে। নেহরুর ভয়ে সৎকথা বলারও সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর নিজের জীবদ্দশায়।

www.pathagar.com

মালকানি বলেছেন, "জাকির হোসেন যখন ভারতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি ভারতীয় রীতি অনুসারে শ্রিংগেরী মহারাজ ও সুশীল মুনির কাছে যান শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।" মালকানি শ্রদ্ধা বিবরণের বিস্তারিত কিছু লেখেন নাই। যদি ভারতের সর্ব ধর্মের মানুষের প্রেসিডেন্ট জাকির হয়ে থাকেন, তাহলে হিন্দু পুরোহিতের কাছে স্বাভাবিক শিষ্টাচার প্রদর্শনের বিরোধিতার কি আছে ? আর ভারতীয় রীতির ভূষণে কি মুসলিম সংস্কৃতি নেই? তাহলে তাজমহল ও লালকেল্লার 'ক্রেডিট' ভারত কেন নিতে চায় ?

মালকানি লিখেছেন, "কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাহ ভারতের পক্ষে ছিলেন।" আমরা বলব জিন্নাহকে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান জুন ১৯৪৬ সালে পর্যন্ত গ্রহণ করে 'ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' গঠনে রাজি ছিলেন। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশসমূহকে শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তা প্রদান করবেন না বলাতে নেহরুর উক্তি সব নস্যাৎ করে দেয়।

'এ বুল ইন চায়না শপ' এর ন্যায় কার্য অনেক ভালো জিনিসকে ভেস্তে দেয়।

কাশ্মীরের শেখ আব্দুল্লাহ্ কাশ্মীরের জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মনে করেছিলেন যে জিন্নাহ যদি 'বাবায়ে কওম' (জাতির পিতা) হতে পারেন তিনিও কাশ্মীরের জাতির পিতা হতে পারবেন। বিশ্বাসঘাতক আব্দুল্লাহ্কে কলা দেখিয়ে নেহরু আব্দুল্লাহ্র সকল পথ রুদ্ধ করেছিলেন। আব্দুল্লাহর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কাশ্মীরীদের রক্ত ঝরছে। যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে গেছে। সেখানে কাশ্মীরকে তার সঠিক স্থানে যেতে বাঁধা দিয়ে আব্দুল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করেছেন।

মালকানি লেখেন, "বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সাহায্য কামনা করেছিলেন।" কথাটি বোধ হয় এভাবে সত্য নয়। শেখ মুজিবুর রহমান আপেক্ষিক একটা ডাক দিয়ে ছিলেন পাক সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের কারণে, তবে তিনি ভারত সরকারের নিকট কোন সাহায্য চান নাই ও ভারতে কঠিন সময়ও পলায়ন করেন নাই।

www.pathagar.com

মালকানি লেখেন, "সিন্ধুর প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাবেক সভাপতি জিএম সৈয়দ পাকিস্তানের ধ্বংস চেয়েছিলেন, যাতে সিন্ধু টিকে থাকে।" বিভ্রান্ত জিএফ সৈয়দ তো শেখ আব্দুল্লাহর মত আর এক 'বাবায়ে কওম' হতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে যখন এতীম অসহায় দরিদ্র হযরত মোহাম্মদ (সা.) পরবর্তীতে নবী, রাসূল ও সমগ্র আরবের একচ্ছত্র রাজনৈতিক নেতা হলেন তখন অনেক চতুর ব্যক্তিই মনে করল যে নবী বলে ঘোষণা দিলে তো বেশ লাভ। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পরে বেশ কিছু অসৎ ব্যক্তি নিজেদের নবী বলে ঘোষণা করে। শেখ আব্দুল্লাহ্, জি এম সৈয়দ এসব ব্যক্তিত্ব এই ধরণের। 'বাবায়ে কওম' হওয়ার তাদের বেশ খায়েস ছিল। সিন্ধুকে টিকতে পাকিস্তানের ধ্বংস কামনা না করে, ১৯৪৬ সালে জি এম সৈয়দ যদি নেহরুকে ক্যাবিনেট মিশন প্লান মানতে বোঝাতে পারতেন, তাহলে সিন্ধুর ও উপমহাদেশের সব জাতি সত্ত্বার হয়ত মঙল হতে পারত। জিন্নাহ তো ক্যাবিনেট মিশন প্লানের মাধ্যমে সিন্ধু বাঙলাসহ আসাম পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য প্রচুর ক্ষমতা পেয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকত। ছয়দফা না মানার ফলে যেমনি ভাবে পাকিস্তান বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেল, ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব কংগ্রেস ভন্ডুল করায় ১৯৪৭ সালে ভারতকে বিভক্ত করতে হয়। ভারতে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, আসাম ইত্যাদি এলাকাতে ভারত-বিরোধী হাওয়া রয়েছে। সেখানকার জি এম সৈয়দদের ব্যাপারে মালকানির মন্তব্য কি ?

মালকানি পাকিস্তানী পাঞ্জাবের প্রথম 'মূখ্য' মন্ত্রী মিয়া মমতাজ দৌলতানার উক্তি উদ্বৃত করে বলেছেন যে জিন্নাহর পুরো ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আসলে তা নয়। জিন্নাহ 'ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' গঠনে ব্যর্থ হয়ে মুসলমানদের জন্যই বাধ্য হয়ে আবার লাহোর প্রস্তাবে ফিরে যান। কে বলে সব ব্যর্থ হয়েছে ? পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আছে বলেই তো এককালের অশিক্ষিত গরীব, দুর্বল, মানুষগুলো এখন কেউ কেউ প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি, জেনারেল, সচিব ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রফেসর, ব্যবসায়ী, কর্মকর্তা হতে পারছেন। এ অবস্থা

www.pathagar.com

তো পূর্বে চিন্তাও করা যেত না। মুসলমান এলাকাতে শুধু একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকরও করেছিলেন। আজ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। কাজেই জিন্নাহর যে পুরো ধারণাই ভুল তা সঠিক নয়। ভারতে মুসলমানগণ শতকরা ১৫ ভাগ হলেও প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদিতে শতকরা একভাগও নয়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মানুষ এসব পদ এখন শতকরা একশ ভাগই উপভোগ করে। শতকরা একভাগ, না শতকরা একশত ভাগ কাম্য? পাগলও তার ভাল বুঝে। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ছাড়া অখন্ড ভারত থাকলে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা বর্তমান অবস্থার বহু নীচে থাক্‌ত। কলকাতা ছিল এককালে বাংগালীর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখন কি তা আছে ? ঢাকাই এখন বাংগালীর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হওয়ার ফলেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় মুসলমান শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ, কিন্তু চাকুরী বাকুরি ব্যবসা বানিজ্যে শতকরা একভাগও নয়।

মালকানি শেরে বাংলা জনাব এ কে ফজলুল হক সম্পর্কে লেখেন, "বরিশালে তার নিজ জেলায় কলেজ চালু করে তিনি সেখানে শুধু হিন্দু অধ্যাপকদেরই নিয়োগ দান করেন।" মালকানি যদি এখন চাখার কলেজ যান দেখবেন যে এখন প্রায় অধ্যাপকই মুসলমান। পাকিস্তান বাংলাদেশ না হলে এটা কল্পনাও করা যেত না। কাজেই মালকানির মন্তব্য "জিন্নাহর পুরো ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়েছে" এই মন্তব্যই ভুল।

মালকানি লেখেন, "প্রত্যেকে সেদিনের অপেক্ষা করছে যেদিন আমাদের হৃদয় ও মনে আর কোন ব্যবধান থাকবে না।" কথাটি তো ভাল। এর জন্যই তো মরহুম জিয়াউর রহমান সার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। সার্কের মাধ্যমে বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ খুব কাছাকাছি আসতে পারে। কিন্তু সার্ককে শক্তিশালী হতে দেওয়া হচ্ছে কোথায়? বড় দেশ হিসাবে ভারতের একটু উদারতা প্রদর্শন পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন আনতে পারে। উপমহাদেশের সাধারণ মানুষ শান্তি চায়, মানুষের মত বাঁচতে চায়। অতীতের ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে চায়। আমরা একই এলাকাতে বসবাস করি।

www.pathagar.com

মালকানি বলেছেন যে ভুট্টো 'পুনঃ একত্রিত ভারতে' পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারবেন আশা ব্যক্ত করেছিলেন। ভুট্টো সাহেব তো বাংলাদেশকেই আলাদা করেছিলেন তদানীন্তন পাকিস্তানে দুই প্রধান মন্ত্রী তত্ব হাজির করে। শেখ মজিবুর রহমানের বিপরীতে ভুট্টো দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খাহেস জারি করে তো পাকিস্তানকেই দু'টুকরো করে ছাড়লেন। ভুট্টো কিভাবে 'পুনঃ একত্রিত ভারত' চাইতে পারেন? এসব তাঁর কথার কথা। ভুট্টোর মত কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন বলেই তো লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের রক্ত প্রবাহিত হয় ১৯৭০ সালে।

মালকানি লিখেন, "আমরা ভারতে যখন মুসলমানদের সমস্যার দিকে তাকাই তখন তো সৈয়দ সাহাবুদ্দিন ও ইমাম বুখারীর দিকে তাকিয়ে দেখলে চলবেনা।" কথাটি সঠিক নয়। সৈয়দ সাহাবুদ্দিন ও ইমাম বুখারীতো ভারতের প্রতি আনুগত্য রাখেন। কট্টরপন্থী হিন্দুগণ তাদের খেজুরের দেশে চলে যেতে বলেছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন যে, তারা খেজুরের দেশে চলে যাবেন না; হিন্দুস্তানেই তারা থাকবেন ও হিন্দুদের হৃদয় আলোকিত করবেন। খেজুরের দেশে যাওয়ার কেন কথা উঠে? বিদেশী খেদাও আন্দোলন শুরু করলে তা বাঙ্গালীদের যেতে হবে অষ্ট্রেলিয়া, ব্রাহ্মন ও ক্ষত্রিয়দের চলে যেতে হবে বরফের দেশ সেন্ট্রাল এশিয়ায়, আর পূর্ব ভারতের অনেক উপজাতিকে চীন-বার্মায়। আর সমগ্র ভারত দিয়ে দিতে হবে খাঁটি ইন্ডিয়ান অর্থাৎ 'ইনডাস' (সিন্ধু/ হিন্দ) তীরের অধিবাসীদের। 'ইনডাস' তীরের লোকজনইতো আসল 'ইন্ডিয়ান'। পৃথিবীর সবদেশেই যদি মানুষকে তাদের বাপদাদাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানো হয়, তাহলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ সমগ্র উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীগণ বাস্তহারাতে পরিণত হবে। এমন কি খোদ বৃটেনের ইংরেজদের (এংলো স্যাকসনদের বংশধরদের) জার্মানীতে ফেরত পাঠাতে হবে। সমগ্র বিশ্বে এসব করলে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে।

ইমাম বুখারী একজন খাঁটি হিন্দুস্থানী। দিল্লীর বিখ্যাত জামে মসজিদের ইমাম হিসাবে হিন্দুস্থানী মুসলমানদের নিকট অতিপ্রিয়। রোমান ক্যাথলিকদের গুরু পোপ যেমন সম্মানীয়, ইমাম বুখারী হিন্দুস্থানের মুসলমানদের নিকট অতি প্রিয়

www.pathagar.com

একটি নাম। তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলে, তাঁকে আঘাত করলে হিন্দুস্থানী মুসলমানদেরই আঘাত করা হবে। যেসব হিন্দু নেতা সাধু সন্নাসী বাবরি মসজিদ ভাঙ্গলো তাদের নাম মালকানির প্রবন্ধে এলোনা কেন? এতো একমুখী বিশ্লেষণ। মুসলিম বিদ্বেষী বাল থ্যাকারে, আদভানি নাথুরামগডসে, নরসিমারাও প্রমুখের উল্লেখ নেই কেন? সৈয়দ সাহাবুদ্দিন ও ইমাম বুখারীর দোষক্রটির উল্লেখ করলে সংখ্যাগুরু নেতাদের দোষ ক্রুটিও নজরে আনতে হবে। কিন্তু এতসব কেন? মালকানি তো আগেই লিখেছেন, "এখন যদি মানুষের হৃদয়, মন ও আত্মার কাছাকাছি যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে পুরনো ক্ষত সেরে গেছে। সংস্কৃতি ও জীবন ধারার অভিন্নতাগুলোই মানুষ বেশী করে ভাবছে। প্রত্যেকে সেদিনের অপেক্ষা করছে যেদিন আমাদের হৃদয় ও মনে আর কোন ব্যবধান থাকবে না।" কাজটা ভারতই শুরু করতে পারে বড় দেশ হিসাবে সহানুভূতির পরিচয় দিয়ে। তবে ভারত নিশ্চয়ই 'সিকিম স্টাইলে' তা করবে না। এই আশা করা যেতে পারে। 'সিকিম স্টাইলে' কিছু করতে গেলে সমস্যার তো সমাধান হবেই না, বিপর্যয় নামবে।

কে আর মালকানি ভারতীয় জনতা পার্টী (বিজেপি) এর নেতা তা মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় নাই। উল্লেখ করা থাকলে মালকানির উদ্দেশ্য স্পষ্ট হতো। মালকানি শুধু মুসলমানদের দোষই দেখেছেন। ভারতে মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে তার কোনই উল্লেখ করা হয় নাই তাঁর প্রবন্ধে। বিজেপি, শিবসেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি দলগুলি যে ভারতীয় মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে তার কোনই উল্লেখ নেই তাঁর প্রবন্ধে। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা, তারপরে হাজার হাজার মুসলমান হত্যা বিজেপির কুকীর্তি। তার কোনই উল্লেখ নেই মালকানির প্রবন্ধে।

ভারতের বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী মায়াবতী ভারতীয় লোকসভায় (পার্লামেন্টে) এপ্রিল ১৯৯৯ তে প্রকাশ করেন যে, বিজেপি ও ভারতীয় কংগ্রেস যুক্তভাবে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। সে সময় কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন নরসীমা রাও (একজন সাবেক শিবসেনা নেতা) এবং উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকার।

www.pathagar.com

কে আর মালকানির প্রবন্ধ এক পেশে। এ ধরণের লেখায় উপমহাদেশে শান্তি আসবে না, বরঞ্চ উসকানির খোরাক তৈরী করবে 'অখন্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার। বিজেপি নেতা কে আর মালকানির লেখা নিবন্ধ 'ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম নেতৃত্ব' সম্পর্কে আরো কথা আছে। তিনি সম্পূর্ণ একপেশে মন্তব্য করেছেন মুসলমানদের সম্পর্কে। ভারতীয় মুসলমানদের যে কোন দোষ নেই, তা আমরা বলবনা; তবে ভারতীয় মুসলমানদের সবই কি দোষ? আর ভারতীয় হিন্দু ও শিখদের ব্যাপার কি? তাদের কোন দোষই নেই। আসলে সব সম্প্রদায়ের ইতিহাসের কিছু ভাল, কিছু খারাপ রেকর্ড রয়েছে। অন্য সম্প্রদায়ের দোষগুলো বেমালুম চেপে শুধু বেছে বেছে ভারতীয় মুসলমানদের দোষগুলো নাড়াচাড়া করা কি সঠিক?

বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের বৃটিশের বন্ধু বলা হচ্ছে। কিন্তু কেন কলকাতার হিন্দু বাবুরা বৃটিশের রাজ্য বিস্তারে তাদের খয়ের খাঁ হিসাবে কি মোসাহেবি করে নাই? ১৮৫৭ সালের সিপাহী আন্দোলন পর্যন্ত তো হিন্দু ভাইদের বিরাট অংশ বৃটিশের সহযোগিতা করেছে। সিপাহী আন্দোলনকে মুসলমানদের আন্দোলন মনে করে অনেক হিন্দু ভাই বৃটিশকেই সাহায্য করে সেই আন্দোলন দমন করতে। সত্যিকারের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন হিন্দুরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সুভাষ বোসের নেতৃত্বে করে। অবশ্য তাতে বহু মুসলমান সামরিক ব্যক্তিত্ব যোগ দেন।

কোন কোন মুসলমান নবাব বৃটিশদের খয়ের খাঁ গিরি করেছেন ঠিক। তবে হিন্দু রাজা ও মহারাজারাও কম করেন নাই। এমন কি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ সহ কলকাতার বহু হিন্দু পন্ডিত, লেখক বৃটিশের খুবই বশংবদ ছিলেন। বিশ্ব কবি তো বৃটিশ রাজকে "ভারত ভাগ্য বিধাতা"ই বলে সংগীত রচনা করলেন।

শিখ সম্প্রদায়ও বৃটিশ শক্তিকে পাকাপোক্ত করতে বৃটিশকে সহযোগিতা প্রদান করে। পুরা নেপালী হিন্দু সেনাবাহিনী ১৮৫৭ সালের সিপাহী আন্দোলনে কাঠমন্ডু থেকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জঙ্গ বাহাদুর রানার নেতৃত্বে এসে লক্ষ্ণৌ ও অন্যান্য স্থানে ভারতীয় সিপাহীদের উপর অতর্কিত হামলা করে বৃটিশের সাম্রাজ্য রক্ষা করে দেয়। শ্রী জঙ্গ বাহাদুর রানা নেপালী সেনাবাহিনী দিয়ে

www.pathagar.com

বৃটিশকে সাহায্য না করলে ১৮৫৭ সালেই বৃটিশ সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যেত। লক্ষ্ণৌ ছিল সিপাহীদের সবচেয়ে বড়ঘাঁটি ও কেন্দ্র। এই বৃহৎ কেন্দ্রের পতনে সিপাহীরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও বৃটিশের জয় সুনিশ্চিত হয়। একদিকে বৃটিশ সেনাবাহিনী ও অন্যদিকে নেপালী সেনাবাহিনীর চাপে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ১৮৫৭ সালে নস্যাৎ হয়ে যায়। নেপালী হিন্দু সেনাবাহিনী ছাড়াও, ভারতীয় নেপালী বা হিন্দু গুর্খা সেনারা বৃটিশদের হয়ে বাঙলা মুলুক স্বাধীনতাকামী সিপাহীকে ধরতে তৎপর ছিল। গুর্খারা বাঙালামুলুক পর্যন্ত বৃটিশের হয়ে পদচারণা করে। গুর্খা সেনারা উপমহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে ও পূর্ব প্রান্তে যে কত রক্ত ঝরিয়েছে বৃটিশদের হুকুমে তার ইয়ত্বা নেই। কোথাও বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ হলেই সেখানে প্রথমেই প্রেরীত হতো হিন্দু গুর্খা সেনাবাহিনী। আর তারা পুরাপুরি নিমক হালালী করত বৃটিশদের পক্ষে। বৃটিশরা একমাত্র হিন্দু গুর্খাদের পূর্ণ বিশ্বাস করত। উপমহাদেশে গুর্খারা না থাকলে বৃটিশ সাম্রাজ্যই সমগ্র বিশ্বে থাকত কিনা সন্দেহজনক। উপমহাদেশ থেকে তল্পি গুটালে উপমহাদেশের অর্থবন্ধ হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যই ভেঙ্গে পড়ত বিশ্বব্যাপী। উপমহাদেশ ছিল বৃটিশের বিশ্ব বিজয়ের "স্প্রিং বোর্ড"।

ভারতের হিন্দুরা বৃটিশ বিরোধী হলে মুর্শিদাবাদের খোসবাগে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার কবরস্থান অবহেলিত কেন? আমি সপরিবারে সিরাজের কবরে যাই। সেখানে সিরাজের নানা নওয়াব আলীবর্দী, সিরাজের স্ত্রী লুৎফা, তাঁদের শিশু কন্যা ও আরো অনেকের কবর রয়েছে কাছাকাছি। খোসবাগের এ কবরগাহের পার্শ্বে স্বামী ভক্ত বেগম লুৎফা কুঁড়েঘর করে বসবাস করতেন। স্বামীর কবরের উপরেই তিনি লুটিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দেন। সিরাজ সমগ্র উপমহাদেশের একটি বিরাট প্রতীক তাঁর দোষগুণ মিলে। সিরাজের বিদায় মানেই বৃটিশের আগমন। সেই দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বের কোন কদরই নেই ভারতে। মুর্শিদাবাদে মীর জাফরের বাসগৃহের যে ছোট কুঠুরীতে সিরাজকে হত্যা করা হয় তা ভগ্ন। সে কক্ষে একটি বুলডোজার দেখে আতকে উঠি। আব্দুল হাই শিকদার তাঁর মুর্শিদাবাদ ভ্রমন সম্পর্কীয় একটি

www.pathagar.com

বইয়ে ঠিকই লেখেছেন যে সিরাজের হত্যার কক্ষের সামনে একটি ছোট্ট বোর্ড পর্যন্ত নেই এই কক্ষের পরিচয় দিয়ে। এই কক্ষে যে নাটক হয়েছিল তা সমগ্র বিশ্বে বৃটিশকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল ও উপমহাদেশ সেই থেকে হেয় হয়ে পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল। সেই গৃহের সামনে বোর্ডে পরিচয় আছে যে গৃহটি মীর জাফরের। সেই গৃহের সম্মুখে কবরস্থানে মীর জাফরের কবরেরও পরিচয় আছে বোর্ডে। শুধু সিরাজ অনুপস্থিত সর্বত্র। এ কোন মানসিকতা বর্তমান ভারতীয় কর্তৃপক্ষের? সিরাজ হত্যার কক্ষের সামনে কোন পরিচিতি বোর্ড না দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে জগৎশেট, বেনীমাধব প্রমুখ বৃটিশ খয়ের খাঁ প্রমুখের প্রসাদ ঠিকই রয়েছে দাঁড়িয়ে। সিরাজের রক্তে তো হিন্দু রক্তই প্রবাহিত। মুর্শিদকুলি খাঁর বংশধর হলেন সিরাজ। আর মুর্শিদকুলি খাঁ তো ছিলেন হিন্দু। পরবর্তীতে তিনি মুসলমান হন।

হিন্দু সম্প্রদায় বৃটিশের নিকটস্থ না হলে পাঞ্জাব ভাগ হওয়ার কথা নয়। আর ভাগ হলেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা গুরুদাসপুর ভারতে যাওয়ার কথা নয়। বৃটিশ গুরুদাসপুর ভারতকে প্রদান করে কাশ্মীরে যাওয়ার প্রবেশ পথ ভারতকে প্রদান করেছে। নইলে কাশ্মীর ভারত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকত। এমনিভাবে তেঁতুলিয়া সংলগ্ন এলাকা বৃটিশ ভারতকে প্রদান করে বিরাট সাহায্য করেছে। নইলে ভারতের পূর্বাঞ্চল হয়ে পড়ত তদানীন্তন পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় বিচ্ছিন্ন এলাকা। কেননা জানে যে কংগ্রেস নেতা নেহরু একাই লেডি মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারতেন। তাদের ভিতর পত্রালাপ হতো। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেলও হন। এসব কি প্রমাণ করে? মুসলমান বৃটিশদের প্রিয়, না হিন্দু সম্প্রদায়? মুসলমান বৃটিশদের সাক্ষাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

হিন্দু সমর্থনের কারণে ইংরেজ সওদাগরি কোম্পানীর একজন কেরানী ক্লাইভ ইংল্যান্ডের এক শ্রেষ্ঠ বীরে পরিণত হয়ে গেল। ষড়যন্ত্রের ও বিশ্বাসঘাতকতার নাম হলো বীরত্ব। সওদাগরি করতে এসে সওদাগর হলো কমান্ডার। আর এতে হিন্দু সম্প্রদায় পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করল।

www.pathagar.com

বঙ্গ-ভঙ্গ রদে ক্ষতি কার?

১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ হলে কলকাতার হিন্দু বাবুরা তুলকালাম কান্ড করল। কবি রবীন্দ্রনাথ রচনা করে ফেললেন "আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তারা বা ভারত উপকৃত হয়েছে, না ক্ষতিগ্রস্থ? আমি প্রমাণ করব যে কলকাতার বাঙ্গালী বাবুরা তথা বর্তমান ভারতই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। কলকাতার বাবুরা প্রথম বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা না করলে উপমহাদেশের ইতিহাসই হতো অন্যপ্রকারের। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে তারা শেষ তক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সবচেয়ে বেশী যদিও আপাততঃ মনে হয়েছে যে ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বৃটিশদের দ্বারা বাতিল করে জিতে গেল।

১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গ হলেও, কলকাতা কেন্দ্রীক পশ্চিমবঙ্গ ও সর্বভারতের রাজধানী হিসাবে থাকে। কিন্তু ১৯১১ সালে যখন হিন্দুদের জেদে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা হলো ভারতের রাজধানী চলে গেল দিল্লীতে। ১৯১১ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫৪ বৎসর ভারতের রাজধানী হিসাবে কলকাতা; কলকাতার হিন্দু বাবুরা সর্বভারতে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। বাঙ্গালী সাংস্কৃতির প্রভাব ভারতের রাজধানী কলকাতার মাধ্যমে সর্বভারতে অনুভূত হচ্ছিল। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে চলে গেলে কলকাতা হয়ে পড়ল শুধুমাত্র একটি প্রাদেশিক রাজধানী, ভারতের আরো অনেক প্রাদেশিক রাজধানীর মত। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হলেও মূল প্রেসিডেন্সি প্রদেশ থেকে বিরাট অংশ এবার বাদ পড়ে গেল। বৃহৎ বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সমূলে বিনাশ হয়ে গেল মূল প্রেসিডেন্সি প্রদেশ ফিরে না পাওয়াতে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলেও, কলকাতা কেন্দ্রীক প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় রাজধানীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আর বাঙ্গালীরাই এ প্রভাবের বড় শরীক।

www.pathagar.com

অন্যদিকে ঢাকাকে কেন্দ্র কর পূর্ববঙ্গ ও সমগ্র পূর্ব ভারতে (তদানীন্তন আসাম) বাঙ্গালীরাই প্রভাব বিস্তার করত। মোট কথা বঙ্গভঙ্গ হলেও বাঙ্গালীরা কলকাতা ও ঢাকার মাধ্যমে সমগ্র ভারতে প্রভাব বিস্তার করত। এই অবস্থা চলতে দিলে আজ উড়িষ্যা বিহার ঝারখন্ড থেকে ভারতের পূর্ব সীমা পর্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা চালু হয়ে যেত। আসাম, উড়িষ্যা ইত্যাদি স্থানীয় ভাষা আমাদের নোয়াখালি, চট্টগ্রাম-এর স্থানীয় ভাষার পর্যায়ে চলে যেত। এটি হতে পারে। ইংল্যান্ডের ইংরেজী ভাষা কিভাবে ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডকে নিজের ভিতরে আনল, যদিও সেখানে আগে ইংরেজী ভাষা ছিল না। রাজধানী ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একটা রিপোর্ট সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক, হোক সে হিন্দু, হোক সে মুসলমান সমগ্র উপমহাদেশে প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সম্মত হতো। কিন্তু কলকাতার সংকীর্ণমনা বাবুরা পূর্ববঙ্গের চাষাভূষাও এই প্রভাব ও কর্তৃত্বের শরীকদার হোক তা সহ্য করতে পারল না। এই একই কারণে বিশ্বকবি সহ কলকাতার বহু বাবু ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করেন। এসবের ফলে কি হলো? ঢাকাকে এক হাত দেখাতে গিয়ে কলকাতা শেষ পর্যন্ত সবই হারাল।

মুসলমানরা এতদিন শুধু তাদের শুধু কিছু অধিকারই দাবী করছিল– অন্যকিছু নয়। ১৯০৬ সালে যখন ঢাকাতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয় তার তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। এগুলো হলোঃ ১. বৃটিশ সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি; ২. মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা এবং ৩. মুসলমানদের ভিতর অন্য সম্প্রদায় সমহের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি না হতে দেওয়া। উল্লেখ্য যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যখন ১৮৮৫ সালে সৃষ্টি হয় তারও উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ-ভারতীয় সমস্যাসমূহ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা এবং বৃটিশ সরকারের এলিজিয়ান্স' (রাজ-ভক্তি) এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক অধিকার হাসিল করা (দ্রষ্টব্য এ শর্ট হিসটরি অব্ মুসলিম রুল ইন ইন্দো-পাকিস্তান, মুহাম্মদ ইনামুল হক, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা- ৪৫৯-৪৬৩)

কলকাতার বাবুরা যখন মুসলমানদের তেমন কিছুই দেবে না- পৃথক রাজধানী ঢাকাতে দিবে না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেবে না, তখন ধীরে ধীরে মুসলমানদের আন্দোলন ১৯৪০ লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশে দুই প্রান্তে আরো দুটি পৃথক রাষ্ট্র

www.pathagar.com

গঠনের প্রস্তাব করে। ১৯৪৬ সালে ৬ই জুনে এসে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাব চাপা দিয়ে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অনুযায়ী "ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া" পর্যন্ত গ্রহণে রাজি হয়, শুধু তারা চেয়েছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশগুলোর জন্য কিছু ক্ষমতা, কিছু অধিকার। কংগ্রেস, বিশেষ করে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পন্ডিত নেহেরুই তো তাঁর হটকারিতার জন্য ইতিহাসকে অন্য খাতে প্রবাহিত করেন। এখন কেন বিজেপি বা অন্যান্য হিন্দু সংগঠন এসব নিয়ে হাহুতাশ করেন? দায়ী তো হিন্দু নেতারই, মুসলমান নেতারা নন। মুসলমান নেতাগণ ছিলেন বেশ নমনীয় ও সমঝোতাপূর্ণ। কিন্তু হিন্দু নেতাগণ মুসলমানদের কিছুই দেবেন না। যে কারণে তারা ঢাকা কেন্দ্রিক প্রাদেশিক রাজধানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিতে চান নাই। সেই একই কারণে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দিতে নারাজ ছিলেন। তবে আশ্চর্যের ও মজার ব্যাপার যে কংগ্রেস প্রথমে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করেছিল, পরবর্তীতে মুসলিমলীগ তা গ্রহণ করলে কংগ্রেস তা অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে। এতে কংগ্রেসের সংকীর্ণমনা মনেভাবই প্রকাশ পেয়েছে। কংগ্রেস মুসলিমলীগ কর্তৃক ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণে মনে করে যে, বোধহয় এতে মুসলিমলীগের লাভ হবে। তাই তারা (মুসলিম লীগ) প্ল্যানটি গ্রহণ করেছে। আসলে কোনটি ভাল হবে আর কোনটি মন্দ হবে মানুষ অনেক সময় অনুধাবনে বিভ্রান্ত হয়। তাই কুরআন বলে,

> "কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য ভাল। আর তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য মন্দ।" (২ সূরা বাকারা : ২১৬ আয়াত)

নেহরু তার হটকারিতা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমলীগও ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অগ্রাহ্য করে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য দাবী তুলল। ফলে যা হবার তাই হোল। আর এর পরিণতিতে বঙ্গ-ভঙ্গ দ্বিতীয় বার হতে হোল ১৯৪৭ সালে। এবার কলকাতার বাবুরা বঙ্গ-ভঙ্গের পক্ষে হয়ে গেল। কি বিচিত্র ইতিহাস! কলকাতায় এবার আর গাওয়া হোল না, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" এবার কলকাতার বাবুরা বঙ্গকে ভঙ্গ করে তৃপ্ত হলেন। যদিও

www.pathagar.com

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমর্থন নিয়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও সুভাষ বোসের ভাই শরৎ বোস শেষ চেষ্টা করেন বঙ্গ-ভঙ্গ না করতে। কিন্তু এবার কলকাতার বাবুরা শরৎ বোসের পক্ষে এলোনা। দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ হোল। এবার কলকাতার হিন্দুদের সামর্থ নেই। কলকাতার বাবুরা শেষ পর্যন্ত কি পেল? যে ভাষা ও সংস্কৃতি সমগ্র ভারতে কর্তৃত্ব করার পথে ছিল সে ভাষা ও সংস্কৃতি শুধুমাত্র প্রাদেশিক ভাষা ও সংস্কৃতিতে পরিণত হোল। এমন কি খোদ কলকাতাতে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি হটতে হটতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার উপক্রম। দিল্লীতে রাজধানী চলে যাওয়াতে হিন্দী-হিন্দুস্তানী- উর্দুর প্রবল দাপট এখন কলকাতাতে ও তথা সমগ্র ভারতে। আর উড়িষ্যা, আসামে বাঙলা ভাষা, সংস্কৃতি কি আর প্রবেশ করবে? কলকাতা প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার কারণে বাঙ্গলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব উড়িষ্যা, আসাম ও বিহারে খতম হয়ে গেছে। উড়িষ্যা, আসামী ইত্যাদি ভাষা স্থানীয় ভাষায় পরিণত না হয়ে প্রধান ভাষায় পরিণত হয়েছে সেসব এলাকায়। বিহারে কলকাতার বাবুদের সংকীর্ণতার জন্য পূর্ব বাঙলার মানুষ চিরকালের জন্য বেরিয়ে এসেছে। আজ আর কলকাতার কোন প্রভাব ও কর্তৃত্ব নেই সাবেক পূর্ব বাঙলা বা সাবেক উপমহাদেশে তাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক-সব প্রকারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি থেকে বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

কলকাতার বাবুরা ১৯০৫ সলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা না করলে, কলকাতা সমগ্র ভারতের ও পশ্চিম বাঙলার রাজধানী থাকলে। ইতিহাস গড়াতে গড়াতে ১৯৪৭ ও ১৯৭০ সৃষ্টি হয়তো করত না। আর বাঙালীও হয়তো তাদের বৃহত্তম সংখ্যার জন্য সমগ্র উপমহাদেশেই প্রভাব-প্রতিপত্তি রাখতে সক্ষম হোত। আর উড়িষ্যার উপকুল থেকে পূর্বভারতের সীমান্ত পর্যন্ত হয়তো পুরাটাই বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আসত। উল্লেখ্য যে, মূল আরব তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও পরবর্তীতে আরব ভাষা ও সংস্কৃতি ফোরাত নদী থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের কূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আজ আরবী ভাষা ও সংস্কৃতির বহু দেশ। আর কলকাতার বাবুরা বাঙ্গলা ভাষা ও সংস্কৃতির দুটো রাজধানীই সহ্য করতে

www.pathagar.com

পারলো না; তারা দুটি বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) সহ্য করতে পারলো না। আর আজ এ এলাকাতে ডজনে ডজনে রাজধানী, ডজনে ডজনে বিশ্ববিদ্যালয়! উল্লেখ্য যে, বর্তমান ভারতে হিন্দীভাষী বেশ কয়েকটি রাজ্য আছে যেমন উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, দিল্লী, হরিয়ানা, ঝাড়খন্ড, রাজপুতনা ইত্যাদি। এরা কেউ হিন্দী ভাষী বলে এক রাজ্য বা প্রদেশ হতে চায়না।

আমি যে কথা বলতে চেয়েছি তা আবার বলছি। কলকাতার বাবুরা ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন করে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বর্তমানে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ মেনে নিলে মুসলিম লীগের আন্দোলন হয়তো অন্যখাতে প্রবাহিত হোত। মুসলিম লীগের নেতারা কংগ্রেসের নেতাদের চেয়ে নমনীয় ও সমঝোতার পক্ষে ছিল। কাজেই বর্তমান বিজেপি নেতাদের শুধুই মুসলমান-সমালোচনা একটি অঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি।

www.pathagar.com

মুসলিম জাতীয়তাবাদ না ইসলামী আদর্শবাদ ?

বিজেপি মার্কা দলগুলির মূলধন হোল মুসলিম বিদ্বেষ। এ ধরনের মানসিকতা পৃথিবীতে অনেক দল ও নেতার রয়েছে। তাইতো ভারত, বসনিয়া, কসোভা, বুলগেরিয়া, প্যালেস্টাইন, ফিলিপাইনস, মায়ানমার ও আরো অনেক দেশে ও এলাকাতে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। ফলে অনেক স্থানে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আন্দোলন হচ্ছে। জাতীয়তাবাদ মোটামুটি একটি আধুনিক ধ্যাণধারণা। জাতীয়তাবাদ সীমিত পরিসরে ঠিক আছে, কিন্তু যখন এটি কট্টর জাতীয়তাবাদে পরিনত হয় তখন জন্মে নেয় হিটলার, মিলোসোভিচের। আল্লাহ পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি করেছেন, তবে তা শুধু পরিচয়ের মর্যাদা দিবে। কুরআন বলে,

> "ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদিগকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হবে।" (১৬ সূরা নাহল : ৯৩ আয়াত)

> "হে মানুষ! আমি (আল্লাহ) তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পার। তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মোত্তাকী (সাবধানী)। আল্লাহ সবকিছু জানেন সমস্ত খবর রাখেন।" (৪৯ সূরা হুজুরাত : ১৩ আয়াত)

"কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে (১৩ আয়াতে) ফুটিয়ে তুলেছে যে, যদিও আল্লাহ তাআলা সব মানুষকে একটি পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে

www.pathagar.com

দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি, গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন। যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ সহজ হয়। উদাহরণতঃ এক নামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য স্বরূপ তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্যে ব্যবহার করা–গর্ব নয়।" (সংক্ষিপ্ত তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা ১২৮৬)।

ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী এই বিভিন্ন জাতি ও গোত্র সৃষ্টি শুধু পরস্পরের পরিচিতি ও সনাক্তকরণের জন্য। যাতে বোঝা যায় কে কোথাকার? পৃথিবীর সব মানুষের চেহারা যদি শুধু চীনাদের মত, অথবা এস্কিমোদের মত বা আফ্রিকার পিগমী জাতির মত হত, যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চেহারা ও ভাষা বাঙালীদের চেহারা ও ভাষার মত হোত তাহলে কি হোত? এতে বাঙালীদের রাষ্ট্রই চালানো যেত না। পৃথিবীর যে কেউ বাঙলাদেশে এসে বলত যে সেতো আমাদেরই জাতির। বাঙালাদেশ গরীব বলে না হয় কেউ আসবে না কিন্তু ধনী দেশগুলোতে এটি বিষম সমস্যা বাড়িয়ে দিত। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের প্রতি আল্লাহ বলেন, "এবং তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদিগের ভাষা ও বর্নের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (কুরআন : ৩০ সূরা রূম : ২২ আয়াত)

আসলে বর্ণ, ভাষা, গোত্র, জাতি ইত্যাদি শুধু পরিচয়ের জন্য, সনাক্তকরণের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর কোন মর্যাদা নেই আল্লাহর নিকট। মর্যাদা শুধু মানুষের কর্ম, কর্মফল, পরহেজগারী ও মোত্তাকী-সাবধানী কার্যক্রমের। জাতীয়তাকে তাই পরহেজগারীর, সাবধানতার মোড়কে রাখতে হয়। তবে স্বাভাবিক জাতীয়তা ঠিক আছে। যখন এটি পরহেজগারীর মোড়ক খুলে তার সীমারেখা ডিঙিয়ে বের হয়, তখন এটি আর শুধু জাতীয়তা থাকেনা। এটি তখন হিটলার, মুসোলিনি, তোজো (জাপানী নেতা), মিলোসেভিস (সার্ব নেতা) ও এই ধরণের নেতাদের হাতে একটি মানুষ বিধ্বংসী দৈত্যে, শয়তানে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদ স্বাভাবিক, কট্টর জাতীয়তাবাদ অস্বাভাবিক ও মনুষত্বের শত্রু।

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদকে স্বাভাবিক স্থানে রেখে সমাজ গঠন মোটামুটি ঠিক আছে। তবুও এটি রূপকথার দৈত্যের মত কখনও কখনও মনুষ্যত্বকেই নি:শেষ করতে পারে। তাই ইসলামের দৃষ্টি এই সব জাতীয়তাবাদের দিকে নয়। ইসলাম আদর্শবাদকেই প্রাধাণ্য দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীই মানুষের জন্মভূমি, সব ভাষাই আল্লাহর সৃষ্ট। এই জন্যই মহান কবি ইকবাল বলেছিলেন, "মুসলিম হ্যায় হাম, ওয়াতন হ্যায় সারা জাঁহা " (আমি মুসলমান, সমগ্র দুনিয়া আমার জন্মভূমি)। এই যেখানে আদর্শ, সেখানে নিজেদের রাষ্ট্রের সীমারেখার বাইরেও প্রকৃত মানুষের কর্তব্য রয়ে যায়। সীমান্তের অপর পারও মুসলমানদের "ওয়াতন"- সত্য প্রচারের জন্য। সমগ্র দুনিয়াই তো মুসলমানের কর্মক্ষেত্র। সে কেন কট্টর জাতীয়তাবাদীদের ন্যায় আবদ্ধ থাকবে, সংকীর্ণমনা হবে। সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামের আলোক ছড়াতে আল্লাহ তাকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। একজন প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টি বহুদূরে- সমগ্র দুনিয়ায়। একজন মুসলমানই সত্যিকারের মানবতাবাদী, মানবদরদী, সত্য-সুন্দরের সমর্থক। ইসলামের শিক্ষা মুসলমানদের সংকীর্ণমনা জাতীয়তাবাদীতে পরিণত করেনা, মানবতাবাদী বানাতে চায়। তাই তো দেখি সত্যিকারের পূর্ণ ইসলামের প্রকাশ না থাকলেও, মুসলমান রাজা বাদশাহদের আমলেও ভারত, স্পেন, বলকান ইত্যাদি এলাকাতে কোনদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাবী হয় নাই। যে সব সংঘর্ষ হয়েছে তাতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাইতো ভারতের ও স্পেনের দলিত মানুষ মুসলমান রাজা বাদশাহদের আহবান করেছিল। মুসলমান রাজা-বাদশাহগণ কখনও কখনও সম্পূর্ণ ইসলামী অনুশাসন পালন না করলেও ইসলামের প্রভাবে তারা যে শাসনব্যবস্থা প্রদান করেন তাতে হিন্দু, খৃস্টান, ইহুদীদের উপর কোন জুলুমই প্রশাসন সহ্য করে নাই। তাইতো দেখা যায় মুসলমানদের শাসন আমলে স্পেনে বহুদিন পরে ইহুদীরা সত্যিকারের মানবাধিকার ভোগ করে। মুসলিম অধিকৃত ইউরোপীয় অঙ্গনে ইহুদীগণের উপর খৃস্টানী অত্যাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও ইহুদীগণ মানবাধিকার ফিরে পায়। ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস আধুনিক যুগের ইহুদীগণ মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান নিধন করে সেই সুবিচারের বদলা প্রদান করছে!

www.pathagar.com

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়, ইসলামের শিক্ষা মানবতাবাদ, আর্ন্তজাতিকতাবাদ, ইনসাফ (ন্যায়পরায়নতা)। তবু মুসলমানগণ দেশে দেশে সমাজ চালাতে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংগঠিত। সীমার ভিতরের জাতীয়তাবাদ মন্দের ভালো হিসাবে, অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণযোগ্য। সেই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম জাতীয়তাবাদেও প্রযোজ্য। তবে সত্যিকারের মুসলমানের লক্ষ্য আরো দূরে, তার কাবা অন্যত্র। ইসলামী আদর্শবাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ। মুসলমানের "ফিল্ড" শুধু তার দেশ নয়, সমগ্র দুনিয়াও। কারণ মুসলমান জানে যে, মানুষ হোল সমগ্র দুনিয়ার স্রষ্টার প্রতিনিধি, কোন নির্দিষ্ট এলাকার প্রতিনিধি নয়। প্রাথমিকভাবে তাই বসনিয়া, কসোভা, চেচেন, প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর ইত্যাদি প্রশ্নে মুসলমানগণ জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করলে দোষের কিছু নেই। এসবস্থানে তো মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর অমানবিক অত্যাচার হয়েছে বা হচ্ছে। এসব জনগোষ্ঠি তো জালিমদের হাতে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।

কুরআন বলে–

> "যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার শুরু হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। (২২ সূরা হজ্জ: ৩৯ আয়াত)
>
> "অতএব, যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করুক এবং সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক তাকে আমি (আল্লাহ) শীঘ্রই মহাপুরস্কার দেবো। তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে ও অসহায় নরনারী এবং শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না। যারা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ অত্যাচারী শাসকের দেশ থেকে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও, তোমার কাছ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার কাছ থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর।" (৪ সূরা নিসা:৭৪-৭৫ আয়াত)

কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর ভারত নির্যাতন করছে। সেই জন-গোষ্ঠিকে নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট সে, দুনিয়ার মুসলমানদের স্বভাবত: এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কাশ্মীরীদের জন্য গণভোটের যে আশ্বাস পন্ডিত নেহরু ও জাতিসংঘ

www.pathagar.com

প্রদান করেছে তার মাধ্যমে শান্তি-পূর্ণভাবে এ সমস্যা যাতে সমাধান করা যায় তারও প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত। কাশ্মীরী মুসলমানদের প্রতি জুলুমকে কোন মুসলমানই ভুলে থাকতে পারেনা। তেমনি প্যালেস্টাইনীদের দু:খ-দুর্দশা। ইউরোপ-এমেরিকা থেকে লোক এসে তাদের ভিটে ছাড়া করবে, প্যালেস্টাইনীরা অন্যদেশে "রিফিউজি" হিসাবে থাকবে আর অপ্যালেস্টাইনিরা প্যালেস্টাইনে খুঁটি গেড়ে বসবে এটি কোন ইনসাফের কথা? যদি ইহুদীরা পাশ্চাত্যে থাকতে ভীতই হয় তবে মুসলমান এলাকাতে মানবিক কারণে স্থান দেওয়া যেতে পারে। তবে তার অর্থ এ নয় যে, সাবেক বাসিন্দাদের বিতাড়িত করে। বিতাড়নের ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্টার নজির সৃষ্টি করলে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই ঠিক থাকবে না। আজ না হয় ভাগ্যচক্রে আরবগণ দূর্বল, বিচ্ছিন্ন। অবস্থার পরিবর্তনে কি হতে পারে, কেউ কি ভেবেছে? যে ভাবে মুসলমানদের উপর জুলুম করা হচ্ছে সময় এলে মুসলমানরা তো এর বদলা নিলে তা তো কি অযৌক্তিক হবে? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমান শাসকগণ ইহুদীদের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করেন। ইহুদীগণ ইউরোপে ঘৃনিত সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত ছিলো। উদাহরণ, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সেক্সপিয়রের নাটক "দি মার্চেন্ট অব ভেনিস।" এই নাটকের "সাইলক দ্য যু" একটি ঘৃণ্য চরিত্র। ইহুদী চরিত্র ঘৃনিত হিসাবে চিত্রিত।

চেচনিয়ার জনসাধারণের উপর রাশিয়া দফায় দফায় জুলুম চালায়। বসনিয়ার মুসলমানরা নিশ্চিহ্নের শিকার। তেমনি অবস্থা কসোভাতে। এক সময় বুলগেরিয়াতে মুসলমান নিধন ও জুলুম চলে। যেখানেই জুলুম, সেখানেই মজলুম সম্প্রদায়ের বাঁচার জন্য সব পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার রয়েছে। ফলে এসব এলাকাতে বিকৃত হলেও মুসলিম জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তবে সত্যিকারের মুসলমানের লক্ষ্য নয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ, ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, এলাকা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সমুদ্রে বিচরণের, সে কেন ছোট্ট ঝিলে আবদ্ধ থাকবে? যার বিচরণ ক্ষেত্র সমগ্র বিশ্ব, সে কেন কুপবদ্ধ থাকবে? সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয় আলোকিত করার জন্যই তো আল্লাহ মুসলমানদের দায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্বের পরিধি সমগ্র বিশ্বই। একজন মুসলমান সীমান্ত পারের মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব ভুলে যেতে পারে না।

কুরআন বলে–

www.pathagar.com

"আল্লাহ বিশ্বাসীদিগের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত (বেহেশত) আছে এর বিনিময়ে।" (৯ : সূরা তাওবা : ১১১ আয়াত)।

মুসলমানদের জীবন ও সম্পদ তো সবই স্রষ্টার হয়ে গেছে। এখন স্রষ্টার নির্দেশিত পরিকল্পনায় তাদের কার্য করতে হবে। এর বাইরের তারা কিভাবে যেতে পারে?

রক্ত, বর্ণ, ভাষা. অঞ্চল, ধর্ম-এই সবের উপর ভিত্তি করে ইউরোপে যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হোল তার প্রভাব ও তার শিকার হোল মুসলমানগণ ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরেও। হতে লাগল মুসলমানদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন। ফলে অনেক এলাকাতে মুসলমানগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল। এটি একটি স্বাভাবিক পরিণতি জুলুম-নির্যাতনের। এই কার্যক্রমের ফলে মুসলমানদের ভিতর মুসলিম ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ প্রবেশ করতে লাগল। মুসলমানগণ কি আর বিশ্বের মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করবে, নিজেদের জান-মাল বাঁচাতে হিমশিম খেতে লাগল। এই ঘটনা ঘটতে থাকল বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। মুসলমানগণ জানমাল বাঁচাতে, ইসলামের শিক্ষা, কুরআনের শিক্ষাকে পূর্ণভাবে ধরে রাখতে অক্ষম হোল, মুসলমানগণও অন্যান্য অমুসলমান জাতীয়তাবাদীগণের ন্যায় কট্টর বা নিম-কট্টর জাতীয়তাবাদী হয়ে পড়ল। তবে এর জন্য শুধু মুসলমানদের দোষ দেওয়া যাবে না। অমুসলমানগনের জুলুম নিপীড়ন বেইনসাফ কম দায়ী নয়। মুসলমানগণ কি করবে এ পরিস্থিতিতে? কসোভো সমস্যা এ সম্পর্কে একটি "টিপিক্যাল কেস"।

যুগোশ্লাভিয়া বহু জাতি সত্বার একটি ফেডারেল গণপ্রজাতন্ত্র হিসাবে অভ্যূদয় হোল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। যতদিন মার্শাল টিটো ছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার নেতা, ভালই চলছিল। উল্লেখ্য যে টিটো সার্বিয়ান ছিলেন না; ছিলেন ক্রোট। ১৯৮০ সালে টিটোর পরে সার্ব নেতাগণ যখন জাতীয়তাবাদ, স্বভাবতঃ সার্ব জাতীয়তাবাদ এর উপর জোর দেওয়া শুরু করলেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, মেসিডোনিয়া ও সর্বশেষে বসনিয়া। ১৯৮৯ সালে সার্ব নেতা মিলোসোভিস কসোভোর 'অটনমি' (স্বায়ত্বশাসন) কলমের এক খোঁচায় নিশ্চিহ্ন করে কসোভাকে সার্বিয়ার সঙ্গে একীভূত করলেন। কসোভাতে শতকরা নব্বইজন মুসলমান আর দশজন সার্ব। শুরু হয়ে গেল জুলুম, নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যা, ধ্বংস। কসোভানগণ চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি সব হারাতে লাগল। সার্বরা

www.pathagar.com

বসনিয়াতে যেভাবে অত্যাচার চালায়, তাই শুরু গেল কসোভোতে। এক্ষেত্রে কসোভান মুসলমানদের কি করণীয়? জুলুম তাদের মাথার উপরে এসে পড়েছে। তাদের নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। স্বভাবত: এই ধরণের অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের অংগ সেই রাষ্ট্রের সংগে থাকতে চাইবে না। রাষ্ট্র, সরকার এগুলো হোল সমাজ গঠন, সামাজিক সমঝোতা। জোর করে এই ব্যবস্থা টেকাতে গেলে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সার্বগণ কসোভার প্রায় সম্পূর্ণ অসার্ব জনগনকে বহিস্কৃত করেছে। আর লক্ষ খানেক কসোভান পুরুষের কোন হদিস নেই। ধারণা করা হচ্ছে যে এদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। এতবড় 'জেনোসাইড'এর পরে কসোভানরা কিভাবে এক রাষ্ট্রে সার্বদের সঙ্গে থাকতে পারে? সার্বরাইতো বাধ্য করল কসোভানসহ অসার্বদের বিচ্ছিন্ন হতে? কসোভারদের ভিতর বিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবাদী ধারণার সৃষ্টির মূল কারণ সার্বদের নির্যাতন।

দেশে দেশে মুসলমান সংখ্যালঘুদের উপর জুলুম চলছে আর এতে করে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার উদ্ভব হচ্ছে। মুসলমানদের উপর জুলুম বৃদ্ধি পেলে রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশেও মুসলমানদের ভিতর অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃটেনের লেবার পার্টির নেতা বৃটেনে বিচ্ছিন্নতাবাদী ধ্যানধারণা ঠেকাতে আগে ভাগেই স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসকে বেশ ক্ষমতা দিয়েছে। এখানে একটা সুবিধা এই যে পুরা বৃটেনে সবাই এক ধর্মের লোক। মুসলমানগণ যেখানে নির্যাতিত হচ্ছে সেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্টের ধর্মভূক্ত নয়। ধর্মীয় বিদ্বেষ মুসলমানদের উপর জুলুমের মাত্রা বৃদ্ধি করছে। আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদের ভিতর মুসলমানদের মঙ্গল আছে বলে আমার মনে হয়না। মুসলমানতো ইসলামের আদর্শ প্রচার করবে। বিচ্ছিন্ন হলে কার কাছে আদর্শ প্রচার করবে? রেষারেষিতে অমুসলমানগণ মুসলমানদের থেকে দূরে সরে যাবে, ফলে এসব অমুসলমানের নিকট ইসলামকে উপস্থাপনের সুযোগই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবপর হলে মুসলমানদের ধৈর্যশীল হতে হবে। মাত্রারিক্ত জুলুম-নিপীড়ন না হলে ইসলামী আদর্শের নীতিতে ধৈর্য্য ধরে কৌশল নির্ধারিত করতে হবে। মুসলমানতো অন্যান্য জাতি বা জাতিসত্বাকে ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করাবে। শত্রুকে মিত্র করার কৌশল মুসলমানদের অবলম্বন করতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি খুব সহজে মুসলমান হয়েছিলেন? মুসলমান জ্ঞানীগুনি সাধকদের ত্যাগ না থাকলে এটি সম্ভবপর হোতনা। তাই তো ইসলামের অনেক শত্রুও এখন ইসলামের রক্ষক।

www.pathagar.com

ভারত ও ইসলাম

ভারতে ইসলাম এসেছে তবে ইসলাম এ এলাকার সব মানুষকে টানতে পারে নাই। ইসলাম এ দেশে আসার সময় প্রায় সব মানুষই হিন্দু বা গোপন বৌদ্ধ ছিল। মুসলিম রাজাবাদশাহরা ইসলাম প্রচারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। যা ইসলাম প্রচার হয়েছিল তা দরবেশ আলেম দ্বারা। এ সবের কারণে ভারতে বিরাট অংশ হিন্দু থেকে যায়। উল্লেখ্য যে, ইউরোপে যখন খৃষ্টবাদ প্রবেশ করে, ইউরোপীয় রাজাদের আদেশে দ্বিতীয় কোন ধর্ম দেশে রাখার সুযোগ ছিলনা। ফলে ইউরোপে ইহুদীদের উপর নির্যাতন হয় এবং স্পেনের রাজ্যহারা মুসলমানগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইউরোপে খৃস্টপূর্ব সব ধর্ম নিশ্চিহ্ন, কারণ শাসকগণ তা রাখার কোন অনুমতি দেয় নাই। রাজাদের দাপটেই ইউরোপে জনসাধারণ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়।

ভারতে মুসলমান শাসকদের নীতির কারণেই বিভিন্ন ধর্মের সংখ্যাতত্ত্ব বর্তমান রূপ। এতে ইসলামের ও মুসলমান শাসকদের উদারতা প্রমাণিত হয়েছে। তবে পরবর্তীতে ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তিগণ শাসন ক্ষমতায় আসায় ধর্মীয়, জাতিগত ও সামাজিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান ও পরবর্তীতে বাঙলাদেশ হয়েছে। ভাবিষ্যতে ভারতে আরও কি হবে কে জানে?

উপমহাদেশে বর্তমান মুসলমানগণ তিনভাগে বিভক্ত। আর বর্তমান সংখ্যাতত্ত্ব বলে যে সবচেয়ে বড় মুসলমান অংশ বর্তমানে ভারতে- প্রায় পনর কোটি মুসলমান। দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ পাকিস্তানে প্রায় তের কোটি, তৃতীয় ভাগ হোল বাঙলাদেশে প্রায় বার কোটি। যেহেতু পাকিস্তান ও বাঙলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা নগন্য তাই ভারতে হিন্দুগন একত্রে বসবাস করে একতার একটি বিরাট প্রতীক। ভারত লোক সংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। তবে চীন পৃথিবীর

www.pathagar.com

বৃহত্তম দেশ হিসাবে মূল হান চীনা জাতিসত্বার ভিতরে যেমন ঐক্য রয়েছে, ভারতে জাতিভেদ, বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা হরিজন, দলিত, সিডিউলকাস্ট ইত্যাদি কারণে সেইরূপ ঐক্য নেই। দলিত নীচু জাতি সবে শিক্ষার আলোক পেয়ে মানবাধিকারের দাবীতে মাথা তুলে দাঁড়াচেছ। ভারতের ধর্ম ও জাতিগত এ অবস্থার কারণে মুসলমানদের কি করণীয়?

কাশ্মীর যেহেতু ভারতের অংশ নয়, এবং জাতিসংঘের প্রস্তাব রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে তাই কাশ্মীরের ব্যাপার আলাদ। ভারতের মুসলমানগণ ভারতের অনুগত নাগরিক। এটি স্বাভাবিক। ভারত তাদের দেশ। মুসলমান বিজ্ঞানী কামাল ভারতকে এটম বোমা ও রকেট উপহার দিলেও মাঝে মধ্যে জুলুম হচ্ছে তাদের উপর। তবু তারা ভারতের প্রতি অনুগত। যদিও মুসলমান পনর কোটি বলে সমগ্র হিন্দু জনসাধারণের তুলনায় কম মনে হলেও সম্প্রদায়গত হিসাবে ভারতে মুসলমান সর্ববৃহৎ গোষ্ঠী। হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ, বর্ণাশ্রম, দলিত, অস্পৃশ্যতা, হরিজন সিডিউল কাষ্ট ইত্যাদির কারণে না ব্রাক্ষণ না ক্ষত্রিয়, না বিভিন্ন জনগোষ্ঠী মুসলমানদের সম্মিলিত সংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারে। দলিত তো ব্রাক্ষণ-ক্ষত্রিয়ের এক টেবিলে আহার গ্রহণে পর্যন্ত অক্ষম। দলিতের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে এখন দলিতদের নেতা কাসীরাম, মায়াবতী, লালু প্রসাদ ইত্যাদি সামনের সারিতে চলে আসছেন। যেহেতু ইসলাম মানুষকে ঘৃণা করেনা, দলিতকেও ঘৃণা করেনা, সেই হেতু দলিত-মুসলমান সম্পর্ক ভারতের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সামাজিক পরিস্থিতিতে "পজিটিভ" প্রভাব ফেলতে পারে। মুসলমান তো সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য নির্দিষ্ট। তবে তারা কিভাবে পাশের বাড়ীর দলিতকে উপেক্ষা করতে পারে? মুসলমান রাজা বাদশাহগন যদি চেষ্টা করত এসব দলিত সেই আমলেই আর দলিত থাকত না। পার্শবর্তী মুসলমানগণ যদি এখনও দলিতদের উপেক্ষা করে তারা পাদ্রীদের খপ্পরে পড়ে ভ্রান্ত অবস্থানে পৌছবে। আর এর ফল ভোগ করতে কালবিলম্ব না করে দলিতদের সুখদু:খের অংশীদার হওয়া উচিত। মুসলমানগণ যদি ভুল করে তাহলে এর বিষময় ফল ভোগ করতে হবে।

www.pathagar.com

দলিতদের কাছে শান্তির বাণী নিয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, অন্য সম্প্রদায় সমূহকে উপেক্ষা করতে হবে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছেও যেতে হবে। তবে দলিত জনগোষ্ঠী মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। দলিত নেত্রী মায়াবতী তো ভারতীয় লোক সভাতে প্রকাশ্যে বলেছেন যে বিজেপি ও কংগ্রেস মিলিতভাবে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গেছে। দলিত মায়াবতী সত্য কথাটাই প্রকাশ করেছেন।

ভারতের প্রতি মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের মনোভাব কি হবে? মুসলিম রাষ্ট্রগুলি কি ভারতকে অমুসলিম রাষ্ট্র ধারণা করবে? পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান গোষ্ঠী যে দেশে বসবাস করে তাকে সরাসরি অমুসলিম রাষ্ট্র বলা বহির্বিশ্বের মুসলমানগণের জন্য কৌশলগত ভুল হবে। হিন্দু ধর্মে জাতিভেদের কারণে একটি নিরেট গোষ্ঠী হিসাবে ভারতে মুসলমানরাই সর্ববৃহৎ গোষ্ঠী। তাহলে কিভাবে মুসলমানগণ সেখানে শুধুই সংখ্যালঘু। খৃষ্টান পাদ্রীরা যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে তাতে মনে হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া (লোকসংখ্যা প্রায় বাইশ কোটি) আর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র থাকবেনা। খৃষ্টানদের প্রথমে বিচ্ছিন্ন করে পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকার মুসলমানদের আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের টোপ গেলাবে। ইতিমধ্যেই সুমাত্রার উত্তরের মুসলিম অঞ্চল আসেহ প্রদেশে তথাকথিত স্বাধীনতার আওয়াজ উঠেছে। এ ঠিক পাশ্চাত্য শক্তিগুলি তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য যেভাবে আরবদের তথাকথিত স্বাধীনতার টোপ গেলায়ে ছিল। এই টোপটি অবশ্য আরবদের ভিতর প্রথমে প্যালেষ্টাইনীদের গেলানো হয়েছিল। এটার প্রয়োজন ছিল পরবর্তীতে প্যালেস্টাইনে ইউরোপীয় রাষ্ট্র 'ইসরাইল' প্রতিষ্ঠার জন্য। যাই হোক ইন্দোনেশিয়া যদি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আরবদের মত টুকরা টুকরা হয়ে যায়, এই গ্রহে তখন ভারতই হবে মুসলমান গোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ গ্রুপ। ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি!

ভারতের কিছু সংকীর্ণমনা, মুসলমান বিদ্বেষী নেতার কারণে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক খারাপ। বাংলাদেশেরও একটি বিরাট অংশ ভারতের প্রতি অসন্তুষ্ট ভারতের জাতিগত ও ধর্মীয় নিপীড়নে। তাহলে কি করা যাবে ? এই সব

www.pathagar.com

সংকীর্ণমনা ও বিদ্বেষী নেতাদের জালে কি মুসলমান রাষ্ট্রগুলি পা দিবে ? ভারত থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তান ও বাঙালাদেশের মুসলমানগণ রক্ষা পেয়েছে বলে ভারতের পনর কোটি মুসলমানকে কি আমরা 'রাইট অফ' করব (খরচের খাতায় দেখব)। একমাত্র উগ্র জাতীয়তাবাদীগণই এমন মনোভাব পোষন করতে পারে। ইসলামের শিক্ষা হিসাবে ভারতের পনরকোটি মুসলমানের জন্য সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের দায়িত্ব রয়েছে। এই মুসলমানগণ জানত যে তাদের এলাকা কোনদিনই পাকিস্তান বা পরবর্তীতে বাঙালাদেশের সঙ্গে একীভূত হবে না। তবুও তারা পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে এই আশা নিয়ে যে, তাদের কথা পাকিস্তান (বাঙালাদেশ?) ভুলে যাবে না। আর পাকিস্তান তথা বাঙালাদেশের আলাদা হওয়ার জন্য বর্তমান ভারতের মুসলমানরাই বেশী রক্ত দেয়। কলকাতা, বিহার ও পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানগণ কি পরিমাণ রক্ত দিয়েছিল তা ভুলবার নয়।

তাহলে এখন করনীয় কি ? আমি আগেই বলেছি ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে দলিতদের সম্পর্ক করতে হবে। উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর রেযামন্দি (সন্তুষ্টি)। হীনমনা, বিদ্বেষী, সংকীর্ণমনা গোষ্ঠীকে কোনঠাসা করতে হবে। শয়তানের শাগরেদরা কোনঠাসা হয়ে গেলে উপমহাদেশে শান্তির হাওয়া বইতে শুরু করবে। অবশ্য শয়তানের কারসাজির জন্য সঠিক পথে চলাটা খুব দুরূহ। সময় সময় মনে হয় এই না জানি উপমহাদেশে যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠল। এই বুঝি কোথাও এটম বোমা পড়ল, এই বুঝি আবার রক্তের হোলী খেলা শুরু হলো। শয়তানের চক্রান্তে উপমহাদেশে সন্দেহ বিদ্বেষ বিকশিত হয়ে পড়েছে। তবুও সত্যিকারের মুসলমানদের মানবতাবাদী মুসলমান, আদর্শবাদী মুসলমানদের উপমহাদেশে ইসলামের মশাল জ্বালাতে এ পথেই চলতে হবে। যে দায়িত্ব ছিল মুসলমান রাজা বাদশাহদের তা এখন আদর্শবাদী মুসলমাদের পালন করতে হবে।

ভারতে পনরকোটি মুসলমান থাকার জন্য ভারতের সঙ্গে মুসলমান রাষ্টগুলির সর্ম্পক জটিল হতে বাধ্য। ভারতের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে ভারতীয় মুসলমানদেরও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। আর ভারতের কোথায় আঘাত করবেন? কোথায় বোমা ফেলবেন? সর্বত্র মুসলমান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে?

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, রসুলে করীম (সাঃ) এর সময় আল্লাহ্ও তাঁকে তাঁর শত্রু মক্কায় সামরিক অভিযান চালাতে প্রথমে নিষেধ করেন কারণ মক্কায় যারা গোপনে মুসলমান হয়েছেন তারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন।

কুরআন বলে–

> "(আল্লাহ্ মক্কায় প্রবেশে যুদ্ধের আদেশ দিতেন) যদি (ওদের মধ্যে) বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী না থাকত যাদের তোমরা জান না, যাদের পদদলিত করলে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্থ হতে (যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয় নাই এজন্য) যাতে যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করতে পারেন। যদি ওরা (বিশ্বাসীরা) পৃথক থাকত আমি (মক্কায়) অবিশ্বাসীদের মারাত্মক শাস্তি দিতাম।" (৪৮ সূরা ফাতাহ্ : ২৫ আয়াত)

সংক্ষিপ্ত তফসীর মাআরেফুল কোরআন মন্তব্য করে, "উদ্দেশ্য এই যে, মক্কায় আটক মুসলমানগণ যদি কাফেরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফেরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হত। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফেরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ্ তাআলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।" (পৃষ্ঠা ১২৭২)

মুসলমান অমুসলমান মিশ্রিত এলাকাতে আল্লাহ্তায়ালা সামরিক অভিযান চালাতে অনুমতি প্রদান করেন নাই এইজন্য যে যাতে মুসলমানদের ক্ষতি না হয়। পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারনে এটি একটি সহায়ক পরামর্শ বটে। কট্টর মুসলিম জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতকে ডিল (আচরণ) করা মুসলমানদের জন্য কৌশলগত ভুল হবে। তবে কাশ্মীর প্রশ্নে যেহেতু ভারতের যুক্তি খোঁড়া তাই সেটি একটি পৃথক ব্যাপার। ইসলামী আদর্শবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের দলিতদের মধ্যে ইসলামের আলোক ছড়ালে ভবিষ্যতে ভারত ইসলামেরই একটি দুর্গে পরিণত হতে পারে। বিজ্ঞানের এই যুগে অনেক ধর্মের অযৌক্তিক ভিত্তি

www.pathagar.com

সমূহ নড়ে গেলে ভারতের মানুষের কাছে সত্য নিয়ে হাজির হওয়া মুসলিম প্রতিবেশীদের অবশ্য একটি দায়িত্ব। এটি না করলে খুব শীঘ্র না হলেও একশো বছরে ভারত একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

সার্ক এর গুরুত্ব

উপমহাদেশে হানাহানি কমাতে ও প্রতিবেশীদের ঘনিষ্ট করতে সার্ক একটি সুন্দর প্রতিষ্ঠান। বাঙালাদেশের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি অতীব মূল্যবান কাজ করে গেছেন। সার্ককে শক্তিশালী করতে হবে। ইউরোপের মানুষ এই শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ করে কোটি কোটি মানুষের জীবন নষ্ট করেও পরবর্তীতে যদি ইউরোপীয় কমিশন গঠন করতে পারে, উপমহাদেশ কেন পারবে না? উপমহাদেশে শান্তি, প্রগতি, উন্নতি আনতে এটি অতীব জরুরী। মুসলমানদের এতে ক্ষতির কিছুই নেই। ইসলামের মহান আদর্শ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রচারের অনুকূল পরিবেশ পাবে। ইসলামকে কুরআন শরীফে বদ্ধ রাখার সময় চলে গেছে। কুরআনের বাণী নিয়ে মুসলমানদের এখন উপমহাদেশের বিধর্মী ভাইদের কাছে যাওয়ার সময় এসেছে। যেখানে শান্তি থাকবে, ডায়লগ-আলোচনার পরিবেশ থাকবে, যেখানে ইসলামকে দমন করা যাবে না, ইসলামের যুক্তিবাদ বিরুদ্ধবাদীদের প্রভাবান্বিত করতে বাধ্য।

উপমহাদেশে ভারতের একলা চলা নীতি

উপমহাদেশে ভারত একা চললে ভারত ক্ষতিগ্রস্থ হবে যতবড় বিশালই হোক ভারত। আভ্যন্তরিণভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় বিভাজন, দারিদ্র, বহিরাঙ্গনে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিরোধ, শক্তিশালী চীনের উপস্থিতি ভারতের জন্য সহায়ক নয়। ভারত পশ্চিম ও পূর্ব রনাঙ্গনে যুদ্ধ করে যত সফলতাই দেখাক, উত্তর রনাঙ্গন তার জন্য 'নাইট মেয়ার' (ভয়ঙ্কর, দুঃস্বপ্ন)। উত্তর রনাঙ্গনে যত যুদ্ধই হোক ফলাফল পূর্ববৎ হতে বাধ্য। ভারত এখনও লাদাখের অংশ বিশেষ থেকে

www.pathagar.com

চীনকে হটাতে পারে নাই। সমান সমান যুদ্ধেও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সফলকাম হতে পারবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তানকে হারাতে ভারতের প্রয়োজন তিন থেকে চারগুন বড় সেনাবাহিনী। এই অবস্থায় ভারতের পররাষ্ট্র নীতির সার্থকতা আসতে পারে উপমহাদেশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে। সার্ককে ভারত শক্তিশালী সহজেই করতে পারে। ভারতের সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ তো একবার বলেই ফেলেছিলেন যে চীনই ভারতের আসল প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারত প্রতিবেশীদের বেশী খোঁচাখুঁচি করলে তারা চীনের দিকে ঝুঁকে পড়বেই। তা শিথিল করতে ভারতকে উপমহাদেশে প্রকৃত বন্ধুর হাত বাড়াতে হবে মেকি বন্ধু নয়। ভারত কিভাবে আশা করে উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলিকে অসন্তুষ্ট রেখে রেখে চীনকে 'ডিল' করবে? লাদাখের অংশ বিশেষ থেকে ভারত কোনদিনই চীনকে হটাতে পারবে না যদি না চীন নিজেই সরে যায়। চীন কোন সময় ভারতকে তারচেয়ে শক্তিশালী হতে দেবে না। 'এক ঘর মে দো পীর' এ নীতি চীন পছন্দ করবে না। উত্তর ফ্রন্ট অনেক দিন শান্ত রয়েছে বলে ভারতের আত্মতৃপ্তির কিছুই নেই। পরিস্থিতির পরিবর্তনের বহু আলামতও রয়েছে। চীন মায়ানমার (বার্মা) ও পাকিস্তানের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে প্রবেশের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। রাশিয়া এই রকমের একটি রাস্তার জন্য এককালে আফগানিস্তানের উপর চড়াও হয়ে লেজেগবরে শেষ পর্যন্ত পিছু হটে যায়। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নই ভেঙ্গে যায় এ ঝক্কি সামলাতে।

ভারতের সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান সেনাপতি জেনারেল রডারিকস কাঠমন্ডুতে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান আমাকে বলেন, উই ক্যাননট মুভ উইথ আউট বাঙালাদেশ। (আমরা অর্থাৎ ভারত নড়নচরন করতে পারি না বাঙালাদেশ ছাড়া)। বাঙালাদেশ ছাড়া তার পূর্ব রনাঙ্গন একটি দুর্বলতম রনাঙ্গন। ডানে বাংলাদেশ ও বামে পাকিস্তানকে অসন্তুষ্ট করে ভারত কি কোনদিন উত্তর রনাঙ্গন সামলাতে পারবে? আর পাকিস্তান ও বাঙালাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের সহায়তা আদায় করে কি কাজ হবে যদি না তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়? কাজেই ভারতের নিজস্ব কল্যাণেই তাকে উপমহাদেশের সবার সঙ্গে প্রকৃত সদ্ভাব সৃষ্টি করতে

www.pathagar.com

হবে। আর সার্ক এ ব্যাপারে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সার্ক উপমহাদেশের কৌশলিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, পররাষ্ট্রীয় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশার আলোক বয়ে আনতে পারে যেমনটি ইউরোপীয় কমিশন করেছে। তবে সার্ককে শক্তিশালী করতে হবে। একে আর খোঁড়া রাখা যায় না। তবে এ ব্যাপারে বড় দেশ হিসাবে ভারতকেই উৎসাহ দেখাতে হবে প্রথমে। ভারত ইতিমধ্যে নানা অঘটনপূর্ণ কার্য করে প্রতিবেশীদের মনে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করেছে। 'সার্ক' নিয়ে ভারতকে তার অযৌক্তিক সন্দেহের অবসান করতে হবে।

মুসলমানদের ব্যাপারে ভারতের অনৈতিক?

ভারত যে সব বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি অবলম্বন করছে তাতে উপমহাদেশে শান্তি সুদূরপরাহত মনে হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে সাংখ্যালঘু দলন, বাইরে ছোট ছোট প্রতেবেশীদের চোখ রাখিয়ে শাসনে রাখার নীতির অবলম্বন করা হচ্ছে।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বলেন, আজাদ কাশ্মীরের ভূখণ্ড ভারতের কাছে ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথে ভারতের কোন বৈঠক হতে পারে না। রায়পুরে এক জনসভায় তিনি বলেন, কাশ্মীর হচ্ছে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই ভূখণ্ডের যেসব এলাকা পাকিস্তান দখলে রেখেছে সেগুলো পাকিস্তানের ফেরত দেয়া উচিত। তিনি বলেন, পাকিস্তানইতো পূর্বে তিনটি যুদ্ধে ভারতের সাথে হেরেছে। আর এখন ভয়ে ভারতের সাথে বৈঠক করতে চায়।

বিহারে একটি রেলসেতু উদ্বোধন করতে এসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বলেন, কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা মানিনা। নিয়ন্ত্রণ রেখা তুলে দিয়ে পাকিস্তানের সাথে আলোচনায় বসার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে। তবে শ্রী নগরে ভারতীয় অধিকৃত কাশ্মীরের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ্ বলেছেন, ৭২ সালের সীমানা চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ রেখাকে সীমান্ত রেখা মেনে নিলে কাশ্মীর সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

বাজপেয়ী সাংঘাতিক কথা বলেছেন। যুদ্ধবাজরাই এ ধরণের কথা বলতে পারেন। যারা মনে করেন যে, বাজপেয়ী মধ্যপন্থী, তার এই উক্তি তা খন্ডন করে। আর আব্দুল্লাহর কথায় কোন দাম নেই। তার বংশের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কাশ্মীরের নিরীহ জনগণের এ দুর্গতি। তবে সেই বিশ্বাসঘাতক পরিবারের পিতা আব্দুল্লাহকেও ভারতীয় জেলে যেতে হয়েছিল। ভারত পুরাপুরি বিশ্বাসঘাতকতা চায়, আংশিক নয়। ২২ জানুয়ারী কলকাতার মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে সশস্ত্র জঙ্গী হামলার তদন্ত তালগোল পাকিয়ে যায়। বলা হয়েছিল পাকিস্তানী আক্রমনকারী হাজারীবাগে নিহতের পূর্বে দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ হাজারীবাগে গিয়ে দেখতে পেয়েছে, হামলার স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ইদ্রিস জাহিরের ছবির সাথে তথ্যকেন্দ্রের গোপন টিভির ফিল্ম ফুটেজ থেকে আঁকা কোন ছবির মিল নেই। দিল্লীর গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পেরেছে, মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর কাতর যন্ত্রনায় মাথা নাড়া ছাড়া ইদ্রিস জাহিরের বাকশক্তি ছিল না।

অন্য দিকে মার্কিনি গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের হাতে এমন একটি গোপন তথ্য এসেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মার্কিন বিরোধী মৌলবাদী একটি হিন্দু জঙ্গী সংগঠনের ক্যাডাররা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ হামলা চালিয়েছে। এসূত্রে মেদেনীপুর থেকে চারগুণ মার্কিন বিরোধী জঙ্গীকে আটক করা হয়েছে।

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদভানী মার্কিন এটর্নী জেনারেল জন ক্রশক্রফটের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন। আদভানী তাঁর সপ্তাহব্যাপী সফরে শীর্ষ স্থানীয় মার্কিন গোয়েন্দা এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফার্নান্দেজও ঘুরে এলেন যুক্তরাষ্ট থেকে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র এক দ্বিপক্ষীয় সাধারণ নিরাপত্তা ও সামরিক তথ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তি দু'দেশের মধ্যে বড় ধরণের প্রযুক্তি সহযোগিতার দ্বার উম্মুক্ত করেছে। খবর জি নিউজ ইন্টারনেটের। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফার্নান্ডেজ জানান, ভারতে বিমানবাহী সতর্কীকরণ ব্যবস্থা বিক্রি না করার জন্য ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্র চাপ দিচ্ছে- এ অভিযোগ ফার্নান্দেজ অস্বীকার করেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি একটি অস্ত্র

www.pathagar.com

বিক্রিরও চুক্তি বলে জানা গেছে। চুক্তি অনুযায়ী উভয়দেশ নিজেদের মধ্যে অস্ত্র বিক্রির গোপণীয়তা রক্ষা করবে। কেন এই গোপনীয়তা? এই গোপনীয়তা কি ভারতের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যাবে না? যুক্তরাষ্ট্র আবার ভারতের কাছে অস্ত্র বিক্রি শুরু করেছে। ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এ অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে প্রায় বিশ ধরণের অস্ত্র রফতানীর অনুমোদন থাকবে। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ব্লাক উইল নয়াদিল্লীতে এ কথা বলেছেন।

এদিকে ইসরাইল ভারতে প্রধান অস্ত্র ও পারমানবিক প্রযুক্তি সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র একদিকে ভারতের গোপন পারমাণবিক কর্মসূচীকে দেখেও না দেখার ভান করছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের উপর শাস্তিমূলক অবরোধ কার্যকর রেখেছে।

রুশ উপ-প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে সাংবাদিকদের বলেন, ভারতকে একটি বিমানবাহী জাহাজ, দুটো টিইউ ২২ বোমারু বিমান এবং দুটো পরমাণু শক্তি সম্পন্ন ডুবোজাহাজ সরবরাহের ব্যাপারে সাধারণতভাবে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। তবে এ চুক্তি যে এক সময় স্বাক্ষরিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। সামান্য কিছু দর কষাকষি চলবে। এদিকে অন্য একটি খবরে প্রকাশ, বৃটেনও ভারতের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করবে। রাশিয়া, ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন সবাই এখন ভারতকে অস্ত্র সবরাহ করছে।

এদিকে রাশিয়া ও চীন ভারতকে সঙ্গী করে একটি জোট করতে আগ্রহী। চাপ ও অস্বস্তি সত্বেও ভারত তার মত করে এই জোট ব্যবহারের সুযোগটা ছাড়তে রাজি নয়। কথিত ইসলামী সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় চীন, রাশিয়া, কিরঘিস্তান, কাজাকিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান প্রথমে 'সাংহাই ফাইভ' ও পরে 'এসসিও' (সাংহাই কো অপারেশন অর্গানাইজেশন) গঠন করে। ভারত ও পাকিস্তান দুইই এই সংগঠনে ঢুকতে চায়। তবে ভারত মার্কিন সুযোগ সুবিধা ও রাশিয়া চীনের সুযোগ সুবিধা দুইই বাগাতে চায়। একেই বলা হয় উপরেরও খাবে, তলাতেও কুড়াবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবহার তেমন ভালো বলা যায় না। বাংলাদেশ এমনিতেই ভারতের একটি 'ক্যাপটিভ মার্কেটে' পরিণত হয়েছে। সরকারীভাবে যে মাল ওরা বিক্রয় করে তার দশগুণ চোরাকারবারিতে তারা পাঠায়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বাজপেয়ী ঢাকায় এক আলোচনায় ভারতের বাজারে ২৫ ক্যাটাগরির বাংলাদেশী পন্য শুল্ক মুক্ত সুবিধাদানের ঘোষণা করলেও অদ্যাবধি তা ভারত বাস্তবায়ন করেনি। ভারত নতুন করে বাংলাদেশে ৯০ ক্যাটাগরিতে ১৫৪০ টি পন্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা চাইছে। একই সাথে প্যাকেজ হিসেবে আদায় করতে চাইছে ট্রান্সসিপমেন্ট ও সীমান্ত বানিজ্য সুবিধা।

ভারতের সাথে বাংলা দেশের বৈধ বানিজ্য ঘাটতি ২০০১ সালে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকার উপরে। অপরদিকে ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধ পথে ২০০১ সালে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকার পন্য বাজারে প্রবেশ করেছে বলে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন(ইত্তেফাক ২৫ জানুয়ারী ২০০২)।

সচিব পর্যায়ের বৈঠকের পূর্বে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের পূর্বে স্বীকৃত ২৫টি পণ্যের প্রবেশাধিকারের বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশের বাজারে ৯০ ক্যাটাগরির এক হাজার একশত পন্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারসহ পূর্নাঙ্গ ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দাবী করেছে। বাংলাদেশের সাবেক বানিজ্য মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের পাঠকদের সুবিধার্থে ভারতীয় পত্র পত্রিকা যেমন আসছে, তেমনি আমরাও চাই ভারতীয় পাঠকদের সুবিধার্থে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন বই, পুস্তক, উপন্যাস সে দেশে যাক। কিন্তু কে কার কথা শুনে। ক্ষুদ্র বাংলাদেশের তেমন কিছুই বৃহৎ ভারতে না যাক, তাই চান ভারতীয় নীতি নির্ধারকগণ। পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রী বুদ্ধুদেব ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তানের গুপ্তচররা বাংলাদেশের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও অপরাধীচক্রকে ভারতের অভ্যন্তরে নানান অপকর্ম করার মদদ যোগাচ্ছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সার্ভিস (আই এস আই) উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে তাদের সহিংস তৎপরতা চালাবার ব্যাপারে বাংলাদেশকে ব্যবহার করছে।

www.pathagar.com

সিপিএম নেতাদের একটু 'সেনসিবল' মনে করা হোত। তারাও ভারতীয় মৌলবাদীদের একই সুরে কথা বলছেন। এদিকে বহু বাংলাদেশীকে পশ্চিমবঙ্গে আটক করা হয়েছে।

প্রখ্যাত ভারতীয় কলাম লেখক কুলদীপ নায়ারের বক্তব্য : আমি তার (খালেদা জিয়ার) কাছে জানতে চাইলাম বাংলাদেশ যখন সন্ত্রাসবিরোধী কোয়ালিশনের অংশ, তখন তিনি উপগ্রপন্থী দলগুলোর তালিবান পন্থী অবস্থানের সঙ্গে নিজেকে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন?

বিভুরঞ্জন সরকার লেখেন (ইত্তেফাক, ২০ জানুয়ারী ২০০২), যারা বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র বানানোর প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিল, যারা তালেবানী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতি করে তাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে বিএনপি খুব বেশীদিন স্বস্তি বোধ করতে পারবে কি ? একই সুরে কুলদীপ নায়ার ও বিভুরঞ্জন কথা বলছিলেন। আওয়ামীলীগও পূর্বে জামাতে ইসলামী সনদ সংগ্রহ করে খালেদা বিরোধী আন্দোলন করে গদিতে এসেছিল, তা কি কুলদীপ জানেন না? আর তালেবানদের পক্ষে কোন কথা না বলাতে আওয়ামীলীগ খালেদা জিয়ার তীব্র সমালোচনা করে। তা কে না জানে। কাজেই তালেবান নিয়ে যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা স্পষ্ট নয়। কুলদীপ যদি ভারতের তালেবান বিজেপি নিয়ে লেখালেখি করতেন ভালো হতো।

www.pathagar.com

ভারতে মুসলমান দলন

এক শ্রেণীর কলাম-লেখক এক চোখো নীতিতে বাংরাদেশে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত কথা লিখে মিথ্যাচার করছেন। অন্যদিকে ভারতের মুসলমানদের চোখের পানি তাদের নজরে আসে না। এ কোন নৈতিকতা ও ষ্টান্ডার্ড- অনুসরণ ?

ভারতে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় জিজ্ঞাসাবাদের নামে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকটবর্তী ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে আটক রাখা হচ্ছে। এ দিকে পশ্চিমবঙ্গের দেড়শ মাদ্রাসাকে বেআইনী হিসেবে চিহ্নিত করে ঐসব দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কড়া নজরদারি করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ভারতীয় গোয়েন্দারা বলছে, হামলাকারীরা মালদাহ হয়ে বাংলাদেশে অথবা কিষানগঞ্জের সীমান্ত নদী পেরিয়ে নেপালে চলে গেছে। ভারতীয় পুলিশ প্রচারণা চালায়, ভারতে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে ১০ জনের একটি গ্রুপ নেপালও বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করেছিল। ইনকিলাবের হিলি সাংবাদদাতা হিলি চেকপোষ্ট দিয়ে আসা কয়েকজন বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীর সাথে কথা বলে জানতে পেরেছেন। টুপি-দাড়িধারী বাংলাদেশী নাগরিকদের তল্লাশীর নামে উলঙ্গ করতেও দ্বিধা করছেনা ভারতের পুলিশ ও বিএসএফ। পশ্চিম বংগে আইএসআইয়ের তথাকথিত তৎপরতা রুখতে এবং সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কড়া নজরদারি করতে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সিপিএমের দলীয় ক্যাডারদের পাড়ায় পাড়ায় বাহিনী তৈরী করবে নির্দেশ দিয়েছেন। দলের রাজ্য শাখায় দু'লাখ চল্লিশ হাজার সদস্যের প্রতি তিনি এই নির্দেশ দেন ঘটকপুকুর দলের ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য জনসমাবেশে। আনন্দ বাজার পত্রিকার খবরে বলা হয়। মঞ্চে সে সময় দিলেন

www.pathagar.com

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, মন্ত্রী সদস্য কান্তি বিশ্বাস ও কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। ইতোমধ্যে দলীয় ক্যাডাররা মাঠে নেমে পড়েছে। সিপিএম ক্যাডাররা সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপরই নির্যাতন চালাচ্ছে। মাদ্রাসাগামী ছাত্র/ছাত্রীদের তারা মাদ্রাসায় যেতে বাধা দিচ্ছে। কারণ মাদ্রাসায় নাকি তালিবানী শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠাতে ভয় পাচ্ছে।

শিলিগুড়ির এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, আইএসআই মাদ্রাসায় ঘাঁটি গেড়ে নানা ধরণের নাশকতা মূলক কাজ করছে। বর্তমানে রাজ্যে চার হাজার মাদ্রাসার ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজ্য সরকারকে বলেছে, মাদ্রাসায় বর্তমানে আপত্তিকর কাজকর্ম চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের ৫ মাইলের মধ্যে সকল মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। গোয়েন্দারা নাকি তদন্ত শেষে সরকারকে বলেছে, এখানকার ৫ শতাংশ মসজিদ ও মাদ্রাসায় দেশ বিরোধী কাজ হয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মাদ্রাসা ও মসজিদ বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে দেন। রাজ্যের বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু মাদ্রাসায় কি শিক্ষা দেয়া হয় তার খোঁজ খবর নেয়া এবং গ্রামে গ্রামে সিপিএস ক্যাডারদের নিয়ে যে বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে তার সমর্থন আদায়ের জন্য অন্য শরীক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার জন্য একটি বৈঠক ডেকে ছিলেন। প্রপাগান্ডা করা হচ্ছে, জেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই পাঁচশত বেআইনী মসজিদ তৈরী হয়েছে বিভিন্ন সীমান্তে। বলা হচ্ছে কয়েকটি মাদ্রাসা ছাড়া অন্যসব মাদ্রাসায় নাকি ভারত-বিরোধী কাজ হচ্ছে। ভারতে মাদ্রাসাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে বিজেপি আইন প্রণয়নের দাবী তুলেছে। তারা সরকারের কাছে মাদ্রাসার রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা ও পাঠ্যক্রমে সামঞ্জস্য আনতে আইন করার প্রস্তাব রেখেছে। বিজেপির সংসদীয় দলের মুখপাত্র বিজয় কুমার মালহোত্র এ কথা বলেন তিনি বলেন, বেশ কিছু মাদ্রাসা জেহাদী মনোভাব তৈরীর ক্ষেত্রে মদদ দিচ্ছে। এ সমস্যা শুধু ভারতেই নয় সারা বিশ্বে। তার মতে এসব বন্ধ হওয়া জরুরী। পশ্চিম বাংলা রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ সেলিম বলেন, মাদ্রাসাগুলোতে সন্দেহভাজন চরমপন্থীরা আশ্রয় নিচ্ছে বলে গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে। তিনি

www.pathagar.com

জানান, সীমান্ত সংলগ্ন মুসলিম প্রধান গ্রামগুলোর উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। মন্ত্রী মোহাম্মদ সেলিম আরও বলেছেন, আসল সমস্যাটা মাদ্রাসা নিয়ে নয়, সমস্যা সীমান্ত নিয়ে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, সীমান্তবর্তী এলাকার মাদ্রাসা ছাত্রদের মুষ্টিমেয় অংশকে ভাড়ায় পাওয়া যায়।

ভারতে, এমনকি সেক্যুলার পন্থী সিপিএস প্রশাসনের পশ্চিম বাংলাতেও যে মুসলমানরা সুখে নেই, উপরের তথ্য সমূহ প্রমাণ করে। মুসলমানদের প্রমাণ দিতে হয় বার বার যে তারা দেশপ্রেমিক। দূরদর্শনে দেখা গেল ঈদ উপলক্ষে মুসলমানদের একটি গ্রুপ প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সঙ্গে নতুন করে দেশের জন্য একসঙ্গে শপথ নিচ্ছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা প্রিয় রঞ্জন দাস মুন্সী বলেছেন, সিপিএম ক্যাডাররা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। পশ্চিম বঙ্গের মাদ্রাসা নিয়ে তিনি কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে একটি রিপোর্ট দেবেন। রাজ্য বিজেপি সভাপতি অসীম ঘোষ বলেন, মাদ্রাসায় দেশ বিরোধী ও ধর্ম বিরোধী কাজ-কর্ম বন্ধের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কত দ্রুত ব্যবস্থা নেয় আমরা তা দেখতে চাই। সিপিএম এর ক্যাডার দ্বারা সংখ্যালঘুদের উপর নজরদারি ও মাদ্রাসার ওপর খোঁজ খবর নেয়ার বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে।

মাদ্রাসা নিয়ে মুসলমান বিরোধী কথার প্রতিক্রিয়া শুরু হলে বাম নেতারা কথা পাল্টায়। কলিকাতার ক্ষমাতাসীন বাম ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাজ্য বাম ফ্রন্টের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বসু আমাদের বলেছেন, কোন মাদ্রাসা নয়, জাতীয়তা বিরোধী কাজের সাথে কিছু মানুষ জড়িত আছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন।

ভারতের কট্টরপন্থী হিন্দু সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ঘোষণা করেছে যে, তারা মার্চ ২০০২ উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার বাবরী মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণের মাল মসলা ও সরঞ্জাম নিতে শুরু করবে। অযোধ্যার বাবরী মসজিদটি হিন্দু কট্টপন্থীরা ভেঙ্গে ফেলার পর ভারতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় দুই হাজারেরও বেশী লোক মারা যায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রেসিডেন্ট অশোক সিনহাল অযোধ্যায় সমবেত হবার জন্য কর্মীদের আহবান জানিয়েছেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

বাজপেয়ী বলেছেন যে, তিনি মন্দির নির্মাণে মসজিদের জমি হস্তান্তর করবেন না, তবে এ সব কথাতে চালাকি রয়েছে। জমি হস্তান্তর করা হোক বা না হোক মৌলবাদী বিজেপি কর্মীরা তার পরোয়া করে না। তারা সবই গায়ের জোড়ে সম্পন্ন করবে।

ভারতের সমাজবাদী পার্টি নেতা মূলায়ম সিংহ যাদব ভারতে জঙ্গী হিন্দুদের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে দাবী করেছেন। তিনি বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও আর এস এস সহ জঙ্গী হিন্দু সংগঠন গুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর প্রতি আহবান জানান। যাদব বলেন, সংঘ পরিবার ভূক্ত এই সংগঠনগুলো মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষ ছড়াচ্ছে এবং এই সংগঠনগুলোকে অবশ্যই নিষিদ্ধ করা উচিত। এদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক এটাই জনগণের প্রত্যাশা। যাদব বলেন, পাকিস্তানে যদি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় তবে ভারতে আর এস এস পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা কোথায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজে সাম্প্রদায়িক বিষ বপনের জন্য দায়ী বলে তিনি জানান। যাদব তো ভালো কথাই বলেছেন, তবে এটা কি বাস্তবায়িত হবে ? বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য লর্ড নাজির আহমেদ বিবিসি টেলিভিশনের হার্ডটক শোতে বলেন, পাকিস্তানের মত ভারতেরও নিজ দেশের অভ্যন্তরে তৎপর জঙ্গী গ্রুপগুলোকে নিষিদ্ধ করা উচিত। শিবসেনার মত চরমপন্থী গ্রুপগুলোকে নিষিদ্ধ করা উচিত। তিনি বলেন বিজেপি দলের এমন কিছু চরম দক্ষিণপন্থী লোক রয়েছে, যারা বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার সময় হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যার জন্য দায়ী।

কলাম লেখকরা কি ভারতে মৌলবাদী-অমৌলবাদী শাসনে সংখ্যালঘুদের দুর্বিসহ জীবনের কাহিনী নিয়ে কিছু লিখবেন? ভারতের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন কি তাদের বিবেককে একেবারেই নাড়া দেয় না? সামগ্রিক সত্যকে কেন তারা প্রকাশ করতে চাননা? কিছু লুকাবেন, কিছু প্রকাশ করবেন এটা কোন সুস্থ নীতি হতে পারে না।

www.pathagar.com

ভারতের ভূমিকম্প : খোদার সংকেত

ভারতের গুজরাট রাজ্যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে গেল। প্রথম দিনে ভারতের নেতারা প্রজাতন্ত্র দিবসের স্ফুর্তিতে মশগুল থাকেন। উদ্ধার কর্মে তেমন তৎপরতা প্রদর্শন করেন নাই। এখন পরবর্তী তথ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে প্রায় দু লাখ মানুষ নিহত হয়েছে। অবশ্য ভারতের প্রতিক্ষা মন্ত্রী ফার্নান্দেজ সিএনএনকে বলেছেন (৩০.০১.২০০১) যে এক লাখের বেশী নিহত হয়েছে এবং এ সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। অন্য দিকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী কেশব ভাই প্যাটেল জানিয়েছেন যে, এখনো এক লাখ পঁচিশ হাজার লোক নিখোঁজ এবং উদ্ধারকর্মীদের ধারণা তাদের অনেকেই ধ্বংস স্তুপের নীচে চাপা পড়ে হয়তো মারা গেছে। অন্য এক বেসরকারী হিসাবে মৃত্যের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের পৌছেচে। ভুক্তনগরীতে ফায়ারব্রিগেড কমান্ডার কেএন মাহুর বলেছেন, কেবলমাত্র ভূজ নগরীতে ত্রিশ হাজারের মত নিহত হয়ে থাকতে পারে।

নেতারা সব সময় বিপর্যয়ে নিহতের সংখ্যা কম বলেন। অভিযোগ করা হয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসের আনন্দ উৎসব উপলক্ষে সেনাবাহিনী ও সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাগণ নয়াদিল্লীতে ব্যস্ত ছিলেন। ভূমিকম্পের খবর তাৎক্ষণিকভাবে নয়াদিল্লীতে পৌছলেও প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান শেষ করে সেনাবাহিনী দুর্গত অঞ্চলগুলো পৌছতে বিলম্ব হওয়ায় প্রাথমিক উদ্ধার প্রচেষ্টার অভাবে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশী টিভি সিএনএন (২৯.০১.২০০১) পর্যন্ত প্রশ্ন তুলেছে যে সেনাবাহিনী ও উদ্ধার তৎপরতা মোবিলাইজ করতে কার্যের জন্য লাগাতে দেরী করা হয়েছিল। সংবাদ সংস্থা ও অন্যান্য সূত্রের খবরে জানা যায়, ২৬শে জানুয়ারী ২০০১ শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল পৌনে নয়টায় বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে ভারতের প্রেসিডেন্ট কে আর নারায়ন, রাজভবনের সামনে রাজপথে ঠিক যে মুহূর্তে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে ফ্লাগ স্ট্যান্ডে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে

www.pathagar.com

আকস্মিক মাটি কেঁপে উঠে। অর্ধ মিনিট স্থায়ী ভূকম্পনকে দর্শক মহল ও সমাগত অতিথিরা কাশ্মীরের জঙ্গীদের গুপ্ত মাইন হামলা বলে মনে করে প্রানভয়ে ছুটাছুটি শুরু করে। (সূত্র দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জানুয়ারী, ২০০১)।

প্রথমে বলা হলো যে, গুজরাটে দু'শ লোক নিহত হয়েছে এ ভূমিকম্পে। চার দিনের ভিতর বলা হলো যে ত্রিশ হাজারের বেশী হবে মৃতের সংখ্যা। তখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, মৃতের সংখ্যা দু লাখ পর্যন্ত পৌঁছেছে, কারণ দূরবর্তী অনেক গ্রামের তথ্য কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। জিটিভি'র সূত্রে প্রকাশ স্থানীয় অধিবাসীদের মতে শুধু আনজার শহরেই দশ হাজার ব্যক্তি নিহত হয়েছে। তার ভিতর পাঁচ ছয় শত স্কুল ছাত্র প্রজাতন্ত্র দিবসের মিছিল করতে গিয়ে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ে। দুদিক থেকে দালান কোঠা ভেঙ্গে তাদের জীবন্ত কবর দেয়। জিটিভি'র মতে গুজরাটের ভূক্ত শহরে যে ধ্বংস হয়েছে তা পাঁচ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমার আঘাতের সমান। জিটিভি বলে, দেখে শুনে মনে হয় এসব যেন পুরানো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। তারা আরো বলে এমন মিছাল মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল। গুজরাট এলাকার লোকজন ধনশালী ব্যবসায়ী। জিটিভি'র ভাষায় কুবের। গুজরাট হলো ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে পাঁচটি সমৃদ্ধশালী রাজ্যের অন্যতম। গুজরাটে ভারতের সবচেয়ে বেশী বিদেশী মুদ্রা জমা রয়েছে।

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানি প্রথম দিন আহমেদ নগরে উপস্থিত হলেও প্রধান মন্ত্রী বাজপেয়ী চতুর্থ দিনে হাজির হলেন গুজরাটে। শুক্রবার সকালে হোল ভূমিকম্প। তারপরে রবিবারে জিটিভি'র মাধ্যমে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে তোলা ছবি দেখানো হলো। তখন পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকাশিত হলো। দেখে শুনে মনে হচ্ছে প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে ব্যস্ত থাকায়, কর্তৃপক্ষ এ বিপর্যয়ে তত গুরুত্ব প্রদান করে নাই। ভূমিকম্পের পরপরই সর্বত্র বিমান বাহিনীর সহায়তায় সার্ভে চালানো হয় নাই। আর উদ্ধার কার্যও গুরুত্বের সঙ্গে শুরু করা হয় নাই। ভারতের জনগণ বলছে যে, সময় মত উদ্ধার কার্য শুরু করলে, হাজারো মানুষকে হয়ত বাঁচানো যেত। সোজা কথায় 'ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট' অর্থাৎ আপতকালীন ব্যবস্থাপনায় বৃহৎ ভারত দক্ষতার পরিচয় দেয় নাই। ভারতের নেতাদের অহংকার মুখ থুবড়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

এই ধ্বংস দৃশ্য সমূহ করুণ। আমরাও মর্মাহত। মানুষের উপর এমন মসিবত যেন না আসে তার কামনাই আমরা করি।

ভূমিকম্প হয়ে গেল। বহু লোক নিহত হল। ভারতের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানেও বার ব্যক্তি হয়েছে নিহত। ভূমিকম্প যদিও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তবু শুধু মাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে দেখেই একে শেষ করা যায় না। দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কুরআন মজিদ ঝড় বাদলে ধ্বংসপ্রাপ্ত নূহ নবী (আঃ)-এর জাতি সম্পর্কে মন্তব্য করে–

> 'নিঃসন্দেহে তারা ছিল দৃষ্টি শক্তিহীন জনগোষ্ঠী।' (৭ সূরা আল আরাফ : ৬৪ আয়াত)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী অনযায়ী রোজ কিয়ামাতের পূর্বে শেষ যুগে অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, ভূমি ধ্বসে পড়া, প্রস্তর বর্ষণ, আকৃতির রূপান্তর ইত্যাদি আযাব (শাস্তি) আসবে। সূত্র : কেয়ামতের আগে-পরে, মাওলানা নূর মোহাম্মদ সিদ্দীক্বী, পৃষ্ঠা ১৭-১৮)।

কুরআন বলে–

> তোমাদিগের উর্ধদেশ অথবা তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই (আল্লাহই) সক্ষম। (৬ সূরা আনআম : ৬৫ আয়াত)
>
> 'অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে আমার (আল্লাহর) শাস্তি তাদের উপর আসবে দিনের বেলা যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত। এরা কি আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে গেছে? (সূরা ৭ আরাফ : ৯৮-৯৯ আয়াত)
>
> 'ওদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও ছামুদের সম্প্রদায়, ইব্রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদ্‌য়ান ও বিধ্বস্ত নগরের (লুত আঃ এর এলাকা সাদুম) অধিবাসী গণের সংবাদ কি ওদের নিকট আসে নাই? (৯ সূরা তাওবা : ৭০ আয়াত)

www.pathagar.com

'অতপর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল মহা নাদ তাদিগকে আঘাত করল; ফলে ওরা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল, যেন তারা সেখায় কখনও বসবাস করে নাই। (১১ সূরা হুদ : ৬৭-৬৮ আয়াত)

'এইরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা জুলুম করে থাকে। তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন।' (১১ সূরা হূদ : ১০২ আয়াত)

'ওদের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ্ ওদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন, ফলে ইমারতের ছাদ ওদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং ওদের প্রতি শাস্তি আসল এমন দিক হতে যা ছিল ওদের ধারণার অতীত। (১৬ সূরা নাহল : ২৬ আয়াত)

যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এবিষয়ে নিশ্চিত আছে যে–

আল্লাহ্ ওদিগকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না, অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না, যা ওদিগের ধারণাতীত? অথবা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি ওদের ধৃত করবেন না? (১৬ সূরা নাহ্ল : ৪৫-৪৭ আয়াত)

আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন ওর সম্বৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, কিন্তু ওরা সেথায় অসৎকর্ম করে; অতঃপর উহার (জনপদের) প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায়সজ্ঞত হয়ে যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।" (১৭ সূরা বাণী ইসরাইল : ১৬ আয়াত)

"আমি (আল্লাহ) ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেইগুলির বাসিন্দা ছিল জালিম। এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। তারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তা হলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (২২ সূরা হাজ্ব : ৪৫-৪৬ আয়াত)

www.pathagar.com

অতপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ ওদিগকে আঘাত করল এবং আমি (আল্লাহ্) ওদিগকে তরঙ্গ তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল জালিম সম্প্রদায়। (২৩ সূরা মুমিনুন : ৪১ আয়াত)

আমি (আল্লাহ্) ধ্বংস করেছিলাম আদ, ছামুদ, রাস্‌স বাসী এবং ওদিগের অন্তবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও। আমি ওদিগের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, আর ওদিগের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম (অবাধ্যতা ও পাপাচারের জন্য)। ওরা তো সেই জনপদ (লূত আঃ এর সম্প্রদায়ের বাসস্থান) দিয়াই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তবে কি ওরা ইহা প্রত্যক্ষ করে না? (২৫ সূরা ফুরকান ৩৮-৪০ আয়াত)।

ওরা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও (আল্লাহ্ও) এক কৌশল অবলম্বন করলাম। কিন্তু ওরা বুঝতে পারে নাই। অতএব দেখ, ওদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই ওদিগকে ও ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এই তো ওদের ঘরবাড়ী- সীমালংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (২৭ সূরা নাম্‌ল : ৫০-৫২ আয়াত)

কত জনপদকে আমি (আল্লাহ্) ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজদিগের ভোগ-সম্পদের দম্ভ করত। এই গুলিই তো ওদের ঘরবাড়ী; ওদের পরে এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। তোমার প্রতিপালক জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না উহার কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করবার জন্য রাসূল (দূত) প্রেরণ না করে এবং আমি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন এর বাসিন্দারা জুলুম করে। (২৮ সূরা কাসাস : ৫৮-৫৯ আয়াত)

www.pathagar.com

কিন্তু ওরা তার (নবীর) প্রতি মিথ্যা আরোপ করল : অতএব ওরা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল; ফলে ওরা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল এবং আমি আদ ও ছামূদ (সম্প্রদায়) কে ধ্বংস করেছিলাম; ওদের বাড়ীঘরই তোমাদিগের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং ওদিগকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও ওরা ছিল বিচক্ষণ। (২৯ সূরা আনকাবুত; ৩৭-৩৮ আয়াত)

মানুষের কৃতকর্মের দরুণ সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে ওদিগকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে ওরা ফিরে আসে। বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কী হয়েছে। ওদিগের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। (৩০ সূরা রুম : ৪১-৪২ আয়াত)

এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতে এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল। পৃথিবীতে ওরা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ্ ওদিগকে শাস্তিদিয়াছিলেন ওদিগের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহর শাস্তি হতে ওদিগকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। (৪০ সূরা মুমিন : ২১ আয়াত)

(আরবের) আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কী কঠোর হয়েছিল আমার (আল্লাহর) শাস্তি ও সতর্কবাণী! ওদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে, মানুষকে উহা উৎখাত করেছিল উন্মূলিত খর্জুর কান্ডের ন্যায়। কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (৫৪ সূরা কামার : ১৮-২১ আয়াত)

কী কঠোর ছিল আমার (আল্লাহ্র) শাস্তি ও সতর্কবাণী; আমি উহাদিগকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে ওরা

www.pathagar.com

হয়ে গেল খোয়ার প্রস্তুতকারীর দিখন্ডিত শুষ্ক শাখা প্রশাখার ন্যায়। (৫৪ সূরা কামার : ৩০-৩১ আয়াত)

আর (আরবের) ছামূদ সম্প্রদায়, ওদিগকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলংকর বিপর্যয় দ্বারা। আর আদ সম্প্রদায়। ওদিগকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি ওদিগের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি ও অর্ধ দিবস বিরামহীনভাবে; তখন তুমি (সেখানে উপস্থিত থাকলে) উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে ওরা সেথায় লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূণ্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কান্ডের ন্যায়। অতঃপর ওদের কাকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি ? (৬১ সূরা হাক্কা : ৫-৮ আয়াত)।

তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন (আরবের) আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রসাদের? যার সমতূল্য কোন দেশে (সে সময় পর্যন্ত) নির্মিত হয় নাই; এবং ছামুদ (সম্প্রদায়)-এর প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল; এবং বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতি (মিশরের) ফিরআওনের প্রতি? যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল, এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল। অতঃপর তোমার প্রতিপালক উহাদিগের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (৮৯ সূরা ফাজর : ৬ - ১৪ আয়াত)

তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী অধিপতিদের প্রতি (কাবা মসজিদ ধ্বংস করতে এলে) কী করেছিলেন? তিনি কি ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নাই? ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন, যারা ওদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করে। অতপর তিনি ওদিগকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন। (সূরা ফীল : ১ - ৫ আয়াত)

তোমার প্রতিপালক এরূপ নহেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন, অথচ ওর অধিবাসীরা পুন্যবান। (১১ সূরা হুদ : ১১৭ আয়াত)

www.pathagar.com

আল্লাহর কিতাব কুরআন মজিদ থেকে উপরে এতগুলো উদ্বৃতি দেওয়া হোল। এসব পাঠ করে পাক সীমান্তে ভারতে সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ীদের এলাকা গুজরাটের ভূমিকম্পকে শুধু প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বলা হলে তা হবে "দৃষ্টিশক্তিহীন জনগোষ্ঠীর" মূল্যায়ন। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে ভারত ও পাকিস্তান, বিশেষ করে ভারতের জন্য স্রষ্টার হুশিয়ারী সংকেত।

'তাফহীমূল কুরআন' তফসির থেকে কিছু উদ্বৃতি পেশ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে– "কোন ব্যক্তি যখন বারবার কুরআনে পড়তে থাকে, অমুক জাতি নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, নবী তাদেরকে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হবার খবর দিয়েছিলেন এবং অকস্মাৎ একদিন আল্লাহর আযাব এসে সেই জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ সময় তার মনে প্রশ্ন জাগে, এ ধরণের ঘটনা এখন ঘটে না কেন ? যদিও এখনো বিভিন্ন জাতির উত্থান পতন হয় কিন্তু এ উত্থান পতনের ধরণই আলাদা। এখন তো এমন হয় না যে, একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর ভূমিকম্প, প্লাবন বা ঝড় এলো এবং পুরো এক একটি জাতি ধ্বংস হয়ে গেলো। এর জবাবে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে একজন নবী সরাসরি যে জাতিকে দাওয়াত দেন তার ব্যাপারটি অন্য জাতিদের ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। যে জাতির মধ্যে কোন নবীর জন্ম হয়, তিনি সরাসরি তার ভাষায় তার কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দেন এবং নিজের নিখুঁত ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে নিজের বিশ্বস্ততা ও সত্যতার জীবন্ত আদর্শ তার সামনে তুলে ধরেন এতে করে তার সামনে আল্লাহর যুক্তি প্রমাণ তথা তাঁর দাওয়াত পূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তার জন্য ওযর আপত্তি পেশ করার আর কোন অবকাশই থাকে না। আল্লাহর পাঠানো রসূলকে সামনা-সামনি অস্বীকার করার পর তার অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছে, যার ফলে ঘটনাস্থলেই তার সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেসব জাতির কাছে আল্লাহর বাণী সরাসরি নয় বরং বিভিন্ন মাধ্যমে এসে পৌছেছে তাদের ব্যাপারটির ধরণ এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই নবীদের সময় যেসব ঘটনার অবতারণা হতে দেখা যেতো এখন যদি আর সে ধরণের কোন ঘটনা না ঘটে থাকে তাহলে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবুওয়াতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে হাঁ, কোন নবীকে সামনা সামনি প্রত্যাখ্যান করার পর কোন জাতির ওপর যে আযাব আসতো তেমনি ধরণের কোন আযাব যদি বর্তমানে কোন জাতির ওপর আসে তাহলে তাতেই বরং অবাক হতে হবে।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, বর্তমানে যেসব জাতি আল্লাহর বিদ্রোহাত্মক আচরণ করছে এবং নৈতিক ও চিন্তাগত দিক দিয়ে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এখনো এসব জাতির ওপর আযাব আসছে। কখনো সতর্ককারী ছোট ছোট আযাব, আবার কখনো চূড়ান্ত ফায়সালাকারী বড় বড় আযাব। কিন্তু আম্বিয়া আলাহিমুস সালাম ও আসমানী কিতাবগুলোর মত এ আযাবগুলোর নৈতিক তাৎপর্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করছে না। বরং এর বিপরীত পক্ষে স্থূল দৃষ্টির অধিকারী বিজ্ঞান, সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের একটি বিরাট গোষ্ঠী মানব জাতির ঘাড়ে চেপে বসে আছে। তারা এ ধরণের যাবতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা করে প্রাকৃতিক আইন বা ঐতিহাসিক কার্যকারণের মানদন্ডে। এভাবে তারা মানুষকে অচেতনতা ও বিস্মৃতির মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। তারা মানুষকে কখনো একথা বুঝার সুযোগ দেয় না যে, উপরে একজন আল্লাহ আছেন, তিনি অসৎকর্মশীল জাতিদেরকে প্রথমে তাদের অসৎকর্মের জন্য সতর্ক করে দেন, তারপর যখন তারা তাঁর পাঠানো সতর্ক সংকেতসমূহ থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিজেদের অসৎকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে অবিশ্রান্তভাবে, তখন তিনি তাদেরকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করেন। (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৬ - ৪৭)।

বিপদ-আপদ মুমিন ও পাপীদের উপর যে বিপরীতমূখী প্রভাব ফেলে 'তাফহীমূল কুরআন' তফসির সে সম্পর্কে নবী (সাঃ) এর নিম্নোক্ত হাদীস উদ্বৃত করেছে– "বিপদ মুসিবত তো মুমিনকে পর্যায়ক্রমে সংশোধন করতে থাকে, অবশেষে সে এ চুল্লী থেকে বের হয় তখন তার সমস্ত ভেজাল ও খাদ পুড়ে সে পরিচ্ছন্ন ও খাঁটি হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু মুনাফিকের অবস্থা হয় ঠিক গাধার মতো। সে কিছুই বোঝে না। তার মালিক কেন তাকে বেঁধে রেখেছিল আবার কেনই বা তাকে ছেড়ে দিল।" (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬)

www.pathagar.com

২৬ জানুয়ারী ২০০১ শুক্রবারে গুজরাত রাজ্যে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ব্যাপারে ভারত সরকার নিহতের পূর্ণ সংখ্যা বিশ্ববাসীকে জানাতে সক্ষম হয় নাই। এই সব ক্ষেত্রে আমাদের এই এলাকার দেশগুলোতে নিহতের সংখ্যা নিয়ে সব সময় কারচুপি হয়। নিজেদের ব্যর্থনা ঢাকতে প্রায় সময় নিহতের সংখ্যা কম করে প্রকাশ করা হয়। বিজেপি সূত্র হিসেব কম করে দেখাবার দিকে। অন্যদিকে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ (যিনি বিজেপি দলের নন এবং একজন খৃষ্টান) বলেন যে, প্রকৃত সংখ্যা কোন দিনই জানা যাবে না। গ্রাম অঞ্চলের বহু লাশ হিসাবের আগেভাগেই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ফার্নান্ডেজ সংখ্যা সম্পর্কে তাঁর পূর্ববর্তী মত (যে নিহতের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যাবে) পরিবর্তন করেন নাই। বরঞ্চ তিনি বলেছেন আমার আশংকা সত্য হতে পারে, মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

এটি এখন স্পষ্টতর ভারত সরকার উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে যোগ্যতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে। যে ধরণের বিপর্যয় এসেছিল তাতে হতচকিত হওয়ার কথা, কিন্তু তা হওয়া উচিত মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য। তা না হয়ে প্রথম দিনে উৎসবে ব্যস্ত থাকায় সেনাবাহিনীকে তড়িৎ ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাতে পাঠানো হয় নাই। পরবর্তীতে সেনাবাহিনী বড় বড় শহরে পৌছলেও গ্রাম অঞ্চলে এক সপ্তাহে ও পৌছতে পারে নাই। এ ধরণের বিপর্যয়ে উদ্ধার কার্যে প্রাথমিক দিনগুলো বড় মূল্যবান। সময়ের ব্যবধানে বেশী বেশী জীবন চলে যেতে থাকে। ধ্বংসের তাৎক্ষণিক সার্ভে না করায় নেতৃবৃন্দ ঘটনায় প্রকৃত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, তাই বিদেশী সাহায্য চেয়ে নিজেদের অহমিকাকে খাটো করতে চান নাই, বিদেশী উদ্ধার দলসমূহকে বেশ পরে আনা হোল। ফরাসী উদ্ধারকারী দল বিবিসিকে বলে যে তারা তাৎক্ষণিক আসতে তৈরী থাকলেও ভারত তাদের ডাকছিল না। তারাই তাদের উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে সামান্য কয়েকজনকে এখানে সেখানে উদ্ধার করলো। তবে প্রথম থেকেই আর বেঁচে নেই এ ধরণের তাড়াহুড়ো মনোভাব প্রদর্শন করায়, ধ্বংসস্তুপের নীচে শুয়ে শুয়ে অনেকে পরবর্তীতে জীবন দিল। অন্য দিকে ঘটনার সাত-আট দিন পরেও দুচারজন মানষকে জীবিত বের করে আনা হয়। জিটিভি ও অন্যান্য টিভি চ্যানেলেও জানা গেল যে অনেক গ্রামবাসী অভিযোগ করেছে যে, সাত-আট দিন কোন সরকারী লোক তাদের গ্রামে যায় নাই।

www.pathagar.com

একটা কথা স্পষ্ট যে, বৃহৎ ভারত দুর্যোগে তাদের যোগ্যতার পরিচয় দেয় নাই। বিভিন্ন টিভি আলোচনাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, ভারতে আসলেই কোন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (বিপর্যয়কালীন ব্যবস্থাপনা) নেই। স্থানীয় জনসাধারণ হতচকিত। কিন্তু বাইরে থেকে স্বেচ্ছাসেবক সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মকর্তার দ্রুত আনয়নের কোন তৎপরতা সরকার প্রথম দিকে করে নাই।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ভুমিকম্পের পরে জিটিভিকে বলেন, কভি কভি মালুম হোতা প্রকৃতি হামকো চুনতি দে রহা হায়। (কখনও কখনও মনে হয় প্রকৃতি আমাদেরকে হুশিয়ারী দিচ্ছে)। আমরা বলব, প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির প্রভু হুঁশিয়ারী প্রদান করছে। কিন্তু তবুও কি আমরা সাবধান হচ্ছি? ভারত কি এ দুর্যোগ থেকে কিছু শিখেছে?

বিপর্যয় যে বিপরীতমুখী প্রভাব ফেলে 'তাফহীমুল কুরআন' তফসির সে সম্পর্কে নবী (সাঃ) এর নিম্নোক্ত হাদীস উদ্বৃত করেছে :

বিপদ-মুসিবত তো মুমিনকে পর্যায়ক্রমে সংশোধন করতে থাকে, অবশেষে সে এ চুল্লী থেকে বের হয় তখন তার সমস্ত ভেজাল ও খাদ পুড়ে সে পরিচ্ছন্ন ও খাঁটি হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু মুনাফিকের অবস্থা হয় ঠিক গাধার মতো। সে কিছুই বোঝে না। তার মালিক কেন তাকে বেঁধে রেখেছিল আবার কেনই বা তাকে ছেড়ে দিল।' (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬)

জনসংখ্যায় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র হোল ভারত। বড় হয়েও বড়'র বৈশিষ্ট্য সে দেখাতে পারে নাই। সংখ্যার অহংকারে অনৈতিক কার্যকলাপ করে চলেছে। সংখ্যালঘুদের চোখের পানি নাকের পানি এক করেছে ভারত। জাতের বড়াইয়ের দেশে যে মহান বাদশাহ্ বাবর দিল্লীর রাজপথে হিন্দু মেথরের শিশুকে পাগলা হাতির পায়ের নীচে থেকে কোলে তুলে নিতে পারেন, আর যাঁর পুত্র বাদশাহ হুমায়ুন তাঁর হিন্দু রাজপুত রাখি বোনের মর্যাদা বাঁচাতে নিজের সাম্রাজ্যই হারালেন শেরশাহের কাছে, তাদের ঐতিহাসিক মসজিদ বাবরি মসজিদ বোমা মেরে উড়িয়ে দিল ভারতের নতুন নেতারা গুজরাটের লালকৃষ্ণ আদভানির নেতৃত্বে। এর পরে নাকি মথুরার মসজিদ, কাশ্মীর মসজিদ ও আরো হাজার হাজার পুরানো মসজিদ 'টার্গেট' তালিকায়। লক্ষ্ণৌতে বাদশাহী একটি পুরাতন

www.pathagar.com

মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম। স্থানীয় মুসলমানরা আমাদের অশ্রু সজল ও করুন সুরে বলেছিলেন, আমরা ভয়ানক বিপদের ভিতরে রয়েছি। কাশ্মীর থেকে আসাম পর্যন্ত মুসলমানদের রক্তের কোন মূল্য নেই। সংখ্যালঘু শিখ ও খৃষ্টান, আর নীচু জাতিদের একই হাল।

শিবসেনা নেতা বাল থ্যাকারে ভারতীয় মুসলমানদের ভারত থেকে চলে যেতে বলেছেন। তিনি মুসলমানদের ভোটাধিকার প্রত্যাহারের দাবী করেছেন।

আর ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের সঙ্গেও ভারতের আচরণ অনৈতিক। শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটানের প্রতি সর্বত্র ভারতের অহঙ্কারী নেতাদের দম্ভ প্রকাশ পায়। মুসলমানদের ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করতে স্পেন ও ইসরাইল থেকে মুসলমান মারা নানান মতলবি কৌশল রপ্ত করতে বিশেষজ্ঞ ট্রেনিং এর জন্য ভারত লোক পাঠায়। বাঙালাদেশের সমস্ত নদী-নালা নিয়ন্ত্রণ করে পানি হ্রাস ও কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টিতে একের পর এক বাঁধ দিয়ে চলেছে এক তরফা।

যাই হোক এত মৃত্যুর জন্য মানুষ মাত্রই বিচলিত হবে। ভারত আমাদের প্রতিবেশী দেশ। এছাড়া এ ধরণের বিপদ থেকে প্রতিবেশীরাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। পাকিস্তানেও সামান্য ক্ষতির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সংকেত গেছে। গজব সেখানেও হানা দিতে পারে। এইতো তুরস্কে হয়ে গেল প্রচন্ড ভূমিকম্প। গর্বিত নেতাদের দর্প হোল চূর্ণ। আমাদের উচিত আল্লাহ তায়ালার নিকট কাঁদাকাটি করা যেন কতিপয়ের জন্য তিনি আমাদের সবাইকে এমন ভয়ানক শাস্তি না দেন।

৩০ জানুয়ারী ২০০১ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী জিটিভিকে বলেন, কভি কভি মালুম হোতা প্রকৃতি হামকো চুনতি দে রহা হায় (কখন কখনও মনে হয় প্রকৃতি আমাদের হুশিয়ার করছে।) আমরা বলব, প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির প্রভু হিসাবে তিনি এটি খাঁটিভাবে অনুভব না করলে আরো বড় বিপর্যয় জাতির জন্য অস্বাভাবিক নয়।

ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের বেসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী টি জন ৩০ শে জানুয়ারী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে বলেন, গুজরাটের এই মহাবিপর্যয় হচ্ছে, খৃষ্টান ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং অন্যায় আচরণের জন্য স্থানীয় জনগণের উপর আল্লাহর একটি শাস্তি।

www.pathagar.com

টি জন বলেন, আমাদের লোকদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। গুজরাটের বহু সংখ্যক গীর্জা ধ্বংস করা হয়েছে। এই সব অন্যায়, অবিচারের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। উল্লেখ্য, জন নিজেও একজন খৃষ্টান।

১৯৯৯ সালে চরমপন্থী হিন্দুরা গুজরাটে ৫১টি গীর্জা ও প্রেয়ার হল জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই গুজরাট রাজ্যে প্রতি বছরই যে কোন ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানকালে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ হয়ে থাকে।

মন্ত্রী টি জন গুড নিউজ সোসাইটি ফর গ্লোবাল এর উদ্যোগে কর্নাটকের রাজধানী বাঙালোরে আয়োজিত বিশ্ব শান্তি দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে এই মন্তব্য করেন। স্থানীয় টেলিভিশনে তা সম্প্রচার করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীসহ বিজেপি নেতৃবৃন্দ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণের প্রতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির মন্তব্য প্রদানের দায়ে টি জনকে গ্রেফতার করার আহবান জানান। জন মুখ্যমন্ত্রীকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে রেহাই দেয়ার জন্য কৃষ্ণের কাছে তার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। (সূত্র : এপি দৈনিক সংগ্রাম, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১)। টি জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের হয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ভূমিকম্পে প্রকৃতির হুশিয়ারী কথা বললেও কর্ণাটকের মন্ত্রী জন তাই দার্শনিকভাবে বললে তাঁকে হুমকি প্রদান করা করা হোল। সংখ্যালঘু দলনের প্রসঙ্গ আবার চাপা পড়ে গেল।

এদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (যার সঙ্গে বিজেপির গভীর সম্পর্ক)-এর সভাপতি শ্রী অশোক সিংগেল ভূমিকম্পের পরপরই জিটিভির সাক্ষাৎকারে হুমকি প্রদান করে বলেছেন যে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বাবরি মসজিদের স্থানে মন্দির নির্মাণ করবেই এবং তারা আদালতের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবেনা। ভারতের দাম্ভিক নেতাগণ যে, 'দৃষ্টি শক্তিহীন' তা সুস্পষ্ট। প্রকৃতি তথা প্রকৃতির প্রভূর হুঁশিয়ারী বোঝার চোখ নেই তাঁদের।

২রা ফেব্রুয়ারী ২০০১ বিবিসি টিভি'র একটি সাক্ষাৎকারে গুজরাটের গৃহ মন্ত্রী শ্রী হরেন পান্ডে স্বীকার করেন যে, ভূমিকম্প আসার পূর্বে তিন বছর ধরে গুজরাটে বন্যা, দুটা সাইক্লোন, ও দুটা খরার দুর্যোগ এসেছিল। কুরআন কি সুন্দর ভাবেই

www.pathagar.com

না বলে, ভারি শাস্তির আগে ওদের (সত্যত্যাগীদের) আমি (আল্লাহ) হালকা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব যাতে ওরা ফিরে আসে। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনগুলো স্মরণ করানোর পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে ? আমি (আল্লাহ) অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি। (৩২ সূরা সিজদা : ২১-২২আয়াত)

এদিকে খবরে প্রকাশ (ইনকিলাব ৩০ জানুয়ারী ২০০১) আনজার শহরে তিন বছরের এক শিশু মেয়েকে ৫২ ঘন্টা পানি ও খাবার ছাড়া অবস্থায় দালানের ধ্বংসস্তুপ থেকে অক্ষত বের করে আনা হয়। শিশুটি তখন পবিত্র কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করছিল। উদ্ধারকারী দলের নেতা এক সেনা অফিসার বলেন, এটা খুবই বিস্ময়কর যে শিশুটি সম্পূর্ণ অক্ষত এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে নিজেই হেঁটে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। ধন্য সে শিমুর বাবা-মা. যারা শিশুটিকে এ বয়সেই পবিত্র কুরআনের কিছু লাইন মুখস্থ শিখিয়ে দিলেন। এ বয়সে কুরআনের কিছু আয়াত মুখস্ত করা আশ্চর্য কিছু নয়। আমার আড়াই বছরের ছোট্ট নাতিন জাহিনকে তার নানী কঠিন কঠিন কবিতা মুখস্ত করাতে দেখেছি। উচ্চারণ সুদ্ধ না হলেও সে কবিতাগুলো অনর্গল বলতে পারে। অন্যদিকে টিভিতে দেখাগেল দুই ছোট বোন ধ্বংস স্তুপে চাপা পড়া তাদের ভাই সানজিকে উপর থেকে ডাকা ডাকি করছে। তারা জানে না সানজি বেঁচে আছে কিনা। মর্মান্তিক!

টিভি থেকে জানা গেল ত্রাণ বিতরণে গোষ্ঠীগত মনোভাব প্রদর্শন করা হয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সিডিউল কাস্ট সবাইকে এক চোখে দেখা হচ্ছে না। ব্রাহ্মণরা নাকি আলাদাভাবে ত্রাণ গ্রহণ করছে। এত বড় গজবেও মানুষের জাত-পাতের বড়াই রয়েই গেছে। ভারতের প্রখ্যাত কলাম লেখক কুলদীপ নায়ার এক নিবন্ধে লিখেছেন, "ধর্ম বর্ণ গোত্র ভেদে ত্রাণ বিতরণে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। গুজরাটের উচ্চ বর্ণের পাতিল সম্প্রদায়ের লোকজন ত্রাণবাহী যানবাহন গুলোকে নিম্নবর্ণ অধ্যুষিত এলাকায় যেতে দিচ্ছে না। পাতিল সম্প্রদায় নিম্ন বর্ণের লোকদের রোগাক্রান্ত লোকজন বলে বর্ণনা করছে"।

www.pathagar.com

একটি বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ রাজকোট ও সুরেন্দ্রনগর ও জামনগরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে এসে ত্রাণ বিতরণে বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ত্রাণ বিতরণে ব্যাপক মাত্রায় বৈষম্য হচ্ছে। তার ভাষায়, এই বৈষম্য খুবই মারাত্মক। রাজপুরের দলিত সম্প্রদায়ের লোকদের অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। তারা অভিযোগ করছে যে, উচ্চ বর্ণের ঠাকুর ও জৈন সম্প্রদায় তাদের প্রয়োজনের সব কিছুই পাচ্ছে। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তি হচ্ছে তাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা। তারা চিরদিনই এই বৈষম্য দেখে আসছে। বর্ণবিভক্ত সমাজের এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ বিক্ষোভেরও খবর পাওয়া গেছে।

মুসলিম অধ্যুষিত অনেক এলাকাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কাজ থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য খুবই প্রকাশ্য ব্যাপার। সংবাদপত্রগুলোতে এনিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। কয়েকটি সংবাদপত্র বেশ কিছু উদাহরণও তুলে ধরেছে। চরম উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) কর্মীরা কিভাবে কুচের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ত্রাণ হাইজ্যাক করছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। এসব ঘটনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরণের মারাত্মক পক্ষপাত ও বৈষম্যের প্রতি সরকারের সায় রয়েছে। মুজাম্মেল জলিল একটি নাম করা ইংরেজী দৈনিকের একজন সাংবাদিক। পত্রিকাটি বিভিন্ন সংস্করণে বের হয়। তিনি পত্রিকায় ভূমিকম্প এলাকার খবরাখবর পরিবেশন করছিলেন। তিনি মুসলিম বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন। রাজ্যের একজন বিজেপি নেতা জাতিবিদ্বেষী খবর পাঠানোর অভিযোগ তুলে প্রকাশ্যে মুজাম্মেল জলিলের সমালোচনা করেন। তার পাঠানো অনেকগুলো খবরের মধ্যে একটি ছিল ত্রাণ সাহায্য বিতরণে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। এই খবরটি অন্যান্য কাগজও প্রকাশ করেছে। কিন্তু সেই সব সাংবাদিক নিগৃহীত হননি। চক্ষুশূল হয়েছেন মুজাম্মেল জলিল। কারণ তিনি একজন সংখ্যালঘু মুসলমান। এজন্য উগ্রবাদী হিন্দুরা তাকে আক্রমণ করেছে। মুজাম্মেল জলিলকে এমনভাবে অপদস্থ ও হুমকি প্রদান করা হয়েছে যে, তার পত্রিকা প্রথম পাতায় সাংবাদিকের দুর্দশার

www.pathagar.com

কাহিনী ছাপাতে বাধ্য হয়েছে। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে, দায়িত্ব পালনে তাকে কিভাবে বাধা দেয়া হচ্ছে, চরম হুমকি প্রদান করা হচ্ছে।...

নিশ্চিত ভাবেই বিভিন্ন অনিয়ম-বৈষম্য ঘটছে। অন্যায় অবিচারের অনেক উদাহরণ রয়েছে। তা না হলে ভিপি সিংহ ও আইকে গুজরালের মত সিনিয়র নেতারা বৈষম্যহীন ভাবে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর হস্তক্ষেপ দাবী করতেন না। ভিপি সিংহ ও আইকে গুজরাল উভয়েই সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু দিল্লী ও আহমদাবাদ কর্তৃপক্ষ নীরবতা পালন করার মাধ্যমে বৈষম্যকেই সায় দিয়ে যাচ্ছে। এমনকি অভিযোগ সম্পর্কে তারা তদন্ত করবে এ ধরণের কোন কথাও বলছে না। এর ফলে রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলমান ও দলিতদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই মানুষ চেনা যায়। তার প্রকৃত রূপটি বেরিয়ে পড়ে। দুর্যোগ দুর্বিপাকে তার মহত্ত্বম গুনাবলী ও মানবিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অপরদিকে তার কুৎসিত রূপটিও বেরিয়ে আসে এসময়। অর্থাৎ তার সত্যিকার রূপটিই বেরিয়ে আসে। গুজরাট হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সেখানে লোকজন মানবিকবোধে যেমন সাড়া দিয়েছে। তেমনি কারও কারও মধ্যে অমানবিক আচরণও দেখা যাচ্ছে। দুর্গত মানুষ সেখানে জীবন বাঁচাতে একটু সহায়তার জন্য অন্যের দিকে হাত বাড়াচ্ছে, সেখানেও এক শ্রেণীর মানুষ জাত-পাতের বিভাজন খুঁজে আর্ত মানবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এটা সব চেয়ে দুঃখজনক যে, সরকার এই মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যেও রাজনীতির প্রবেশ ঘটিয়েছে।"

কুলদীপ নায়ারের বক্তব্যের কিছু অংশের উদ্বৃতি এখানে শেষ হলো। বিজেপি সরকার থেকে মুসলমান ও দলিতরা বঞ্চিতই থাকবে। তা সুস্পষ্ট। বিজেপি ব্রাহ্মনদের একটি প্রতিষ্ঠান।

গুজরাট এলাকাতে মুসলমানদের সংখ্যাও কম নয়। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পরে সৃষ্ট দাঙ্গায় গুজরাটের পুরাতন রাজধানী ও বৃহত্তম শহর আহমদাবাদে বহু মুসলমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আমি আহমদাবাদ শহর সফর করেছি। মুসলমান সুলতান আহমদ শাহ (যার নামানুসারে শহরটি পরিচিত) ও

www.pathagar.com

অন্যান্যদের বহু পুরাকীর্তি ও শাহী মসজিদ রয়েছে সেখানে। জানা গেছে যে, মুসলমানদের তৈরী পুরাতন দুর্গটি ভূমিকম্পে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। গুজরাটের অন্তর্গত সাবেক জুনাগর রাজ্য একটি মুসলিম দেশীয় রাজ্য। বেশ সংখ্যক মুসলমান সেখানে বসবাস করে। অন্যান্যদের সঙ্গে মুসলমারাও যে ক্ষতিগ্রস্থ তা স্বাভাবিক। ত্রাণের ক্ষেত্রে যদি জাত-পাতের প্রশ্ন আসে, তাহলে স্থানীয় বিজেপি সরকারের কাছে তারা পুরাপুরি ইনসাফ নাও পেতে পারে।

গুজরাটের ভূমিকম্প স্থানীয় অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবেশ ইত্যাদিতে বেশ প্রভাব ফেলেছে ও আরো ফেলবে। গুজরাট হোল ভারতের পাঁচটি সমৃদ্ধশালী রাজ্যের অন্যতম। গুজরাটেই রয়েছে ভারতের সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা। শিল্প সমৃদ্ধ রাজ্যটি। অর্থনীতিতে প্রবল চোট এসেছে এ ভূমিকম্পে। অবকাঠামো তচনচ হয়ে গেছে। লোকজন কাজকাম না পেয়ে বেকার হয়ে গেছে। যারা একদিন শীতাপত নিয়ন্ত্রিত ঘরে বাস করত, তারা নঙ্গর খানার খাবার গিলছে। তাও আবার দুরবর্তী গ্রামে সময় মত, ঠিক মত পৌছে নাই। বহিরাগত শ্রমিকরা কাজ না পেয়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছে। ত্রাণ কার্য অব্যাহত রাখতে নতুন ট্যাক্স বসাবে সরকার। বীমা কোম্পানীগুলোর মাথায় হাত। ছয় হাজার কোটী রূপীর মত দাবী আদায় করতে হবে।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় পরিবেশ বিপন্ন। যদিও মহামারী ছাড়িয়ে পড়ে নাই। তা পড়তে পারে যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। তবে বিশুদ্ধ পানির অভাবে ডায়েরিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাধিতে বেশ কিছু মানুষ হয়েছে আক্রান্ত।

রাজনীতিতে তো কিছুটা প্রভাব আসবেই। স্থানীয় সরকার হোল বিজেপি দলের। এদের হাতে মুসলমানরা, খৃস্টানরা নিগৃহীত। উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে অব্যবস্থায় হিন্দু সমর্থকরাও দোদুল্যমান হয়ে পড়তে পারে যা বিরোধীদলকে সুযোগ এনে দিতে পারে।

ভূমিকম্পে সামান্য থেকে বেঁচে গেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান গুজরাটে ত্রান দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সে সময় ভারতের দাম্ভিক নেতাগণ কোন দেশেরই সাহায্য নেওয়ার তেমন গরজ দেখান নাই। নিজেদের তারা কেউ কেটা ভাবেন। যাই হোক শেষতক ভারত পাকিস্তানের ত্রাণ গ্রহণ করে সুবুদ্ধির পরিচয়

www.pathagar.com

প্রদান করে যা হয়ত এলাকায় উত্তেজনা প্রশমনেও সাহায্য করতে পারে। পাকিস্তানে সামরিক শাসন যদিও একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিচ্ছেদ, তবুও বাইরের অন্যেরা তেমন কিছু করতে পারে না এ ব্যাপারে। পাকিস্তানীদেরই ব্যবস্থা নিতে হবে গণতন্ত্র উদ্ধারে।

বাঙালাদেশ গুজরাটের ভূমিকম্প থেকে শিক্ষা নিতে পারে। আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা পেতে ঈমান ও নৈতিকতা শক্তিশালী করতে হবে। আর 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট' (বিপর্যয়কালীন ব্যবস্থাপনা) নিয়ে এখনই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, রেডক্রস, দমকল, গণপুর্তবিভাগ, সড়ক ও জনপদ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইত্যাদি নিয়ে পরিকল্পনা নিতে হবে। তবে কথা হোল এসব দুর্যোগকে শুধুমাত্র দুর্যোগ হিসাবে নয়, খোদার সিগনাল (সংকেত) হিসাবে নিয়ে সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত হবে- প্রিভেন্টিভ (নিবারক) ও কির্জরটিভ (আরোগ্য সাধক) দুইই। বাদবাকী আল্লাহর করুণার উপর নির্ভর করতে হবে দোওয়ার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

গুজরাটে রুয়ান্ডার মত গনহত্যা

ভারতের গুজরাট রাজ্যে আবার ভূমিকম্প এসেছে। তবে এবারের ভূমিকম্পের সৃষ্টি হোল ভারতের আসল সন্ত্রাসীও মৌলবাদী সম্প্রদায়ের হাতে। সেখানে যা এখন হচ্ছে তা হয়ত বসনিয়া কসোভার বিভৎসতাকে ছাড়িয়ে যাবে- হয়তো এশিয়ার রুয়ান্ডা হবে। এছাড়া এটা কি স্পেনের মুসলিম-ইহুদী বিতাড়নের ইনকুইজিসনের বরাবর হতে যাচ্ছে ?

গুজরাট হোল মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। তবে এখন সেটা কট্টর মৌলবাদী নেতা আদভানীর সন্ত্রাসী ঘাঁটি। আদভানী হলেন বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার মূলনায়ক। তাঁরই কলকাঠিতে ভারত তথা উপমহাদেশে জঘন্য মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তথাকথিত সন্ত্রাস দমন শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মুসলমান নিধনে পর্যবসিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সফরে কট্টরপন্থী ইহুদী উপদেষ্টাদের ব্রিফ নিয়ে এগিয়ে চলছে আদভানী গোষ্ঠী।

ভারতের বহুল প্রচারিত হিন্দি দৈনিক রাষ্ট্রীয় সাহারা বলেছেন, সম্ভবত আশু কোন উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে এ হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়নি; বরং মৌলবাদীদের পূর্ব পরিকল্পিত ফসল হতে পারে এটি। এ হচ্ছে প্রথম ধাক্কার নৃশংসতা। এর পরিণামে দেশে আরো গণহত্যার ঘটনা ঘটার আশংকা রয়েছে। দৈনিক এশিয়ান এজ পত্রিকা তার মন্তব্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উগ্রকর্মকান্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দিল্লী থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক 'কওমী আওয়াজ' বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতাদের গ্রেফতার করার দাবী জানিয়েছে। দিল্লীর হিন্দুস্তান টাইমস্ বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সৃষ্ট পাগলামি বলে আখ্যায়িত করেছে। পঞ্চাশ লাখ অধিবাসী অধ্যুষিত আহমেদাবাদে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না (ইত্তেফাক, ২ মার্চ ২০০২)। গুজরাটে নারোদা-পটিয়া এলাকায় প্রায় পাঁচ

www.pathagar.com

হাজার লোক আক্রমণ চালিয়ে ৬৫ জনকে হত্যা করে। কোথাও কোথাও আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মহিলা দাঙ্গাকারীদেরও চোখে পড়ছে।

কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী আরো আগেই সৈন্য না নামানোয় বাজপেয়ী সরকারের কঠোর-সমালোচনা করেছেন। বিবিসির ইংরেজী সার্ভিসের এক খবরে বলা হয়, গুজরাটের অনেক মানুষ প্রথম দুইদিনের উন্মত্ততার সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ তুলেছেন। শুক্রবার (১ মার্চ) সকালে হৃদয়বিদারক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে আহমেদাবাদের একটি মসজিদে। ফজরের নামাজ পড়ার জন্য মুসল্লীরা জমায়েত হলে উগ্রপন্থী হিন্দুরা মসজিদটি ঘিরে ফেলে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মসজিদের ভিতরে মারা যায় ৩৮ জন। আগের দিন মেহেদীনগরে কংগ্রেসের সাবেক এমপি মোহাম্মদ জাফরীর বাড়ী ঘেরাও করে আগুন ধরিয়ে দিলে পরিবারের ২০ জন সদস্য মারা যায়। প্রাণ রক্ষায় পলায়ন পর শিশুদের ধরে আগুনের কুন্ডে ছুড়ে দেওয়া হয়। এরপর মসজিদে আজানের শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে।

কারফিউর সুযোগ নিচ্ছে উগ্রপন্থী হিন্দুরা। কারফিউ ভঙ্গ করে অস্ত্র হাতে সংঘবদ্ধ হয়ে তারা মুসলমান বাড়ী ও ব্যবসা কেন্দ্রে হানা দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে নির্বিচারে হত্যা ও লুটতরাজ চালাচ্ছে।

বুধবার ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ অযোধ্যা থেকে গুজরাটের আহমেদাবাদাগামী সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে সাড়ে তিনশ যাত্রীর মধ্যে দু'শর বেশী ছিল বিনা টিকেটের। উগ্রপন্থী হিন্দু করসেবক ও বজরংবলির সদস্য। তারা শক্তি প্রয়োগ করে টিকেটধারী যাত্রীদের সিট ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। অশোভন আচরণ করে এক মহিলা যাত্রীর বোরখা খুলে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ট্রেনের মধ্যে একদল তরুণের সাথে করসেবকদের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের এসব তরুণ ছিল গোধরার যাত্রী। সবরমতি গোধরা ষ্টেশনে আসা মাত্র তরুণরা নেমে হল্লাচিল্লা করে লোকজমায়েত করে। বিক্ষুব্ধ লোকজন প্রথমে ইটপাথর ছোঁড়ে। করসেবক ও বজরংবলির সদস্যরা নিজেরাই ক্ষিপ্ত হয়ে ট্রেনে আগুন ধরে দেয়। সংবাদ সূত্র জানায়, সাধারণ এক নিছক হাঙ্গামার ঘটনাকে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

সহিংসতায় পরিণত করেছে উগ্রপন্থী হিন্দুরাই। আহমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার পিসি পান্ডে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেনের অভ্যন্তরে সাধারণ যাত্রী ও করসেবকদের মধ্যে আসলে কি ঘটেছিল তা সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে তদন্ত করে দেখা উচিত।

ইত্তেফাক (৩ মার্চ ২০০২) সম্পাদকীয়তে লেখে যে, গোধরা রেল স্টেশনের ঘটনায় ৫৮ জন কর সেবক প্রাণ হারায়। সেই ট্রেনের ভিতরেই যে হিন্দুরা মুসলমান বোরখাধারী নারীদের বেইজ্জত করছিল তা পত্রিকা প্রকাশ করে নাই। ট্রেনে নিহত যাত্রীরা সবাই করসেবক ছিল না।

সিএনএন এর সাংবাদিক ভারতীয় হিন্দু সতীন্দর বিলদার বলেন (২৮.০২.২০০২), অযোধ্যার বাবরি মসজিদে আগে নাকি একটি মন্দির ছিল। এত বড় মিথ্যা কথা তিনি শরমের মাথা খেয়ে বললেন। সেখানে কোন মন্দিরই ছিল না, এটা হিন্দু ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণই নানাভাবে প্রমাণ করেছেন। এমনকি তারা বলেছেন যে, বর্তমান অযোধ্যা একটি নতুন শহর। পূর্বে এখন কোন লোকালয়ই ছিল না।

বিবিসি টিভি (২৮-২) বলল যে, গুজরাটের দাঙ্গায় পুলিশ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। এদিকে মুসলমানদের গলা চাকু দিয়ে ফেড়ে ফেলা হচ্ছে। বিবিসি টিভি (১-৩) আরো বলে যে, সেনাবাহিনীকে কোন দায়িত্বই দেওয়া হয় নাই দাঙ্গা বন্ধে, কারণ সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে রাখা হয়।

সিএনএন প্রশ্ন করলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র বলেন যে, হিন্দুরা শান্তিপূর্ণ ছিল। ইসলামী জেহাদী সন্ত্রাসীরা গন্ডগোল করে কাশ্মীর থেকে গুজরাট পর্যন্ত। আর এই জেহাদী ভাব কুরআনের মাধ্যমে মাদ্রাসাতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে পুরা ভারতে। যেভাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা কথা বললেন তাতে ভারতে কুরআন পড়াই নিষিদ্ধ হবে বলে মনে হচ্ছে যদি সংঘ পরিবার ঘাঁটি গেড়ে বসে।

সিএনএন (২-৩) বলল যে, গুজরাটের দাঙ্গা দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধ চিত্র। শিশুরা কাঁদছে। আর পুলিশ ধারে কাছে নেই কোথাও মসজিদ সমূহ ধ্বংস

www.pathagar.com

করা হচ্ছে। আহমেদাবাদে পুলিশের সামনেই দাঙ্গাকারীরা মুসলমানদের বাড়ী ঘর ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অবাধে আগুন লাগায় এবং ব্যাপক লুটপাট পালায়।

ভারতীয় লোক সভা কংগ্রেসের চীফ হুইপ প্রিয় রঞ্জন দাস মুন্সী বিবিসিকে বলেন, শাসক দলের লোকেরাই এসব নারকীয় ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে।

উগ্র হিন্দুদের একটি দল সরদারপুরনামার গ্রামে মুসলমানদের বাড়ীঘরেও দোকান পাটে আগুন ধরিয়ে দিলে ভেতরে অবস্থানরত ২৭ জন জীবন্ত দগ্ধ হয়। তারা কেরাসিন তেল ঢেলে উক্ত বাড়ীঘরে আগুন ধরায় বলে পুলিশ জানায়। বিবিসি টিভির সংবাদদাতা আদম মিনটও এ সংবাদ প্রচার করেন।

বিভিন্ন স্থানে উন্মক্ত হিন্দু জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ আদৌ কোন দায়িত্ব পালন করেনি। অনেক স্থানের মুসলমানরা জানান, দাঙ্গা থামানো দুরে থাক, পুলিশ দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের সহযোগিতা করেছে। দাঙ্গায় আহত মুসলমানদের হাসপাতালে নেয়া হলেও তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয়নি। একই অভিযোগ সৈন্যদের সম্পর্কেও পাওয়া গেছে। হিন্দুরা যখন মুসলমানদের ঘরবাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে সে সময় সৈন্যরা ও পুলিশ পাশে দাঁড়িয়ে নারী ও শিশুসহ মুসলমানদের জ্যান্ত পুড়ে মারার দৃশ্য দেখতে থাকে। দাঙ্গা দমনে সৈন্য ও পুলিশের কোন ভূমিকা ছিল না।

এদিকে সেনাও নামানো হয় দাঙ্গা শুরুর তিন দিন পরে। তাও শুধু বড় শহরে। ১ মার্চ রাতে মেহসানা জেলার একটি গ্রামে ২৭ জন নিরীহ ঘুমন্ত মুসলমানকে পুড়িয়ে মারা হয়। এছাড়া পান্দ্রভাদা শহরে ২ মার্চ বেকারীতে ৭ জন মুসলমানকে জীবন্ত পুড়ে মারা হয়। বিবিসি জানায়, আহমেদাবাদের কাছে বীজপুরে ২৮ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

বিবিসির সাথে এক সাক্ষাতকারে তপন সিকদার, ভারতের টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা, গুজরাটে মুসলমানদের দায়ী করে বলেছেন, কয়েকটি রাজ্যের, নির্বাচনে বিজেপি'র ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে মৌলবাদী মুসলিম সন্ত্রাসীরা অতি উৎসাহী হয়ে দাঙ্গায় সন্ত্রাসবাদী এবং ক্রিমিনাল সমাজ বিরোধী তারাই এঘটনা ঘটিয়েছে।

www.pathagar.com

গুজরাট রাজ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ধর্মঘটের ডাক দেয়। বিজেপি রাজ্য সরকার এ ধর্মঘটের প্রতিসমর্থন ব্যক্ত করেছিল। আহমেদাবাদের উপকণ্ঠ নারোয়ারে যে সব বস্তির মুসলমানেরা তাদের গৃহত্যাগ করেনি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। উদ্ধারকৃত ২৭টি লাশের মধ্যে ৭টি মহিলার ৭টি শিশুর লাশ।

আহমেদাবাদে প্রায় দু'হাজার হিন্দুর একটি দল একটি অভিজাত মুসলিম এলাকার ৬টি বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিলে অন্তত ৩৮ জন আগুনে পুড়ে মরে। নিহদের ভিতর ১২ জন শিশু। হিন্দুরা মুসলমানদের শতশত বাড়ী, দোকানপাট, হোটেল, রেস্তোরা ও ডিপার্টমেন্ট স্টোরে আগুন লাগায়। এসময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল পর্যন্ত মন্তব্য করেছে যে, পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

১৯৯২ সালে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনার সময় দাঙ্গা হয় তাতে তিন হাজার মুসলমান নিহত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এল কে আদভানী মসজিদ ভাঙ্গতে নেতৃত্ব দেন। ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী মসজিদ ভাঙ্গাকে 'জাতীয় সহানুভূতির অভিব্যক্তি বলেন' বলেন। একজন মধ্যপন্থী হিন্দু নেতা হিসাবে তার নামকে একটা 'মুখোশ' বলা হয় এতে।

আহমেদাবাদে একটি বস্তিতে ২৭ জনকে জীবন্ত পোড়ানো হয়। একটি গাড়ীর আরোহী ৬/৭ জনকেও পুড়ে মারা হয়।

গ্রামাঞ্চলে নৃশংসতা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় (ইত্তেফাক)। প্রত্যক্ষদর্শী ও ভূক্তভোগীরা বলছেন যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিতরা অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। বিবিসি'র একজন সংবাদদাতা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে বলেন, শহরের বাইরে গুজরাটের পল্লী অঞ্চলে হত্যা, লুণ্ঠন, ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা অব্যাহত। একটি মাত্র গ্রামেই ২৮ জন মুসলমান মহিলা ও শিশুকে তাদের বাড়ীতে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

www.pathagar.com

রাজ্যের সুরাট শহরে দাঙ্গাবাজরা সামনে যা পায় ধ্বংস করে। পুলিশ স্বীকার করেছে, সুরেন্দ্র নগরে হিন্দু দাঙ্গকারীরা বেপরোয়া ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। পুলিশ আরো স্বীকার করেছে যে, শহরের বাইরের গ্রামাঞ্চলে নিরাপত্তা সমস্যা রয়েছে। কয়েকটি স্থানে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞও ঘটেছে বলে তারা বলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) সারা গুজরাট রাজ্যে বলধের ডাক দেয়। ঐ বন্ধ চলাকালেই সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর নেমে আসে নরকের নৃশংসতা।

রাম জন্মভূমি মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, জমি বরাদ্দ পেলাম কি পেলাম না। আদালত কি বলল না বলল, এসবের আমরা ধার ধারি না। লড়াই করে হলেও রাম মন্দির তৈরীর কাজ শুরু হবে।

ভারতের সিপিআই এম এল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরংদলের মতো সংগঠনগুলোকে শীঘ্র নিষিদ্ধ করার দাবী জানিয়েছে।

সিপিএম নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা পাকিস্তানকে মৌলবাদী দেশ বলি। গুজরাটে যা হচ্ছে তারপর গোটা দুনিয়া আমাদেরকে এই আখ্যা দেবে।

১৯৪৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারতে দশ লাখ লোক দাঙ্গায় নিহত হয়েছে। ভারত যে একটি গণতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এই দাবী ভঙ্গুর। ভারতে এই ধরণের মৌলবাদী সরকার গদিতে থাকলে উপমহাদেশে সন্ত্রাস তো হ্রাস হবে না, বৃদ্ধি পাবে। বুশ কি পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করবেন?

www.pathagar.com

নির্মম সাম্প্রদায়িকতার দেশ ভারত

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দাবীদার ভারতে গুজরাটে ও অন্যত্র ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেল। চোরা গুপ্তা হামলা চলে। আমাদের দেশে যারা প্রচার করে থাকেন যে, এখানে দাঙ্গা হচ্ছে, আর ভারত একটি উদার ও সন্ত্রাস বিরোধী রাষ্ট্র, তারা এখন কি বলবেন? ভারতে রাষ্ট্র তো নিজেই সন্ত্রাস করছে, তাও নিজেদেরই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে।

এদিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মিন মিন সুরে এনিয়ে সামান্য কথা বললেও সমগ্র মুসলিম বিশ্ব নীরব। এতেই বোঝা যাচ্ছে মুসলিম বিশ্বের নৈতিকতার অবস্থান। আরবরা যে সমানে এখন মার খাচ্ছে এর কারণ এখানেই নিহিত। আরবরা তুর্কীরা যদি অন্য মুসলমানদের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকে, তাদের বিপদের সময়েও একই ফল লাভ হবে।

গুজরাটের মুসলমানরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই দাঙ্গায় পথের ফকিরে পরিণত হয়েছ। কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা বলেছেন, যেভাবে লাশ উদ্ধার করা হচ্ছে তাতে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, প্রাণহানির সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ভারতীয় প্রশাসনের পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে তাদের ধারণা। কেননা, দূরবর্তী মুসলমান গ্রামগুলো থেকে এখনও লাশ উদ্ধার করা হচ্ছে।

৩ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত কংগ্রেসের হিসাব মত ৮০৬ জন ভারতের দাঙ্গায় নিহত। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংহ বলেন, গুজরাটকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করা উচিত।

জানা গেছে প্রথম ২/৩ দিন কোন সিকিউরিটি দাঙ্গা দমনে দেওয়া হয় নাই। গুজরাটে পিটিভি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বিবিসি টিভি হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে ধর্ষণ ও হত্যা দুইয়েরই কথা উল্লেখ করে ৩.৩.২০০২। বিবিসি টিভি বলে আহমেদাবাদের দুই মসজিদে আশ্রয় প্রাপ্ত চার বছরের শিশু আব্দুল্লাহ। সমস্ত শরীরে আঘাতের চিহ্ন, আগুনের দাগ। তার পিতা বলল যে, তার আর বাকী তিন ছেলেকে হিন্দুরা আগুনে ফেলে মেরেছে। পিতা-পুত্রের ছবি টিভিতে দেখানো হলো।

অশোক নারায়ন নামে একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানান, মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কেননা, ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকে আরো লাশ উদ্ধারের খবর আসছে।

বিবিসি'র সাংবাদদাতা সরেজমিন প্রতিবেদন দিতে গিয়ে জানান, আহমেদাবাদের বাহিরে এক দেয়ালে লেখা রয়েছে, মুসলমানদের কিভাবে পুড়িয়ে মারতে হয় তা আমাদের কাছ থেকে শিখুন।

দাঙ্গায় আহত এক মুসলিম মহিলা জানান, পুলিশের কাছে সহায়তা চেয়ে তার মা থাপ্পর খেয়েদেন। পুলিশ আমাদের নিরাপত্তা দেয়ার বদলে দাঙ্গাকারীদের সহায়তা করেছে।

রাতের অন্ধকারে দাঙ্গাবাজ হিন্দুরা নারী ও শিশুসহ নিরীহ মুসলমানদের ঘড়বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে তাদের পুড়িয়ে মারছে। পুলিশ ও সৈন্যরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখছে এবং দাঙ্গাবাজদের অপতৎপরতা চালিয়ে যেতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। গুজরাটের প্রত্যন্ত এলাকায় পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছে।

এপি'র এক খবরে বলা হয়, আহমেদাবাদ শহরের ১৫ কিলোমিটার দূরে ১২০ টি মুসলিম লাশ দাফনের জন্য সরকারী লোকেরা ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই লাশগুলো কেউ দাবী করেনি।

পুলিশ ও সৈন্যরা রাজ্যের দূরের এলাকায় পৌছে দাঙ্গায় নিহত মুসলমানদের আরো লাশ পাচ্ছে। অনেক মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কোন কোন মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কোন কোন মুসলমান তাদের মোবাইল ফোনে মরিয়া হয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন করছে। (ইত্তেফাক ৫ মার্চ, ২০০২)

www.pathagar.com

গুজরাটের দাঙ্গার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ এবং ক্ষোভ জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফার্নান্ডেজও। তিনি বলেন, আহবান করা মাত্র সেনাবাহিনী যথাসময়ে আহমাদাবাদ পৌছে গেলেও তাদের দাঙ্গা দমনে নামানো হয়নি। এমনকি ফ্লাগমার্চও করতে দেয়া হয়নি। ফার্নান্ডেজ বলেন, গুজরাট সরকার সেনা নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রাকের ব্যবস্থাও করেনি। ৪৮ ঘন্টা ধরে সেনা স্ট্যান্ডবাই রয়েছে বলে প্রচার করা হলেও তারা আর্তমানবতা রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারেনি।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, গোধরা স্টেশনের ঘটনার পর যথেষ্ট সময় পাওয়া সত্বেও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বন্ধ আহবান করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি হরতালে সমর্থন ঘোষণা করে। হিন্দু দুর্বৃত্তরা বুঝতে পারে যে, সরকার এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মনোভাব একই। দাঙ্গা চলাকালীন মুখ্য মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বার বার বলেন যে, গোধরার ঘটনার জন্যই এই হামলা হচ্ছে। তিন দিন ধরে গুজরাটে গণহত্যার জন্য তিনি মুসলমানদেরই দায়ী করেন। গুলবর্গা হাউসিং কলোনীতে প্রাক্তন কংগ্রেস এমপি এহসান জাফরিকে তার পরিবার বর্গসহ জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। অভিজাত এই মুসলিম কলোনীতে ১৯টি বাড়ীতে ৬০ জনকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। মূখ্যমন্ত্রী মোদী সাংবাদিকের এই হত্যাকান্ডের সাফাই দিতে গিয়ে বলেছেন, এহসান জাফরি হামলাকারীদের ওপর নিজের রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে অন্যায় করেছিলেন, তাতেই নাকি জনতা আরো রেগে যায়। এদিকে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, চার ঘন্টা ধরে সত্তর বছরের বৃদ্ধ এহসান জাফরী মোবাইল ফোনে পুলিশ কনট্রোল রুমে বার বার তাদের রক্ষা করার জন্য অনুনয় বিনয় করেন। এমনকি আহমেদাবাদের পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও তিনি ফোনে কথা বলেন। কিন্তু কেউই তার রক্ষায় যায় নাই। সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন আক্রান্ত এহসান জাফরীর আত্মরক্ষার অধিকার ছিল কিনা। মুখ্যমন্ত্রী এর কোন জবাব দেননি।

www.pathagar.com

লাশ গণকবর প্রদানকালে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব পালনকারী জনৈক মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক এনামুল হক জানান, যাদের লাশ গণকবর দেওয়া হয় তাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। কোন কোন স্থানে একই সাথে পরিবারের পুরো সদস্যকে লাশ কবরস্থ করা হয় বলে এনামুল হক জানান।

২৮ ফেব্রুয়ারীর দাঙ্গায় নিহত কংগ্রেসের সাবেক এমপি এহসান জাফরী মৃত্যুর আগে কমপক্ষে ২০০ বার ফোনে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ছিলেন। পুলিশ আমলা রাজনৈতিক বন্ধু কারো কাছেই ফোন করা তিনি বাকী রাখেননি। তিনি চেয়েছিলেন নিরাপত্তা। তার পরিবারই শুধু নয়, সেখানে এলাকার অনেক মুসলমানও এসেছিলেন তার বাড়ী নিরাপদ হবে ভেবে। তিনি ছিলেন কবি তাঁর বেচে যাওয়া স্ত্রী জানান, প্রতিবেশী কোন হিন্দুই আক্রমণে অংশ নেয়নি। দাঙ্গাবাজরা এসেছিল বাইরে থেকে। তাহলে তো তারা সরকারী দলের জঙ্গী ক্যাডার হবে।

অর্জুন সিংয়ের মত কংগ্রেস নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন, সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদেরকে কি সত্যি সত্যি কাজে লাগানো হয়েছে?

আহমেদাবাদে আগত বিবিসি'র সাংবাদিক মানস দাস খোলামেলা অভিযোগ করছেন যে, হিন্দু দাঙ্গাবাজরা যখন তলোয়ার, ছোরা, বোমা এবং লাঠি দিয়ে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন পুলিশ রহস্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

মুসলমানদের উপর হিন্দুদের হামলা কালে পুলিশ বা নিরাপত্ত াবহিনীর সদস্যরা নীরবে দাড়িয়ে দেখছে অথবা ঘটনাস্থল থেকে দূরে সরে থাকছে। ছোট ছোট গ্রামগুলো দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সারদারুফা গ্রামে মাত্র ৫৫টি মুসলিম পরিবারের এই গ্রামে দু'হাজারের মতো হিন্দু রাতের আঁধারে হামলা চালায়। প্রায় ৩ ঘন্টা ধরে উগ্র হিন্দুদের তান্ডবে গ্রামটি প্রায় ধূলায় মিশে যায়। ৩০ জনের মত মুসলমান ঘটনাস্থলে নিহত হয় যাদের বেশীর ভাগকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। দাঙ্গাকারীরা প্রথমে গ্রামটি ঘিরে ফেলে এবং কেউ যাতে পালাতে না পারে তা নিশ্চিত করে লুটপাট শুরু করে। পরে তারা পেট্রোল ঢেলে গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

গুজরাটের প্রত্যন্ত অর্থঞ্চলে এমন অনেক মুসলিম গ্রামে এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে যার খবর অজানা। অবশ্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি'র মোদী মাত্র ১২টি গ্রামে হামলার কথা স্বীকার করেছেন।

অনেক মুসলিম অধিবাসী জানান, মুসলিম নিধনের সময় পুলিশ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকস্থানে পুলিশ মুসলমান হত্যায় দাঙ্গাবাজদের উৎসাহ প্রদান করে।

এ্যাঙ্গুলো ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভুত মুসলিম মহিলা রেহেনা বলেন, গুজরাটের সকল পুলিশ হত্যাকারী।

ইনকিলাবে (৮ মার্চ ২০০২) শেষ পাতায় একটি খবরে দেখা গেল সারি সারি শিশুদের অগ্নিদগ্ধ লাশ। আহমেদ কালান্দরী মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানে দাফনের জন্য রাখা হয়েছে সবগুলো শিশুদের লাশ। অন্তত দু' ডজন জন লাশ হবে।

পুলিশ কমিশনার পিসি পান্ডের বক্তব্য থেকেও দাঙ্গা দমনে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণ বোঝা যায়। পান্ডে নির্লজ্জের মত বলেন, পুলিশ সমাজ সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা নয় এবং সমাজের মানসিক পরিবর্তন ঘটল নেতা পুলিশের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। কাজেই ...। এদিকে দিল্লীর মুসলিম নেতৃবৃন্দ দুরে থাকুক, সাংসদ সদস্যদের যে মর্যাদাশীল প্রতিনিধি দল আহমদবাদে গিয়েছিলেন তাদেরও পুলিশ নিরাপত্তার অভাবের বাহানা দিয়ে দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় যেতে দেয় নাই।

ভারতের গুজরাট রাজ্যের দূরবর্তী গ্রামগুলিতে সাংবাদিকদের যেতে দেওয়া হয় নাই। গুজরাটের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মীরা সুপ্রীম কোর্টে এক আবেদনে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ ও দাঙ্গা কবলিত এলাকায় সাংবাদিকদের যেতে দেয়ার নির্দেশ দেয়ার আবেদন জানিয়েছেন, তারা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার দাবী জানিয়ে সুপ্রীম কোর্টের কাছে আবেদনে বলেছেন, হিন্দু পরিষদ কর্মীরা সাংবাদিকদের ঘটনাস্থলে যেতে দিচ্ছেনা। দাঙ্গায় মুসলমানদের সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা।

ভারতের মুসলিম প্রতিনিধি দলের সমন্বয়কারী ও সাবেক পার্লামেন্ট সদস্য মোহাম্মদ আফজাল বলেন, গোধরা ট্রেনে হামলায় যদি মুসলমানরা জড়িতও থেকে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যেত। কিন্তু তা না

www.pathagar.com

করে গুজরাট সরকার ট্রেন হামলাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে ভিএইচপি বজরংদল সংঘ পরিবারের অন্যান্য উগ্র গ্রুপগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে।

বাবরী মসজিদ পুনর্নির্মাণ বিষয়ক অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডস কমিটি বলেছে, উগ্রবাদী হিন্দুরা আদালতের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে মন্দির নির্মাণের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে এবং সরকার তাদের বাধা দিচ্ছে না।

তৃণ মূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জির মতে, গোদ্রায় এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন লাগানোর ঘটনা সাম্প্রদায়িক ছিল না। এ ঘটনা নিয়ে ময়নাতদন্ত করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু তার বদলা হিসেবে এখন যা করা হচ্ছে, তা মোটেই ঠিক নয়।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়, গুজরাটের নারোদার দাঙ্গায় বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে পুলিশের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়, এই শহরে বস্তি ও অন্যান্য এলাকায় খুন হত্যায় নেতৃত্ব দেন এই দুই দলের নেতারা। এখানে ১০০ লোক দাঙ্গায় নিহত হয়। যে ছ: :াজার এর মত মানুষ এই নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেন তার নেতৃত্বে ছিলেন এই দুই দলের প্রথম সারির স্থানীয় নেতারা। পুলিশ রিপোর্টে এই নেতাদের নামও উল্লেখ করা হয়।

www.pathagar.com

ভারতে মুসলিম নিধন

আহমেদাবাদের শেখ ফিরোজ উদ্দিন। তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিবি হলো নিহত। দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের আগিয়ে আসতে দেখে পাঁচ ছেলে মেয়ে নিয়ে পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হন। জ্ঞান ফিরে তার বাচ্চাদের আর পান নাই। তাদের বয়স ১ থেকে ৯ বছর। একটি ক্র্যাচ কেনার মত টাকাও তার কাছে নেই। এপি জানিয়েছে ঘটনাটি এপি আরও জানিয়েছে গুজরাটে আহমদাবাদ হাসপাতালের মর্গে বহু পোড়া শিশুর লাশ পড়ে আছে। লাশগুলো পুড়ে বিকৃত হয়ে যাওয়ায় শনাক্ত করার কোন উপায় নেই। শিশুদের যারা আগুনে পুড়ে হত্যা করতে পারে তাদের কিভাবে ধার্মিক বলা যেতে পারে? রূপকথার রাম কি এই শিক্ষা প্রদান করেছেন?

কেন হয়েছিল এই জঘন্য দাঙ্গা? পিছনে ৭৫ কিলোমিটার দূরে দাহুদ গোধরা স্টেশনে উগ্রপন্থী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এর করসেবকরা সবর মতি ট্রেন থেকে নেমে এক চা দোকানীর দোকান ভেঙ্গে ফেলে। গোধরা স্টেশনে আর এক মুসলমান বৃদ্ধ চা দোকানীর দাঁড়ি ধরে টানে ও মার ধর করে। ভিএইচপি'র কর সেবকরা উসকানিমূলক শ্লোগান দেয়। মন্দিরকা নির্মাণ কর, বাহারারকি আওলাদকো বাহার কর ইত্যাদি। এক বৃদ্ধের ষোল বয়স্কা মেয়েকে জোর করে ট্রেনে এস-৩ নম্বর কামড়ায় তুলে নেয়। দুজন সহৃদয় হকার ট্রেনে উঠে ষ্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে চেন টেনে ট্রেন থামায়। করসেবকরা তো মেয়েটিকে ফেরত তো দেয়ই নাই লম্বা লম্বা বাঁশ হাতে জড় হওয়া লোকজনের উপর আক্রমণ চালায়। এ সময় জনতা অনন্যোপায় হয়ে কাছাকাছি গ্যারেজ থেকে ডিজেল ও পেট্রোল এনে বগিতে ছিটিয়ে আগুন ধরে দেয়। এর পর করসেবকরা এলাকার গ্যারেজগুলো ও একটি মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

করসেবকরা গোধরা স্টেশনে ধোপানীদের সঙ্গেও বেতমিজি করে জানায় টাইমস অব ইন্ডিয়া। মোট কথা তথাকথিত ধার্মিক করসেবকদের অধার্মিক কার্যকলাপ এই জঘন্য দাঙ্গার জন্য মূলতঃ দায়ী। তারা ষ্টেশনে ষ্টেশনে সন্ত্রাসের সফর করছিল।

দাঙ্গাবাজরা ২৪৬০ বাড়ী, ২১০০ দোকান, ১০৮৪টি স্টল, ৯৪০টি গাড়ি, আর ১২টি বাস পুড়িয়ে দিয়েছে। গৃহহীন হল ৫৬ হাজার মানুষ। উন্মক্ত হিন্দুরা পুড়েছে ২০টি মাজার আর ১৭টি মসজিদ। দুটি কবর স্থান. ধ্বংস করেছে তারা। আহমেদাবাদের প্রখ্যাত উর্দুকবি ভালি গুজরাটের মাজার ধ্বংস করে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২। মাজারটি পুলিশ সদর দফতরের পার্শ্বে। মাজারে মন্দির নির্মাণের কাঠামোও তৈরী করে ফেলেছিল উগ্র হিন্দুরা। পুলিশ যে দাঙ্গাবাজদের অংশ এটি তাই প্রমাণ করে।

গুজরাটে ব্যাপক মুসলিম গণ হত্যার বিষয়ে লন্ডনে ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকাতে লেখা হয়, ট্রেনে অগ্নিকান্ডের পরদিন (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় আহমেদাবাদে গোলযোগপূর্ণ এলাকায় সৈন্য পাঠানোর জন্য পার্শ্ববর্তী রাজস্থান রাজ্যের যোধপুরে বিমানবাহিনীর ১৮টি পরিবহন বিমান প্রস্তুত ছিল। তখন আহমেদাবাদে ব্যাপক হত্যা ও অগ্নি সংযোগ চলছিল। কিন্তু রাজ্য পুলিশ দাঙ্গা দমনে সক্ষম হবে না বলে প্রতীয়মান হওয়ার পরও অজ্ঞাত কারণে এক হাজার সৈন্যকে আহমেদাবাদে নিয়ে আসতে বিলম্ব করা হয়। পরদিন সকালে তাদের সেখানে আনার কাজ শুরু হয় বলে জনৈক পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা জানান। কিন্তু সৈন্যরা আহমেদাবাদ পৌঁছার পর তাদের চলাচলের জন্য যানবাহন প্রয়োজনীয় তথ্য তথা গাইড দেয়া হয়নি। উক্ত কর্মকর্তা জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হলেও তাদের গোলযোগপূর্ণ এলাকাগুলোতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। বরং তাদের এমন এলাকায় রাখা হয় যেখান থেকে ইতিমধ্যে মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গেছে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতার কারণে গণহত্যা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। গুজরাটের মূখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি মন্তব্যও

www.pathagar.com

রাজ্যে গণহত্যায় মারাত্মকভাবে উসকানি দেয়। তিনি বলেন, প্রতিটি কাজেরই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

আসলে মুসলমানরা নয় অযোধ্যা থেকে ট্রেনে আসা হিন্দু করসেবকরাই গোধরার ঘটনার জন্য দায়ী। উন্মুক্ত হিন্দুরা ব্যাপক দাঙ্গা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করলেও পুলিশ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ডেইলী ট্রেলিগ্রাফে এ বিবরণ প্রকাশিত হয়। প্রত্রিকাটি লেখে, পুলিশ দাঙ্গাকারীদের সহায়তা করেছে। সাকিনার পরিবারের ছয়জন সদস্য উগ্র হিন্দুদের হাতে নিহত হয়েছেন এবং তার স্বামীরও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি জানান, তার পরিবারের সদস্যদের রক্ষার জন্য আকুতি-মিনতি করলেও পুলিশ শোনেনি। বরং তাকে বলেছে, যেখানে পার পালিয়ে যাও, না হয় মরো। কিন্তু পালানোর কোন পথ ছিল না। সকল পথই উন্মুক্ত হিন্দুরা অবরোধ করে রেখেছিল। মুসলিম লরী চালক মাহবুব শেখ বলেন, আমি কিভাবে বেঁচে গেছি জানি না। তার পরিবারের নয়জন সদস্যই নিহত হয়েছে। এর মধ্যে দুই সন্তানও রয়েছে। তিনি জানান, সৈন্যরা আসার আগেই তাদের হত্যা করা হয়।

বিবিসি ও রয়টার্স জানায়, গুজরাটে দাঙ্গার ঘটনা নিয়ে ভারতের পার্লামেন্টে হৈ চৈ হয়েছে এবং বিরোধী দলীয় এমপিরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলকে আদভানীর পদত্যাগ, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বরখাস্ত করার দাবী জানিয়েছেন। পার্লামেন্টেরে উচ্চ কক্ষ রাজসভায় মার্ক্সবাদি কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য নীলোৎপল বসু ও সরলা মহেশ্বরী গুজরাটের হত্যাকান্ডকে রাষ্ট্রীয় মদদে পরিচালিত সংখ্যালঘু গণহত্যা বলে বর্ণনা করেন।

পিটিআই জানিয়েছে গুজরাটের দাঙ্গার পেছনে সরকারী মদদের অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। তাদের মতে ঘটনার খবর পেয়েও যথাসময়ে সেনা নামাতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। এর পিছনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মদদ ছিল। কংগ্রেসের অভিযোগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে যেভাবে ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিয়েছে তার জন্য দায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য দুইই। দলের প্রধান নেতা কমল নাথের দাবী, মৃতের সংখ্যা যা বলা হয়েছে, আসলে সংখ্যাটি তার দ্বিগুণ।

www.pathagar.com

গোধরার ঘটনার পর ক্রমাগত যা ঘটে চলে তা রাজ্য সরকারের মদদেই হয়। দেরিতে সেনা নিয়োগের অভিযোগ তুলে কমল নাথ বলেন, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের পর দাঙ্গার মূল জায়গাগুলিতে সেনাবাহিনী যথার্থ সময়ে নিয়োগ করা হলে পরিস্থিতি হয়ত এতটা ভয়াবহ হত না। সেনাবাহিনীকে হাতে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদভানিকে দায়ী করেছেন। গোধরার ঘটনা এবং ভি এইচ পি'র ডাকা বন্ধের পর কর্তৃপক্ষের পরিস্থিতি বুঝে সেনা নিয়োগ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি।

বিবিসি প্রতিনিধি বলেছেন যে, গুজরাট হাইকোর্টের মুসলমান বিচারপতিরাও হিন্দু রাজনৈতিক ক্যাডারদের ভয়ে পলাতক জীবন যাপন করছেন।

বিবিসি বলেছে, ভারতীয় পত্রিকা বলেছে, ঘর যখন জ্বলছে তখন প্রাক্তন সংসদ সদস্য জনাব জাফরী তার নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে বার বার ফোন করেছেন পুলিশ পাঠাতে। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীও প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে টেলিফোনে অনুরোধ করেছেন, জাফরীর পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করতে। তারপরও ছয় ঘন্টা জ্বলেছে, জাফরী ও তার পুরা পরিবার পুড়ে ছাই হয়েছেন, তারপরও পুলিশ বা দমকল আসেনি।

পশ্চিম বাংলায় বাম ফ্রন্ট বলেছে যে, বিশ হাজার করসেবককে যদি সেদিন রামমন্দির নির্মাণের জন্য বাবরী মসজিদে নিয়ে যাওয়া না হতো এবং ফেরার পথে গোধরা ষ্টেশনে তারা যদি মুসলিম বিরোধী উস্কানিমূলক প্রোগ্রাম না দিত তাহলে ঐ রেল স্টেশনে আগুন লাগানোর ঘটনাটি ঘটতো না। তাদের মতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যদি কেউ করে থাকে তবে সেটা করেছে করসেবকরা।

৮ মার্চ ২০০২ ওয়াশিংটনে যে তিনদেশীয় সমাবেশ হয়েছে, সেই সমাবেশে যোগদানকারী প্রদীপ মুহুরী নামক একজন মার্কিন অধিবাসী হিন্দু ভয়েস অব আমেরিকাকে বলেছেন যে, শত শত মুসলিম সংখ্যালঘু হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে মারা যাচ্ছেন। তার প্রতিবাদে এই মিছিল। সমাবেশে যোগদানকারী আরেকজন ভারতীয় মহিলা নাম জুবেদা ডাকওয়ালা। তিনি উর্দুতে বলেন, "গুজরাটমে বহুত

www.pathagar.com

মুসলমানকো হত্যা হো রাহা হায়; ঘরোমে উনকো জিন্দা জ্বালায় জারাহে হায়; মুসলমান আওরাতকা ইজ্জাতভি লুটি জারাহি হায়।"

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদভানী ২৭ ফেব্রুয়ারী গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে হামলা ও অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। গোধরার সফর কালে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "যারা এই গোটা ঘটনার জন্য দায়ী তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারের।"

বিজেপির সভাপতি জনা কৃষ্ণমূর্তি সংবাদ মাধ্যমের কাছে দাবী করেছেন, বহির্বিশ্বে ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য পাকিস্তান এ কান্ড ঘটিয়েছে। সবরমতি ট্রেনে অগ্নি সংযোগের জন্য বিজেপি প্রথমে কংগ্রেসকে দায়ী করেছিল, সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে জনা কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন, সবরমতিতে অগ্নিসংযোগকালে সেখানে কয়েকজন স্থানীয় কংগ্রেস নেতাকে দেখা গিয়েছিল যারা ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন।

আদভানী কৃষ্ণমূর্তির কথাবার্তা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত। আদভানী শুধু গোধরা নিয়ে উৎসাহী। বাকী ঘটনাগুলোতে তার নেই কোন উৎসাহ অনুসন্ধান করার। পরিস্থিতি ঘোলাটে। বাবরি মসজিদ নিয়ে উত্তেজনা চলছেই।

হিন্দু পুরোহিত ও রাম মন্দির নির্মাণ ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রামচন্দ্র দাস অযোধ্যায় বলেন, বাবরী মসজিদের জায়গায় রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে তাদেরকে কেউ বিরত রাখতে পারবে না। তিনি গুজরাটের মত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টির হুমকি দেন। দেখা যাচ্ছে যে, উগ্রপন্থী মৌলবাদী হিন্দুরা মসজিদ স্থানে মন্দির নির্মাণ করবেই। এর অর্থ হোল আরো রক্তপাত। আরো মুসলিম নিধন। এই হলো তথাকথিত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের আসল চেহারা।

www.pathagar.com

মুসলমান বিরোধী ভারতীয় নীতি

ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি এমন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যা সেখানকার সংখ্যালঘু ও প্রতিবেশীদের জন্য অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। উগ্রবাদী গোষ্ঠী সমূহ ভারতের প্রশাসনে আসীন। তারা অনেক সময় ন্যায়-নীতিরও তোয়াক্কা করছে না।

জানা গেছে যে, মিজোরাম এর মুখ্যমন্ত্রী সে রাজ্যের প্রায় ৫০ হাজার বাংলাভাষী মুসলমানকে বিতাড়নের জন্য নোটিশ জারি করেছেন। আসাম সরকারও প্রায় এক লক্ষ বাংলাভাষী মুসলমানকে বিতাড়নের উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের বরাত দিয়ে 'হিন্দুস্তান টাইমস' এর খবরে বলা হয়েছে যে, ৬টি বাংলাদেশী রাজনৈতিক দল কাশ্মীরে জঙ্গীবাদে মদদ দিচ্ছে। এগুলো হলো (১) ইসলামী ঐক্যজোট, (২) ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, (৩) খেলাফত মজলিশ, (৪) ইসলামী ছাত্র শিবির, (৫) হরকাতুল জিহাদে ইসলামী (বাংলাদেশ) এবং (৬) ইমাম পরিষদ। বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফ তার দেশের ইসলামী জঙ্গী সংগঠন (ওদের ভাষায়) এবং মাদ্রাসাসমূহের উপর আঘাত হানার পর তাদের জঙ্গী কর্মীরা (মিলিট্যান্ট) ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে।

ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশকে জড়িয়ে এইসব মিথ্যাচার করছে। বাঙলাদেশের জনগণের কাশ্মীর প্রশ্নে কাশ্মীরীদের প্রতি নমনীয়তা রয়েছে, তবে সেখানে বাংলাদেশের কোন জঙ্গীবাদ নেই। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব শমসের মবিন চৌধুরী বীর বিক্রম পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় মিলনায়তনে প্রেস ব্রিফিং কালে ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০২ বলেন, ২০০১ এপ্রিল থেকে এ পর্যন্ত বিএসএফ এর গুলীতে ৬৯ জন বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়। গুলী বর্ষনের ঘটনা ঘটে ৯৯ টি। একটি বড় দেশ হিসাবে ক্ষুদ্রতর বাংলাদেশের সঙ্গে এরকমের ব্যবহার খুবই

www.pathagar.com

দুঃখজনক। সীমান্তের ট্রিগার হ্যাপি ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষীরা গুলি না করেও পরিস্থিতি 'ডিল' করতে পারত, তবুও কেন এই শক্তি প্রয়োগ? সীমান্তে কাজ করতে গিয়ে সদাসর্বদা নিহত হচ্ছে সাধারণ বাঙলাদেশী নাগরিক বৃন্দ।

বিবিসি টিভি প্রচার করে যে কোন কোন ভারতীয় বলছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ডবল স্টান্ডার্ড দেখাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সন্ত্রাসীদের আক্রমণ করছে, অথচ ভারতকে করতে দিচ্ছে না।

সিএনএন থেকে জানা গেল, ভারতের আইনমন্ত্রী বলছেন, একজনের সন্ত্রাস, অন্যজনের মুক্তি সংগ্রাম হতে পারে না।

সিএনএন বলে যে, সবাইকে 'সন্ত্রাস' এর একই সংজ্ঞা মানা উচিত।

আমরাও তাই বলব। তবে ব্যক্তি অঘটন ঘটালে সন্ত্রাস, আর রাষ্ট্র ঘটালে সন্ত্রাস নয় এই ব্যাখ্যাও তো গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতের অভ্যন্তরেও তো এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর অনৈতিকভাবে সন্ত্রাস করে যাচ্ছে।

ভারতীয় ইটিভি চ্যানেল প্রচার করল যে, যদি যুদ্ধ হয় তাহলে পাকিস্তানের দখলীকৃত কাশ্মীর ভারত দখল করবে। এইটা নাকি ভারতীয় সাংসদরাও চান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন শিকদারও একই কথা বললেন। এসব বাড়াবাড়ির কথা। কাশ্মীরের বর্তমান স্টেটাসকো' নস্যাৎ হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

ভারত কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। ভারত যে সব অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করবে তার মধ্যে রয়েছে বিমানবাহী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, জঙ্গী বিমান, সাবমেরিন এবং বিমানবাহী রণতরী ইত্যাদি।

ভারতের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা জেনারেল রিচার্ড মায়ার্স দু'দিনের সফরে নয়াদিল্লীতে আসেন। পিটিআই জানায়। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর জয়েন্ট চীফস্ অব স্টাফের চেয়ারম্যান মায়ার্স এ সফরে আসেন। ফার্নান্ডেজও যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। মায়ার্স ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ, পররাষ্ট্র মন্ত্রী যশোবন্তসিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলকে আদভানী সঙ্গে

www.pathagar.com

বৈঠকের পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় নিরপত্তা সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভারতের তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং পদস্থ প্রতিরক্ষা কর্মকার্তদের সঙ্গে বৈঠক করেন। শীর্ষস্থানীয় কোন মার্কিন সামরিক কর্মকর্তার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এটা দ্বিতীয় বার ভারত সফর। তার পূর্বসূরি জেনারেল হেনরী শেলটন জানাই ২০০১ দিল্লী সফর করেন।

বুশ প্রশাসন ভারতের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটটি ফায়ার ফাইন্ডার রাডার বিক্রির পরিকল্পনার বিষয়টি আইন প্রণেতাদের জানিয়ে দেন। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা সহযোগিতা সংস্থা জানায়, তারা আটটি এএনটিপিকিউ-৩৭ ফায়ার ফাইন্ডার রাডার সেট, ২৬টি রেডিও জেনারেটর, ট্রেইলার, যোগাযোগের সরঞ্জাম ও গ্লোবাল পজিশন সিস্টেম বিক্রি এবং প্রশিক্ষণের বিষয়টি অনুমোদন করেছে।

যেখানে উপমহাদেশে উত্তপ্ত আবহাওয়া সেখানে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এসব সামরিক সম্ভারে, ভারতকে শক্তিশালী করণ ভারতের প্রতিবেশীদের উদ্বেগের কারণ হবে। এদিকে রাশিয়া, বৃটেন ও ইসরাইলও ভারতকে অস্ত্র সজ্জিত করে চলেছে। এভাবে অস্ত্র সজ্জিত ভারত প্রতিবেশীদের জন্য হুমকি হতে বাধ্য।

বিবিসি টিভি কখনও কখনও ভারতীয় উগ্রপন্থীদের সুযোগ করে দেয় উগ্র মতামত প্রচারে। 'কোশ্চেন টাইম ইন্ডিয়া' অনুষ্ঠানে সবাই ভারতীয় দর্শক থাকে। এমনি একটি অনুষ্ঠানে একজন বললেন, আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আক্রমণের। পাকিস্তান ও একটি 'রগ' (শয়তান) রাষ্ট্র। ১৯৭১ এর মত আক্রমণ করতে হবে। আর ভারতের লাভই হয়েছে আফগানিস্তানে মার্কিন অভিযানে। ভারতীয় ইটিভি চ্যানেলও উস্কানি দিল; ভারত কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা পার হবে।

'কোশ্চেন টাইম ইন্ডিয়া' অনুষ্ঠান আর একদিন ভারতীয় অংশগ্রহণ কারীগণ মন্ত ব্য করল, পাকিস্তানের বেশ কিছু অংশ দখল করে তারপরে ডায়লগ করা উচিত। লাহোরের উপরেও পারমাণবিক বোমা ফেলা উচিত। এই প্রোগ্রামে ভারতীয় কর্মকর্তাগণও অংশ নেন।

www.pathagar.com

বিবিসি টিভি ভারতের কমান্ডো সৈন্যদের ট্রেনিং-এর উপর সিরিজ করে অনুষ্ঠান প্রচার করছে। ২.২.২০০২ এমনি একটি অনুষ্ঠান হলো। এটা কি সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার? কাকে ভয় দেখাতে? এক্সিস অব ইভিল তাহলে কোথায় ?

বিবিসির মত প্রতিষ্ঠানও ভারতীয়রা ব্যবহার করছে উপমহাদেশে উসকানি ছড়াতে। এই ধরণের অনুষ্ঠানই সন্ত্রাস জঙ্গীবাদ ছড়াবে। বিবিসিতে শুধু ভারতীয়রা কেন, অন্যদেরও সমান সুযোগ থাকা উচিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সাথে আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কারযাইয়ের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বাজপেয়ী বলেন, "আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বিধানে ভারতের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হলে তিনি বিষয়টি অনুকূল দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন।"

ভারতের সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে পৌছলে এতে এলাকাতে সামরিক ভারসাম্য ব্যহত হবে। পাকিস্তানও অস্বস্থি বোধ করবে।

বোম্বাইয়ে একটি মুসলিম গ্রুপ এই আশংকা ব্যক্ত করেছেন যে, রামমন্দির নির্মাণ পরিকল্পনা নতুন সহিংসতার জন্ম দেবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আহবানে অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে যে সব স্বেচ্ছাসেবক জড়ো হয়েছে তার বেশীর ভাগই গুজরাট রাজ্যের লোক। গুজরাটে মুসলমান শতকরা ১৬ জন।

রাম মন্দির নিয়ে উগ্রপন্থী হিন্দুরা যা করছে তা উপমহাদেশের জন্য অশনি সংকেত। এ ইস্যুটি যদি ভারত সরকার নিষ্পত্তি না করতে পারে তা তার গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্যে কলঙ্ক হয়ে থাকবে। এর ভিতরই বহু নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে।

রামমন্দির নির্মাণ কমিটির শীর্ষ নেতা স্বামী সরস্বতী আহবান জানিয়েছেন, কাঞ্চির শঙ্করাচার্যের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি অতর্কিত স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের বিষয়টি যাতে মুসলমানরা মেনে নেয়।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য ১৯৮৯ সালে বাবরি মসজিদ লাগোয়া স্থানে ভিত্তি স্থাপনে আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ের উপনীত হয়। মসজিদ সংলগ্ন স্থানে নির্মাণের বাহানায় তো পরবর্তীতে উগ্রপন্থী হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে দিল, আর নিরাপত্তা রক্ষীরা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, কারণ না কেন্দ্রীয় সরকার, না রাজসরকারের কোন হুকুম ছিল, কিছু করার।

ভারতের একটি শীর্ষ খ্রিষ্টান গ্রুপ হিন্দু চরমপন্থী গ্রুপগুলোকে নিষিদ্ধ করার আহবান জানিয়েছে। গ্রুপ বলেছে, গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা চলাকালে উগ্র হিন্দুরা খ্রিষ্টানদেরও তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু করে। নিখিল ভারত খ্রিষ্টান কাউন্সিল এক বিবৃতিতে বলেছে যে, হিন্দু গ্রুপগুলো সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে ঘৃনা প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছে এবং লাখ লাখ হিন্দুকে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কাউন্সিল বলেছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং তার সহযোগী সংগঠনের কর্মকান্ড এবং তাদের তহবিল যোগানোর বিষয়ে তদন্ত চালাতে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত হাইকমিশন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে অনুরোধ জানাবে। সারা পৃথিবীতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শাখা রয়েছে এবং প্রবাসী হিন্দুরা এসব শাখায় চাঁদা দেয়। খ্রিষ্টান কাউন্সিলের মহাসচিব জন দয়াল বলেছেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য গ্রুপ সানজেলি গ্রামে একটি ক্যাথলিক মিশনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। উগ্র হিন্দুরা গোধরার কাছে একটি মিশনারী বিদ্যালয়ে ভাংচুর করে।

www.pathagar.com

অব্যাহত জুলুম

ভারতে সংখ্যালঘুদের নিয়ে নির্মম হত্যাকান্ড ঘটে চলেছে। মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ও উগ্রবাদী ভারতীয় হিন্দু গোষ্ঠীর মনোভাবের পরিবর্তন না হলে, আর রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এতে উসকানি দেওয়া বন্ধ না করলে, নিমর্মতার ইতিহাসে এটি রেকর্ড করবে।

ভারতের একজন প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার লেখেন, "ভারতে মুসলমানদের সাধারণত সন্দেহের চোখে দেখা হয় এবং তারা আজও দেশ বিভাগের সময়কার কাটা দাগ পিঠ থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। দেশ বিভাগের ব্যাপারটা তো সবার সম্মতিক্রমেই ঘটেছে। সবাই সেটা মেনেও নিয়েছে। তবুও তার জন্য ভারতীয় মুসলমানদের কতবড় মূল্য দিতে হচ্ছে সে কথা পাকিস্তানীরা অনুধাবন করতে পারে না। এক দশকেরও বেশী সময় ধরে পাকিস্তান ভারতীয় ভূখন্ডে সন্ত্রাসের বীজ ছড়াচ্ছে এতে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর সন্দেহের মাত্রাই কেবল বেড়েছে এবং তাতেই সঙ্কট আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একার নেই ভারতের কিছু মানুষ অত্যন্ত নিষ্টার সাথে দুই দেশে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করে এসেছেন। কারণ তারা জানেন যে, মুসলিম বিদ্বেষ এবং পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে।"

কূলদীপ লেখেন, বিজেপি এখনও পর্যন্ত আরএসএস এর ওপর তাদের সেই পুরনো রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা ত্যাগ করতে পারছে না। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, সাম্প্রদায়িক কর্মসূচীতে শরীক হওয়ার জন্য জনগণকে প্রাকশ্য উস্কানি দেয়া সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, বিজেপি সরকার হয়ত ধ্বংস প্রাপ্ত বাবরি মসজিদ এলাকার হুকুম দখলকৃত জমি প্রাপ্তির ব্যাপারে তাদেরকে কোন গোপন আশ্বাস দিয়ে থাকবে। ... এমনকি গুজরাটে দুর্বিনীত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চলাকালেও তারা উদাসীন থেকেছে।

কুলদীপ লেখেন, একটি বিষয় এখন প্রায় সুনিশ্চিত হয়েছে যে, ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জাতি হিসাবে ভারতের কোন অস্তিত্বই আর থাকছে না।

www.pathagar.com

উপরে কুলদীপ নায়ার কিছু কথা বলেছেন যাতে চিন্তার খোরাক রয়েছে। বিজেপি'র কর্মকান্ড যে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে মেকি বানিয়ে ফেলেছে তা এখন স্পষ্ট। মুসলমানদের কোন ভবিষ্যৎ নেই ভারতে। গুজরাটের দাঙ্গা ভারতের চরিত্রকে উম্মোচিত করেছে।

তবে শুধু পাকিস্তান সন্ত্রাসের বীজ ছড়াচ্ছে, কথাটা ঠিক নয়। ভারত পাকিস্তান ছাড়াও শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে কম নাক গলায় নাই। শ্রীলংকা দেশটা ভারতের জন্য এখন উচ্ছন্নে যাওয়ার পথে। ভারতই তো প্রথমে তামিলদের উসকিয়ে দিল। তবে পরবর্তীতে তারা হাত ফসকে বের হয়ে যায়।

ভারতীয় মনোভাব যে কি তা নিউইয়র্কের একটি সভায় প্রমাণ পাওয়া যাবে। তারা মুসলমানদের হিন্দু হয়ে যেতে বলে। এ প্রচারে অবশ্য বাংলাদেশেরও কেউ কেউ জড়িত।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখা ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০২ নিউইয়র্কের কুইন্সে অবস্থিত সত্য নারায়ন মন্দিরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে ও ২১ ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি রতন কুমার বড়ুয়া।

অনুষ্ঠানে প্রদীপ কুমার দাশ বলেন, ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করে স্বাধীন করেছে অথচ এখন অনেকেই ঝুঁকে আছে পাকিস্তানের দিকে।

ভারতীয় আরিশ সাহানী বলেন, মুসলমানদের মনে রাখতে হবে আগে তারা সবাই হিন্দু ছিল। তারা তাদের শেকড় ভুলে গেছে। এই অন্যায়কে অস্ত্রের সাহায্যে না অন্যভাবে মোকাবিলা করতে হবে তা ঠিক করতে হবে। এজন্য অর্থ সংগ্রহের সময় এসেছে।

ভারতের ডঃ সমীর দত্ত বলেন, হিন্দুইজম, আধ্যাত্মিকতা, বুড্ডিজম মানবতা খৃষ্টানরা কিছু যুদ্ধ ও মানবতা নিয়ে এগিয়েছে। কিন্তু ইসলাম এগিয়েছে অন্যভাবে। প্রতিটি ধর্ম মানবতার কথা বলেছে কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তা দেখি না। সর্বত্রই সন্ত্রাস আর মারামারি। না হলে মুসলিম বানানোর জন্য মহিলাদের ধর্ষন কেন? এটা ননসেন্স। আধুনিক বিশ্বে মাদ্রাসা শিক্ষা কেন। যারা এসব করে তারা পশুর চেয়েও অধম। মুসলমানদের মনে রাখতে হবে, তাদের বেশীর ভাগ উত্তরাধিকার হচ্ছে হিন্দুত্ব।

সউদ আহমদ চৌধুরী বলেন, আমার পূর্ব পুরষ হিন্দু ছিলেন এটা বলতে আমার দ্বিধা নেই। আজ যারা নিজেদের পূর্ব পুরুষের পরিচয় দেন আফগানী অথবা

www.pathagar.com

ইয়েমেনী হিসেবে, তাদের বলতে চাই তাহলে তারা কেন এদেশে আসলেন। এটা ডাকাতি করতে না ভিক্ষুক হয়ে। তিনি বলেন, ভারতপন্থী বললে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়ার কিছু নেই। কারণ, ভারত আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য কমপ্লিমেন্ট। বাংলাদেশের সংবিধান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান করে না বলেই এসব সমস্যা হচ্ছে।

ভারতের পবিত্র চৌধুরী বলেন, ভারতে বাবরী মসজিদ হয়ে ছিল হাজার বছরের রামমন্দির ভেঙ্গে। উজবেকিস্তান থেকে একজন ডাকাত এসে তা নির্মাণ করেছিল। তারপরও ভারত মুসলমানদের অনেক সুবিধা দিচ্ছে।

বিদ্যুৎ সরকার বলেন, বাংলাদেশী মুসলমানদের একেকজনের ২/৩ টি নাম ও সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর রয়েছে। এসব দিয়ে ক্রেডিট কার্ড মেরে তা আল কায়েদার ফান্ডে দেয়। আমি জীবিত থাকি আর মরি; এদের তালিকা এফবিআইকে দেবই। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করবো প্রয়োজনে।

ভারতের অরিন্দার কুকার বলেন, পৃথিবীতে দুটি দেশ আছে বসবাসযোগ্য। একটি হচ্ছে ভারত, অপরটি যুক্তরাষ্ট্র, কারণ ভারত ও আমেরিকা সাম্প্রদায়িক দেশ নয়। ইতিহাসে দেখা যায় ইসলাম ধর্মের কোন পদ্ধতি নেই। এটা কেমন ধর্ম (এসব বর্বরতা বর্বরতা বলে ধ্বনি শোনা যায়)। আমি জিজ্ঞেস করি, কত পার্সেন্ট বাংলাদেশের মুসলিম আগে থেকেই মুসলমান ছিল। খুবই কম তাদের সংখ্যা। সুতরাং যারা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছেন, এখন সময় এসেছে আবার নিজেদের ধর্মে ফিরে আসার। কারণ, হিন্দু ধর্ম এখন অনেক মর্ডান। আমেরিকায় এসে বোরখা পরে এটা কেমন স্টুপিডিটি। বোরখা নয় বিকিনি হবে। কারণ এটাই এদেশের কালচার। ভারত এজন্যই মহান যে, সেখানে আধুনিক মানসিকতার লোকজন রয়েছে। এজন্য বলেছি, যারা হিন্দুধর্ম থেকে ইসলামে ধমান্তরিত হয়েছেন তারা আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে আসুন।

ডঃ জিতেন রায় বলেন, একুশে টিভিতে বিএনপি সরকারের সাম্প্রদায়িক পৃষ্ঠপোষকতার সব প্রমাণ সংরক্ষিত আছে।

শিতাংশকে বলেন, রাষ্ট্রদূত গুহ বলব, যুক্তরাষ্ট্রে অনেক স্কুল আছে, সেখানে গিয়ে ভর্তি হোন। সভ্যতা শিখুন।

www.pathagar.com

ভারতীয়রা যে সব কথা বার্তা বলেছে, তাতে প্রমাণিত হয় এরাই তো সেই আসল সন্ত্রাসী, মৌলবাদী। গুজরাটের নির্মমতা তো তাদের কথাতেই। সবাইকে আবার হিন্দু হতে হবে। ভারতীয় হিন্দুদের এই মানসিকতা দূরীভূত না হলে ভারতে মুসলমান-বিরোধী সন্ত্রাসের হ্রাস হওয়া দূরূহ ব্যাপার হবে।

হারুণ হাবীব ইত্তেফাকে ৫ মার্চ ২০০২ একটি কলাম লিখলেন গুজরাট নিয়ে। তাতে মুসলমানদের হত্যার চেয়ে গোধরার হত্যাকান্ড ও বাংলাদেশে কাল্পনিক সংখ্যালঘু হত্যা নিয়ে প্রপাগান্ডা করলেন। গুজরাটে যেন কোন মুসলমান মরে নাই। তিনি লেখেন, ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহের অবিশ্বাস্য এই হামলায় শত শত উম্মত্ত মানুষ পাথর ছুঁড়ে প্রতিরোধ গড়ে প্রথম থামিয়ে দেয় চলন্ত ট্রেনটিকে। তারপর তারা কয়েকটি বগিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই আগুনে অসহায়ের মতো পুড়ে ছাই হয় নারী শিশুসহ ৫৮ জন মানুষ। আহত হয় অসংখ্য। অবিশ্বাস্য এই হত্যাকান্ডের খবর আরও বিস্তারিত ভাবে জানা গেল পরদিনের কাগজে। কিন্তু প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এ ধরণের আক্রমণ করে এতগুলো মানুষ মারার যুক্তি একমাত্র হৃদয়হীন বদ্ধ উম্মাদ ছাড়া আর কার কাছে থাকে? হারুন বলেন, বলতেই হয় সাম্প্রদায়িক বর্বরতা তার সীমা ছাড়িয়ে গেছে গুজরাটে। তা না হলে যাত্রীবাহী ট্রেনে আক্রমণ করে তাতে আগুন লাগিয়ে হিন্দু কর সেবকদের নারী শিশুদের বর্বরোচিত ভাবে হত্যা করার পেছনে আদিম এক বন্যতা ছাড়া আরকি থাকতে পারে? এ অপরাধটি যারা করেছে একমাত্র ঘৃনাই তাদের প্রাপ্যতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে ? ভারতের সরকারের উচিত হবে জঘন্য এ অপাধের প্রতিটি অপরাধিকে খুঁজে বের করা এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করা। তিনি লেখেন, অস্বীকার করার জো নেই এমন একটি ভয়ংকর হত্যাকান্ডের পর সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। তিনি লেখেন, এই বাংলা দেশেও আমরা জঘন্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতা দেখেছি সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের পর। দেখেছি নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষন আর লুন্ঠন।

ধন্য হারুন হাবীব! একেই বলে এক চোখো নীতি। তাঁর পুরা কলামটি হলো গোধররা ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নিয়ে। ভারতে যে প্রায় তিন হাজার মুসলমানকে–মানুষকে পুড়িয়ে মারা হলো সে তথ্য তার কলামে বেমালুম গায়েব।

www.pathagar.com

আরো জুলুম

আমেনা আব্বাস। ত্রাণশিবির থেকে বাড়ী গিয়ে প্রাননাশের হুমকীর মুখে আবার ত্রাণশিবিরে ফিরে এসেছে। আহমেদাবাদের এমন একটি এলাকায় তার বাড়ী যেখানে কট্টর হিন্দুরা শতাধিক মুসলমানগণকে একসঙ্গে পুড়িয়ে হত্যা করে। তারা আমেনা আব্বাসকে বাড়ী ফিরে না যাওয়ার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। উপরন্ত উগ্রপন্থী হিন্দুরা নগরীর মুসলিম প্রধান এলাকাগুলোতে জাফরানী পতাকা পুঁতে পরিবেষ্টনী তৈরী করেছে যার মধ্যে মুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ। উল্লেখ্য, জাফরান হচ্ছে হিন্দুদের পবিত্র রঙ।

গুজরাট রাজ্যের বরোদা শহরে একদল মুসলমান সরকারী আশ্রয় শিবির থেকে পুলিশী প্রহরায় ঘরে ফেরার সময় হিন্দু কট্টরপন্থীরা তাদের ওপর লোহার রড, ত্রিশূল ইত্যাদি অস্ত্র দিয়ে হামলা চালালে দুইজন মুসলমান নিহত ও পনর জন আহত হন। শহরে নতুন করে হিন্দু-মসলিম দাঙ্গা শুরু হলে এই মুসলমানগণ একটি সরকারী আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। ছয়জন পুলিশের পাহারায় বিশজন মুসলমানের এই দলটি যখন বাড়ী ঘরে ফিরছিলেন তখন তাদের ওপর এই হামলা হয়। প্রায় দুশত হিন্দু এই বিশজন মুসলমানকে ঘিরে হামলা শুরু করে।

বিবিসি জানায় ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য হরিয়ানায় কট্টরপন্থী হিন্দুরা দু'টি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেছে এবং মুসলমানদের কয়েকটি দোকান ও বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। একটি মুসলিম পরিবার গরু জবাই করেছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়লে এই হামলা শুরু হয়। ভাদোদোরায় একটি মসজিদ আগুনে পুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভাদোদোরার ৩০ কিলোমিটার দূরে দাভোঈ এলাকায়ও অগ্নি সংযোগ ও লুট পাটের ঘটনা ঘটে। এপি জানায়, দুটি কবরও ধ্বংস করেছে তারা।

রাজধানী আহমেদাবাদের নিকটবর্তী সারখেজ এলাকায় উগ্র হিন্দুরা স্থানীয় একটি মসজিদ, কয়েকটি মুসলিম বাড়ীঘর ও একটি রেস্তোরা জালিয়ে দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নানা স্থান থেকে সহিংসতার বিচ্ছিন্ন ঘটনার খবর আসছে।

www.pathagar.com

এদিকে মুসলমানদের আক্রমণ করার আহবান জানিয়ে দাঙ্গাবাজরা প্রচার পুস্তিকা ছেড়েছে। এতে বলা হয়েছে, শুক্রবার মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালান এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি ধ্বংস করুন। এর আগে প্রচার পত্রে মুসলমানদের দোকানপাট, রেষ্টুরেন্ট, অফিস ইত্যাদি বর্জন করার জন্য হিন্দুদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছিল।

গুজরাটে পুলিশের গুলিতে দুজন মুসলমান নিহত হোল। এদিকে অযোধ্যার শিলাদানের খবর আহমদাবাদে আসার পর উগ্র হিন্দুরা উল্লাস করতে রাস্তায় নেমে আসলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। রয়টার্স বলে, গুজরাটে উগ্রহিন্দুবাদী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল খুবই শক্তিশালী।

বিবিসি জানিয়েছে, হাজার খানেক আহত মুসলমান আহমেদাবাদের একটি সুপরিচিত মসজিদ এবং তার পাশ্বপর্তী শাহ আলমের দরগায় আশ্রয় নিয়েছেন। সারা শরীর বীভৎসভাবে পুরে যাওয়ার ক্ষত নিয়েও হাসপাতলে যেতে পারছেন না। কোন চিকিৎসা নেই। তাদের যেন এক বন্দী জীবন। বিবিসি জানায়, আতঙ্ক এই মানুষগুলোর ভয়ের কারণ শুধু ক্রুদ্ধ হিন্দু জনতাই নয় নাগরিক জীবনের রক্ষক হিসেবে পরিচিত পুলিশও। এ্যাংলো ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভুত মুসলিম মহিলা রেহানা জানান, গুজরাটের সবপুলিশই হত্যাকারী।

আর জেডি নেতা রঘুভ্যান প্রসাদ সিং বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলকে আদভানীর গান্ধীনগর এলাকায় দাঙ্গায় জড়িতদের নাম তালিকাভূক্ত করা হয়নি। গোধরার হত্যাকান্ডের জন্য এ এলাকা থেকেও ৬২ জন মুসলমানগণ গ্রেফতার করা হয়েছে।

এই হোল ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। রামের নামে তারা রাবনের মত কার্যকলাপ করে চলেছে। বুশ এক্সিস অব ইভিলে এই সব দুষ্টকে চোখে দেখেন না।

পিটিআই জানিয়েছে, ভারত শাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ্ কাঠুয়ায় পুলিশের ট্রেনিং স্কুলে বলেন, গুজরাটে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিলে, 'ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি' এড়ানো যেত। ভারতের একজন চামচা নেতা পর্যন্ত এমন সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। তাতে ভারতের মৌলবাদী, কট্টরপন্থী সরকারের কুৎসিত চেহারাই ফুঁটে উঠেছে। আর গুজরাটের পুলিশ কি ব্যবস্থা

www.pathagar.com

নেবে? তারাই তো খুনীদের অংশ। পুলিশ মানুষকে হত্যা করলে সেটা তো অপরাধ নয়।

ইত্তেফাকের পথচারী লেখেন, (গুজরাটে) হাজার হাজার উন্মুক্ত যুবক শত শত লোককে হত্যা করে ও পুড়িয়ে মেরে প্রকাশ্য উল্লাস করেছে এ ধরনের ঘটনা বিশ্বে বিরল। সরকারও তাদের বাধা দেয়নি। এর প্রতিবাদ দেশে দেশে যতটা হবার কথা তা হয়নি। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটি সত্য কথা। আরব, ইরান তুরস্কে কোথায়ও কোন প্রতি নেই। তাহলে কি আমরা তাদের দেশের বিরুদ্ধে অমানুষিক কিছু হলে চুপ থাকব? আরবদের উপর তো পিটাই চলছেই।

কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লেখে, "গুজরাটের হামলায় কত সংখ্যালঘুর দোকান লুট হইয়াছে, কারখানা পুড়িয়াছে, ঘরবাড়ী জ্বালানো হইয়াছে, তাহার হিসাব কষিতেও কয়েক বছর লাগিয়া যাইবে। বাবরি মসজিদ দাঙ্গায় লুটপাট, গণহত্যা, ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগের যে পরিকল্পিত ও সংগঠিত চেহারা দেখা গিয়াছে তাহাকে গোধরা রেল ষ্টেশনে ট্রেনের বগিতে ঘটা নৃশংস ঘটনার আবেগ কম্প্র প্রতিক্রিয়া বা স্বাভাবিক 'ব্যাক ল্যাশ' বলিয়া ব্যাখ্যা করা কঠিন। গুজরাতের এবারকার দাঙ্গা মুম্বাই দাঙ্গার মতোই স্মরনীয় হইয়া থাকিবে দাঙ্গকারীদের প্রতি সরকারি প্রশাসনের উদাসীন্য এবং দাঙ্গা দমনে সরকার ব্যর্থ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অনীহার প্রদর্শনীর জন্য। প্রজারা যখন জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হইতেছে, লুণ্ঠিত হইতেছে,তখন তাঁহার পুলিশ যে লুঠেরা বা ঘাতকদের বাধা দিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিয়াছে। ইহার প্রমাণ বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমের যুগে আড়াল করা কঠিন।

ছত্রিশ ঘন্টা ধরিয়া দাঙ্গাকারীরা একতরফা ভাবে যথেচ্ছ তান্ডব চালাইবার পর গুজরাতে সেনা নামানো হইয়াছে। মুম্বাইতেও দশ বছর আগে হুবহু ইহাই ঘটিয়াছিল। দাঙ্গকারীরা দেড় দিন ধরিয়া খুন-জখম লুঠপাট করিবার পর কর্তৃপক্ষ সেনা মোতায়েন করেন। বিভিন্ন মহল হইতে দাঙ্গা দমনে সেনা নামাইবার ব্যাকুল আর্জি সত্বেও রাজ্য সরকার কর্ণপাত করে নাই। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘুমাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী ও ঘুমাইয়াছেন আর ধৃতরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রীর কথা বলাই বাহুল্য। অথচ বিশ্ব হিন্দু

www.pathagar.com

পরিষদ যে গোধরার ঘটনার প্রতিবাদে গুজরাতে বনৃধ ডাকিয়াছিল সেকথা তাহারা জানিতেন। পরিষদের স্বেচ্ছাসেবকরা যে খুব শান্তিপ্রিয় নয়, বন্ধ উপলক্ষ্যে তাহারা যে দাঙ্গায় অবতীর্ণ হইতে পারে সে সম্ভাবনাও পুরো মাত্রায় ছিল। তবু কেন বিজেপির কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্ব এমন মারাত্মক ঝুঁকি লইলেন? কেন তাহারা আগাম কার্ফ্যু ও ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সেনা নামাইলেন না? কেন স্ফুলিঙ্গ দাবানলে পরিনত হইবার পরও তাহারা অসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য সেনা তলবের পদ্ধতিগত খুঁটিনাটি লইয়া অকারণ কালক্ষেপ করিলেন? সেই অবসরে যে কয়েকশত নিরীহ মানুষের প্রাণ চলিয়া গেল তাহার রক্তের দাগ কাহার হাতে লাগিবে?

এই সবের ফলে সাধারণ একটি ধারণা জন্ম লইয়াছে যে, গুজরাতের বিজেপি সরকার ইচ্ছা করিয়াই এমন ছত্রিশ ঘন্টা অবাধে দাঙ্গা ঘটিতে দিয়াছে যাহাতে সংখ্যালঘুদের ভাল রকম একটা শিক্ষা দেওয়া যায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এমন খাতির দেখাইয়াছে যেন পরিষদ দেশ ও জাতির ভাল-মন্দের ঠিকা লওয়া এক সংবিধান বহির্ভূত কর্তৃপক্ষ। ইহার কোনো প্রয়োজন ছিল না। পরিষদও তাহার মত সংগঠনকে গুরুত্ব দিবার পরিণাম কী হয় সময় থাকিতে করসেবকদের জেল হাজতে না পুরিয়া, ফুল, বেলপাতা দিয়া পূজাচর্না করিলে কী হয়, গুজরাত তাহা দেখাইতেছে। পরিষদ নেতৃত্ব নানা শর্ত সাপেক্ষে মন্দির নির্মাণ কর্মসূচী স্থাগিতের প্রস্তাব দিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী এই প্রস্তাবকে নিঃশর্ত করুন।"

ভারতের এক শ্রেণীর মানুষের নির্মমতার ভিতরে "আনন্দ বাজার পত্রিকা"র এই সৎসাহস প্রদর্শন প্রশংসনীয়। ভারতে যদি এই ধরণের মনোভাব এগিয়ে না আসে, নৈতিক কারণেই তাদের দাম্ভিকতা, তাদের জুলুম, খোদায়ী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে মুখ থুবড়ে পড়বে।

www.pathagar.com

বাজপেয়ী কি ধৃতরাষ্ট্র?

দিল্লীতে একটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যখন হিন্দুত্ববাদের কথা বলতেন তখন কেউ তাকে সাম্প্রদায়িক বলতো না। কিন্তু এখন কিছু লোক এমনভাবে হিন্দুত্বকে তুলে ধরছে, যা থেকে অনেক দূরে থাকা ভালো।

বাজপেয়ী কথাটা ভালো বলেছেন, তবে তার শাসনে সংখ্যালঘুদের যেভাবে পাইকারীভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে তাতে তার অবস্থান কি মহাভারতের অন্ধ অথর্ব রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মত? দুর্যোধনের মত কুলাঙ্গাররা যে সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে তাঁর চোখের সামনে, এতে তো বিশ্ব মনে করবে যে তাঁরও মৌন সম্মতি এই সব অনাচারে রয়েছে।

বাজপেয়ী ৪ এপ্রিল ২০০২ গুজরাটে দাঙ্গা উপদ্রুত অঞ্চল দেখতে গেলেন সর্ব প্রথম। ঘটনা শুরুর পঁয়ত্রিশ দিন পরে। বিবিসি বলল, গুজরাটের মানবাধিকার সংস্থাসমূহ বলেছে যে, দাঙ্গাটা ছিল রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত। আবার পাঁচজন মুসলমানকে পুড়ে হত্যা করা হয়েছে নতুন করে।

ভারতের সিপিআইএম নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জি বললেন, গুজরাট দাঙ্গা সম্পর্কে এটা এমন একটা অখ্যাতি যা রাজ্য ঘটিয়েছ। গুজরাটের দাঙ্গার ব্যাপারে ভারতের স্টার টিভি ৪ মার্চ ২০০২ বলল যে, এক নেতা বলেছেন যে এটা রাষ্ট্র কর্তৃক কৃত সন্ত্রাস।

সিএনএন টিভিতে, 'আইডিয়া অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের লেখক সুনীল খুলনানি বলেন, যদি বিজেপি ক্ষমতায় থাকে, তাহলে গুজরাটের বিপর্যয় হবে। তিনি বলেন বিজেপি রাজ্য সরকার হত্যাযজ্ঞে জড়িত।

সিএনএন বলে, এনজিও সংগঠনগুলো বলছে যে, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ থেকে গুজরাটে দুই হাজারের বেশী মুসলমান নিহত হয়েছে। তবে মুসলমানদের হিসাব মতে সংখ্যাটি চার হাজারেরও বেশী।

www.pathagar.com

সিএনএনকে জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কমল মিত্র বলেন, গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয় মুসলমানদের পুড়িয়ে মারতে। আর রাজ্য এথনিক ক্লিনসিং এর জন্য তার নিয়ন্ত্রণ পরিত্যাগ করেছিল গুজরাটে।

বিজেপি'র তাত্ত্বিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)-এর শীর্ষ নেতাদের এক বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় মুসলমানদের বুঝতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মর্জির ওপরই তাদের নিরাপত্তা ও বাঁচা মরা নির্ভরশীল। ১৭ মার্চ ২০০২ ব্যাঙোলোরে আরএসএস এর তিন দিন ব্যাপী বৈঠক শেষ হয়। বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে চরমপন্থী মুসলিম নেতাদের ও হিন্দু রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুল না হবার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান হয়। তবে চরমপন্থী মুসলিম নেতাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। প্রস্তাবে বলা হয়, মুসলমানদের আর কোন ছাড় দেয়া হবে না। আরএসএস সম্প্রতি গুজরাটে মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের হামলাকে স্বতঃস্ফূর্ত হিসেবে অভিহিত করে।

আরএসএস অপর এক প্রস্তাবে প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার বাংলাদেশে হিন্দু বিরোধী নীতি অনুসরণ করছে। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে, অক্টোবর মাসে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার অব্যাহিত পরই সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা বৃদ্ধি পায়। বাজপেয়ী সরকারের প্রতি আবহান জানিয়ে আরএসএস বলেছে, বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল বিএনপি'র সমর্থকদের হামলায় দেশত্যাগকারী হাজার হাজার হিন্দুকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হলে বাজপেয়ী সরকার যেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। আরএসএস বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে খাদ্য রপ্তানী ও পানি সরবরাহ বন্ধ করার জন্য বাজপেয়ী সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

বিবিসি'র কোশ্চন টাইম ইন্ডিয়া (১৫ মার্চ) অনুষ্ঠানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক ব্যক্তি বললেন যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুরা মর্যাদার জীবন যাপন করছেন না।

বিবিসি'র (২২ মার্চ) অনুষ্ঠানে ভারতের সমাজবাদী দলের অমর সিংহ বললেন, বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা ত্রিশাল হাতে বড় সন্ত্রাসী। এদের মনে

www.pathagar.com

ঠিক আছে, কি তারা করবে। এই অনুষ্ঠানে একজন বললেন, মুসলমান হিন্দু কোন সাথ নেহি। তখন অন্য এক নেতা স্মরণ করিয়ে দিলেন ভারতের হাইড্রোজেন ও আনবিক বোমা তৈরী করেছেন মুসলিম বৈজ্ঞানিক আবুল কালাম।

পিটিআই'র খবরে বলা হয়, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এলকে আদভানী এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে, আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে হওয়ার পর পাকিস্তান এখন ভারতের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। ভারতের মৌলবাদী, কট্টরপন্থী নেতারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করেও অযথা পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে জড়াতে চায়। এ হলো শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।

গুজরাট রাজ্যে আহমাদাবাদ, মেহসানা ও আনন্দ জেলায় নতুন করে সহিংসতায় সাত ব্যক্তি নিহত ও কয়েকজন জখম হয়। আহমাদাবাদ নগরীর শ্রমিক প্রধান গোমতীপুর এলাকায় তিনজন নিহত হয়। এই এলাকায় উন্মত্ত, উশৃঙ্খল জনতা ঘরবাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। দেশী বোমা ইট, পাটকেল নিক্ষেপ করে দুস্কৃতিকারীরা। মেহসানর কাদি টাউনে ৭০ বছরের এক বৃদ্ধকে একদল লোক হত্যা করে। কাছাকাছি আদুদা গ্রামে ৬০টি বাড়ীতে আগুন লাগানো হয়।

লন্ডনভিত্তিক অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল গুজরাট সরকারকে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানে নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠান করার জন্য বলেছে। অ্যামনেষ্টি গুজরাট সরকারের কাছে পাঠানো এক স্মারকে জানায়, গুজরাটে সহিংসতা নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌছেছে।

মুসলিম সংস্থাগুলির প্রাথমিক ধালনা অনুযায়ী গুজরাটে নিধনযজ্ঞে কম করে চার হাজার মুসলমান নিহত হয়েছে। অসংখ্য নারী ধর্ষিতা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র, মোদীর কথা মেনে নিলে দেখা যাবে ৭২ ঘন্টার মধ্যেই নারকীয় কান্ডের ৯০ শতাংশ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর গুজরাট প্রশাসন নয়; মিডিয়াই স্থিমিত করে এই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ। কলকাতার কলম পত্রিকা লেখে, প্রশাসন নয়, গণমাধ্যমই ত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। গুজরাটের হত্যাযজ্ঞ যে পূর্ব পরিকল্পিত তার বহু তথ্য কলম এর হাতে এসেছে।

বদরুদ্দীন উমর ইত্তেফাকে (২৪ মার্চ ২০০২) লেখেন, ইউনেস্কো আফগানিস্তানে বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের বিরুদ্ধে যেভাবে সোচ্চার হয়েছিল সে রকম সোচ্চার হতে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সময় তাদের দেখা যায় নি।

www.pathagar.com

তিনি লেখেন, চাকরিসহ অন্য সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা বৃটিশ আমলের থেকে অনেক বেশী খারাপ। এমন কি পশ্চিম বঙ্গের মত বামপন্থী রাজনৈতিক দল শাসিত একটি রাজ্যের মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২৫% হলেও সেখানে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত মুসলমানের সংখ্যা ২% এরও কম! ভারতে অন্যান্য রাজ্যেও তাদের অবস্থা ভিন্নতর নয়। এক অঘোষিত সাম্প্রদায়িকতা ভারতের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে।

তিনি লেখেন, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিভিন্ন দলকে ভারত সরকার এবং তাদের প্রভূ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তাদের ওপর নানা প্রকার দমন-পীড়ন করলেও বাল ঠাকুরের দল শিবসেনা, বাজরং দল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি ঘোরতর সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাসী হিসেবে ভারত সরকার অথবা কোন আন্তর্জাতিক মহল থেকে চিহ্নিত করে তাদের তৎপরতা বন্ধ করা হয় না। তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এমনকি তারা যখন উড়িষ্যা রাজ্য বিধানসভার ওপর আক্রমন চালিয়ে ভাংচুর এবং বর্বর কান্ডকারখানা করে তখনো তেমন কিছুই হয় না।

বদরুদ্দীন লেখেন, আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) হিন্দুদের সম্পত্তি দখল ছাড়া অন্য কোন নির্যাতন হিন্দুদের উপর বিশেষভাবে হয়নি।

মুম্বাই থেকে রয়টার্স জানিয়েছে যে, এ দাঙ্গা আগামীতে মাঝে মাঝেই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কানাডা প্রবাসী ভারতীয় রাষ্ট্র বিজ্ঞানী রাধিকা দেশাই 'দি হিন্দু' পত্রিকায় লেখা এক নিবন্ধে এই দাঙ্গা বিষয়ে আরো ভয়াবহ আশংকা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, এই দাঙ্গা গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ভারতের কেন্দ্রীয় এনডিএ সরকারের জোটের শরিকদলগুলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে নিষিদ্ধ করার দাবী জানিয়েছে। জনতা দল (ইউ) তৃণমূল কংগ্রেস ও সমতা দলের নেতৃবৃন্দ লোকসভায় এই ধরণের দাবী জানান।

www.pathagar.com

ছিটে ফোঁটা মানবিক প্রকাশ

ভারতে মুসলমান সংখ্যালঘুরা আজ কঠিন সমস্যার মুখোমুখি। মুসলমান বৈজ্ঞানিক আবুল কালাম তাদের পারমানবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, উন্নত প্রযুক্তির রকেট আবিস্কার করে দিলেও মুসলমান বিরোধী প্রশাসন মুসলমানদেরই নিশ্চিহ্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আজ একটি কট্টরবাদী, মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সেখানে কেন্দ্রে ও কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী লড়াই মৌলবাদী ভারতীয় প্রশাসনকে রং সিগনাল (ভুল সংকেত) দিয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। তারই ফলশ্রুতি গুজরাটে গণহত্যা।

ভারতের প্রশাসনিক সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা হর্ষ মানদেব ইন্টারনেটে এক নিবন্ধে লিখেছেন, গুজরাট রাজ্যে ভীতি ও গণহত্যার, আকস্মিক বিপর্যয়ের দশদিন পর সেখান থেকে আমি ফিরে আসি নিদারুন বিরক্ত ও ভীতিকর অবস্থায়। আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আহমেদাবাদে দাঙ্গায় বেঁচে থাকা মানুষের চোখ শুকিয়ে গেছে, দেখতে ঠিক যেন স্বচ্ছ কাঁচের মত।

হর্ষ মানদেব লেখেন, সংগঠিত সশস্ত্র যুবকরা মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে যে নির্দয় নৃশংসতা ঘটিয়েছে তা আদিম বর্বরতার চেয়েও অনেক বেশী। গত শতাব্দীতে এ জাতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্বরতার যে সব চিত্র প্রত্যক্ষ করেছে তা এই বর্বরতার কাছে সব একেবারে ম্লান হয়ে যায়। আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা যে মহিলাটি প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল, সে সম্পর্কে আপনি কি বলবেন, তার হত্যাকারীরা তার পেট চিরে ফেলে গর্ভের ভ্রুণকে বাইরে বের করে আনে এবং ঐ মহিলার সামনেই তাকে হত্যা করে। উনিশজন সদস্যের যে পরিবারকে তাদের বাড়ীতে পানি ঢেলে দিয়ে এবং তাতে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহ সংযোগ করে হত্যা করা হয়, তাদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? জুহাপাড়া

www.pathagar.com

ক্যাম্পের ছয় বছরের একটা ছোট শিশু বর্ণনা করল, তার সামনে তার মা ও ছয় ভাই-বোনকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে। সে বেঁচে যায় কারণ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং মনে করা হয়, সে মারা গেছে। আহমেদাবাদের সবচেয়ে বেশী দাঙ্গা পীড়িত এলাকা নারদা-পতিয়া থেকে পালিয়ে আসা একটা পরিবার তাদের একজন যুবতী মহিলা ও তার তিন মাসের শিশু পুত্রসহ নিখোঁজ হওয়ার কথা বলে। এর কারণ, একজন পুলিশ কনষ্টেবল তাদের একটি নিরাপদ স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। মহিলা সেই নিরাপদ স্থানে গিয়ে দেখতে পায় এক উন্মুক্ত জনতা তাকে ঘিরে আছে। তারা তার দেহে কেরোসিন ঢেলে দেয় এবং তারপর আগুন জ্বালিয়ে ঐ মহিলা ও শিশুকে অগ্নিদগ্ধ করে মেরে ফেলে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতন করা হয়। একথা আমি আগে কখনও শুনিনি। কিন্তু সম্প্রতি গুজরাটে বর্বরতার যে ব্যাপক প্রকাশ ঘটে তাতে মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনকে হিংস্রতার একটা উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সর্বস্থানেই গণধর্ষণের খবর পাওয়া যায়। যুবতী ও মহিলাদের তাদের পরিবারের সদস্যদের সামনেই ধর্ষণ করা হয়। এরপর তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে বা মুগর দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। আমন চক আশ্রয় কেন্দ্রের মহিলারা আমাকে আতঙ্কজনক অনেক ঘটনার কথা বর্ণনা করেন। সশস্ত্র লোকেরা অন্যান্য ভীতিগ্রস্থ মহিলাদের সামনে তাদেরকে বিবস্ত্র করে।

ভারতের পার্লামেন্টের একটি যৌথ অধিবেশনে বিতর্কিত আইন পোটো পাশ হয়েছে। এই আইনে একটি বিধান রয়েছে যে, পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দেয়া হলেও সেটাকে সন্ত্রাসের স্বীকারোক্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। ভারতীয় আইনজীবি বমাকৃষ্ণ বলেন, এতদিন আমরা জেনে এসেছি, পুলিশের কাছে থেকে যা কিছু বলা যায় তাকে প্রামান্য দলিল হিসেবে মানা যাবে না। কেননা রিমান্ডের ভয়ে অনেকে অনেক কথা স্বীকার করতে পারে।

এপি জানাচ্ছে যে, এই আইন দেশের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরের ইসলামী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে। সরকার আরো বলেছে, ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ও ১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে সন্ত্রাসী হামলার পর এ ধরণের আইনের প্রয়োজন অতীব গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

এই আইনে ন্যূনতম পাঁচ বছর মেয়াদের জেল থেকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগ না এনেই আটক রেখে জেরা করতে পারবে।

ভারত সরকার ডিসেম্বর ২০০১ থেকেই প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ হিসেবে এ আইন বলবৎ করেছে। এ যাবৎ পেটোতে ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের ৫১জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে।

এএফপি'র খবর, গুজরাটে গোধরায় ট্রেনে হামলার ঘটনায় বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে পেটো আইনে গ্রেপ্তার করা হলেও একজন হিন্দুকেও দাঙ্গায় লিপ্ত হবার জন্য আটক করা হয়নি। এই সব নির্যাতনমূলক আইন ধর্মনিরপেক্ষ ও তথাকথিত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যই যে করা হয়েছে তা স্পষ্ট। গণহত্যার পরে আবার তাদেরই বিরুদ্ধে এইসব তথাকথিত সন্ত্রাস-বিরোধী আইন প্রয়োগ হবে।

ভারতের প্রখ্যাত কলাম লেখক কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলকে আদভেনীর কঠোর নীতি মন্ত্রী সভা এবং পার্টি হাইকমান্ডকে বিভক্ত করে রেখেছে। এটা কারুরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। আদভেনীর একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যার শেষকথা ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়। সংকট মুহূর্তে আদভেনী এবং কার্যতঃ আরএসএসকেই বাস্তব পটভূমিতে তৎপর দেখা যায়। বাজপেয়ী তখন স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। এটাই কি তাদের জনগণের মনে হবে না যে বাজপেয়ী নীতিগতভাবে মন্দির নির্মাণের বিরোধী নন? বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আস্ফালন দমনে সরকার কোন ভূমিকা রাখছেনা। তারা তো মন্দির নির্মাণের জন্য কোমর বেঁধেই নেমেছে। নানা কারুকার্য ও নকসাখচিত যে থাম্বাগুলো মন্দিরে সংস্থাপিত হবে সেগুলো পর্যন্ত নির্মাণস্থলের সন্নিকটেই এনে রাখা হয়েছে। অকৃত্রিম আশঙ্কাও রয়েছে যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকাঠামো সংকট মুহূর্তে দ্রুত এবং পর্যাপ্তভাবে সক্রিয় হবে না। ইউপি'র একজন সাবেক রাজ্য পাল স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের অন্য কোন বিকল্প না দেখে সুয়োমোটা ব্যবস্থা নিতে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এতেই প্রতিয়মান হয় যে, সরকারের কথায় আস্থা এখন আর কারো পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না।

www.pathagar.com

নায়ার লেখেন, বস্তুতঃ নরসিমা রাও এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারও বাবরি মসজিদ রক্ষার ব্যাপারে আরও শক্ত ঘোষণা দিয়েছিল। এতদসত্বেও বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার তখন সে ধ্বংসযজ্ঞ রুখবার জন্য একটি আঙ্গুলিও উত্তোলন করেনি কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী নীরব দর্শক হয়ে নিশ্চল থাকলো। ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র প্রত্যক্ষ করলো একটি একটি করে কিভাবে বাবরি মসজিদের শেষ ইটটি খসিয়ে ফেলা হল। বিজেপি সরকার সেই আমলের কয়েকজন অফিসারকের পুরস্কৃত করেছে। শুধু তাই নয় তাদের মধ্য থেকে একাধিক ব্যক্তিকে পার্লামেন্ট সদস্য পর্যন্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সাবেক রাজ্যপাল যেমন বলেছেন, পরিস্কার দিক নির্দেশনা না পেলে এবং সংশয় না ঘুচলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হুমকি মোতাবেক অযোদ্ধায় দশ লক্ষ লোকের সমাবেশজনিত পরিস্থিতিতে সরকার অসহায় বোধ করতে পারে।

নায়ার লেখেন, অ-বিজেপি একমন্ত্রী বলে থাকেন যে, দৃশ্যমান মন্ত্রিসভার উপরে আর একটি অলক্ষ্য বিধাতা রয়েছে, তার নাম সংঘ মন্ত্রিসভা। নায়ার লেখেন, উগ্রহিন্দু স্বাদেশিকতার অন্ধ ভক্তদের আশ্বস্থ করতে বিজেপি অবশ্য মৌলবাদকে আরো বেশি করে আকড়ে ধরতেও পারে।

www.pathagar.com

সংঘ পরিবারের অমানবিক আচরণ

ভারতে গুজরাটে যা হয়ে গেল তা মর্মান্তিক। এখনও যে এটা থেমেছে তা মনে হয় না। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে সংঘ পরিবার মুসলমানদের বলির পাঠা বানিয়েছে। কট্টরপন্থী সংঘঠন বিশ্বহিন্দু পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট হরেশ ভাট বলেছেন, মুসলমানদের মনে রাখতে হবে সারা ভারতে তারা সংখ্যালঘু। তারা যদি আমাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে না চায় তবে পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যের কোন মুসলিম দেশে চলে যাক।

কুলদীপ নায়ার, 'ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করতে হবে' শিরোনাম তার কলামে লেখেন, ভারতীয় কোন মুসলিম কখনও বিশ্বের কোথাও কোন জেহাদে যোগ দেননি।

...আমেরিকা সমর্থিত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে তালিবানদের পাশে পাকিস্তানী মুসলমানরা লড়াই করেছিলেন।... কিন্তু কোন ভারতীয় মুসলমানকে পাওয়া যায়নি। ঘরের কাছে কাশ্মীরকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায়। কাশ্মীর উপত্যকায় যা ঘটছে তাতে বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণকে অংশ নিতে আপনি দেখবেন। কিন্তু ভারতের বাকি অংশের কোন মুসলমানগণ অংশ নিতে আপনি দেখবেন। কিন্তু ভারতের বাকি অংশের কোন মুসলমানকে সেখানে পাওয়া যাবে না। এমনকি, কাশ্মীরের সায়ত্বশাসনের দাবীর প্রতি সমর্থনেও তাদের ঘাটতি রয়েছে।' মুসলমানদের সম্পর্কে এরকম নিরপেক্ষ সমীক্ষা সত্ত্বেও বাজপেয়ী মুসলমানদের এক হাত নিলেন।

গোয়ার বিজেপি সম্মেলনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার নিন্দার বদলে সেখানের মুসলমানদেরই উল্টো সমালোচনা করেন। পর্যবেক্ষকরা বলছে, এতদিন বাজপেয়ীর যে ধর্ম নিরপেক্ষ চেহারা ফুটে উঠেছিল

www.pathagar.com

এই বক্তব্যে তার মুখোশ খুলে গেল। বাজপেয়ী গোয়ায় বলেন, কে আগুন লাগিয়েছিল? যার অর্থ দাঙ্গা করার জন্য তিনিও মুসলমানদের দায়ী করেন প্রমাণ ও অনুসন্ধান ছাড়াই।

ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার লেখেন, আমি গুজরাট ঘুরে এসেছি। সাথে এনেছি উৎপীড়িত মানুষের এক বোঝা ফরিয়াদ, কত অসহায় এরা! ওরা চায় কেউ তাদের মর্মবেদনার কথা শুনুক। ওরা চায় এমন মানুষ যার দরজায় যেয়ে করাঘাত করা যায়, মনের কথা খুলে বলা যায়। ওরা চায় এমন মানুষ যার ঘাড়ে মাথা রেখে মনের সব কান্না উজাড় করে ফেলা যায়।

নায়ার লেখেন, এ সব উৎপীড়িত মানুষের এমন মনোভাব পোষণ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। একজন পুলিশকেও সাসপেন্ড করা হয়নি। পক্ষান্তরে যারা বিবেক তাড়িত ভূমিকা রেখেছে তাদের তড়িঘড়ি বদলি করে দেয়া হয়েছে। এসব ঘটনায় দুর্গত মানুষের মনের আস্থার ভিত্তি আরও বেশী করে নাড়া খেয়েছে। আমি এতবেশী মানুষকে আর কখনও এতখানি আশাহত হতে দেখিনি। আমি কেবল শুনেছি তাদের দুঃখ ব্যাথার কথা, তাদের ওপর উৎপীড়নের হৃদয় বিদারক কাহিনী, শুনেছি হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণের বিবরণ। আরও শুনেছি মানুষের জীবন্ত পুড়ে মারা মর্মন্তদ ঘটনার কথা। কিছু সময় এসব করুণ কাহিনী শোনার পর আমার মনে হয়েছ আমি আর এ বেদনার ভার সইতে পারবো না। ব্যথা-বেদনা ও বিষাদের কথা শুনতে শুনতে একসময় অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়। ব্যথা সইতে সইতে আমি নিজেও এর সাথে একাকার হয়ে গিয়েছি।

ভারতের প্রশাসনিক সার্ভিসের কর্মরত হর্ষমান দেব লেখেন, আহমেদাবাদে আমি যেসব লোকের সাথে দেখা করেছি তাদের অধিকাংশই হলো সমাজকর্মী সাংবাদিক ও দাঙ্গায় আক্রান্ত বেঁচে থাকা লোক। তারা আমাকে জানায় যে, গুজরাটে যে দাঙ্গা হয়েছে তা শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়– এটা হলো সংঘবদ্ধ ও পরিকল্পিত হত্যা এবং একটি কর্মসূচী বাস্ত-বায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সন্ত্রাসী

www.pathagar.com

আক্রমণ। সবাই লুণ্ঠন ও লুটতরাজের কথা বলেছে– বিদেশী সামরিক বাহিনী কোন স্থান দখল করার পর যেভাবে লুটতরাজ সংঘটিত হয়। ঠিক সেইভাবে প্রথমে আসে একটা ট্রাক তাতে চড়ে থাকে একদল লোক তাদের কণ্ঠে উত্তেজক শ্লোগান। অতঃপর যুবক লোকদের নিয়ে আসে একাধিক ট্রাক। এসব যুবকদের অধিকাংশ ছিলো খাকি প্যান্ট ও জাফরানী রং এর পাগড়ী পরা অবস্থায়। তাদের কাছে ছিল অত্যাধুনিক বিস্ফোরণযোগ্য বোমা, দেশীয় অস্ত্র, ছোরা ও ত্রিশূল। তাদের কাছে পানির বোতলও ছিল। ক্লান্ত হয়ে পড়লে তারা যেন তা পান করতে পারে। এদের মধ্যে যারা নেতা ছিল তাদেরকে মোবাইল টেলিফোনের সাহায্যে দাঙ্গা কবলিত এলাকা থেকে কথা বলতে দেখা গেছে– সমন্বয়কারী কেন্দ্রের সাথে তারা যোগাযোগ করছিল– নির্দেশ গ্রহণ করছিল এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য জানাচ্ছিল। অনেককে দেখা গেছে বেশ কাগজপত্র ও কম্পিউটার মুদ্রিত তালিকা হাতে তারা মুসলমান পরিবার ও তাদের সম্পত্তির তালিকা মিলিয়ে দেখছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যেন তাদের পুরোপুরি ধারণা আছে। যেমন- কোন রেস্টুরেন্ট ব্যবসার মালিক কে বা কোন মুসলমান পরিবারে বিবাহসূত্রে হিন্দু মেয়ে আছে– এমন ধরণের তথ্য। তালিকা অনুযায়ী এসব পরিবারকে দাঙ্গার বাইরে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

হর্ষমান দেব লেখেন, গণ অসন্তোষের এটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ছিল না– এটা ছিল সতর্কভাবে পরিকল্পিত একটা 'কর্মসূচী'। ঐ সব ট্রাকে ছিল প্রচুর পরিমাণ গ্যাস সিলিন্ডার। সম্পদশালী মুসলমানদের বাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথমে অত্যন্ত সংঘবদ্ধভাবে লুট করা হয়, সমস্ত মূল্যবান বস্তুকে টেনে-হেঁচড়ে নামিয়ে ফেলা হয় এবং তারপর কয়েক মিনিট ধরে ঐ সব গৃহে সিলিন্ডার থেকে রান্না করার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। দলের কোন প্রশিক্ষিত সদস্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আগুন জ্বালিয়ে দেয়– আগুনের লেলিহান শিখায় গৃহটি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ইস্পাতের ওয়েল্ডিং কাজে ব্যবহৃত এসিটিলিন গ্যাসও ব্যবহার করা হয়। বড় বড় বিল্ডিং-এ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙ্গে ফেলার জন্য।"

www.pathagar.com

রয়টার্স এইভাবে গুজরাটের মুসলিম নিধন সম্পর্কে লিখেছে– "বিরোধী কংগ্রেসের মতে, বিশ হাজার ঘরবাড়ী ও দশ হাজার দোকান ধ্বংস হয়েছে দাঙ্গায়। আর এর বেশীর ভাগই মুসলমানদের। এক লাখ মুসলমান উদ্বাস্ত শিবিরে নিয়েছে ঠাঁই। পুলিশের অভিযোগ যে, তারা দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে সহায়তা করেছে হামলা চালাতে, বাড়ীঘর লুট করতে এবং আগুন লাগাতে। কোন কোন স্থানে নীরবে দাঁড়িয়ে উপভোগ করেছে মুসলমানদের বাড়ীঘর লুটপাট, আগুন লাগানো, হত্যা আর যুবতীদের ধর্ষনের দৃশ্য। আবার অনেকেই দাবী করেছেন, পুলিশের কি দোষ। রাজনীতিকরাই তো পুলিশকে বলেছেন দাঙ্গা বাধলে কি করতে হবে। গোয়েন্দা পুলিশকে দিয়ে সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিষয়ে যাবতীয় খোঁজ-খবর জোগার করানো হচ্ছে। দাঙ্গা বাধলে সেই তথ্যের ভিত্তিতে গুনে গুনে হামলা চালানো হচ্ছে মুসলমানদের ওপর তাদের ঘরবাড়ী, দোকানপাট ব্যবসা-বাণিজ্যে।"

ভারতের নেতৃবৃন্দ যে কত নীচস্তরে নেমে গেছেন গুজরাটের এই সব ঘটনাবলী তার প্রমাণ। যারা মাহাত্ম গান্ধীর মত লোককে হত্যা করেছিল তাদেরই দল আজ গুজরাটে ও কেন্দ্রীয় ভারত সরকারে। এইসব লোক এক সময় বৌদ্ধদের উপর যে গণহত্যা চালিয়ে ছিল এখন মুসলমানদের উপর তা প্রয়োগ করেছে। ভারত থেকে বৌদ্ধরা তো আগেই বিতাড়িত হয়েছে। অজন্তা, ইলোরার বৌদ্ধগুহাসমূহ এখন পরিত্যক্ত। চারপাশে কোন বৌদ্ধ ঔষধ করার মত নেই।

ভারত মুসলমানদের শুধু গণহত্যাই করেনি, তারা বাংলাদেশের শান্ত পরিস্থিতিকে অশান্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। রিলায়েন্স গ্রুপ এ কাজে নেমেছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মার্টিন লিন্টনার অনেক কিছুই লিখেছেন। অথচ ভারতের বিভিন্ন উগ্র হিন্দুবাদী সংগঠনের সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এমনকি সাম্প্রতিক মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতন ও গণহত্যার মর্মস্পর্শী ঘটনাগুলো বিষয়ে কোন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। বরং ভারতের সাম্প্রতিক সহিষ্ণুতার খুবই প্রশংসা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, ভারতের রিলায়েন্স গ্রুপ ভারতের হয়েই এ ধরণের লেখার প্রচার করেছে।

www.pathagar.com

ভারত কোন পথে?

ফিলিস্থিনে ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে ভারতেও তাই কর হচ্ছে। অথচ এই মুসলমানেরা ভারতে নিজেদের দেশ মনে করে মোগল আমলে একে একটি তদানীন্তন সুপার পাওয়ার বানিযে ছিল- তাজমহলের মত অবিস্মরণীয় কীর্তি সৃষ্টি করেছে। মুসলমানরা ভারতকে কলোনী নয় নিজ দেশ হিসাবেই গ্রহণ করেছে। আজ সেই মুসলমানদের সঙ্গে নজির বিহীন দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। দু'একজন ভারতীয় লেখকের কলমেও সেই বেদনা ভরা পরিস্থির চিত্র ফুঁটে উঠেছে।

প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার লেখেন, মহাত্মা গান্ধীর জন্মভুমিতেও বিবেক বলে কোন কিছু অবশিষ্ট নেই।... একজনও কেন শরনার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করলেন না? সহিংসতার আগুন যখন লেলিহান সে সময় ও রাজ্য সরকারের নির্লিপ্ততা এবং দায়িত্ব পালনে অনীহা সবার দৃষ্টি কেড়েছে। এতদসত্বেও রাজ্যের এই দায়িত্বহীন বিজেপি সরকার বরখাস্ত হবে না। তার কারণ তো একটাই যে, কেন্দ্রেও বিজেপি সরকারই ক্ষমতাসীন।

নাযঅর লেখেন, মুসলমানদের সব বসতি এলাকা, দোকানপাট, কল-কারখানার ম্যাপ তৈরী হলো। বিভিন্ন দুর্বৃত্তদল হত্যা, লুণ্ঠন এবং আগুন দেয়ার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত হলো। মোবইল ফোনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রইলো বসদের সঙ্গে। একটি ন্যামপ্লেট বিলি করা হলো। তাতে মুসলমানদের অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার আহবান ছিল। হিন্দুদের বলা হলো, মুসলমানদের দোকান কেনাকাটা করবে না। ওদের সঙ্গে কোন লেনদেন করা যাবে না। পুলিশের আচরণ দেখে মনে হলো তাদেরকে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুম্বাইর দাঙ্গার সময় নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার একজন সংবদদাতা সড়কে টহলরত পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কন্ট্রোলরুমের কথোপকথনের বিবরণ

www.pathagar.com

জানতে পারেন। সে সময়কার নির্দেশ দিল মুসলিম ভবনগুলে পুড়তে দাও এবং দুর্গতদের কাছে কোন ত্রান পৌছাতে দিও না। কিন্তু গুজরাটের ব্যাপারটা আরও ন্যাক্কারজনক। এখানে পুলিশ দাঙ্গাবাজদের উস্কানি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাদের নিরাপত্তা ও দিয়েছে।

নায়ার লেখেন, আমিও শিয়ালকোটে ফেলে এসেছিলাম আমার নিজের বাড়ীঘর। অন্য শরনার্থীদের মত আমিও খুন খারাবি এবং বীভৎস সব নির্যাতন দেখেছিলাম। কিন্তু গুজরাটের দুর্গত মানুষের দুর্দশা ছিল আরও বিভীষিকাময়। তারা স্বদেশেই শরনার্থী হয়েছে ঠিক কাশ্মিরী পন্ডিতদের মতই। এখানকার অবস্থা দেখে আমার মনে পড়লো ১৯৮৪ সালে দিল্লীতে সংঘটিত দাঙ্গার কথা। তখন প্রকাশ্য দিবালোকে তিন হাজার শিখকে জবাই করা হয়েছিল।

নায়ার বলেন, আহমেদাবাদ, বরোদা এবং অপর কয়েকটি নগরীর প্রতিহিংসার ঘটনার সাথে তুলনা করলে গোধারা ট্রাজেডি ম্লান হয়ে যায়।

শুধু কুলদীপ নায়ার নন, ভারতে এখনও কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা গুজরাটের ঘটনায় হতবাক। তারা সরকারী প্রশাসনে থেকেও মুখ না খুলে পারেন নাই। এর ভিতর প্রশাসনিক সার্ভিসের হর্ষমান দেব একজন।

কেন ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই অমানবিক ব্যবহার? মুসলমানরা প্রায় সাত শত বছর এই উপমহাদেশে রাজত্ব করে । কোন দিন কোথায় ও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা উঠল। ভারতের মুসলমানের কি কোন দানই নেই? ইংরেজরা এদেশকে কলোনীর মত ব্যবহার করল। আর মুসলমানরা এ দেশকে বলল, সারা জাহাছে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামার। আর শেষ মোঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর ভারতে দুই গজ জায়গা কবরের জন্য চেয়ে আকুতি প্রকাশ করেছিলেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অক্সফোর্ডে প্রদত্ত বক্তৃতারাজিতে বলেছেন, তাঁর পরিবার তিন ঘরানার ভাবধারার সঙ্গমস্থলেই দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘরানাগুলো হচ্ছে– হিন্দু, মুসলিম ও ইউরোপীয়। উল্লেখ, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বিশ্বাস হিন্দুত্ব থেকে ব্রাহ্ম ধর্মে এসে সমীকরণ লাভ করেছিল। সেটাও পৌত্তলিকতাবাদী হিন্দুত্ব থেকে তার পলায়নের কৌশল।

www.pathagar.com

ভারতীয় আউট লুক পত্রিকায় অমর্ত্য সেন বলেন, মুসলিম সামরিক বিজয়ের আগেই মুসলমান বণিকরা আরব সাগর হয়ে ভারতীয় উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। ... হিন্দু (সংস্কৃত) গ্রন্থ উপনিষদ এর সঙ্গে ইউরোপীয় বিদ্বানগণ মূলতঃ পরিচিত হন, মুঘল বাদশা শাহজাহানের পুত্র দায়াশিকোহ কৃত উপনিষদ এর ফারসী অনুবাদ থেকে।... এই ফারসী অনুবাদ গ্রন্থই অগ্রবর্তী ভারতবিদ উইলিয়াম জোনসকে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। আমাদের হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও হিন্দু অতীতের অনেক ধারণাই জোনস ও তৎকালীন সময়ের বাংলার রয়্যাল বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটিতে গবেষণারত গবেষকদের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।... যদি কেউ ভারতের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে তাকে বিভিন্ন ধর্মের আন্তঃক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দিকে তাকাতে হবে এবং ধর্ম বহির্ভূত চিন্তাধারা, যেমন গণিত ও বিজ্ঞানের দিকটাও জ্ঞানে রাখতে হবে।... ভারতীয় ইতিহাসের বিষয়বস্তু শুধুই হিন্দুবাদ হতে পারে না। আর এই বিষয়গুলোর স্বীকৃতির জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশেষ বিশ্বাসের প্রয়োজনও নেই।"

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ শ্রী অমর্ত্যসেন খুব খাটি কথা বলেছেন। কিন্তু বিজেপি চালিত ভারতীয় প্রশাসনের কি সে বোধোদয় হবে? যারা ইচ্ছা করেই গর্তে পড়তে চায়, তাদের ঠেকাবে কে? আজ মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীরা ক্ষমতার গদিতে।

www.pathagar.com

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি নির্মম নীতি

গুজরাট পুলিশ জানায়, গুজরাটের দরিয়াপুরে উশৃঙ্খল মুসলমানদের দমন করতে পুলিশ গুলী চালালে তিনজন মুসলমান নিহত হয়। নানান ছুতোয় মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে গুজরাটে। আগুনে পুড়ে, বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে সর্বশান্ত করেও মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ভারতীয় হিন্দুদের ক্ষোভ মেটে নাই। নিরাপত্তা কি আর দেবে, পুলিশ মুসলমানকেই হত্যা করছে।

প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার পর্যন্ত ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ। প্রশাসন যে কত জঘন্যও হতে পারে তারই উদাহরণ গুজরাটে রয়ে গেছে।

নায়ার বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার কেবল একটু উহ্ আহ্ করা ছাড়া আর কিছুই করলো না কেন সেটা বুঝা যাবে বিজেপির অন্তর্কলহের ব্যাপারটা জানলে। দলের মধ্যে এখন চরমপন্থীদের সাথে উগ্রপন্থীদের তীব্র দ্বন্দ্ব চলছে। প্রধানমন্ত্রী কেন তাৎক্ষণিকভাবে গুজরাট গেলেন না। তার ব্যাখ্যাও এর ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যাবে। দলের একাংশ বিশ্বাস করে গুজরাটে যা ঘটেছে তাতে দলের পক্ষে হিন্দুরা একাট্টা হবে। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং-এর মত অল্প ক'জন মানুষই কেবল ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু তারা নীরবে রয়েছেন। কেননা তারা আরএসএস এর উগ্রপন্থীদের ভয় পান।

নায়ার লেখেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত পত্রে আমি লিখেছি, গুজরাট রাজ্যের দাঙ্গা সাধারণ অর্থে যাকে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত বলা যায় তেমনটি নয়। এটা ঠিক এক সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের লড়াইর মত গতানুগতিক ঘটনাও নয়। এটা সুপরিকল্পিতভাবে সম্পাদিত এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ নির্যাতন বা হত্যা লুণ্ঠন।

www.pathagar.com

ভারতীয় প্রশাসনিক সার্ভিসের হর্ষ মান দেব লেখেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে পুলিশ সরাসরি গুলি ছুঁড়েছে। এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে অনেক। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের যারা ঐ কর্মসূচীর বলি হয়েছে। ভারতীয় প্রশাসন সার্ভিসে আমি দুই যুগের অধিককাল কাজ করেছি। বেসামরিক ও পুলিশ প্রশাসনে আমার সহকর্মীদের কর্তব্য চ্যুতির জন্য আমি গভীরভাবে লজ্জিত। বর্বর হিংস্রতার তীব্রতা ছড়িয়ে পড়ার ও এজন্য সংঘ্যবদ্ধ শক্তি প্রয়োগ করার আগে তা প্রতিরোধ করার জন্য রাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশ পাওয়ার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে, এমন কথা আইনে নেই; সংঘবদ্ধ হত্যাকারী ও উন্মুক্ত জনতার হাত থেকে নিরীহ মহিলা ও শিশুদের রক্ষার জন্য রাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়কদের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এমন কথাও আইনে নেই। আইনে বলা যাচ্ছে তাদের কাজ করতে হবে সাহস ও সমবেদনার সাথে; তাদের কাজ করতে হবে স্বাধীনভাবে, নির্ভয়ে, নিরপেক্ষভাবে এবং চূড়ান্তভাবে। আহমেদাবাদে কোন একজন পুরুষ বা মহিলা কর্মকর্তাও যদি আইন মোতাবেক কাজ করতেন তাহলে তিনি পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে বা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে বা সামরিক বাহিনী আহবান করে ঘন্টা খানেকের মধ্যে ঐ হিংস্রতা থামিয়ে দিতে পারতেন। স্থানীয় পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কয়েক ঘন্টার বেশী স্থায়ী হতে পারে না। শত শত নিরীহ মানুষের রক্ত লেগে আছে গুজরটের পুলিশ ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে; আর ষড়যন্ত্রের নীরব স্বাক্ষী হয়ে দেশের আমলাতন্ত্রের উচ্চ শ্রেণীর সবাই এ রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করেছে। সিনিয়র কর্মকর্তাদের আমি এমন অভিযোগ করতে শুনেছি যে, পুলিশ কনস্টেবলরা তাদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার জন্য ঐ হিংসাত্মক কাজে সমর্থন জানায়। এ অজুহাত খুবই হালকা ও লজ্জাকর। পেশাগতভাবে দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তাদের অধীনে ঐ বাহিনীই নিরপেক্ষ ও সাহসের সাথে কাজ করেছে, একথা সুবিদিত। এ ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের... তাদের আদেশ মান্য করার জন্য প্রশিক্ষিত খাকি পোশাকের নিম্নপদস্থ পুরুষ ও মহিলা কর্মচারীদের নয়। কুছ ও আহমেদাবাদে ভূমিকম্প

www.pathagar.com

হওয়ার পর সুশীল সমাজের সদস্য, গান্ধীবাদী, উন্নয়ন কর্মী, বেসরকারী সংস্থা ও স্বতঃস্ফূর্ত গুজরাটি বদান্য ব্যক্তিদের যে নীতিকথা সোচ্চারিত হয়েছিল, এই আদিম বর্বরতা, অন্যায় ও মানসিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তারা কোথায় ছিলেন?

সংখ্যালঘু মুসলমানদের সঙ্গে যে নির্মম ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেপে উঠবে। বুশের সঙ্গে সঙ্গে লাই পেয়ে ইসরাইল ও ভারতও মুসলমান নিধরে যোগ হয়েছে একটা নতুন এক্সিস বানিয়ে। এদিকে বাংলাদেশে কোথাও জ্বালাও পোড়াও নেই, ত্রিশূল মিছিলের মত কোন মিছিল নেই, তবু রিলায়েন্স গ্রুপের ফার ইস্টার্ন রিভিউ 'বাংলাদেশ থেকে সাবধান' নামে আষাড়ে গল্প লিখল। গুজরাটের গণ হত্যার প্রতিবাদকারী ঢাকার মুসলমানকে সন্ত্রাসী বানাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হলো। ব্যারিস্টার মওদূদ আহমেদ বলেছেন, প্রচ্ছদে যার ছবি দিয়ে তারা তালিবান হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমীর আলী তার নাম। তিনি শুধু নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তার দাদা, তার বাবা, তার ভাই মুক্তিযুদ্ধ শহীদ হয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাকে শোক জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন এবং দু'হাজার টাকা তাদের পরিবারকে দিয়েছিলেন।

হারিস চৌধূরী লিখেছেন, বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকায় এটি (ছবিটি) ছাপা হয়। গুজরাটের মুসলিম গণহত্যা ও নিরীহ মুসলমানদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়ার প্রতিবাদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভ মিছিলের পুরোভাগে যখন আমীর আলী ছিলেন তখন ছবিটি তোলা হয়। গুজরাটে শত শত মুসলমানকে হত্যা করা হয়। অথচ রিভিউ আমীর আলীকে তথাকথিত মৌলবাদীদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দেখাতে চেয়েছে, যিনি উদার মুসলমান ও হিন্দুদের নির্মূল করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রকৃত তথ্যের এ ধরণের নির্লজ্জ বিকৃতিসাধন সত্যিই অকল্পনীয়।

গুজরাটের এই জঘন্য গণহত্যার পরে বিজেপি সরকার কিছুটা নমনীয় হবে কি বুশ-শ্যারনের ভাষায় বাজপেয়ী কথা বলেছেন। এএফপি জানায়, গোয়াতে তিন দিন বৈঠক শেষে দেশের কোয়ালিশন সরকারের নেতৃদল বিজেপি ভারতীয়

www.pathagar.com

হিন্দুত্বের বার্তা দেশেল সর্বত্র পৌছে দেবার ঘোষণা দিয়েছে। দলটি তার দলীয়নীতির ধারা ঐতিহ্য অনুযায়ী, বিজেপি ডানমুখী মোড় নেয়ার এ সিদ্ধান্তের তীক্ষ্ণ ও শানিত প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে চাছা ছোলা বক্তব্য। বাজপেয়ী বলেছেন, লাখো হিন্দু একত্রে বাস করে। কিন্তু তারা কখনও অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে না। কিন্তু মুসলমানরা যেখানেই থাকুক তারা শান্তিতে থাকতে চায় না। উদ্বোধনী সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, তারা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সর্বত্র এ ঘটনা ঘটাচ্ছে। তারা অন্যদেরকে হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে থাকে।

বাজপেয়ী যদি ভারতে বৌদ্ধদের গণহত্যার ইতিহাসটা একটু ভালো করে পড়ে নিতেন, তাহলে এসব কথা বলতে পারতেন না। ব্রাহ্মণদের হাতে গণহত্যার শিকার হয়ে যে সামান্য কয়েকজন বৌদ্ধ বেঁচে ছিল তারা নেপাল, চট্টগ্রামের পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আর ভারতের বৌদ্ধদের সমস্ত পুরাতন মন্দির এখন ব্রাহ্মণদের দখলে। বৌদ্ধদের মত জৈনদেরও নিশ্চিহ্ন করেছে ব্রাহ্মণগণ। গয়ার বোধিবৃক্ষ রাজা শশাঙ্ক কেটে ফেলে দিয়ে ছিলেন বৌদ্ধ নিধনের সঙ্গে সঙ্গে। এ গাছের নীচে গৌতমবুদ্ধ মূর্তি দ্বারা উপাসনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

দুর্যোধনদের নেতৃত্বে ভারত

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র দাবী করলেও সংঘ পরিবার সেখানকার ক্ষমতায় আসার পরে মানবাধিকার রেকর্ড সাংঘাতিকভাবে লজ্জিত হয়েছে। সংখ্যালঘুদের জীবন সেখানে নরকের পর্যায়ে চলে গেছে। মুসলমানদের কোন ভবিষ্যৎই সেখানে নেই যদিও মুসলমান বৈজ্ঞানিক আবুল কালাম ভারতকে আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমাও ও উন্নত রকেট উপহার দিয়েছন। ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থা (পিএলও) এই সংকটে ভারতের কাছ থেকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যাশা করে। আরাফাতের বিশেষদূত হানি আলি হাসান প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর নয়াদিল্লীতে বলেন, আলোচনা খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা ভারতের কাছ থেকে একটি ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক ভূমিকা আশা করি। এদিকে তুরস্ক জানিয়েছে তুরস্ক এই সংকটে ইসরাইলের বন্ধুত্ব ত্যাগ করবে না।

ভারত ও তুরস্ক থেকে ফিলিস্তিনীরা যে সাহায্য পাবে তা মনে হয় না। তুরস্ক তো অতীতের আরব বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ফিলিস্তিন বিরোধী। ভারত হালে মৌলবাদী সংঘ পরিবারের বদৌলতে ইসরাইলের ঘনিষ্ট মিত্র। ইহুদী উপদেশে ভারত মুসলমানদের এক হাত নিচ্ছে। কাশ্মীরে ইহুদী উপদেষ্টারা ভারতকে পরামর্শ দেয়।

বিবিসি টিভির কোশ্চেন ইন্ডিয়াতে একজন আলোচক বললেন, কাশ্মীরে আগে থেকেই কঠিন আইন সমূহ রয়েছে। এখন 'পোটো' পাকাপোক্ত ভাবে কাশ্মীর ও অন্যান্য মুসলমানদের উপর চাপল। গুজরাটে এই আইন শুধু মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ভারতের সাহাররা টিভি প্রচার করল, ভারত অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের পুতুল মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ফারুক আব্দুল্লাহ বললেন, হয় ভারতীয় সেনা সামনে এগোক

www.pathagar.com

অথবা পিছনে চলে আসুক অর্থাৎ আব্দুল্লাহ (আরেক বোয়াব দিল-গ্রানাডার বিশ্বাসঘাতক মুসলমান নেতা) উসকানি দিচ্ছেন ভারতীয় বাহিনীকে আজাদ কাশ্মীরে ঢুকতে। কেন তিনি চীন থেকে কাশ্মীরের অংশ আকাচি চীন উদ্ধার করতে সংঘ পরিবারকে পরামর্শ দিতে পারেন না? বাজপেয়ী পর্যন্ত সংঘ পরিবারের অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মত ব্যবহার করছেন। সন্ত্রাসী দুর্যোধনদের আশ্রয় দাতা তিনি।

ভারতের প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদপি নায়ার লেখেন, আদভানী প্রকাশ্যে অথবা গোপনে হিন্দু সাদেশিকতার অনুসার উগ্রপন্থীদের সাথে পথ হেঁটেছেন। বাজপেয়ীকে আরএসএস এর অভিযাত্রায় একজন অনুগত ভক্তের মত স্থান হয়ে থাকতে দেখে আমার দুঃখই হয়েছে। তিনি বিজেপিতে যোগ দিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেও ভার ঠেকেনি। বদলেছেন তিনি ঠিকই,তবে ঝুঁকে পড়েছেন শিবসেনাদের জাফরানী শক্তির দিকে। তা না হলে আহমেদাবাদ সফর পাঁচ সপ্তাহের জন্য স্থগিত করার কি যুক্তি থাকতে পারে? কোন না কোন বিবেচনা তো নিশ্চয়ই এর পিছনে কাজ করেছে।

নায়ার লেখেন, ভয়ার্ত জনতা, বিশেষ করে মুসলমানরা আশা করেছিল মোদে অপসারণ করা হবে। অন্ততঃ তাকে প্রকাশ্যে ভতসনা করা হবে। কারণ এই মানুষটি তাদের জানমাল সম্ভ্রমের কোন হেফাজত করেনি। গুজরাটের দাঙ্গাটা যে সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত ব্যাপার ছিল সেটা না বুঝতে পারার মত অর্বাচীনতো বাজপেয়ী নন নিশ্চয়ই। শুরুতেই শোধরানো হলে মোদি হয়ত সংযত হতেন। একটি হিন্দু মেয়েকে বিবস্ত্র করে হত্যা করা হলো মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করার অপরাধে এবং অপর একজন হিন্দু রমনীকে খুন করা হল মুসলমানদের বাঁচাবার দোষে।

নায়ার লেখেন, সরকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং তাদের অপর জঙ্গী শাখা বাজরং দলের বিরুদ্ধে কোন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সন্ত্রাসী নিবারণ অর্ডিনান্স (পোটো) কে আইনে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু কিসের জন্য? কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজকে এই আইনে আটক করা হয়নি। সম্প্রতি কেবলমাত্র কাশ্মীরের হুরিয়াত কন্সফারেন্সের ইয়ামিন মালিককে এই আইনে অন্তরীন করা হয়েছে। আমি মনে করি সরকারের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ থাকলে প্রকাশ্যে

www.pathagar.com

আদালতেই তার বিচার করা উচিত। এসব কারণে (পোটো) আইন প্রবর্তনে ঘোরতর সন্দেহের উদ্রেক করেছে।

নায়ার লেখেন, জনতা দলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকতে বাজপেয়ী যে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রেখেছিলেন তার জন্যেই পাকিস্তানের মানুষ তাকে এখনও স্মরণ করে। তার সেই আমলটাকেই দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্কের স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েথাকে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে বাজপেয়ী বাংলাদেশের জন্যও ভাল ছিলেন। তা হয়ত উদার মনের প্রধনমন্ত্রী দেশাই- এর জন্য হবে। বাজপেয়ী এখন সম্পূর্ণ দুর্যোধনদের পকেটে। ভারত যদিও তিন বছর পূর্বে অঙ্গীকার করেছিল ২৫ টি ক্যাটগরির বাংলাদেশী পন্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেবে কিন্তু সে অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশ ভারতের প্রায় ১৫০ টি ঔষধের অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ঔষধ প্রস্তুত কারকগণ ভারতে তাদের ঔষধ রপ্তানির অনুমোদন পাচ্ছে না। অপরদিকে লিড এডিস ব্যাটারী রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়রানির ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ওয়াদা অনুযায়ী ২৫টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশ সুবিধা ভারত তো বাংলাদেশকেই দেইইনি, উপরন্ত শর্তারোপ করে যে তাদেরকেই ৯০টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে হবে বাংলাদেশের বাজারে। ভারতীয় পক্ষ জানায় যে, বাংলাদেশকে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে ২৫ ক্যাটাগরির পণ্যের শুল্ক ছাড় দেয়া যাবে না। কেবলমাত্র সাউথ এশিয়ান প্রিপারেশনাল এগ্রিমেন্ট (সাপটা) মাধ্যমে বাংলাদেশকে শুল্ক ছাড় দেয়া যেতে পারে। ভারত যদি (সাপটা) উল্লেখ করে এই ধরণের যুক্তি দেইই, বাংলাদেশেরও উচিত ট্রান্সশিপমেন্ট ব্যাপারে সাপটার উল্লেখ করা। ট্রানজিটপকরিডরের তো প্রশ্নই নেই। শিলিগুড়ি করিডর পাঠাতে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানশিপমেন্ট চায়, বাংলাদেশকেও ভারতের মধ্য দিয়ে চীন, মায়ানমার, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, ইরান, এমনকি মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে মালামাল পাঠাতে সুবিধা দিতে হবে। এটা এক তরফা শুধু হতে পারে না।

www.pathagar.com

ভারত তিস্তা নদীর উজানে গজলডোবা ব্যারেজ নির্মাণ করে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নেয়ার প্রমত্তা তিস্তার পানি প্রবাহ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে। তিস্তা ব্যারেজটি এখন হুমকির মুখে। এ অবস্থায় ভারত আবারও নতুন করে আসামের শিলচর জেলায় জিনজিরাম নদীর গতিপথ বন্ধ করার কাজ শুরু করে সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। তিস্তা ব্যারেজে পানি প্রবাহ অনেক কম থাকায় বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের তিস্তা, বুড়িতিস্তা, বুড়ি খোরা, ঘাঘট খরখড়িয়া ও ধরলাসহ প্রায় ১০টি নদী পানিশূণ্য হয়ে পড়েছে। ভারত পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে ফারাক্কা বানিযে ছিল। এখন বাংলাদেশকে শিক্ষা দিতে আরো বাঁধের পর বাঁধ চালু করছে।

ভারতে দুর্যোধনরা থাকলেও স্বল্প সংখ্যক ভালো মানুষও আছেন। নোবেল বিজীয় ডঃ অমর্ত্যসেন ভাল কথা বলেছেন। ভারতীয় (আউটলুক) পত্রিকা অর্থনীতিবিদ ডঃ অমর্ত্য সেনের সাক্ষাৎকারে তাঁর কথা উল্লেখ করে ডঃ সেন বলেন, ভারত কখনও কোনদিন হিন্দুরাষ্ট্র ছিলনা। এমন কি মুসলিম আগমনের পূর্বেও এমন ঘটনা ঘটেনি। ভারতীয় ইতিহাসে দুজন সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান মহান সম্রাট ছিলেন অশোক এবং আকবর। তাঁদের একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং অন্য জন মুসলমান।

ডঃ সেন বলেন, মুসলিম যুগকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া মারাত্মক ভ্রান্তি হিসেবে চিহ্নিত হবেই। পাঠ্য বইতে মিথ্যাচারের বদলে সত্য কথাই লেখা থাকা উচিৎ। আপনি যদি আজ কোন কিছুর দিকে তাকান, যেমন চিত্রকলা, সংগীত, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস তাহলে দেখবেন, মুসলিম বিদ্বান, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের অবদানের ঐশ্বর্য ভারতীয় সভ্যতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। যে কোন একটি যুগের ইতিহাসকে মুসলিম ও হিন্দু কর্মকান্ডে বিভক্ত করা ঠিক নয়। ঐ সব যুগ ছিল আন্তঃসম্পর্কের। বস্তুতঃ শিল্প ও মননশী চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন, হিন্দু এবং মুসলিম ক্রিয়াবাদী, শিল্পী ও বিদ্বান জনগণ পাশাপাশি কাজ করেছেন এবং নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করেছেন।

অমত্যসেনদের কথা কি দুর্যোধনরা শুনবে?

www.pathagar.com

গুজরাট হত্যাকান্ড সম্পর্কে মানবাধিকার সংগঠনসমূহ

গুজরাটে মুসলিম গণত্যাকে আভ্যন্তরীন ব্যাপার বলায় সাধারণ মুসলিম ও খৃষ্টান মানবাধিকার সংগঠগুলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে। তাদের মতে গুজরাটে শত শত মহিলাকে গণধর্ষণ ও হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু-যুবককে হত্যার মত ঘৃন্য অপরাধ বিনা চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দেয়া যায় না। গুজরাটে জাতিসংঘ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে বলে উল্লেখ করে এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনগুলো জানায়, ভারত বা জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো গুজরাট গণহত্যার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। নিখিল ভারত মুসলিম মজলিশ-ই-বুশাওয়ারাত, নিখিল ভারত ক্যাথলিক ইউনিয়ন ও নিখিল ভারত ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল এক যৌথ বিবৃতিতে আর উল্লেখ করে, ইতিহাসে দেখা যায, ভারতের হস্তক্ষেপের কারণে বহুদেশে এ ধরনের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। সংগঠনগুলো গুজরাট গণহত্যার জন্য দায়ী উগ্রপন্থী হিন্দু গ্রুপ গুলোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক তদন্তের আহবান জানিয়ে বলেছে, এদের অপকীর্তি ভারতের সংখ্যালঘু ও সিভিল সমাজকেই বিপন্ন করছেনা , বিশ্ব শান্তিকেও হুমকির সম্মুখীন করেছে।

প্রখ্যাত ভারতীয় কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার লেখেন, আমি দেখছি আমলা ও পুলিশ সাম্প্রদায়িকতা দোষ দুষ্ট। অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরে প্রশাসন যন্ত্রের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের প্রমাণ দেখা যায়। এসবে মনে হয় দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা না রাখার জন্য প্রশাসনকে অলিখিত নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অনেক আগেই বরখাস্ত করা উচিত ছিল। দাঙ্গার ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত এক সদস্য কমিশনকে একজন সুপ্রিম কোর্ট জর্জের নেতৃত্বে তিন সদস্য প্যানেল সম্প্রসারণের জন্য আমি সুপারিশ করেছি। আমি বলেছি গুজরাটে রাজ্যের লোকদের ওপর দায়িত্ব দিলে হবে না।

www.pathagar.com

সিবিআই'র ওপর তদন্তের ভার দিতে হবে। পরিতাপের বিষয় যে, সরকার অদ্যাবধি ক্ষয়ক্ষতির একটা জরিপ পর্যন্ত করেনি।

নায়ার প্রশ্ন করেন, এখানে একটা বড় প্রশ্ন রয়েছে, আমরা কি একটা দাঙ্গা থেকে আর একটা দাঙ্গার দিকে চলেছি?

জনাব আমরা পেয়ে গেছি। গুজরাটের নতুন করে দাঙ্গায় যে ২১ জন নিহত হয়েছে তার ৯ জনকে পুলিশ পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ পাওা গেছে। এরা সবাই মুসলমান। এদের মধ্যে এক পিতা ও তার মেয়েও রয়েছে। পুলিশ এদের সবার মাথায় গুলী করে হত্যা করে।

প্রতিরক্ষমন্ত্রী ফার্নান্দেজের নেতৃত্বে রাজ্যের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্যোগে কথিত একটি শান্তি মিছিলের দিনও ৯জন নিহত ও মুসলমানদের বহুঘর-বাড়ী ও দোকানপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

বৃটেনে বসবাসরত গুজরাটি সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতরা ফিলিস্তিনের জেনিনে গণহত্যার বিষয় তদন্তের জন্য যে ধরণের জাতিসংঘ তথ্যানুসন্ধানে মিশন পাঠানো হচ্ছে অনুরূপ মিশন গুজরাটেও পাঠানোর বিষয়টিকে সমর্থন জানানোর জন্য বৃটিশ সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যাক ষ্ট্র'র পুরানো ও ঘনিষ্ট গুজরাটি বন্ধু লর্ড এডাম প্যাটেল লন্ডনে চারশ' লোকের এক সম্মেলনে প্রকাশ্যেই এই দাবী জানান। সম্মেলনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। লর্ড প্যাটেল (দি সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া) পত্রিকাকে জানান, আমরা বৃটিশ সরকারকে যা বলছি তা হচ্ছে, মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ব্যাপারে তদন্ত করা, যা ভারত সরকারের নিজ উদ্যোগেই করা উচিত ছিল।

দিল্লীর বৃটিশ হাই কমিশন গুজরাটের সাম্প্রদয়িক দাঙ্গাকে পরিকল্পিত বলে উল্লেখ করেছে। ভারতের ইংরেজী দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস্ এর রিপোর্টে বলা হয়, দিল্লীর বৃটিশ হাইকমিশনের কূটনীতিকরা গুজরাটের যে সব এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে যেগুলো পরিদর্শন করে এসে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত

www.pathagar.com

করেছেন। রিপোর্টটি লন্ডনে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরে দেয়া হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গুজরাটের মুসিলম অধ্যুষিত এলাকা থেকে মুসলিম প্রভাব হ্রাসের জন্যই ঐ হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানো হয়।

ভারতের প্রশাসনিক সার্ভিসের এক কর্মকর্তা হর্ষ মানদেব লেখেন, নিরীহ নাগরিকদের আশ্রয় ও ত্রান দেয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো রাজ্যের। অথচ আশ্রয় শিবিরের পরিচালনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তাদের কোথাও দেখা যায়নি।

হর্ষ মানদেব লেখেন, গুজরাটে হত্যাকারী উন্মত্ত জনতা আমার কাছ থেকে অনেক কিছুই ছিনিয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো সঙ্গীত। যা আমি প্রায়ই গর্ব ও আস্থার সাথে গাই। ঐ গানটির কথাগুলো হলো: সারে জাঁহা ছে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা...

এই গানটি আর কখনো আমি গাইতে পারবো না।

বাজপেয়ী গোয়াতে বিজেপি সম্মেলনে বলেন, মুসলমানরা গোঁড়া ও চরমপন্থী। তিনি তার ভাষণে হিন্দুদেরকে সহনশীল ও অন্য ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করে না, বলেও মন্তব্য করেন। এ মন্তব্যে বোঝা যায় বাজপেয়ীর সায় না থাকলে গুজরাটের এত বড় সন্ত্রাস হতে পারেনা। বসনিয়ার স্রেবেনিসার চেয়েও জঘন্য ঘটনার জন্য ভারতের মৌলবাদী সংঘ পরিবার সম্পূর্ণভাবে দায়ী। পিটিআই জানায় যে, ভারতীয় মুসলমানদের সংগঠন কওমী ফাউন্ডেশন গোধরা হত্যাকান্ডের জন্য সংঘ পরিবারকে দায়ী করেছে। এই হত্যাকান্ড সংঘ পরিবারের পরিকল্পিত বলে ঐ ফাউন্ডেশনের উল্লেখ করে।

লন্ডনে কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ান মুসলিম (ইউকে)-এর এক বিবৃতিতে বলা হয়, গুজরাটের ব্যর্থতার দায়ে শুধু মোদি নয়, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও মামলা করার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। ভারতের একটি নেতৃস্থানীয় বেসরকারী সংস্থা গুজরাটের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সরকারের হাত ছিল বলে অভিযোগ করেছে। কম্যুনালিজম কমব্যাট নামক এক সংস্থা দাবী করেছে যে, পশ্চিমাঞ্চলীয় গুজরাট রাজ্যে সরকারের ইন্ধনেই যে ঐ দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে

www.pathagar.com

সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণপঞ্জী তাদের হাতে রয়েছে। সংস্থাটি জানায়, তাদের কাছে এ বিষয়ে যে সব তথ্য প্রমাণ রয়েছে সেগুলো সমন্বয়ে ১৫০ পৃষ্টার একটি প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে এবং (গণহত্যা ২০০২) শিরোনামে প্রণীত ঐ প্রতিবেদনটি নয়াদিল্লীতে প্রকাশ করা হয়েছে। এই দলিলটিতে প্রধানত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

ঐ সংস্থার অন্যতম সদস্য তিস্তা সেতলবাদ বিবিসিকে জানান উগ্র হিন্দুরা ঐ রাজ্যে পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী দফতরকে ঐ দাঙ্গায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের প্ররোচনা বা প্রভাবে দাঙ্গা দমনে তেমন কোন পালন করেন নি। বরং রাজ্য সরকার ঐ দাঙ্গায় স্পষ্টতঃই পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করে। মিসেস তিস্তা আরো বলেন, ঐ ট্রেনে হামলার পর যখন উগ্রবাদী হিন্দুরা প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে মুসলমান মেয়েদেরকে ধর্ষণ করতে ও মুসলমানদের হত্যা করতে হিন্দুদের প্রতি প্রকাশ্য আহবান জানাচ্ছিল তখন পুলিশরা ছিল একেবারেই নির্বিকার। দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব পুলিশ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই এড়িয়ে যায়।

সংস্থার প্রতিবেদনে আরো বলা যায় যে, দাঙ্গার পর জীবিতদেরকে দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কোন মামলা পর্যন্ত দায়ের করতে দেয়া হয়নি। এসব ক্ষেত্রে পুলিশ দাঙ্গাবাজদের সনাক্ত করতে পেরে থাকলে তাদের নাম ঠিকানা যাতে এজাহার অন্তর্ভূক্ত না হয় সেজন্য এজাহারকারীদের প্রথমেই ভয়ভীতি দেখায়। পুলিশকে কর্তৃপক্ষ প্রথমেই এই কথা জানিয়ে দেয় যে, আতংক গ্রস্থ হয়ে কেউ পুলিশের সাহায্য চাইলে তাদের সে ডাকে যেন খুব বেশী সাড়া দেয়া না হয়। পাঁচ হাজার থেকে পনেরো হাজার সশস্ত্র লোক যা করতে চায়, তাদেরকে সেটা করার ব্যাপারে যেন কেউ কোন অভিযান দায়ের না করতে সেদিকেও পুলিশকে নজর রাখতে বলা হয়।

দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম বোখারী ভারতে মুসলমানদের উপর দোষারোপের প্রতিবাদে জুমার খুতবায় বলেন, নেপালে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে কে? শ্রীলংকায় সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে কে? হিন্দুরাই তা করছে।

www.pathagar.com

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ-সভাপতি গিরিরাজ কিশোর সাংবাদিকদের বলেন, অনেক আগেই বাজপেয়ী সরকারের উচিত ছিল জামে মসজিদের শাহী ইমামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া। তিনি বলেন, এই প্রথম গোধরার ঘটনার পর হিন্দুরা প্রতিক্রিয়া দেখাতে সফল হয়েছে। তাই এ ঘটনা ঐতিহাসিক। জম্মু-কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রী নগরের প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে কুল্লার গ্রামে বিএসএফ এর সদস্যরা সতর বছরের একজন মুসলিম তরুণীকে ধর্ষণ করে।

গ্রামবাসীরা জানায়, বিএসএফ এর চারজন সদস্য ইসলামী গেরিলাদের ধরার অভিযানের কথা বলে গ্রামে প্রবেশ করে। নির্যাতিতা তরুণীর বোন গুলশান বানো শ্রীনগরের এপি'র ফটোগ্রাফারকে জানান, তারা সকলের সামনে তাকে ধর্ষণ করে। গুজরাটের মুসলিম নারী ধর্ষণ, সুদূর কাশ্মীরেও একই। সমগ্র ভারতে মুসলমানরা অগ্নিকুন্ডের মধ্যে বাস করছে। তবুও বুশ প্রশাসন ভারতে কোন সন্ত্রাস চোখে দেখছে না। হায় মানবাধিকার! হায় বিশ্বের তথাকথিক বৃহৎ দুই গণতন্ত্র! গণতন্ত্র কি সংখ্যালঘুদের উপরে সন্ত্রাস চালানোকে সায় দেয়?

www.pathagar.com

আরো মুসলিম দলন

ভারতের সংখ্যালঘু দলন এক 'ক্রনিক' ব্যধি। বর্নাশ্রমের ভিত্তিতে গড়া ভারতীয় সমাজ খুবই হিংস্র। মানবীয় মূল্যবোধ সেখানে নেই।

গুজরাটে হাজার হাজার মুসলমান হত্যার পর কুচবিহারে মুসলমানদের বাড়ীঘরে হামলা হয়েছে। ফলে প্রাণের ভয়ে অনেকে বাংলাদেশের আশ্রয় নিয়েছে। কুচবিহারের সীমান্তবর্তী ভারতীয় সাহেবগঞ্জ এলাকার হিন্দুদের হামলা ও নির্যাতনে টিকতে না পেরে প্রায় একশ মুসলমান প্রাণের ভরে এসেছে। কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গমারী উপজেলাধীন পাথর ডুবী গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে গুজরাট থেকে পালিয়ে কিছু মুসলমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এসেছে। আমাদের কলাম লেখকরা কি এসব ঘটনার খবর রাখেন, না চোখ বন্ধ করে আছেন? কেন এসব হচ্ছে। হবেই তো। ভারতের নেতা বাপপেয়ী বিজেপি নির্বাহী পরিষদের সভায় বলেন, 'ইসলামের এক সংস্করণ ভালবাসা শান্তি ও দয়া শিক্ষা দেয়।... আজকে ইসলামকে জঙ্গীবাদ ও জিহাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর বিশ্বকে এর অধীনে আনতে সচেষ্ট এরা, এটা কি কোন নেতার কথা হলো? বাজপেয়ীকে এত দিন মডারেট বলা হচ্ছিল। ভিতরে তিনি যে কট্টর মৌলবাদী তাই প্রমাণিত হয়েছে। মুসলমানরা বিশ্বকে কি অধীনে আনবে, গুজরাট, ফিলিস্তিনে, চেচনিয়ায়, ফিলিপাইন, বসনিয়া- সর্বত্রই তারা উৎখাত হচ্ছে। কাজেই বাজপেয়ীর মত নেতার এই সব মিথ্যাচারই পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।

ভারতের প্রখ্যাত কলাম লেখক কুলদীপ নায়ার লেখেন, আদভানীর রথ যাত্রা হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়িক মূলে কুঠারাঘাত করলো। সারাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসার আভা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আদভানির রথযাত্রার ফলে ব্যাপক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূচনা হলেও তেমনটি দেশ বিভাগের পর আর কখনও ঘটেনি।

www.pathagar.com

নায়ার লেখেন, "ভারতের আগামী দিনের চেহারাটা যদি গুজরাটের মত হয় তাহলে সেখানে ভিন্ন দেশ গড়ে উঠবে। গুজরাটে গান্ধী আশ্রম পর্যন্ত নিরাপদ জায়গা নয়। ওখানে বসেও শান্তি বৈঠক করা যায় না। শান্তিকর্মীদের কে সেখানে ও মৃত্যুর হুমকি দেয়া হয়। মহীয়সী রমনী মল্লিকা সারা ভাইকেও নিজের বাড়ী অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে। তিনি মুসলিম শরনার্থী শিবিরে ত্রাণ করছিলেন বলে তার বাড়িতে ইটপাটকেল মারা হয়েছে।"

নায়ার লেখেন, "ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কোন দমনমূলক ব্যবস্থা নেয়া হল না। আমি এতে বিস্মিত হয়েছি। বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বাজরাং দলের সাথে তালেবানদের কোন পার্থক্য নেই। যুক্তরাষ্ট্রের হামলা করার পর তালেবানদের পশ্চাদমুখীনতা ও সহিংসার বিরুদ্ধে সারাবিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে। গুজরাটের বর্বরতা ও নৃশংসা হত্যাকান্ডের বিরদ্ধেও ভার ত তেমনি জেগে উঠেছে। তালেবানরা ইসলামকে বিকৃত করেছে। আর এসএস বার বার কলঙ্কিত করেছে হিন্দুবাদকে। লোক সভায় সোনিয়া গান্ধী অভিযোগ করেন, শত শত মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অথচ পুলিশ মাত্র একটি ধর্ষণ মামলা নথিভূক্ত করেছে।

কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠক কেন্দ্রীয় সরকার ও মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অভিনেত্রী শাবানা আজমী ও তাঁর স্বামী কবি জাভেদ আখতার। শাবান আজমী বলেন, গুজরাটে যে হত্যালীলা চলছে, সরকার তাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বললেও প্রত্যক্ষদর্শীদের মতো তা রীতিমত পরিকল্পিত। তিনি বলেন, গুজরাটে সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে নির্বিচারে অত্যাচার। এমনকি মহিলা শিশুরাও ধর্মান্ধ মানুষের পাশবিকতার শিকার হচ্ছেন। আর তাদের রক্ষা করা তো দূরে থাক, তাদের ইন্ধন যোগাচ্ছে গুজরাট সরকার। এই অভিযোগ করেন শাবানা আজমী। জাভেদ আখতারও কেন্দ্রীয় সরকার ও গুজরাট সরকারের কড়া সমালোচা করেন। শাবানা-জাভেদের আরও অভিযোগঃ ক্ষতিপূরণের বৈষম্যও আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছে সরকারকে মনোভাব। গুজরাটে গোধারাতে মৃতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে দুলাখ টাকা। সেখানে গুজরাটের পরবর্তীতে মৃতের পরিবাররা পাচ্ছে এক লাখ টাকা।

www.pathagar.com

নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার গ্রুপ হিউমান রাইটস ওয়াচ বলে, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় গুজরাট রাজ্যে শত শত মুসলমান হত্যার সঙ্গে ক্ষমতাসীন বিজেপি'র সদস্যরা সরাসরি জড়িত ছিল। এ হত্যাকান্ড পূর্ব পরিকল্পিত এবং তা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। মানবাধিকার গ্রুপটি জানায়, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন গুজরাটের রাজ্য সরকার দুই মাসব্যাপী সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় তাদের ভূমিকা গোপন রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক শঠতার আশ্রয় নিয়েছিল।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র গবেষক স্মিতা নারুলা তার ৭৫ পৃষ্টার রিপোর্টে বলেছেন, গুজরাটে যা ঘটেছিল সেটি কোন স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ ছিল না। এটি ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পিত হামলা। তিনি বলেন, পুলিশ ও রাজ্য সরকারের কর্মকর্তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সহ আগেভাগেই এই হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

মানবাধিকার গ্রুপ জানায়, মুসলমানদের রক্ষা করতে ইচ্ছুক কর্মকর্তাদের তাদের কর্মস্থলে থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে কিছু পুলিশ দিশেহারা লোকদের সরাসরি ঘাতকদের হাতে তুলে দেয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ২ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত ভয়াবহ দাঙ্গার সময় হাজার হাজার গেরুয়া বসনধারী কট্টরপন্থী হিন্দু ভোটার তালিকা এবং স্থানীয় পৌরকার্যালয় থেকে সংগৃহীত মুসলমান মালিকানাধীন সম্পত্তির ঠিকানা নিয়ে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মানবাধিকার গ্রুপটি বলেছে, গুজরাটের আশেপাশে গণকবরে সন্ধানে পাওয়া গেছে এবং মৃতের সংখ্যা কমছে কম দুই হাজার হবে। নিহত মহিলাদের কারও মাথা ছিল না, কারও হাত ছিল না, কেউ পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছিল।

প্যারিসভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা গুজরাট রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে বলেছে, পুলিশ এসময়ে সহিংসতার শিকার মুসলমানদের রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। উক্ত সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহের উদ্বৃত্তি দিয়ে জানিয়েছে সরকারী

www.pathagar.com

হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৯০০ বলা হলেও তা প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ফেডারেশন (এফআইডিএইচ) রাজ্যে সহিংসতায় পুলিশ ও অন্যান্য রাজ্য সংস্থাসমূহের ভূমিকা প্রশ্নে তদন্তের জন্য আহমেবাদে একটি মিশন পাঠিয়েছিল। এই মিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে উক্ত সংস্থা এ বক্তব্য দিয়েছে।

এফ আই ডি এইচ জানায়, এ সময় মুসলমানদের বাড়ীঘর ও দোকানপাট হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়। গুজরাট সরকার এ ব্যাপারে দায়িত্ব এড়াতে পারে না। উক্ত সংস্থা বলে, এসব হামলা কালে পুলিশ হামলাকারীদের সাহায্য মর্মে ভুরি ভুরি প্রমানাদি পাওয়া গেছে। বহু সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, সন্ত্রাসকারীদের গ্রেফতার না করার জন্য তাদের উপর প্রচন্ড রাজনৈতিক চাপ ছিল। এফআইডিএইচ বলেছে, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর বিজেপি এবং তার সহযোগী উগ্র ধর্মীয় সংগঠনগুলো সহিংসতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। উক্ত গ্রুপ এ বিষয়ে এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনকে সীমিত ক্ষমতা প্রদানের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

ভারতে বৃটিশ হাইকমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গুজরাটের সাম্প্রতিক ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং এই দাঙ্গায় গুজরাট সরকারের সমর্থন ছিল। খবর বিবিসি ইন্টারনেটের।

ভারতের কর্মরত বৃটিশ হাইকমিশন কর্মকর্তাদের তৈরী করা গোপন রিপোর্টে আরও বলা হয় গুজরাটের মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা এথনিক ক্লিনজিং বা জাতিগত শুদ্ধ অভিযান চালানো হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমতায় রেখে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আর আপোষ-রফা সম্ভব নয় বলেও এই রিপোর্টে বলা হয়েছে।

ভারতে কর্মরত বৃটিশ কর্মকর্তারা তদন্ত করে এই প্রতিবেদন তৈরী করেন। রিপোর্টে বলা হয়, গুজরাটের সাম্প্রদায়িক বর্বরতা কোন ঘটনার তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ঘটেনি বরং এটা ছিল পরিকল্পিত। সম্ভবত কয়েক মাস আগেই ঐ ঘটনার নীল-নকশা করা হয়েছিল। রাজ্যে সরকারের সমর্থনে একটি চরমপন্থী হিন্দু দল এই নীল নকশা করেছিল।

www.pathagar.com

রিপোর্টে আরও বলা হয়, এই নীল নকশার লক্ষ্য ছিল হিন্দু এলাকাগুলো থেকে মুসলমানদের জোর-জবরদস্তি ও সহিংসতা দিয়ে উচ্ছেদ করা। এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় থাকাকালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আপোষ সম্ভব নয়। বৃটিশ রিপোর্টে বলা হয়। এই দাঙ্গায় কম করে হলেও দুই হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছেন। এদের বেশীর ভাগই মুসলমান। গুজরাটে যখন বেপরোয়া মুসলিম হত্যা চলছে ঠিক সে সময় রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজী পত্রে উসকানিমূলক প্যাসেজ ও প্রশ্ন দেখে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছেন। এশিয়ান এজ পত্রিকার খবরে প্রকাশ চূড়ান্ত পরীক্ষার ইংরেজী প্রশ্নপত্রের একটি প্রশ্নে নাৎসীবাদ সংক্রান্ত চারটি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদকে একটি বাক্যে রূপান্তরিত করতে বলা হয়।

অনুচ্ছেদটি হচ্ছে– দুটো সমাধানের একটি হচ্ছে নাৎসী সমাধান। তুমি যদি কোন জনগোষ্ঠীকে পছন্দ না কর তাহলে তাদেরকে হত্যা কর, নিশ্চিহ্ন করে দাও। তারপর সদম্ভ পদচারণা করে এবং জগদ্বাসীকে জানিয়ে দাও যে, তুমিই শ্রেষ্ঠ, তোমার উপর কেউ নেই। অপর একটি প্রশ্নে পরীক্ষার্থীদের 'ইফ' শব্দটি বাদ দিয়ে একটি সংশোধিত বাক্য লিখতে বলা হয়। বাক্যটি হচ্ছে "ইফ ইউ ডন্ড পিপল, কিল দেম"।

www.pathagar.com

সংখ্যালঘু ও হক কথা

ভারতীয় খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক সেমত্র ঘোষ তেহরান রেডিওকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমি কোলকাতায় বসেই বুঝতে পারছিলাম যে, গুজরাটে একটা তান্ডব চলছে। নিহতের সংখ্যা পাঁচ কেন আমার নিচের ধারণা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী। পাঁচের চেয়ে যদি অনেক বেশীও হয় আমি অন্ত তঃ অবাক হব না। সুতরাং একটা কথা পরিষ্কার সেটা হচ্ছে যে, নিহতের সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে। এটা ঠিক দাঙ্গা নয়, এটা গণহত্যা। একতরফা ভাবে একটা কমিউনিটিকে শেষ করার জন্য ভদ্রালোকের সামনে তার গর্ভবর্তী মেয়েকে তলোয়ার দিয়ে তার পেট কেটে বাচ্চা বের করে এবং দুজনকেই আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ওখানকার নামকরা সেভেনটিনথ সেনচুরির কবি ওয়ালী গুজরাটির তিন শো বছরের পুরনো মাজার মাটির সাথে পুরো মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় মাদ্রাসা বলুন, মক্তব বলুন, মসজিদ বলুন এরকম ২৫০টা ধ্বংস দেয়া হয়েছে।

সৌমিত্র ঘোষ বলেন, মেয়েরা হাতে-পায়ে ধরছে, পুলিশকে বলছে যে, আমাদেরকে বাঁচান, আমাদের তো ধর্ষণ করবে। ওরা বলছে যে, তোমাদেরকে মরতেই হবে। এখন সারা পৃথিবীকেই বলা উচিত যে, এটা একটা গণহত্যা। পুলিশ পুরোপুরি হতাকারীদের সঙ্গে ছিল এবং ওখানে একটা শ্লোগান খুব জনপ্রিয় করে দিয়েছিল সংঘ পরিবার বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সেটা হচ্ছে যে, "ইয়ে অন্দর কি বাত হায়, পুলিশ হামারা সাথ হায়।" আমি আরেকটু স্পেসিফিক বলব, যেমন-আমি নিজে একটা গোপপ পুলিশ রিপোর্ট নিয়ে এসেছি। সেটা হল ৯৯-তে পুলিশকে ইনফর্ম করা হয়েছে, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক আছে তারা কি করে, কোন স্কুলে পড়ে, তাদের ছেলে মেয়েরা কোন কলেজ থেকে পাশ করেছে কি চাকরি করে, যাবতীয় তথ্য নেয়ার জন্য, সেটা তার করেছে। এটা দাঙ্গা নয়, একতরফাভাবে মারা হচ্ছে, এটা গণহত্যা।

www.pathagar.com

রেডিও তেহরান প্রশ্ন করে, আপনার সাথে কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবীও গিয়েছিলেন। ওনার প্রতিক্রিয়া কি রকম? সৌমিত্র ঘোষ জবাবে বলেন, তিনি বলেছেন যে, এ বয়সে এসব সহ্য করা বড় কঠিন।

অনেক পরিবারে ২/১ টি শিশু ব্যতীত আর কেউই বেঁচে নেই। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদেরও হত্যা করা হচ্ছে ত্রিশূলের আগায় গেঁথে। পেট থেকে শিশু বের করে লোহার শিকে গেঁথে পোড়ানোর নজির ও রয়েছে। শিশু ত্রাণ শিবিরসমূহে আশ্রয় নিয়েছে ৪২ হাজারেরও বেশী শিশু, যাদের ৮০% ই এতিম।

নারোদা পাত্তিয়ার হোসেননগরের সায়রা বানু বলেন, পুলিশ উশৃঙ্খল হিন্দুদের বদলে প্রাণভয়ে পলায়নপর মুসলমানদের ওপরই বেপরোয়া গুলী চালিয়ে ছিলো। আমার স্বামীকেও আমি পুলিশের গুলীতে মরতে দেখলাম।

'সেহেলী' নামে একটি মহিলা সংগঠনের প্রধান লক্ষ্মী মূর্তি লিখেছেন সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো দাঙ্গার পক্ষে ভারতের নারীরাও রাজপথে নেমে এসেছেন। আরো বেশী মুসলমানকে হত্যাও আরো বেশী মুসলিম নারী ধর্ষণ না করায় ক্ষদ্ধ হিন্দু নারীরা আরএসএস ও কর সেবকদের অফিসে অফিসে চুড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বলছেন, তোমরা মেয়ে মানুষেরও অধম, তোমাদের পৌরুষ বলে কিছু নেই। নারীরাই পুরুষদের বলছেন, "যাও আরো মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করো।" নৈতিকতার সবরেখা এখন মুছে গেছে। নির্বিচারে মুসলিম হত্যায় অংশ নেওয়া এখন সর্বব্যাপী। মুসলিম নিধন ও মুসলিম নারী ধর্ষণ এখন দেশপ্রেম ও পৌরুষের কাজ।

ভারতের 'আউটলুক' পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী বজরং দলের সহ সভাপতি বলেছেন, গুজরাটের যা ঘটলো ও ঘটছে তাতে অন্যায় বা অন্যায় কিছু নেই। মুসলমানদের ঠান্ডা করতে পারায় আমাদের মনও অনেকটা ঠান্ডা হলো।

"গড অব স্মল থিংস" এর বিশ্ব নন্দিতা লেখিকা অরুন্ধতী রায় লিখেছেন, ভারতে এখন যা ঘটছে তা বিশুদ্ধ ভারতীয় ফ্যাসবাদ। কারণ, ফ্যাসিবাদের মূল কথাই হলো, ইফ ইউ ডন্ট লাইক সাম পিপল, কিল দেম অর্থাৎ যদি কোন জনগোষ্ঠীকে পছন্দ না করো, তাহলে তাদেরকে হত্যা করো।

www.pathagar.com

ভারতের মানাধিকার সংস্থা কম্যুনালিজম কমব্যাট গুজরাটের একটি ত্রাণশিবির থেকে ১১ বছরের বেঁচে যাওয়া ছেলে সহ চল্লিশ জন বেঁচে যাওয়া লোককে নিয়ে আসে সেখানকার নির্মমতা সম্পর্কে দেশের মানুষকে অবহিত করার জন্য। রাজার মা ও বোনকে উগ্র হিন্দুরা প্রথমে ছুরিকাঘাতে আতে অস্ত্রে আঘাত করার পর জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।

বাবা ও ভাইসহ পাঁচজন আত্মীয়কে হারানোর বেদনায় অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে ইব্রাহীম ভাই গানচি নামের একজন সাবেক সৈনিক ক্রোধের সাথে বলে, "শক্তি থাকলে আমি মোদীকে শেষ করে দিতাম। আমার পরিবারের যে অবস্থা করেছে আমিও তার পরিবারকে সে অবস্থা করতাম"। তিনি বলেন, আমি সতের বছর সৈনিকের চাকুরী করেছি।

কম্যুনালিজম কমব্যাট বলে, এই ঘটনায় মুসলমানদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সাড়ে তিন হাজার কোটি রুপী। সরকারও বিজেপি সমর্থকরা দুইশত সত্তরটি মসজিদ ও অন্যান্য ইসলামিক স্থাপনার ক্ষতি করে। গুজরাটে সহিংসতার যে ঝড় বয়ে যায় গণহত্যার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এর নৃশংসতা ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ এর দাঙ্গাকেও হার মানায়। এই রিপোর্টে ঘাকতদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর এস এস), বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই চারটি দরকে একত্রে বলা হয় সংঘ পরিবার।

মানবাধিকার সংগঠনটি লেখে, ধর্ষণ সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে একটি সম্প্রদায়কে অপমান ও দমিয়ে রাখার অস্ত্র হিসেবে। আহমেদাবাদে মাত্র দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। আবার এ দু'জনই মুসলমান।

'কম্যুনালিজম কমব্যাট' তাদের রিপোর্টে সংঘ পরিবারের সাথে যুক্ত পুলিশ অফিসারদের নাম উল্লেখ করে, যারা সক্রিয়ভাবে মুসলিম নিধনে অংশ নেয়। এতে বলা হয় রাজ্য পুলিশের একটি গ্রুপ ভয়ংকার মুসলিম বিদ্বেষী। তারা যে সব মুসলমান পালিয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে পালাতে না দিয়ে ঘাতকদের সামনে ঠেলে দেয়। গুজরাটের পঞ্চ মহলের জেলা কালেক্টর বললেন, জেলার আইন-শৃংখলা দেখাই তাদের দায়িত্ব। কোন মহিলা ধর্ষণের শিকার হল কিনা তা

www.pathagar.com

অনুসন্ধান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ তার ভাষ্য অনুযায়ী মুসলিম নারী ধর্ষণের ঘটনা আইন-শৃংখলার পর্যায়ে পড়ে না।

পঞ্চমহল জেলায় উদ্ধার শিবিরে ভিডিও ধারণাকৃত একটি ছবিতে দেখা যায়, একজন মুসলমান ব্যক্তির ভস্মীভূত বাড়ীর দেয়ালে লেখা রয়েছে এই শ্লোগান :"মুসলমানরা ভারত ছাড়ো নইলে তোমাদের মা-বোনদের ধর্ষণ করা হবে।"

আহমেদাবাদের নারোদা পাটিয়ার শাহে আলম উদ্বাস্ত শিবিরে আশ্রিতা কুলসুম বিবি সাক্ষ্যে বলেন, প্রাণ নিয়ে পালানোর সময় আমরা ৮ ে থেকে ১০টি ধর্ষনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। কুলসুম বিবি জানান, রাস্তার উপর মেহেরুন্নেসা নামের ১৬ বছর বয়সী এক তরুণীকে উলঙ্গ করে ফেলা হয়। এরপর লম্পট দাঙ্গাবাজরা নিজেরাও সবাই নগ্ন হয় এবং রাস্তার উপর প্রকাশ্যে মেহেরুন্নেসাসহ কয়েকজন মেয়েকে ধর্ষণ করে। এসময় এক সমবয়সী মেয়ের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা হয় এবং সবশেষে আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া ঘটনার সকল প্রমাণ।

আশ্রয় শিবিরে ১৩ বছর বযস্ক আজাহার উদ্দিন তার সাক্ষ্যে বলেছে, হোসেন নগরের ১৩ বছর বয়স্কা বালিকা ফারজানাকে ধর্ষনের পর তার পেটে রড ঢুকিয়ে দেয় এবং পরে তাকে আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আজাহার উদ্দিন জানিয়েছে যে, সে রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্মচারী ভবানী সিংহকে এক বালকসহ ৬জন মুসলমানকে হত্যা করতে দেখেছে।

আবদুল ওসমান নামক এক আশ্রিত তার সাক্ষ্যে বলেছেন, একদিন সন্ধ্যার দিকে ছরা নগর এবং কুবের থেকে আসা একদল দাঙ্গাবাজ উগ্র হিন্দু ৬ জন মুসলমানকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। এরপর তারা সেখানে বসবাসকারী সকল মুসলিম মেয়েকে উলঙ্গ করে। এদের হতভাগ্য আবদুল ওসমানের ২২ বছর বয়স্কা বড় মেয়েটিও ছিল। যার বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এই মেয়েটিকে অন্য মেয়েদের সাথে ধর্ষনের পর অগ্নিদগ্ধ করা হয়। এরপর তার মৃত্যু হয় হাসপাতালে। শরীরের বেশীরভাগ পুড়ে যাওয়া মেয়েটি হাসপাতালে মৃত্যুর আগে তার পিতাকে ধর্ষকদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে, ধর্ষকরা সবাই ছিল হাফট্যান্ট পরা। আবদুল ওসমান জানান, লম্পট হিন্দু দাঙ্গাবাজ তার স্ত্রীসহ পরিবারের সাতজনকে নৃশংসভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে।

www.pathagar.com

পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যা

গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার বিরুদ্ধে একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া আর মুসলিম দেশ এমন কি মুসলিম দেশগুলোর সংস্থা ওআইসি পর্যন্ত লজ্জাকর নীরবতা পালন করে। বিশ্বের পঞ্চাশটিরও বেশী মুসলিম দেশ গুজরাটের এই অমানবিক গণহত্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চিহ্নিত করে।

গুজরাটের ঘটনা যে পূর্ব পরিকল্পিত তার প্রমাণ দিতে গিয়ে ভারতীয় লেখিকা অরুন্ধতী রায় বলেছেন, গুজরাটে হিন্দু দাঙ্গাকারীরা মুসলমানদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো উড়িয়ে দেয়ার জন্য কয়েক ট্রাক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করে। এই সিলিন্ডারগুলো তারা দাঙ্গা শুরু করার কয়েক সপ্তাহ আগেই মজুদ করে রেখেছিল। গুজরাটের মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলোর পৃথক প্রতিবাদের পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নও নিজস্ব উদ্যোগে এই এলাকায় তথ্য অনুসন্ধান মিশন পাঠায়। এই মিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তীতে গুজরাটে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ঘোষণাও গৃহীত হয়, যাতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি ও বেলজিয়ামসহ ইউনিয়ানেরই ১৫টি সদস্যদেশই স্বাক্ষর করে। কিন্তু অনুরূপ কোন উদ্যোগ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসি'র পক্ষ থেকে নেয়া হয়নি। এমনকি নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরাও গুজরাট হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে উল্লেখযোগ্য কোন বিবৃতি দেননি। অথচ সেখানকার ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতরা পৃথক পৃথকভাবে ঘটনার নিন্দা করে মুসলমানদের জানমাল রক্ষার আহবান জানিয়েছেন। গুজরাটের গণহত্যার ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গুজরাটের হত্যাকান্ডের সাথে ঘৃনিত বর্ণবাদী নির্মূল কর্মকান্ডের মিল রয়েছে। ১৯৩০ সালে জার্মানীতে

www.pathagar.com

পরিচালিত বর্ণবাদী হামলা এর সমপর্যায়ভূক্ত বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে এমন সত্যও প্রকাশিত হয়েছে যে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য চরমপন্থী উগ্র হিন্দু দলগুলোর যোগসাজশে গুজরাটে গণহত্যা চালানো হয়।

ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একীটুমিগুজা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, গুজরাটের দাঙ্গা পরিস্থিতি আমাদের জন্য খুবই উদ্বেগের বিষয়। কিন্তু কোন মুসলিম দেশের কূটনীতিক সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখার জন্য একবারও গুজরাট যাননি এবং তারা তাদের সরকারের জন্য কোন গোপন কিংবা প্রকাশ্য রিপোর্টও প্রস্তুত করেননি। এমনকি, তারা এই অমানবিক বিষয়ে ভারতের কোন মন্ত্রী কিংবা কূটনীতিকের সাথে আলোচনা পর্যন্ত করেননি। অথচ ভারত সফরে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডোনার গুজরাট ইস্যুতে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে। একই ইস্যুতে প্রস্তুত জার্মান রিপোর্ট এই হত্যাকান্ডকে সুনির্দিষ্ট মুসলিম গণহত্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে। রিপোর্টটি 'হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়েছে, গুজরাটে অবস্থিত মুসলমানদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা তৈরী করেছিল উগ্র হিন্দুবাদী দলগুলো এবং সেই তালিকা দেখে সেগুলো ধ্বংস করে দেয়া হয়। এসময় হিন্দুদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও ধ্বংস হয়। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিজেপির আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে মুসলমানদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখছিল। আহমাদাবাদের 'সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ' নামক প্রতিষ্ঠানের ছয়জন প্যানেল সদস্য গুজরাটের গণহত্যা ব্যাপারে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। এই প্যানেলে ছিলেন দিল্লীর 'মুসলিম ওমান্স ফোরাম' এর সৈয়দা হামিদ, বাঙ্গালোরের 'ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব ওম্যান'-এর রুথ মনোরামা, আহমদাবাদের সাহ রোয়ারু এর শেবা জর্জ, তামিলনাড়ুর অ্যাকর্ড-এর মেরি থেকাই কারা এবং দিল্লীর নিরন্তর-এর মালিনী ঘোষ ও স্বাধীন সাংবাদিক ফারাহ নাকভী।

স্থানীয় বিজেপি নেতাদের মধ্যে এমন একজন ঘৃনিত নেত্রী ও রয়েছেন যার বিরুদ্ধে নারোদা পাতিয়া এলাকায় মুসলিম নিধনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগ

www.pathagar.com

রয়েছে এবং এই গণহত্যার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় একটি মামলাও দায়ের হয়েছে। মায়া কদনানী নাম্নী এই মহিলা আবার রাজ্য বিধান সভারও সদস্য।

গুজরাট পরিস্থিতির ভয়াবহতার বিবরণ দিতে গিয়ে তদন্ত প্যানেলের সদস্যরা বলেছেন, তারা সরেজমিনে গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতির পাশবিকতা এবং ব্যাপ্তি দেখে এমন চমকে গিয়েছিলেন যে, অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেননি। তারা বলেছেন, গুজরাটের নৃশংসতা সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় কিছু খবর পাওয়া সত্ত্বেও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তারা একেবারে অপ্রস্তুত এবং বিষন্ন হয়ে যান।

প্যানেলের সদস্যরা লেখেন, গুজরাটে অসহায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সহিংসতা চলছে তার ধরণটা মোটেও স্বতঃস্ফূর্ত নয় অর্থাৎ উগ্র হিন্দুরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই হত্যাকান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েনি বরং এর পেছনে সক্রিয় ছিল একটি সতর্ক পূর্ব পরিকল্পনা সাংগঠনিক সম্পৃক্তি এবং সনাক্ত করে অপকর্ম সম্পাদনের নিখুঁত কার্যক্রমের সমন্বয়।

প্যানেল লেখেন, ঘটনাগুলোর সংখ্যা এবং নিষ্ঠুরতা এত ব্যাপক যে, এ ব্যাপারে আরো কয়েক দফায় তদন্তের প্রয়োজন আছে। যে সব নির্যাতিতা মহিলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের বেশীর ভাগ মহিলা অকল্পনীয় যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে। যেমন সাধারণ ধর্ষণ, গণধর্ষণ, প্রকাশ্যে উলঙ্গ করা, গোপনাঙ্গে নানা জাতীয় বস্তু প্রবেশ করানো এবং দল বেঁধে এক সাথে একাধিক নারী ধর্ষণ ইত্যাদি। উপরন্তু, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণের পর ধর্ষিতা মহিলাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

প্যানেল লেখেন, নির্যাতিতা হবার পর পালিয়ে আসা মহিলারা আশ্রয় শিবির গুলোতে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তারা অনেকেই সেখানে তাদের মৃত প্রায় শিশু-সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার নির্যাতিতাদের আশ্রয় শিবিরগুলোর দিকে নজর দেবার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে।

প্যালেন লিখেন, গুজরাটের গ্রামগুলোতে এবারই প্রথম মুসলিম মহিলারা ব্যাপক হারে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হয়েছে। এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়

www.pathagar.com

যে, গুজরাটের এবারের সহিংসতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভিএইচপি এবং বজরং দল প্রকাশ্যে উস্কানি দিয়েছে এবং কোথাও কোথাও তারা সরাসরি দাঙ্গায় অংশ নিয়েছে। গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত একশ্রেণীর নীতি বিগর্হিত সংবাদপত্র দাঙ্গায় উগ্র হিন্দুদের উস্কানি প্রদানে খুবই বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের বলাৎকারে তাদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনা জঘন্য অপরাধের পর্যায়ে পরে।

ভারতের প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার লিখেন, গুজরাটে সংঘ পরিবার যে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে তাতে জল ঢালার ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। গুজরাটে উদ্বাস্তুরা সরকারের কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে কোন সহায়তাই পাচ্ছে না। আর এসএস মোদিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সম্মত হবে সে কথা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ মোদি সেই ব্যক্তি যিনি আর এসএস-এর সংখ্যালঘু নিমূলকরণ দর্শনটির সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন।

নায়ার লেখেন, গুজরাটে এখন যিনি রাজ্যপাল রয়েছেন তিনিও তো আরএসএম এরই অনুগত লোক। গুজরাট হত্যাযজ্ঞে তিনি মোদিকে সক্রিয়ভাবে মদদ যুগিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির উচিত হবে তাকেও অপসারণ করার জন্য তাগিদ দেয়া। আর কিছু না হোক সিবিআই-এর ওপর গুজরাট হত্যাযজ্ঞের তদন্তের ভার ন্যাস্ত করার জন্য তো অন্ততঃ রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ রাজ্য সরকার যে তদন্ত করছে সেটা একেবারেই উদ্দেশ্যহীন এবং লোক দেখানো ব্যাপারমাত্র। তাছাড়া ইতোমধ্যে গোধরায় ট্রেনে আগুন লাগানোর ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই-এর ওপর অর্পিত হয়েছে। কাজেই গুজরাট হত্যাযজ্ঞের বাদবাকি ঘটনাগুলোর ওপর তাদের তদন্ত এখতিয়ার প্রসারিত করতে বাধা কোথায়? দিল্লী সরকার অবশ্য বলছে গুজরাটের সমগ্র ঘটনা তদন্ত করতে হলে সিবিআইকে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু এ যুক্তি ধোপে টেকে না। কারণ কেন্দ্রেও যেমন বিজেপি শাসন চলছে, তেমনি গান্ধী নগরে তাদেরই শাসন বহাল রয়েছে।

www.pathagar.com

নায়ার লেখেন, কর্মকর্তারা একপেশে ধারণায় প্রভাবিত। পুলিশ নীরব দর্শকমাত্র। বাজপেয়ী বিদেশীদের ভৎর্সনা করেছেন। তারা হস্তক্ষেপ করছেনা। কিন্তু তারা ভারতের ঘটনায় মর্মাহত হচ্ছে। ঘটনাক্রমে গুজরাট পরিস্থিতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীরবতা মনোযোগ কাড়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নায়ার লেখেন, ১৯৮৪ সালে তিন হাজার শিখ নাগরিককে হত্যা করা হয়। তাদের ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটি এবং কমিশনের তদন্ত ও পর্যালোচনাই কেবল চলছে। ১৮ বছর আগে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার জন্য আজও কেউ দন্ডপ্রাপ্ত হয়নি। ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র দূষিত হয়ে পড়েছে। এখানে বিচার পাওয়াই কঠিন।

www.pathagar.com

ফার্নান্দেজের রেপ

ভারতে মুসলমানদের উপর নৃশংসতা চলছেই, এর কারণ হলো কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এর পিছনে মদদগার। এককালের সমাজতন্ত্রী ও ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফার্নান্দেজ লোকসভায় অনুষ্ঠিত বিতর্কে অংশ নিতে গিয়ে বলেছেন, রেপ বা ধর্ষণ এমন কোনো বিষয় নয় এটা অতীতেও বহুবার ঘটেছে। তিনি বলেন, গর্ভবতী মায়ের পেট কেটে শিশু হত্যা করা হয়েছে বলে যা বলা হচ্ছে, তা কি এক গুজরাটেই ঘটেছে?

উপরোক্ত বক্তব্য ভারতীয় সংঘ পরিবার নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের মানসিকতা সুস্পষ্ট হয়েছে। এই ধরণের গণধর্ষণকে একজন সমাজতন্ত্রী সাফাই ঘোষণা করলেন। বসনিয়া-হারজেগোভিনায় মিলোচোভিসের পথেই চললেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ। বৃহত্তম গণতন্ত্র!

নতুন দিল্লীর এশিয়ান এজ-এর প্রধান সম্পাদক এমজে আকবর লিখেছেন, ইতিমধ্যে গুজরাট আমাদেরকে একজন নরেন্দ্র মোদী উপহার দিয়েছে। তাকে বলা যায় নরেন্দ্র মিলোচোভিসের মোদী। তারপর আমাদের জর্জ ফার্নান্দেজকে কি নামে ডাকতে হবে। তাকে কি আমাদের জর্জ ফার্নান্দেজ এর পরিবর্তে জর্জ রেপ ফার্নান্দেজ নামে ডাকতে হবে ?

আহমদাবাদের গোপীনাথ সোসাইটি এবং গাঙ্গোত্রী সোসাইটির উগ্রহিন্দুরা এই সহিংসতায় অবাধ নারী ধর্ষণ থেকে শুরু করে বেপরোয়া গণহত্যা চালায়। শাহে আলম আশ্রয় শিবিরে যে সব নির্যাতিতা মুসলিম মহিলারা আশ্রয়ের জন্য আসেন তাদের বেশীরভাগই এসেছেন পুরাদস্তুর উলঙ্গ অবস্থায়। এমন কয়েকজন মহিলাও শিবিরে আশ্রয় নেন। যারা শিবিরে আসার সময় অতিরিক্ত ও পাশবিক যৌন নির্যাতনের জন্য হাঁটতে পারছিলেননা। তাদের প্রজনন প্রদেশের অনেক আগেই ছিঁড়ে গেছে।

www.pathagar.com

শাহ আলম আশ্রয় শিবিরের নাজমার সমস্ত শরীর ধারালো নখের আঁচড়ে এবং দাঁতের বন্য কামড়ে জর্জরিত ছিল। পর্যাপ্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তার। নাজমার সেবা শুশ্রুষা করার সময় সংশ্লিষ্ট মহিলারা তার যৌনাঙ্গের ভিতর থেকে কয়েক টুকরা কাঠখন্ড বের করে আনে। ধর্ষনের পর বর্বর ধর্ষকরা এই টুকরাগুলো তার যৌনাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল।

আহমাদাবাদের অপর একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ তথ্য অনুসন্ধানী দলের কাছে কিছু দলিল হস্তান্তর করেছে। নারোদা পটিয়ার জান্নাতের স্বামীর মাথায় ধারালো তলোয়ার দিয়ে দু'বার আঘাত করার পর তার চোখে মুখে পেট্রোল ঢেলে দেয়। এরপর তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। একই সময় জান্নাত শেখের ননদকে উলঙ্গ করে ধর্ষন করে দাঙ্গাবাজরা। তার ননদের কোলে এ সময় তিন মাস বয়সী এক বাচ্চা ছিল। দুর্বৃত্তরা বাচ্চাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে জলন্ত আগুনে ফেলে দেয়। জান্নাতের শ্বাশুড়ির কোলে চার বছরের নাতি। দুবৃত্তরা শ্বাশুড়ির টাকা পয়সা এবং স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নেয়ার পরে বাচ্চাটিকে পেট্রোলে পুড়িয়ে মারে। তারা ওই বৃদ্ধ মহিলাকেও ধর্ষণ করে। জান্নাত জানান, বর্বরোচিত এই সব ঘটনা ঘটার সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ ছিল। পুলিশের সামনেই এবং তাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সব ঘটনা ঘটানো হয়। অসহায় মুসলমানরা এসময় সাহায্যের জন্য পুলিশের পা জড়িয়ে ধরলেও কোন ফল হয়নি। বরং পুলিশ তাদের পরিস্কার জানিয়ে দেয় যে, তাদেরকে সাহায্য না করার ব্যাপারে উপরের নির্দেশ রয়েছে। দাঙ্গাকারীরা হামলা শুরু করার আগে টেলিফোন লাইন কেটে দেয়। গুজরাটের পঞ্চমহল জেলার কানোল আশ্রয় শিবিরে মদিনা মোস্তফা ইসমাইল শেখ বলেন, অন্য মুসলিম মেয়েদের সাথে তার কন্যা শাবানাকে দুর্বৃত্ত হিন্দুরা গণধর্ষণের পর কেটে টুকরা টুকরা করে আগুনে পুড়ে। আহমাদাবাদের শাহে আলম আশ্রয় শিবিরে নইম উদ্দিন ইব্রাহিম শেখ বলেন, হিন্দু উগ্রপন্থীদের জাফরানি রঙের হাফপ্যান্ট এবং জাঙ্গিয়া পরা দাঙ্গাবাজরা হামলা চালালে নইম উদ্দিন তার স্ত্রী জরিনাসহ পরিবারের ১১ জন সদস্যকে নিয়ে দৌড়ে নিকটবর্তী একটি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে আশ্রয় চায়। কিন্তু পুলিশ আশ্রয় দেয় নাই। পরবর্তীতে দাঙ্গাবাজরা তার স্ত্রীকে গণ ধর্ষণ ও হাত কেটে ফেলে।

www.pathagar.com

হালোল আশ্রয় শিবিরে আইয়ুব নামে এক বালক সাক্ষ্যে বলে সে প্যান্ট শার্ট পরা সশস্ত্র উগ্রবাদীদের হত্যা ও ধর্ষণের দৃশ্য দেখেছে। লম্পট হিন্দুরা তার বোন আফসানাসহ ভাইবোন মিলিয়ে ১০ জনকে ধরে ফেলে। এরপর সবাইকে উলঙ্গ করে একটি নালার ভিতর ঢুকে দেয়। পরদিন সেখানে ১০টি লাশ পাওয়া যায়। এদেরকে পুড়ে মারা হয়। এটা তো একেবারে হিটলারের নাৎসী স্টাইল।

গুজরাটের আব্দুল উমান বলেছেন, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ সন্ধ্যায় ছড়ানগরও কুবের নগর থেকে এলো একদল উন্মত্ত দুবৃত্ত। তারা আমার একুশ বছরের মেয়েকে সহ এলাকার মা-মেয়েদের নগ্ন করলো এবং শুরু করলো গণধর্ষন। আমার বড় কন্যা পরে হাসপাতালে মারা গেছে, সে আমাকে বলে গেছে, আব্বু আমাকে যারা ধর্ষণ করেছে তাদের পরনে শার্টস ছিলো। তাহলে এরাই তো আরএসএস বজরংদল শিবসেনা। বাজপেয়ী এদের নেতৃত্বেই রয়েছেন। মুখোস উম্মোচিত।

বাংলাদেশে গুজরাট থেকে আসা বিতারিত মুসলমানদের করুন বর্ণনা হলো– গুজরাটে অনেক মুসলমান শিশুকে শূন্যে ছুঁড়ে ত্রিশূলে বিদ্ধ করা হয়েছিল। এই নৃশংসতা ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালে মাইলাই হত্যাকান্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে সময় একটি গ্রাম দখলের পর মার্কিন ক্যাপ্টেন ক্যালির নেতৃত্বে উল্লেখিত সৈন্যরা এক ভিয়েতনামী শিশুকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তার দেহকে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আদালতে ক্যাপ্টেন ক্যালি বলেন, আই হ্যাভ বিন টট্ টু হেট এন্ড কিল।

পালিয়ে আসা মুসলমান পরিবারের মহিলাদের বিএসএফ রাতভর সীমান্তে শ্লীলতাহানি করে সাতক্ষীরা ও বেনাপোল সীমান্তে। বাজপেয়ী-আদভানীর নেতৃত্বে পুলিশ-বিএসএফ পর্যন্ত মুসলমান রমনীদের শ্লীলতাহানি করে চলেছে। এদের রামের না রাবণের শিষ্য বলতে হবে?

আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত মার্কিন কমিশন ভারতের গুজরাটে ভয়াবহ দাঙ্গায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। এই কমিশন মার্কিন কংগ্রেস ও

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্টকে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকে। কমিশন এই বর্বরতম নিষ্ঠুরতা বন্ধ, অপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করানো, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার মূল কারণগুলো বিশেষ করে ১৯৯২ সালে উগ্র হিন্দুদের দ্বারা অযোদ্ধায় বাবরী মসজিদ ধ্বংস করাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংকট নিরসনে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগে ভারত সরকারের ওপর চাপ দেয়ার জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি আবারো আহবান জানিয়েছে। বাজপেয়ী-আদভানী তা কি কানে দেবেন? মুসলিম নির্যাতন তো তাদের প্রোগ্রামেরই অন্তর্গত।

www.pathagar.com

গুজরাটে কেপিএস গিল

গুজরাটে কেপিএস গিলকে নিরাপত্তা উপদেষ্টা করা এক রহস্যজনক কার্যক্রম। পর্যবেক্ষকগণ এর ভিতরে সরকারের বিচিত্র অবস্থান লক্ষ্য করছেন।

গুজরাটের খুনি মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নয়া নিরাপত্তা উপদেষ্টা কেপিএস গিলের সঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তাদের বৈঠকে পুলিশ কর্মকর্তারা পাঞ্জাবের এই সাবেক পুলিশ প্রধানকে বলেন, বজরং দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীদের প্রতি নমনীয় হবার জন্য তাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়ার কারণে রাজ্যে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল। একাধিক সূত্রে প্রকাশ, আইপিএস কর্মকর্তারা নবনিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে বলেন, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ গোদ্রার ঘটনার দিন রাতে শীর্ষ কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে তাদের এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় কর্মরত কনস্টেবলদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার নির্দেশের অর্থ ছিল নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন এবং এক পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় পুলিশরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের কর্মীদের দুষ্কর্মের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সূত্র জানায়, আইপিএস কর্মকর্তারা মিঃ গিলকে আরো জানান যে, বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় পুলিশের অনেক কর্মকর্তাকে বদলি করে দেয়া হয়েছে যা সমগ্র পুলিশ বাহিনীকে নৈতিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে।

গুজরাটে কেপিএসগিলের নিয়োগ ও রহস্যজনক। সাধারণতঃ তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদ দলনে তাকে কাজে লাগানো হয়। গুজরাট নিয়ে নতুন কোন খেলা পাতানোর জন্য তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে তো তাকে নিয়ে ভালো ভালো কথা আসছে। আসলে বিশ্ব গুজরাটে অনৈতিকতার অবসান চায়।

www.pathagar.com

গুজরাটে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে হিন্দুপন্থী ভারত সরকার এই সহিংসতাকে হয়ত আন্ত-র্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। একজন উৎপীড়ক ও গোলাগুলীতে উৎসাহী পুলিশ কর্মকর্তাকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে পদোন্নতি দানের ঘটনা সরকারের এই অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কামওয়ার পাল সিং গিল নামের এই পুলিশ অফিসার ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে পাঞ্জাবে শিখদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমনের জন্য কুখ্যাত। আসামেও তার কুকীর্তি রয়েছে।

নিউইয়র্কের মানবাধিকার গ্রুপ 'হিউম্যান রাইটস্' গুজরাটে নিহত ব্যক্তিদের সম্পর্কে লেখে, অনেক লাশ ছিল দেহের মাঝখান থেকে কাটা। আহমেদাবাদের গুলমার্গ সোসাইটি এলাকার তেপ্পান্ন বছর বয়স্ক বাসিন্দা মঙ্গুরি আব্দুল ভাই বলেন, তার পরিবারের উনিশ জনকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, উগ্র হিন্দুরা প্রথমেই তাদের কুপিয়েছে যাতে তারা দৌড়ে পালিয়ে যেতে না পারে। পরে তাদের দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়। দু'জন মহিলাকে ধরে নিয়ে গণধর্ষণ করা হয়েছে। পাঁচ ঘন্টা পর পুলিশ আসে। এঘটনা খুবই সুপরিকল্পিত।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ রিপোর্টের উদ্বৃতি দিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বিজেপি সরাসরি মুসলিম গণহত্যায় সম্পৃক্ত ছিল। বিজেপির অঙ্গ সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘও বিজেপির পাশাপাশি গণহত্যা চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডোলিজা রাইস গুজরাটে মুসলমান বিরোধী দাঙ্গার একটি স্বচ্ছ তদন্তের আহবান জানিয়েছেন। ভারতের হিন্দু পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে রাইস বলেন, এই ঘটনায় একটি পরিচ্ছন্ন তদন্ত হওয়া এবং সঠিকভাবে কাজ করা প্রয়োজন। এই দাঙ্গার ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন উদ্বেগ প্রকাশ করলেও যুক্তরাষ্ট্র কেন নীরবতা পালন করছে এই প্রশ্নের জবাবে রাইস বলেন, "এর কারণ হল আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারত একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ, যাকে বাজপেয়ী সরকার ভালভাবেই নেতৃত্ব

www.pathagar.com

দিচ্ছেন। তারা এই সন্ত্রাসের সঠিক তদন্তের মাধ্যমে ঠিক কাজটিই করবেন।" আসলে মৌলবাদী সংঘ-সরকার কি তা করবে? তারা মুসলমান নিধনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসরমান।

আহমেদাবাদের তিনটি মুসলমান বস্তি আন্দাবাজ, শাহ আলম ও চন্দলায় এখন আর কোন মুসলমান নেই। এইতো সংঘ পরিবারের রাম-রাজত্বের পরিচয়।

গুজরাট থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা সালমা বেগম বলেন, তার চোখের সামনেই মায়ের কোল থেকে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে ওরা আছাড় দিয়ে হত্যা করেছে। এক শিশুকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে শিশুটির চোখের সামনে মাকে ধর্ষণ করেছে। এক গর্ভবতী মহিলাকে হত্যা করে তার পেট চিড়ে সন্তান বের করে লোহার শিকে গেঁথে বস্তি পুড়ানোর আগুনে পুড়িয়ে উল্লাস করেছে।

গুজরাটে ভাদালি ত্রাণশিবিরে সায়েরা বানু বলেছেন, তিনি তার গ্রামের হামলাকারী সকল হিন্দুকেই চেনেন। এই হিন্দুদের সাথে পাশাপাশি একই মহল্লায় তিনি বড় হয়েছেন। প্রায় প্রতিদিনই প্রয়োজনে তাদের সাথে তার দেখা হতো। অথচ বহিরাগত দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের সাথে একজোট হয়ে দীর্ঘ কালের এই প্রতিবেশীরাও বিশ্বাসঘাতকরা করে বসে।

৩রা মার্চ ২০০২। দাঙ্গাবাজ ভর্তি একটি ট্রাক পেনিভেনা গ্রামের কাছে এসে থামল বিলকিসদের সামনে। এই দাঙ্গাবাজরা অধিকাংশই বিলকিসদের গ্রামের অধিবাসী উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং বাকিরা বহিরাগতা। ট্রাকটি বিলকিসদের পথরোধ করে দাঁড়াতেই দাঙ্গাকারী লাফ দিয়ে নেমে প্রথমে বিলকিসের কোল থেকে ছিনিয়ে নেয় পলায়নের পথে তার অকালে প্রসূত নবজাত শিশুটিকে এবং তাকে ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে। এরপর বিলকিস সহ পলাতক দলের নারীদের আলাদা করে শুরু হয় গণধর্ষণ।

জ্ঞান ফেরার পর বিলকিস তার চারপাশে তারই পরিবারের সদস্যদের লাশগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে দেখতে পান। এর মধ্যে তার কয়েক ঘন্টার নব জাতকও ছিল। লাশগুলোর উপর রক্তাক্ত পাথর এবং ইটের টুকরা স্তুপ হয়ে পড়ে ছিল। এই পাথর ও ইটের টুকরা দিয়েই সবাইকে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

২৭ মার্চ আহমেদাবাদের শাহে আলম আশ্রয় শিবিরে নারোদা পটিয়ার সায়েরা বানুর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়। সায়েরার ভাইয়ের শ্যালিকা কাওসার বানু নয় মাসের অন্তঃসত্বা ছিলেন। আক্রান্ত হওয়ার সময় নরপশুরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার পেট কেটে নয় মাসের ভ্রূণ বের করে আনে এবং সেই ভ্রূণ আগুনে নিক্ষেপ করে। একই আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় কাওসার বানুকেও।

তথ্য অনুসন্ধানের সময় তদন্ত দলকে কিছু সংখ্যক ছবিও সরবরাহ করা হয়। এসব ছবিতে এমন সব অগ্নিদগ্ধ মায়েদের লাশের চিত্র রয়েছে, যাদের কাটা পেটের পাশে ছিল ভ্রূনের পোড়া অবশিষ্টাংশ দেখা যায়।

সহিংসতার সময় পুলিশের তৎপরতা দেখে মনে হয়েছে তারা নিজেরাও দাঙ্গাবাজ। মুসলিম নিধনে উগ্রহিন্দুদের চেয়ে তাদেরকে আরও বেশী ক্ষুদ্ধ এবং জিঘাংসু মনে হয়েছে। কোন রাখ ঢাক না করে বিষয়টি পরিস্কার করে দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, পুলিশও তো মানুষ, সমাজের অন্যদের মতো তাদেরও তো আক্রোশ, ঘৃণা এগুলো থাকতে পারে। বলাই বাহুল্য, এখানে মানুষ বলতে তিনি গুজরাটের দাঙ্গাকারী হিন্দু জনগোষ্ঠীকেই বুঝিয়েছেন। কাজেই তার ভাষায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে উগ্রহিন্দুরা যে কাজ করতে পারে তা পুলিশ পারবে না কেন। যে কারণে দেখা গেছে, তথ্য অনুসন্ধানীদলের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মুসলিম নারীরা প্রথমেই অভিযোগ আনেন পুলিশের বিরুদ্ধে। তারা বলেছেন, দাঙ্গাকারীদের নানাভাবে সহায়তা এবং উস্কানি দেয়া ছাড়াও পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাও সরাসরি সহিংসতায় যোগ দিয়েছে। কোথাও কোথাও তারা অস্ত্র হাতে মারমুখী দাঙ্গাকারীদের নেতৃত্ব পর্যন্ত দিয়েছে। সহিংসতার সময় তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুলিশ দাঙ্গা দমনে দাঙ্গাকারী দের দিকে গুলী না ছুঁড়ে গুলী ছুঁড়েছে মার খাওয়া মুসলমানদের দিকে।

পুলিশ সাফ জবাব দিয়ে বলেছে, মুসলমানদের রক্ষা করা আমাদের কাজ নয়। এ কাজ অন্য মুসলমানরা করবে। মুসলমানদের উপর থেকে দায়িত্ব প্রত্যাহার করে নেয়ার কারণ হিসাবে পুলিশ বলেছে এখন থেকে মুসলমানরা আর এই

www.pathagar.com

রাজ্যের নাগরিকই নয়। কম্বাইন অপারেশনের নামে রাজ্য পুলিশ মুসলিম এলাকাগুলোতে ঢুকে গণহারে তরুণ-যুবকদের ধরে নিয়ে গেছে।

আহমাদাবাদের ভাদভা এলাকায় কুতুবে আলম দরগা ত্রাণ শিবিরে তথ্য অনুসন্ধানী দলের সদস্যদের কথা হয় নির্যাতিতা শবনমের সাথে। ২৩ বছর বয়স্কা শবনমের বাড়ীও ভাদভা এলাকায়। ১ মার্চ ২০০২ বিকালের আতঙ্কজনক ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ত্রিশূল ও তলোয়ার ধারী একদল উগ্রহিন্দু দাঙ্গাবাজ 'মিয়াকো মারো মিয়াকো কাটো', প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে হঠাৎ করে তাদের বাড়ীতে হামলা চালায়। রাজ্য পুলিশ পালানোর সময় তাদেরকে উল্টা দিকে থেকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে নিয়ে যায় যে দিক থেকে দাঙ্গাকারীরা আসছিল সেদিকে। তাড়া করার সময় পুলিশকেও দাঙ্গাবাজদের মতোই বলতে শোনা যায়। "মারদো সালে কো।"

www.pathagar.com

অরুন্ধতি রায়ের বিবেক

ভারতের প্রখ্যাত লেখিকা ও মানবাধিকার নেত্রী অরুন্ধতি রায় গুজরাটে মুসলমান গণহত্যাকে নাৎসীদের গণহত্যা ও গত শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ইউরোপে জাতিগত নির্মূল অভিযানের সাথে তুলনা করেন। ভারতের প্রভাবশালী সাপ্তাহিক 'আউটলুক'-এ তিনি লেখেন, মুসলমানদের বাড়িঘর, দোকান-পাট ও স্থাপনায় হামলা চালানোর জন্য হিন্দু নেতারা একটি অনলাইন হিট লিস্ট তৈরী করে। গুজরাটের পুলিশ বাহিনীর সমর্থন ও সহযোগিতায় মুসলমানদের ওপর ও তাদের বাণিজ্যিক স্থাপনায় পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়। তিনি মুসলিম হত্যাকান্ড ও অব্যাহত রক্তপাতের জন্য ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং এর অঙ্গ সংগঠনগুলো তথা সংঘ পরিবারকে দায়ী করেন। এরা ইতিহাসের পাঠ্যবই পরিবর্তনসহ নানা কায়দায় শিশু ও তরুণ প্রজন্মের মনমানসিকতা বিষাক্ত করে তুলেছে।

ভারতের প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার লিখেন যে, গুজরাটের এটর্নী জেনারেল সলি মোসারর্জি দুই পাতার এক প্রচার পত্রের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাজ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রচারদল কর্তৃক যে প্রচার পত্র বিলি করা হয়েছিল তা হিন্দুদের বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়েছিল এবং দেশমাতৃকাকে রক্ষার জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানদের পরিত্যাগ করার আহবান করেছিল।

নায়ার লেখেন, মন্ত্রনালয়ে লেখা পত্রে সলি মোরারর্জি উল্লেখ করেছেন ঐ প্রচারপত্র ভারতীয় দন্ডবিধির ১৫৩-এ এবং ১৫৩-বি ধারা ভঙ্গ করেছে। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অসন্তোষ ছড়ালে এই দুই ধারায় তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

www.pathagar.com

নায়ার লেখেন, এটি উন্মুক্ত রহস্য, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গুজরাটে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে। অধিকাংশ হত্যাকান্ড এবং লুটপাটের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদই দায়ী। প্রকৃত পক্ষে, উদঘাটন করা হয়েছে রাজ্যের হিন্দু পরিষদের একজন উচ্চ পর্যায়ের নেতার রেকর্ড থেকে কিভাবে তারা হত্যা, অগ্নিকান্ড এবং লুটপাট করার পরিকল্পনা করেছে। তিনি এক সময় গুজরাটের সাহিত্য অঙ্গনের একজন বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁকে এই সময়ে আটক করা উচিত ছিল এবং কতিপয় ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের আখড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদকেও শাস্তি দেয়া উচিত ছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর সারা বিশ্বে সন্ত্রাস দমনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাতেও তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ না করা বাজপেয়ী সরকারের ভাবমূর্তি দুর্বল করবে যা খোঁড়াতে শুরু করেছে। আদভানী উক্ত দোষে একদিন একা হয়ে যাবেন কারণ তাঁর মন্ত্রনালয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং আরও অন্যান্য দলকে মনে হয় সুরক্ষা করছে।

নায়ার লেখেন যে, গুজরাটের মূখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অপসারণ করা হলে স্বাভাবিকভাবেই গুজরাটে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড নিবৃত্ত হত। প্রতিদিন মানুষকে জবাই করা হচ্ছে। এই লাগামহীন বন্যতার সুযোগ দেয়া হয়েছিল কি বিজেপির মান রক্ষার জন্য? যদি এই-ই হয় তাহলে এটা আরও বেশী নিন্দনীয়।

মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কেল এমএফসি নামের একটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সদস্য ডাঃ আবহে শুক্কা বলেন, ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো ডাক্তারদের ওপর হামলা হচ্ছে শুধু অন্য ধর্মের রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এমনকি উগ্র হিন্দুরা এই সংগঠনটিকেও হেনস্তা করে গুজরাট যাওয়ার জন্য। দলটি গুজরাটে বহু চিকিৎসাবঞ্চিত আগুনে পোড়া রোগী দেখতে পায়।

নতুন মাত্রায় যোগ হয়েছে সাংস্কৃতিক নির্যাতন। জীবন বাঁচানোর স্বার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় পরিচিতি বিসর্জন দিতেও বাধ্য হয়। হামলার মুখে পালিয়ে যাওয়ার সময় মুসলিম পরিবারগুলোকে তাদের সদস্যদের নাম পর্যন্ত বদলে ফেলতে হয় এবং কেউ কেউ মুসলিম পোশাক পরিত্যাগ করে

www.pathagar.com

হিন্দুদের পোশাক পরে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করে। এছাড়াও নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে যারা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে সেই সব হতভাগ্য মুসলমানদেরকে অনেককে বলা হয়েছে, তারা হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ না করে বাড়ীতে ফিরতে পারবে না। এর সরল অর্থ হচ্ছে, গুজরাটের হিন্দুরা রাজ্যের কোথাও মুসলমানদের অস্তিত্ব আর মেনে নিতে রাজি না।

ত্রাণ শিবিরগুলোতে তথ্য অনুসন্ধানী দলের কাছে সাক্ষ্য দেয়ার সময় অনেক মুসলিম মহিলা বলেছেন যে, নিরাপদ পলায়ন নিশ্চিত করার জন্য তারা সালোয়ার কামিজ খুলে হিন্দু মহিলাদের মত শাড়ী পড়তে বাধ্য হন। অনেকে মাথায় পরেন জরির বিন্দি যা কোন মুসলিম মহিলা ভারতে কখনো পরে না।

হালোল আশ্রয় শিবিরে অবস্থানকারী রনজিত নগরের মমতাজ বিবি বলেছেন পলায়নের সময় তিনি ও তার শাশুড়ি হিন্দুদের মত শাড়ী পরিহিতা ছিলেন। শাশুড়ি নাম বদল করে নিজের নাম রাখেন সারোদা। তার শ্বশুড়ের নাম রাখা হয় অমৃত ভাই, স্বামী রামলাল এবং তিন ছেলেমেয়ের নাম রাখেন যথাক্রমে রমেশ, রাজু ও সুনিতা।

গুজরাটে উগ্র হিন্দুদের বেপরোয়া লুটপাট ও গণহত্যার আতঙ্কের মধ্যে যে সব মুসলমান তাদের বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাদের ফিরে আসার প্রশ্নে হিন্দু প্রতিবেশীরা উস্কানিমূলক কতিপয় শর্ত আরোপ করেছে। মুসলমানদের দাড়ি কেটে ফেলে হিন্দু ধর্মে দীক্ষা নিতে হবে। ধর্ষনের অভিযোগ প্রত্যাহার ও তাদের সম্পদ (যেমন গাড়ী) হিন্দুদের অবাধে ব্যবহার করতে দিতে হবে এবং হিন্দুরা যে সমস্ত ব্যবসা ও কাজকর্মে নিয়োজিত থাকবে মুসলমানরা কোনক্রমেই অংশ নিতে পারবে না ইত্যাদি।

ভাদোদারা জেলার কাদোয়াল গ্রামের পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যদি তারা গ্রামে ফিরে যেতে চান তাহলে তাদেরকে হিন্দুদের ব্যবসা-বানিজ্য এবং যে কোন অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকতে হবে। সম্ভবতঃ বর্ণাশ্রমের আইনে মুসলমানদের অশ্পৃশ্য ও অচ্ছ্যুৎ মনে করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

নীচে আমরা একজন ভারতীয় মানবতাবাদীর লেখা উদ্ধৃত করছি। শিরোনাম–

ঘাতকের পদধ্বনি

অরুন্ধতী রায় (ভারত), অনুবাদ- শিব ব্রত বর্মন।

[মূল ভারতের ইংরেজী 'আউটলুক' পত্রিকায় ০৬ মে ২০০২ প্রকাশিত।]

গত রাতে আমার এক বন্ধু বরদা থেকে ফোন করেছিল। কান্নাকাটি করছিল সে। ব্যাপারটি যে কি, সেটা বলতে সে ১৫ মিনিট সময় লাগিয়ে ফেলল। ঘটনাটি খুব সরল। বেশি কিছু না, তার এক বান্ধবী সাঈদার ওপর একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক হামলা চালিয়েছে। তেমন কিছু না, তার পেট ফেড়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে দিয়েছে ওরা। তার মৃত্যু ঘটার পর কেউ তার কপালে 'ওঁ' কথাটা লিখে দিয়েছে।

কোনো হিন্দুশাস্ত্রে এ উপদেশ দেয়া হয়েছে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী এ জাতীয় হামলা জায়েজ করতে গিয়ে বলেছেন, গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেন জ্বালিয়ে দিয়ে মুসলমান 'সন্ত্রাসবাদীরা' ৫৮ জন হিন্দু যাত্রীকে হত্যা করার প্রতিশোধ হিসাবে বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা এসব কর্ম করেছে। এসব বীভৎস হত্যাকান্ডের যারা শিকার হয়েছে তারা প্রত্যেকে কারো না কারো ভাই, কারো না কারো মা, কারো সন্তান। হ্যাঁ, তা তো বটেই।

কোরআনের কোন আয়াতে লেখা আছে মানুষকে এভাবে পুড়িয়ে মারতে হবে?

যতই দু'পক্ষ একে অপরকে হত্যা করার মাধ্যমে তাদের ধর্মের পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, ততই তাদের মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ছে। তারা একই বেদিমূলে অর্ঘ্য দেয়। একই জিঘাংসার দেবতার পূজারী তারা। পরিস্থিতি এমন চরম-জঘন্য রূপ নিয়েছে, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এ চক্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অত্যন্ত পরনিন্দুক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করেন।

এ মুহূর্তে আমরা এক বিষের পেয়ালা পান করছি। চুষে নিচ্ছি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদে মাখানো এক ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র। খাঁটি আর্সেনিক।

আমাদের কী করা উচিত? কী করা সম্ভব আমাদের পক্ষে?

www.pathagar.com

আমাদের ক্ষমতাসীন দল নিজেই একটি রোগের মতো। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের কথার ফুলঝুরি পোটো নামে এক আইন পাস, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খঞ্জর উত্তোলন (সেই সঙ্গে পারমাণবিক হুমকি), সীমান্তে প্রায় ১০ লাখ সতর্ক সৈন্য মোতায়েন এবং সবচেয়ে যা ভয়াবহ স্কুল পাঠ্য ইতিহাস বইয়ের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও ইতিহাস বিকৃতি এত কিছু করার পরও একের পর এক নির্বাচনে অপমানিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি এ দল। এমনকি তাদের দলের পুরনো কৌশল-অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের ইস্যু উসকে দেওয়া- সেটাও কাজ করেনি। এ রকম অবস্থায় বেপরোয়া হয়ে তারা গুজরাত রাজ্যে ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছে।

ভারতের একমাত্র বিজেপি সরকার শাসিত রাজ্য গুজরাতে বহুদিন ধরে এক গভীর রাজনৈতিক এক্সপেরিমেন্টে তা দেওয়া হচ্ছিল। গত মাসে এ এক্সপেরিমেন্টের প্রাথমিক ফলাফল সবার সামনে প্রদর্শন করা হলো মাত্র। গোধরার ঘটনায় ঘন্টা কয়েকের মাথায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক নিখুঁত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে শুরু করে দিল। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৮০০। নিরপেক্ষ সূত্র বলছে, ২ হাজারের বেশি লোক মারা গেছে। ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত দেড় লাখ লোক এখন উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করছে। মেয়েদের উলঙ্গ করে গণধর্ষণ করা হয়েছে। সন্তানের সামনে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে পিতাকে। ২৪০টি দরগা ও ১৮০টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে- আহমেদাবাদে আধুনিক উর্দু কবিতার জনক ওয়ালি গুজরাতির মাজার ভেঙ্গে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গীতশিল্পী উস্তাদ ফৈয়াজ আলি খাঁর কবর অপবিত্র করা হয়েছে। জ্বলন্ত টায়ার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে। দুষ্কৃতকারীরা দোকানপাট, বাড়িঘর, হোটেল, টেক্সটাইল মিল, বাস ও প্রাইভেটকারে লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার লোক চাকরি হারিয়েছে।

কংগ্রেসের সাবেক এমপি ইকবাল এহসান জাফরির বাড়ি ঘেরাও করেছিল উন্মত্ত লোকজন। পুলিশের মহাপরিচালক, পুলিশ কমিশনার, মুখ্য স্বরাষ্ট্র সচিব ও

www.pathagar.com

অতিরিক্ত সচিবকে ফোন করেও কোনো সাড়া পাননি তিনি। তার বাড়ির আশপাশে টহলরত ভ্রাম্যমাণ পুলিশভ্যান হস্তক্ষেপ করেনি। দুস্কৃতিকারীরা দরজা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢোকে। তারা তার মেয়েদের নগ্ন করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। তারা এহসান জাফরির শিরচ্ছেদ করে তার দেহ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। গত ফেব্রুয়ারীতে রাজকোট এলাকার বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে প্রচারাভিযানকালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন জাফরি। যোগসূত্রটি লক্ষনীয়।

গুজরাত জুড়ে হাজার হাজার লোক উন্মক্ত হয়ে উঠেছে। তাদের হাতে পেট্রল বোমা, বন্দুক, চাকু, তলোয়ার এবং ত্রিশূল। ভিএইচপি ও বজরং দলের লুণ্ঠনবাদীরা ছাড়াও দলিত ও আদিবাসীরাও এতে অংশ নেয়। মধ্যবিত্তরা যোগ দেয় লুটপাটে। (অভূতপূর্ব এক দৃশ্য- এক পরিবার লুটপাট চালিয়ে একটি মিতসুবিশি ল্যান্সার নিয়ে বাসায় ফিরেছে।)

দাঙ্গাবাজ নেতাদের কাছে মুসলমানদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, এমনকি পার্টনারশিপের কম্পিউটারে রক্ষিত তালিকা ছিল। হামলা সমন্বয়ের জন্য তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে ট্রাকে ট্রাকে গ্যাস সিলিন্ডার জমানো হয়েছে। এগুলো তারা ব্যবহার করেছে মুসলমানের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার কাজে। তারা শুধু পুলিশের মদদই পায়নি, পুলিশ তাদের রক্ষা করতে গুলিও চালিয়েছে।

গুজরাট যখন জ্বলছিল তখন এমটিভিতে প্রচার হচ্ছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কবিতা। জানা যায়, তার গানের ক্যাসেট লাখ লাখ ক্যাসেট কপি বিক্রি হয়েছে। গুজরাটের দিকে নজর দিতে এক মাসেরও বেশি সময় এবং পাহাড়ি এলাকায় দু'দফা অবকাশ যাপন করতে হয়েছে তাকে। যখন নজর দিলেন, তখন তার দৃষ্টি ঢাকা পড়ে গেল কম্পিত মোদির ছায়ায়। শাহ আলম উদ্বাস্তু শিবিরে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার মুখ নড়ল। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করতে চাইলেন। কিন্তু কোনো কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হলো না। কেবল পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া, রক্তাক্ত, চূর্ণ-বিচূর্ণ চরাচরের ওপর দিয়ে ঠাট্টার মতো শিস দিয়ে বয়ে গেল বাতাসের

www.pathagar.com

ঝাপটা। পরের দৃশ্যে তাকে সিঙ্গাপুরে একটি গলফ মাঠে ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনে ব্যস্ত দেখা গেল। গুজরাটের পথে পথে এখন ঘাতকের পদধ্বনি। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ধারণ করে দিচ্ছে দাঙ্গাবাজরা। তারাই বাতলে দিচ্ছে, কে কোথায় থাকতে পারবে না পারবে, কে কি বলতে পারবে, কে কার সঙ্গে কখন কোথায় দেখা করতে পারবে। তাদের ম্যান্ডেট দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপার ছাড়িয়ে এখন তারা নিদান দিচ্ছে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের, পারিবারিক কলহের। পানিসম্পদের পরিকল্পনা ও বরাদ্দও তারাই নির্ধারণ করে দিচ্ছে ... (এ কারণেই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটেকরের ওপর হামলা চালানো হয়েছে)। মুলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হোটেলে মুসলমানদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না। স্কুলে মুসলমানদের শিক্ষার্থীরা ভয়ে পরীক্ষায় বসতে পারছে না। মুসলমান পিতামাতাদের আশঙ্কা, যা শিখেছে সেটুকুও ভুলে যাবে তাদের ছেলেমেয়েরা। প্রকাশ্যে তাদের আব্বি, আম্মি সম্বোধন করতে নিষেধ করছে তারা। এভাবে সম্বোধন করা মানেই মৃত্যু ডেকে আনা।

বলা হচ্ছে, এতো সবেমাত্র শুরু।

যে হিন্দু রাষ্ট্রের কথা প্রচার করা হচ্ছে, এটাই কি সেই রাষ্ট্রের রূপ? মুসলমানদের একবার তাদের 'রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার' ফলে কি এ দেশে দুধ আর কোকাকোলার নহর বয়ে যাবে? রামমন্দির নির্মাণ হয়ে গেলেই কি সবার গায়ে জামা আর উদরে রুটি জুটবে? প্রত্যেক চোখ থেকে কি উবে যাবে অশ্রু। আগামী বছর কি আমরা এ সাফল্যের একটা বার্ষিকী পালন করতে পারব? নাকি তখন ঘৃণা করার নতুন কোনো পাত্র বেরিয়ে আসবে? আদিবাসী, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, দলিত, পারসিক, শিখ- ঘৃণার তালিকায় তখন এরা কি আর বাদ পড়বে? কিংবা তারও পরে যারা জিন্স পড়ে, যারা ইংরেজী বলে, কিংবা যাদের পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো চুল? খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না আমাদের। এ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি কি অব্যাহত থাকবে? শিরচ্ছেদ করা, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করা, মুখে

www.pathagar.com

মূত্রত্যাগ-এগুলো কি চালু হবে? মায়ের জরায়ু ছিঁড়ে ভ্রূণ বের করে কি তাকে হত্যা করা হবে?

তাদের পরিচয় যাই হোক বা যেভাবেই তারা নিহত হোক না কেন, গুজরাটে গত কয়েক সপ্তাহে নিহত প্রত্যেকটি মানুষের জন্য শোক করা উচিত।

সম্প্রতি জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় শত শত ক্ষুব্ধ পাঠকের চিঠি আসছে। যাতে 'ছদ্ম সেক্যুলারিস্ট'দের প্রতি প্রশ্নবান ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, গুজরাটের বাকি হত্যাকান্ডগুলোর ক্ষেত্রে তারা যতখানি ক্ষুব্ধ নিন্দা জানান, অতোখানি ক্ষোভ কেন সবরমতি এক্সপ্রেসের হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ে না? যারা এ প্রশ্ন করছেন, তারা মনে হয় বুঝতেই পারছেন গোধরার না সবরমতি এক্সপ্রেস জ্বালিয়ে দেওয়া এবং গুজরাটে এখন যেসব হত্যাকান্ড ঘটছে- এ দুটোর মধ্যে একটি মৌলিক তফাৎ রয়েছে। গোধরার ঘটনার পেছনে কে দায়ী আমরা এখনো নিশ্চিত জানি না। কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই সরকার ঘোষণা করেছে, এটা আইএসআইয়ের ষড়যন্ত্র। নিরপেক্ষ সূত্র জানিয়েছে, বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রেনটিতে অগ্নিসংযোগ করে। যেভাবেই আগুন লাগানো হোক না কেন, এটা অপরাধ কর্ম। ওদিকে প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ সূত্র জানিয়েছে, গুজরাটের মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যা যা ঘটেছে- সরকারের ভাষায় যেগুলো ছিল তাৎক্ষণিক 'প্রতিহিংসামূলক' ঘটনা তার সবই ঘটেছে প্রদেশ সরকারের প্রশয়মূলক দৃষ্টির সামনে এবং সবচেয়ে যা জঘন্য ব্যাপার, সরকারের সক্রিয় মদদে। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র দন্ডনীয় অপরাধ করেছে। রাষ্ট্রতো জনগণের হয়ে কাজ করে। কাজেই রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, গুজরাটে ষড়যন্ত্রে আমিও কোনো না কোনোভাবে সহযোগী হয়ে পড়েছি। আমার ক্ষোভের কারণ এখানেই। এ কারণে দুই ধরনের হত্যাকান্ডের প্রকৃতি দুই রকম।

গুজরাটের গণহত্যার পর ব্যাঙ্গালোরে তাদের সম্মেলনে বিজেপি'র নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদিভূমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শুভেচ্ছা অর্জন করার আহবান জানালো মুসলমানদের প্রতি। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মোদি আরএসএসর সদস্য। গোয়ায় বিজেপির জাতীয়

www.pathagar.com

নির্বাহী কমিটির সভায় নরেন্দ্র মোদিকে বীরের মর্যাদায় স্বাগত জানানো হলো। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তার পদত্যাগের কৃত্রিম ইচ্ছা সর্বসম্মতিক্রমে খারিজ করে দেওয়া হলো। প্রকাশ্য জনসভায় তিনি গুজরাটের গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলীকে গান্ধীর 'ডান্ডি মার্চ'-এর সঙ্গে তুলনা করলেন। বললেন, তার মতে দুটোই স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।

সমসাময়িক ভারতকে বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব জার্মানির সঙ্গে তুলনা করতে খারাপ লাগে। কিন্তু এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। (আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতারা তাদের লেখালেখিতে হিটলার ও তার পদ্ধতির প্রশংসা করতে কসুর করেননি।)

দু'টি পরিস্থিতির মধ্যে তফাৎ শুধু এটুকুই যে, এখানে ভারতে আমরা একজন হিটলারকে এখনো পাইনি। তার বদলে আমরা পেয়েছি এক ভ্রাম্যমাণ আনন্দোৎসব, এক ঘুরে বেড়ানো বাদ্যদল। আমরা পেয়েছি হাইড্রার মতো বহু মাথাবিশিষ্ট এক সংঘ পরিবার-বিজেপি, আরএসএস, ভিএইচপি ও বজরং দল। তারা একেকজন বাজাচ্ছে একেক রকম বাদ্যি। এদের সবচেয়ে বড় প্রতিভা জনগণ যখন যা চায়, যে সকম চায়, সে রকম করে নিজেকে সর্বরোগহর হিসেবে উপস্থাপন করা।

প্রতিটি ক্ষেত্রে সংঘ পরিবারের রয়েছে একেবারে উপযুক্ত নেতৃত্ব। যে কোনো পরিস্থিতির উপযোগী বাগাড়ম্বরতায় পারদর্শী এক বৃদ্ধ কবি রয়েছেন তাদের। জনতাকে উন্মুক্ত করে তোলার সিদ্ধহস্ত এক কট্টরপন্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় দেখার জন্য তারা পেয়েছে এক কোমল লতা, টিভির বিতর্ক সামাল দেওয়ার জন্য ইংরেজীর তুবড়ি ছোটানো এক আইনজীবী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তারা জোগাড় করেছে ঠান্ডা মাথার এক খুনিকে। গণহত্যা চালানোর মতো শারীরিক খাটাখাটুনির কাজ সামাল দেওয়ার জন্য রয়েছে বজরং দল ও ভিএইচপির তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরা। এই দশাননের আবার রয়েছে একটি টিকটিকির লেজ। বিপদ দেখলেই এই লেজ খসে পড়ে। পরে আবার গজায় ইনি আর কেউ নন, যে কোনো রূপ ধারণে পারঙ্গম এক সমাজবাদী নেতা, যিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর উর্দি পরে আছেন। ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে বলার মিশনে পাঠানো হয়

www.pathagar.com

তাকে। তার ডাক পড়ে যুদ্ধবিগ্রহ, ঘূর্ণিঝড় কিংবা গণহত্যার ঘটনা ঘটলেই। সঠিক বোতামে চাপ দিয়ে সঠিক সুরটি বাজানোর দক্ষতার জন্য তার খুব সুনাম পরিবারে। ত্রিশূলের ঝঙ্কারের মতো বিচিত্র ভাষায় কথা বলতে পারে সংঘ পরিবার। একই সঙ্গে একাধিক স্ববিরোধী কথা শোনাতে পারে এই পরিবার। তাদের একটি মাথা (ভিএইচপি) যখন তার লাখ লাখ ক্যাডারকে 'চূড়ান্ত সমাধানের' জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে, তখন তাদের নামসর্বস্ব শিরোমণি (প্রধানমন্ত্রী) জাতিকে এই বলে আশ্বস্ত করছেন যে, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখা হবে। 'ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবমাননা' করার দায়ে এরা একদিকে বই-পুস্তক-চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করতে পারে, চিত্রকর্ম পারে পুড়িয়ে ফেলতে, তেমনি অন্যদিকে তারাই আবার সারা দেশের পল্লী উন্নয়ন বাজেটের ৬০ শতাংশের সমান অর্থ এনরনের কাছে বন্ধক রাখে। এ পরিবারের মধ্যে নানারকম রাজনৈতিক মত একই সঙ্গে ভরা রাখা হয়েছে। এ কারণে যেসব বিষয় দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হওয়ার কথা সেটি এখন নিতান্ত 'পারিবারিক কলহ'। তাদের কলহ যত আক্রমণাত্মকই হোক না কেন, তারা সবসময় প্রকাশ্যে এসব কলহ করে। শেষে আন্তরিকভাবে বিপদভঞ্জন হয়। দর্শকরা এই সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যায় যে, পয়সা উসুল হয়েছে- হাসি, কান্না, অ্যাকশন, ড্রামা, ষড়যন্ত্র, প্রতিশোধ, অনুতাপ, কাব্য এবং রক্তারক্তিতে ভরপুর এক নাটক দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। এটাই হলো 'সম্পূর্ণ বশীকরণের স্বদেশী কৌশল।

কিন্তু যখন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ মিইয়ে আসে মাথাগুলোর ঠোকাঠুকি নীরব হয়ে আসে তখন কান পাতলে শোনা যায় এ বিশৃঙ্খল নিনাদের ভেতর ধুকপুক করছে একটি মাত্র হৃদস্পন্দন। অহর্নিশি এক গেরুয়া চাহনিতে বিশ্ব দেখছে সকলে।

এর আগেও ভারতে বিভিন্ন অভিযান চালানো হয়েছে, সব রকমের অভিযান। সে সব অভিযানের লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট বর্ণ, গোষ্ঠী, সুনির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাস। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর নয়াদিল্লিতে ৩ হাজার শিখ নিধনযজ্ঞের নেতৃত্ব দেয় কংগ্রেস। সে হত্যাযজ্ঞের প্রতিটি মুহূর্ত গুজরাটের মতোই বীভৎস ছিল। সে

www.pathagar.com

সময় দুর্মুখ রাজীর গান্ধী বলেছিলেন, বড় বৃক্ষের পতন ঘটলে মাটি কেঁপে উঠবেই। ১৯৮৫ সালে নির্বাচনে একতরফা বিজয় অর্জন করে কংগ্রেস। সে কি শুধুই সহানুভূতির জোয়ারের কারণে! তারপর ১৮ বছর পেরিয়ে গেছে। একটা লোকেরও শাস্তি হয়নি।

যে কোনো অস্থির রাজনৈতিক ইস্যুর কথা তুলুন- পারমাণবিক পরীক্ষা, বাবরি মসজিদ, তেহেলকা কেলেঙ্কারি, নির্বাচনে সুবিধা করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক উসকানি- দেখবেন আগে থেকেই নজির সৃষ্টি করে গেছে কংগ্রেস। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস বীজ বুনে রেখে গেছে, আর বিজেপি ফসল তুলেছে ঘরে। কাজেই যখন ভোট দিতে যেতে বলা হয় আমাদের, আমরা কি এ দু'পক্ষের মধ্যে তফাৎ দেখতে পাই? এর খুবই দ্বিধান্বিত অথচ অনিবার্য উত্তর হচ্ছে, 'হ্যাঁ পার্থক্য আছে' কারণ ব্যাখ্যা করা যাক। এ কথা সত্য যে, দশকের পর দশক ধরে কংগ্রেস পাপ করছে। কিন্তু এ পাপকর্ম তারা করছে রাতের আঁধারে। বিজেপি ওই কাজই করছে দিনের আলোয়। কংগ্রেস এ কাজ করছে গোপনে, প্রতারণামূলকভাবে লজ্জাবনত চোখে। বিজেপি তাই করছে সগর্বে- এ তফাৎটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সংঘ পরিবার ম্যান্ডেটই পেয়েছে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা জাগিয়ে দেওয়ার। বছরের পর বছর ধরে এটাই তাদের লক্ষ্য ছিল। সুশীল সমাজের রক্তের মধ্যে এ ঘৃণা তারা স্লো-পয়জনিংয়ের মতো করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। দেশজুড়ে শত শত আরএসএসের শাখা এবং স্বরস্বতী শিশু মন্দির হাজার হাজার শিশু ও তরুণকে তাতের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। তাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় ঘৃণা আর মিথ্যে ইতিহাসের বীজ। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তালেবানদের উত্থান ঘটানোর পেছনে দায়ী মাদ্রাসাগুলোর সঙ্গে এসব মন্দিরের কোনো তফাৎ নেই। এতটুকু কম বিপজ্জনক নয় এগুলো। গুজরাটের মতো রাজ্যে পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্যাডারদের প্রতিটি স্তরে সুপরিকল্পিতভাবে এসব লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা ব্যবস্থাটার মধ্যে একটি প্রবল ধর্মীয়, আদর্শিক রঙ মেখে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় ক্ষমতা, এ জাতীয় প্রভাব একমাত্র রাষ্ট্রের মদদেই সম্ভব।

www.pathagar.com

নিরন্তর চাপের মুখে যা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তা হলো, মুসলমান সম্প্রদায় বস্তি এলাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের জীবন বেছে নেবে। সার্বক্ষণিক আতঙ্কের ভেতর বসবাস করবে তারা। নাগরিক অধিকার থাকবে না তাদের। ন্যায়বিচারের প্রতিও থাকবে না তাদের কোনো আস্থা। তাদের সেই জীবনযাপন কেমন দাঁড়াবে? যেকোনো ক্ষুদ্র ঘটনা-সিনেমার টিকেট কাটার লাইনে সামান্য কথা কাটাকাটি, কিংবা গাড়ির আলো গায়ে পড়া নিয়ে মৃদু বচসা হলেই জান খতম। কাজেই তারা একেবারে চুপ মেরে যাওয়া শিখে নেবে। এটাকেই মেনে নেবে নিয়তি বলে। সমাজের পরিধির দিকে সরে যাবে তারা। তাদের সম্ভ্রান্তভাব অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মাঝেও ছড়িয়ে পড়বে। অনেকেই, বিশেষত তরুণরা হয়তো জঙ্গিদের দিকে ঝুঁকে পড়বে। ভয়ানক কাজকর্ম করবে তারা। সেসবের নিন্দা জানানোর জন্য সুশীল সমাজের লোকজনকে ভাড়া করা হবে। তারপর প্রেসিডেন্ট বুশ তার কামানের নল আমাদের দিকে তাক করে বলবে, 'হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে আছো, নইলে তোমরা সন্ত্রাসবাদী'।

বুশের এ বাণী সময়ের শরীরে গেঁথে গেছে তুষারিকার মতো। ভবিষ্যতের দিনগুলোয় কসাই আর গণহত্যাকারীরা এসব তুষারিকায় তাদের চোয়ালের সাইজ অনুযায়ী কামড় বসিয়ে কসাইগিরি জায়েজ করবে।

শিবসেনার বাল ঠাকুরে ইদানীং মোদির কীর্তিকলাপে উৎসাহীতবোধ করছেন। তিনি গৃহযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। নিখুঁত বুদ্ধি নয় ? তাহলে তো পাকিস্তানকে আর কষ্ট করে আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ করতে হবে না। আমরাই বোমা মেরে আমাদের দফারফা করে ফেলব। আসুন পুরো ভারতটাকেই আমরা কাশ্মীর বানিয়ে ফেলি। কিংবা বসনিয়া। কিংবা ফিলিস্তিন। অথবা রুয়ান্ডা। চলুন, সবাই মিলে আজীবন অশান্তিতে ডুব দিই। একে অপরকে হত্যা করার জন্য চলুন দামি বন্দুক ও বিস্ফোরক কিনি। আসুন, আমাদের ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তের ধারায় ভারী করে তুলি আমেরিকান ও ব্রিটিশ অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পকেট। যে কার্লাইল গ্রুপের শেয়ারহোল্ডার বুশ ও লাদেন পরিবার, সেই গ্রুপের কাছে আমরা বিশেষ

www.pathagar.com

মূল্য ছাড় দাবি করতে পারি। সবকিছু ভালোমতো চলবে আমরা হয়তো একদিন আফগানিস্তানে পরিণত হবো। (তাছাড়া দেখুন না কি রকম ঈর্ষণীয় পাবলিসিটি পেয়েছে তারা!) যখন আমাদের সবগুলো ক্ষেত-খামার মাইনে গিজগিজ করবে, আমাদের দরদালান যখন সব ধুলায় মিশে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে আমাদের অবকাঠামো, আমাদের শিশুরা শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়বে, মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে, যখন স্বতোৎপাদিত ঘৃণার স্রোতে আমরা আমাদের প্রায় মুছে ফেলার উপক্রম করব, তখন হয়তো আমরা আমেরিকার কাছে সাহায্যের আবেদন জানাব। বলব, বিমানে করে আমাদের মাথার ওপর খাদ্য বর্ষণ করার মতো কেউ কি আছো?

আত্মবিনাশের কি এক খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। আরেক ধাপ পা বাড়ালেই অতলে সাঁই সাঁই পতন। সরকার পেছন থেকে সেদিকই ঠেলছে ক্রমাগত। গোয়ার বিজেপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ইতিহাস তৈরি করেছেন। তিনি প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চৌকাঠ অতিক্রম করেছেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক অবিবেকী অন্ধবিশ্বাস সবার সামনে উন্মোচন করেছেন তিনি। বলেছেন, মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা শান্তিতে থাকতে চায় না।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি সাদামাটা আশা পুষে রেখেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, গত কয়েক সপ্তাহের আতঙ্কের ভয়াবহতা বিক্ষুব্ধ সেক্যুলার দলগুলোকে একাট্টা করবে। বিজেপি এককভাবে ভারতের জনগণের ম্যান্ডেট পায়নি। হিন্দুত্ব প্রকল্পের ম্যান্ডেট তাদের দেয়নি জনগণ। আমরা আশা করেছিলাম, কেন্দ্রে বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশনের ২৭ শরিক তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করবে। বোকার মতো আমরা ভেবেছিলাম বিজেপি এবার টের পাবে নৈতিকতার কত বড় পরীক্ষার মুখে পড়েছে তারা। সময়ের অশনি সঙ্কেত হয়েছে। বিজেপি'র একটি শরিক দলও পদত্যাগ করেনি। পদত্যাগ করলে কোন আসন থাকবে আর কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে- সেই মানসাঙ্ক কষার দূরবর্তী চাহনি দেখা গেল প্রতিটি চতুর চোখে। একমাত্র

www.pathagar.com

এইচডিএফসির দীপক পারেখ ছাড়া ভারতের করপোরেট সম্প্রদায়ের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকেও দেখলাম না নিন্দা জানাতে। ভারতের একমাত্র বিশিষ্ট মুসলমান রাজনীতিবিদ কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ মোদিকে সমর্থন করে, সরকারের সঙ্গেই পাত পেতেছেন। কেননা শিগগিরই ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার বাসনা মনের ভেতর পুষছেন তিনি। সবচেয়ে খারাপ ঘটনা হলো, নিম্নবর্ণের একমাত্র ভরসার স্থল মায়াবতী উত্তর প্রদেশে। বিজেপি সরকারের সঙ্গে কোয়লিশন গড়ার উপক্রম করেছেন।

কংগ্রেস ও বাম দলগুলো মোদির পদত্যাগের দাবিতে গণআন্দোলনের ডাক দিয়েছে। পদত্যাগ? আমরা কি পরিমিতিবোধ হারিয়ে ফেলেছি নাকি? পদত্যাগ তো অপরাধীদের শাস্তি নয়, তাদের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার কথা। বিচার করে তাদের সাজা হওয়ার কথা। গোধরায় যারা ট্রেনে আগুন দিয়েছে শাস্তি তাদের হওয়া উচিত। বিচার হওয়া উচিত গুজরাটে অভিযানের পরিকল্পনাকারী উচ্ছৃঙ্খল লোকজন এবং তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর। সুপ্রিম কোর্ট চাইলেই মোদি, বজরং দল ও ভিএইপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো জারি করতে পারে আদালত। হাজার হাজার বয়ান পাওয়া যাবে। লাখো লাখো সাক্ষী দেবে। গুজরাটে যা ঘটছে তাতে অনেকের আতঙ্কের ঘোর এখনো না কাটলেও এদিকে যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হাজার হাজার তরুণ আতঙ্কের আরো গভীরে তলদেশ খুঁড়ে বের করতে উদ্যত। চারদিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখতে পাবেন ক্ষুদ্র পার্ক, বৃহৎ ময়দান, গ্রাম্য পঞ্চায়েতে আরএসএস তার গেরুয়া ঝান্ডা উড়িয়ে পা পা করে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ চোখের পলকে তারা সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তরুণরা এখন সোমত্ত পুরুষ। খাকি প্যান্ট পরে তারা মার্চ করছে তো করছেই। কোথায়? কেন? ইতিহাসের প্রতি অনীহার কারণে তারা জানতে পারছে না ফ্যাসিবাদের আস্ফালন খন্ডকালের। এক সময় নিজের বোকামিতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে ফ্যাসিবাদ।

পার্লামেন্টে নিন্দা জানিয়ে মানুষের মনে ঘৃণা আর ক্ষোভের জোয়ার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ভ্রাতৃত্ব আর প্রেমের মন্ত্র শ্রুতিমধুর হলেও এগুলোই যথেষ্ট নয়।

www.pathagar.com

ইতিহাস বলে জাতিগত হতাশা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম। ভারতে ফ্যাসিজম এসেছে একের পর এক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কার স্বপ্নগুলোকে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার কারণে। ভারতের স্বাধীনতা এসেছেই রক্তের পথ বেয়ে। দেশভাগের সময় নিহত হাজার হাজার মানুষের রক্তের দাগ লেগে রয়েছে স্বাধীনতার গায়ে। অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এই ঘৃণা আর পারস্পরিক অবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতিবিদরা এ ঘৃণা নিয়ে খেলতে চেয়েছেন। ক্ষত সারানোর কোনো চেষ্টা তারা করেননি। এ খেলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন মিসেস ইন্দ্রিরা গান্ধী। প্রতিটি রাজনৈতিক দল আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের মজ্জা শুষে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। নির্বাচনে সুবিধা করার খাতিরে তারা এর শরীর খুঁড়েছে। উঁই পোকার মতো তারা এর ভেতরে সুড়ঙ্গ করেছে। মাটির তলায় করেছে রাস্তাঘাট। এভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে ফাঁপা খোলসে পরিণত করেছে। তাদের খোঁড়াখুঁড়ি সংবিধান, পার্লামেন্ট ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সুতোর বন্ধন কেটে দিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের চেক অ্যান্ড ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতে ১৩ কোটি মুসলমানের বাস। হিন্দু ফ্যাসিবাদীরা তাদেরকে বৈধ শিকার বলে গণ্য করে। মোদি ও বাল ঠাকুরে কি মনে করেন, গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে মুসলমান নিধন শুরু করলে সারা বিশ্ব তা চেয়ে চেয়ে দেখবে? পত্রিকার খবরে প্রকাশ গুজরাটের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারা এটিকে নাৎসি শাসনের সঙ্গে তুলনা করেছে। ভারত সরকারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ভারতের মিডিয়া ব্যবহার করে ভারতেরই 'আভ্যন্তরীণ বিষয়ে' মন্তব্য করতে দেওয়া হবে না বিদেশীদের। এরপর কি? সেন্সরশিপ? ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া? আন্তর্জাতিক ফোন কল বন্ধ করে দেওয়া? ভুল 'সন্ত্রাসবাদীদের' হত্যা করার পর ডিএনএ নমুনা নিয়ে ছোটাছুটি? রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চেয়ে বড় কোনো সন্ত্রাস হয় না। কিন্তু এদের থামাবে কে? একমাত্র বিরোধী দলের সোচ্চার প্রতিরোধই এদের ফ্যাসিবাদী জোশকে রুখতে পারে। এখন পর্যন্ত বিহারের লালু যাদবই নিজের আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'কৌন মাই কা লাল

www.pathagar.com

কেহতা হ্যায় কে ইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র হ্যায়? উসকো ইয়াহা ভেজ দো, ছাত্তি ফাড় দুঙ্গা।' (কোন মায়ের পুত বলে রে এটা হিন্দু রাষ্ট্র? পাঠিয়ে দে তাকে এখানে, বুকের ছাতি গুঁড়িয়ে দিই।)

দুর্ভাগ্য যে, সবকিছু ঠিক করে ফেলার সহজ কোনো পথ নেই। ফ্যাসিজম উৎখাত করা সম্ভব কেবল এর দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষগুলো যদি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি দ্বিগুণ জোরদার অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।

আমরা কি আমাদের নিজ নিজ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত? আমরা কি লাখে লাখে, কাতারে কাতারে শুধু রাস্তায় নয়, কর্মস্থলে, স্কুলে, বাড়িতে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে মিছিলে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত? নাকি এখনো প্রস্তুত নই ...।

যদি প্রস্তুত না হয়ে থাকি, সে ক্ষেত্রে আজ থেকে বহু বছর পরে যখন বাকি বিশ্ব হিটলারের জার্মানির নাগরিকদের মতো আমাদেরও এড়িয়ে চলতে শুরু করবে, তখন আমরাও আমাদের মানবসন্তানদের চোখে ঘৃণার ছায়া চিনে নিতে শিখব। আমরাও আমাদের সন্তান-সন্ততির চোখের দিকে তাকাতে পারব না লজ্জায়। যে কাজ আমরা করেছি এবং যা করতে পারিনি তার লজ্জা। যা আমরা ঘটতে দিয়েছি, তার লজ্জা।

ভারতে এই হলো আমাদের পরিস্থিতি। এ রাত্রি অবসানে ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।

www.pathagar.com

নারী ধর্ষণ

দুটি বিষয়ে অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর সে বিষয় দুটির একটি হচ্ছে গণহত্যা ও লুটপাটের পাশাপাশি বেপরোয়া নারী ধর্ষণ ও শিশু নিধন এবং অপরটি হচ্ছে এইসব যাবতীয় অপকর্মে স্থানীয় সংবাদপত্রের উস্কানিমূলক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। এজাতীয় শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাটির নাম 'সন্দেশ'। এই দৈনিক পত্রিকাটি গোধরার ঘটনায় একটি খবর ছাপার পাশাপাশি প্রথম পাতায় ফলাও করে এই বিষয়ে প্রকাশ করে একটি প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে বলা হয়, গোধরা স্টেশনের ধর্মান্ধ মুসলিম নেতা হামলার সময় ১০ থেকে ১২ জন হিন্দু মেয়েকে ট্রেনের বগি থেকে টেনে বের করে নিয়ে যায়। বিস্ময়কর এবং রহস্যজনকভাবে একই দিন একই পত্রিকার ১৬তম পাতায় একই প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেখানে প্রতিবেদনের শিরোনাম দেয়া হয় এই ভাবে: 'মুসলমানেরা ৮ থেকে ১০ জন হিন্দু মেয়েকে নিকটবর্তী বস্তির ভেতরে টেনে নিয়ে গেছে।' এই সব প্রতিবেদনে স্পষ্টতই হিন্দু মেয়ে ধর্ষণের ইঙ্গিত দিয়ে স্থানীয় উগ্রপন্থী হিন্দুদের মধ্যে। ইজ্জত রক্ষার সহিংসতায় ঝাঁপিয়ে পড়ার উস্কানি দেয়া হয়। এখানেই শেষ নয়। পরদিন ১ মার্চ ২০০২ একই পত্রিকায় গোধরার ঘটনার ফলো আপ প্রতিবেদন ছাপা হয় ১৬ পাতায়। এই প্রতিবেদনের শিরোনাম হচ্ছে এই রকম : 'গোধরার অপহৃত হিন্দু মেয়েদের মধ্যে স্তন কাটা অবস্থা, দু'জনের লাশ উদ্ধার।' খোঁজ নিয়ে জানা গেছে উপরোক্ত দুটি প্রতিবেদনের তথ্যগুলো ডাহা মিথ্যা। কেবলমাত্র দাঙ্গায় উস্কানি দেয়া ছাড়া এই প্রতিবেদনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। প্রতিবেদনের যে তথ্য পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে পুলিশও তার সত্যতা অস্বীকার করেছে। এমনকি টাইমস অব ইন্ডিয়া সহ আরো যে সব জাতীয় পত্র পত্রিকা এ ব্যাপারে সংবাদ সংগ্রহ করে তারা কেউ এর তিলমাত্র সত্যতা খুঁজে পায়নি।

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতা 'সন্দেশ' পত্রিকাটি শতাব্দীর জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘৃন্য হাতিয়ারে পরিণত হয়। আহমাদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সবচেয়ে বেশী জীবনহানি ঘটে নারোদা পটিয়ায়। এই এলাকায় প্রায় প্রতিটি 'সন্দেশ' পত্রিকার কপি দেখা যায়। দৈনিক সন্দেশে প্রকাশিত হিন্দু নারীদের বলাৎকারের বানোয়াট খবরগুলো গুজরাটের হিন্দুদের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং এই খবর পরে লোকমুখে নানাভাবে বিকৃত হয়ে প্রচারিত হতে থাকে। কেউ বলেছে গোধরায় ১০ জন হিন্দু রমনীকে ধর্ষন করেছে মুসলমানরা। কেউ বলেছে এই সংখ্যা ৬ জন। সংখ্যা যা-ই হোক, গোধরায় হিন্দু মেয়েদের ধর্ষিতা হবার বানোয়াট গালগল্প সবহিন্দুর মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। কোথাও কোথাও এমনও শোনা যায় যে, গোধরা স্টেশন থেকে মুসলমানরা হিন্দু রমনীদের তুলে নিয়ে নিকটবর্তী একটি মাদ্রাসার ভেতরে ধর্ষণ করেছে। মুখে মুখে প্রচারিত গুজবের মধ্যে এক পর্যায়ে মাদ্রাসা শব্দটিও ঢুকে পড়ায় প্রতিহিংসা পরায়ন উগ্র হিন্দুরা ধরে নেয়, মুসলমান মহিলাদের ধর্ষণের ক্ষেত্রে স্থানের কোন বাছবিচার নেই, যে কোন জায়গাতেই এই অপকর্ম করা যাবে। গুজরাটের কোন কোন গ্রামে ওই গুজবটি আবার বিকৃত হয়েছে নতুন মাত্রায় যুক্ত হয়ে। সেখানে গোধরার হিন্দু রমনীরা রাতারাতি রূপান্তরিত হয়েছে আদিবাসী মহিলায়। অর্থাৎ বলা হলো, গোধরা রেল স্টেশনে মুসলমানরা আদিবাসী হিন্দু মহিলাদের ধর্ষন করেছে।

দৈনিক 'সন্দেশ' পত্রিকার উস্কানিতে রাজ্যজুড়ে মুসলিম নারীদের বেপরোয়া ও অমানবিক ধর্ষিতা হবার সত্য ঘটনাগুলোও বেমালুম চেপে যায় পত্রিকা ওয়ালারা। গুজরাটি ভাষায় পাশাপাশি স্থানীয় ইংরেজী পত্রিকাগুলোও ('গুজরাট টুডে' ছাড়া) এই নির্লজ্জ নীরবতায় যোগ দেয়। কোন পত্রিকাতেই পাশবিক ধর্ষণের পর মুসলিম মেয়েদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ছিটেফোটা খবরও ছাপা হয়নি।

নরোদা পটিয়ার বিজেপি সমর্থিত নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি মায়া কদনানি নিজেও একজন এফআইআরভূক্ত অপরাধি। তদন্তদলের প্রশ্নের জবাবে বিরক্ত হয়ে সে

www.pathagar.com

বলে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ঘৃনা ও আক্রোশ এতোই প্রবল যে, সেখানে আমাদের কিছু করার নেই। সে মুসলমানদের রক্ষার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন দায়িত্ব নেই বলেও উল্লেখ করে।

আহমেদাবাদ নগরীর নারোদা পটিয়া হচ্ছে সেই এলাকা যেখানে ৮০ জনেরও বেশী মুসলমানকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে এবং অসংখ্য মেয়েকে পাশবিকভাবে ধর্ষনের পর বিকলাঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। গুজরাটের লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের ছেলে রমেশ প্যাটেল তথ্য অনুসন্ধানী দলের সদস্যদের সাফ বলে দিয়েছেন, হিন্দুদের রীতিনীতি এবং আচার আচরণ মেনে নেয়ার শর্তে কেবল উদ্বাস্তু মুসলমানরা লক্ষ্মীপুর গ্রামে ফিরে আসতে পারবে। এছাড়া বিতাড়িতরা আর কখনোই তাদের পরিত্যক্ত বাড়ী ঘরে ফিরে আসার সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ তার কথা অনুযায়ী ধর্মান্তরিত না হয়ে মুসলমানরা আর গ্রামে ফিরে যেতে পারবে না।

'গুজরাট টুডে' নামক ইংরেজী ভাষার স্থানীয় সংবাদপত্র গুজরাটের চলতি সহিংসতায় মুসলমানদের মসজিদ, দরগা কবরস্থান প্রভৃতি ধর্মীয় জায়গাগুলোর ক্ষয়ক্ষতির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকা অনুযায়ী উগ্র হিন্দুদের হামলায় রাজ্যের মেহমানায় ১৭টি, সবরকন্ঠে ১৩টি, দাহুদে ১৩টি, খেদায় ১৪টি, আনন্দে ৫৩টি, আহমাদাবাদে ৫৬টি, বরোদায় ২২টি, পঞ্চ মহলে ১৯টি, রাজকোটে ৪টি, সুরাটে ৩টি, জামগাড়ে ২টি, আম্রেলিতে ১টি, বনোসকন্ঠে ২টি, নমোদায়, ১টি গান্ধী নগরে ৫টি এবং ভবনগরে ২টি ধর্মীয় স্থান ধ্বংস করা হয়েছে। গুজরাটের অন্যতম বড় শহর বরোদা থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে পালভাড় গ্রামে মুসলমানরা ফিরে গেলে হিন্দুদের ভাড়া করা উপজাতীয়রা তাদের মারধর করে। মুসলমানরা শুধু শর্ত মানলে ফিরতে পারবে। এগুলো হোল, দাঁড়ি রাখা চলবে না, কপালে তিলক পরতে হবে, দাঁড়ি ওয়ালাদের দাঁড়ি কামিয়ে ফেলতে হবে এবং সবার উপরে হিন্দু ব্যবসায়ীদের সাথে ব্যবসা বানিজ্যে কোন প্রতিযোগিতা করা চলবে না। গ্রামের জগদীশ বলে, আমাদের গ্রাম হবে শ্রী কৃষ্ণের গ্রাম।

www.pathagar.com

তিন বছরের বালক সহ অপর চারজনকে জীবন্ত পুড়ে মারা হয়েছে আহমদাবাদের এক এলাকাতে। বাড়ী ঘরে ফিরতে দিচ্ছে না সংঘ পরিবারের মৌলবাদীগুন্ডা ও সন্ত্রাসীরা।

গুজরাট থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা মুসলমানরা নড়াইলে বলেছে, হিন্দুরা যুবতী নারীদের টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে যায়। শিশুদের ঠ্যাং ধরে ছুঁড়ে ফেলে। গুজরাটের চন্দলা মুসলমান বস্তি থেকে পালিয়ে আসা ২৬ বছরের মিঠু কালিয়ায় বলেছে, আমার সামনেই হিন্দুরা দশ জনকে একটি ঘরে আটকিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে।

গুজরাট থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা মুসলমান মহিলারা সীমান্তে বিএসএফ দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। নড়াইলের কালিয়া সীমান্তে এ ঘটনা হয়।

গুজরাট থেকে ফিরে আসা মুসলমানরা নড়াইলে জানিয়েছেন যে, পথে বিএসএফ তাদের সাথে আসা দুইজন মুসলমান তরুণীকে আটকে রেখেছে। বাংলাদেশের কলাম লেখকরা কি এনিয়ে কোন নিবন্ধ লিখবেন না? কিন্তু কেন লিখবেন না?

www.pathagar.com

পুলিশের সন্ত্রাস ও মুসলিম নিধন

দাঙ্গা হাঙ্গামা এখানে ওখানে হতে পারে। তবে সরকারের একটি অংশ তাতে জড়িত থাকলে তা খুবই দুঃখজনক। বিভ্রান্ত জনসাধারণ অনেক সময় অনেক কিছু করতে পারে। সরকার তো তা করতে পারে না। সরকারের দায়িত্ব শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। এটা দুঃখজনক যে ভারতে সরকারের একটি অংশই এইসব ন্যাক্কারজনক কাজে অংশ নিয়েছে। এমনকি পুলিশ বাহিনী পর্যন্ত দুঃখজনক কাজে লিপ্ত ছিল।

গুজরাটের পঞ্চমহল জেলার কালোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সব ইন্সপেক্টর পাতিল এবং উপ-পুলিশ সুপার পারমারের বিরুদ্ধে সরাসরি দাঙ্গায় জড়িত থাকার অনেকগুলো অভিযোগ আছে। উগ্র হিন্দুদের অগ্নি সংযোগ এবং লুটপাটে তারা রীতিমত নেতৃত্ব দিয়েছেন। জমাদার উদয় সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ কালোল এলাকায় এক মুসলিম ব্যক্তির গাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে তিনিই প্রথম ওই এলাকায় বেপরোয়া অগ্নি সংযোগের উদ্বোধন করেন। পঞ্চমহল জেলায় কালোল হচ্ছে সেই এলাকা যেখানে সবচেয়ে বেশী মুসলিম হত্যা এবং নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কালোল থানায় মুসলমানদের অভিযোগের চেয়ে রাজ্য সরকারের দায়ের করা অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে বেশী। বলাই বাহুল্য, রাজ্য সরকারের অভিযোগ নামায় আসামী বা অপরাধীরা সবাই মুসলমান। কোন কোন অভিযোগ ঘটনার জন্য হিন্দুদেরকে দায়ী করা হলেও আসামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে জনতাকে। বিচারের জন্য জনতার নামে দায়ের করা এই অভিযোগ অর্থহীন এবং হাস্যকর। কারণ আইনের পরিভাষায় নৈব্যর্ক্তিক জনতার কখনোই বিচার হয় না, এটা হওয়া সম্ভবও নয়।

www.pathagar.com

খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেছে যে, অরবিন্দ ভাই পারমার নামক এক হিন্দু ব্যক্তির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে ত্বরিতকর্মা পুলিশ পাঁচজন মুসলমান তথাকথিত অপরাধীর সকলকেই গ্রেফতার করেছে। অথচ ইলিয়াস নামক এক মুসলিম ব্যক্তির দায়ের করা অভিযোগের প্রতি নজরই দেয়া হয়নি এবং একজনকেও গ্রেফতার করা হয়নি। কারণ অভিযুক্তরা সবাই হিন্দু।

উপ-পুলিশ সুপার পারমারের বিরুদ্ধে সরাসরি দাঙ্গাবাজদের নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। একটি দাঙ্গার ঘটনায় তার নির্দেশে পুলিশ গুলী চালালে এক মুসলমান নিহত এবং অপর চারজন গুরুতরভাবে জখম হয়। অথচ সংখ্যায় বহুগুণ বেশী থাকা সত্ত্বেও গুলীবর্ষণের এই ঘটনায় একজন হিন্দুও হতাহত হয়নি।

তথ্য অনুসন্ধানী প্যানেল মনে করে, গুজরাটের সামগ্রিক রাজ্য প্রশাসন যেখানে সহিংসতার সমর্থক সেখানে অপরাধের ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব নয়।

নারোদা পটিয়ার জোয়ান নগরের অধিবাসী কুলসুম বিবি ও জান্নাত বিবি ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ এর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, হামলাকারীদের হাতের তলোয়ারে 'বজরঙ' 'দল' শব্দ দুটি খোদাই করে লেখা ছিল। খাকি হাফপ্যান্ট পরা দাঙ্গাবাজদের কারো কারো হাতে ছিল পেট্রোল ভর্তি জেরিকেন। মুসলমানদের বাড়ীঘর ও অন্যান্য সম্পদ এমনকি মানুষও পুড়িয়ে দেয়ার জন্য তারা পেট্রোল সাথে নিয়ে আসে। ঠিক এই সময় পুলিশ আকস্মিকভাবে গুলীবর্ষণ শুরু করে এবং বলাই বাহুল্য তাদের গুলীতে যারা নিহত হয় তারা সবাই মুসলমান। পুলিশের গুলীবর্ষণের সাথে সাথে মুসলমানরা পালাতে শুরু করে। তারা রাজ্যের রিজার্ভ পুলিশ (এসআরপি) কলোনীর ভেতরে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করলে তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। এ সময় তাড়া খাওয়া মুসলমানরা প্রাণ ভিক্ষা চাইলেও পুলিশ কলোনীর গেট খোলা হয়নি বরং তাদের উপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ করা হয়। পুলিশ নির্বিচারে তাদের পেটানোর সময় বলতে থাকে, 'ইয়ে আপ লোগোকা আখেরি দিন হায়।' অর্থাৎ 'আজকের দিনই তোমাদের জীবনের শেষ দিন।' নবপুরের অধিবাসী সায়রা বানু বলেছেন,

www.pathagar.com

'তাদের এলাকা আক্রান্ত হওয়ার সময় সন্ত্রাসী দাঙ্গাকারীদের সাথে পুলিশ দেখে তার পরিবারের সবাই বাঁচার আশা পরিত্যাগ করেন।'

হুসেন নগরের সায়রা বানু বলেন, দাঙ্গা শুরু হওয়ার এক পর্যায়ে তিনি মেয়েদের চিৎকার শুনতে পান। এ সময় একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ মেয়েকে তিনি দেখতে পান খোলা রাস্তায় বেদম বেগে দৌড়াচ্ছে এবং তার পেছনে ধাওয়া করে যাচ্ছে অন্তত ২৫জন উগ্র হিন্দু। তিনি আরো দেখেছেন, পুলিশের গুলীতে কিভাবে তার নিজের স্বামী নিহত হন সেই করুণ দৃশ্য। এ সময় পুলিশ দাঙ্গাকারীদের দিকে গুলীবর্ষন না করে পলায়নপর মুসলমানদের লক্ষ্য করে গুলী চালায়।

সবরকণ্ঠ এলাকায় ভাদালি ত্রাণ শিবিরে কথা হয় নাগরী বিবির সঙ্গে। তিনি বলেন, পুলিশকে টেলিফোন করা হয়। কিন্তু পুলিশ তাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না বলে সরাসরি জানিয়ে দেয়।

ত্রাণ শিবিরে আশ্রিতা শমসেদ বিবি জানান যে তারা চারশত জন দরগায় আশ্রয় নেন। এ অবস্থায় দাঙ্গাবাজরা দরগার দেয়ালে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ সময় দরগার বাইরে অবস্থানকারী পুলিশ নিস্ক্রিয় থাকে। দাঙ্গাকারীরা পুলিশের সাহায্য নিয়ে পবিত্র দরগায় হামলা চালায়। দাঙ্গাবাজদের হামলার সমর্থনে এসপি কেসি প্যাটেলের নেতৃত্বে পুলিশ মুসলমানদের লক্ষ্য করে গুলী চালায়।

মমতাজ বানু ছিল পোলিও'র রোগী। কিন্তু পুলিশ তাকেও গুলীবিদ্ধ করে ফেলে দেয়। পোলিও তে তার একটি পা আগে থেকেই অকেজো হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে তার দু'টি পা'ই অচল।

ভাদোরার উচ্চ মধ্যবিত্তের আবাসিক এলাকা বাহার কলোনীর বাইরে দাঙ্গাবাজরা আগুন লাগায়। পুলিশের একটি জিপ সেখানে এলে মুসলিম মহিলারা তাদের কাছে সাহায্য চান। কিন্তু পুলিশ তাদের সাহায্য করে গুলী চালিয়ে। এতে একজন নিহত হয়।

কম্বিং অপারেশনের নামে মুসলিম এলাকাগুলোতে পুলিশী নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন মিল্লাত নগরের নিপীড়িত মহিলারা। তারা জানিয়েছেন, হিন্দু এলাকায় এ ধরণের অপারেশন কখনো হয়নি।

www.pathagar.com

ভারতে অবস্থিত ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের দূতাবাসগুলোর তৈরী এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গুজরাটের ঘটনা ছিল মুসলমানদের নির্মূল এবং তাদের অর্থনীতিকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকান্ড। এমনি এমনি এটি ঘটেনি। আর এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রীরাও। রিপোর্টে বলা হয়, এই জঘন্যতম ধর্মীয় দাঙ্গায় রাজ্য সরকারের সমর্থন ছিল। এতে বলা হয়, মুসলমানদের গণহারে হত্যা করার ঘটনায় রাজ্যমন্ত্রীদের জড়িত থাকার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। গুজরাট ঘটনার ওপর ইইউ দূতাবাসগুলোর তৈরী প্রতিবেদনটি সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়েছে 'ফাইনানসিয়াল টাইমস'এর ইউরোপীয় সংখ্যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিকদের প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোর যেমন বৃটেন, জার্মানী ও হলান্ডের প্রতিনিধিদের তদন্তের ভিত্তিতে।

বলা হয়, গোধরার ঘটনা একটা ছুতো ছাড়া আর কিছু নয়। গুজরাট হত্যাকান্ড ঘটানোর পরিকল্পনা কয়েক মাস আগেই নেয়া হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়, ঘটনার আগে বিনামূল্যে অস্ত্র বিতরণ করা হয়।

রিপোর্টে বিজেপি গুজরাট রাজ্য কর্মকর্তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয় যে, সেখানে সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের দাঙ্গায় হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দেয়া হয়। 'ফাইনানসিয়াল টাইমস'-এর রিপোর্টে বলা হয়, কূটনীতিকরা এই প্রথম গুজরাটের ঘটনাকে গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

গুজরাটে যা হয়েছে তা যেন অন্য কোন খানে না হয়। এই কামনাই আমরা করি। মানুষের চেয়ে আর কে বড় আছে? সেই মানুষ কিভাবে এসব ন্যাক্কারজনক কাজ করতে পারে? প্রতিটি মানুষের জীবন মূল্যবান। আসলে একজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা অর্থ সব মানুষকেই যেন হত্যা করা। আমরা কামনা করি আমাদের দেশে সব সময় যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে। কেউ যেন আইন নিজের হাতে না তুলে নেয়।

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িকতার তান্ডব

ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের (এনএইচআরসি) চেয়ারপার্সন জে.এস বর্মা বলেছেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা ও অখন্ডতাকে যে কোন নাগরিকের মর্যাদাহানির অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তা ও অখন্ডতার মত সংজ্ঞা প্রায়শই মানবিক মর্যাদাকে বলি দেয়ার ছুঁতো হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হরিদ্বারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডের বৈঠকে দলের নেতা অশোক সিংঘাল মুসলমানদের প্রতি এই মর্মে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, তারা যদি দেশকে বিভক্তির দিকে নিয়ে যেতে থাকে তাহলে তাদেরকে গুজরাটের মত উদ্বাস্তু শিবিরেই থাকতে হবে। বাবরী মসজিদের জায়গাটি ভিএইচপিকে না দিলে ও মুসলমানরা এর বিরোধিতা করলে গুজরাটের মুসলমানদের মতই সারাদেশে তাদের উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করতে হবে। অশোক সিংঘাল বলেন, প্রয়োজনীয় আইন পাস করে বাবরী মসজিদের জায়গাটি বিশ্বহিন্দু পরিষদকে দিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজউইক' পত্রিকা লিখেছে, আহমেদাবাদের ১৫ কিলোমিটার উত্তরে জওয়ান নগর একটি গ্রাম। এটি লম্বালম্বি দু'ভাগে বিভক্ত। এর হিন্দু বসতিপূর্ণ এলাকাটিতে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, অন্য দিকে মুসলমান অধ্যুষিত অংশটি দেখলে মনে হয় যেন এখানে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। রাস্তাগুলো জনশূণ্য।

রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছে, "যারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে তাদের অধিকাংশকেই জীবন্ত পুড়ে মারা হয়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনে প্রশাসন ও পুলিশের মধ্যে সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

www.pathagar.com

এরই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারের প্রসঙ্গ কত বেমানান তা লক্ষ্য করুন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বাকলী ইউনিভারসিটিতে মানবতা পরিপন্থী অপরাধের বিরুদ্ধে তথাকথিত আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়। বক্তারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে আলোচনা করেন ও বলেন, বর্বরোচিত আচরণের জন্য শুধুমাত্র সরকার কিংবা প্রশাসনকে দায়ী করা সমীচীন হবে না। এজন্য স্থানীয় রাজনীতিক অথবা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও একইভাবে দায়ী হবে। এই সেমিনারে মূল আলোচক ছিলেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ চার্লস টাউন। আলোচনায় অংশ নেন বিশ্ব ভারতীর প্রাক্তন ভাইসচ্যান্সেলর দিলীপ কুমার সিনহা, পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব প্রফেসর জুলিয়া ওয়াল এবং ক্লাউডিয়া কার। সেমিনারটির আয়োজন করেছিল ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিটিউট অব বেঙ্গল বেনিন নামে এক রহস্যজনক প্রতিষ্ঠান।

ভারতের জঘন্য সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে আড়াল করতেই বাংলাদেশ নিয়ে তারা নানা রকম প্রচারণা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। গুজরাটে প্রায় তিন হাজার মুসলমান নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধকে পুড়িয়ে মারা হলো। বাংলাদেশে এরকম তো কোন ঘটনা নাই। তবুও এ সব প্রচারণা কেন? বাংলাদেশ যতটুকু নিরাপত্তা প্রদান করেছে সংখ্যালঘুদের তার অর্ধেকও যদি ভারত সেখানকার সংখ্যালঘুদের প্রদান করত তাহলে তারা নিজেদের ধন্য মনে করত। কথায় বলে চোরের মার ডাঙ্গর গলা।

গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালে হিন্দু প্রতিবেশীরা কি নির্মমতার সঙ্গে মুসলমানদের জড়ো করার পর তাদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে তার বয়ান পেশ করেছেন বিবি বানু শেখ। হিন্দুরা যখন মুসলমানদের পুড়িয়ে মারছে কিংবা পৈশাচিক উন্মাদনায় তাদেরকে টুকরো টুকরো করছে পুলিশ তখন নির্বিকার দাঁড়িয়ে যেন আত্মপ্রসাদই লাভ করেছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ মুসলমানরা যাতে পালাতে না পারে সে জন্য সব পথই দিয়েছে বন্ধ করে। আবার তারা পালাতে উদ্যত কোন কোন মুসলমানকে পাকড়াও করে হায়েনার মতো রক্ত লোলুপ উম্মত্ত হিন্দু জনতার হাতে তুলে

www.pathagar.com

দিয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে দাঙ্গাবাজদের না হটিয়ে নিরীহ মুসলমানদের উপর তারা চালিয়েছে গুলী। 'প্রশান্ত' মানবাধিকার গ্রুপের প্রধান ফাদার সেডরিক প্রকাশ বলেছেন, কোন কোন স্থানে দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে পুলিশের পুরোদস্তুর সংশ্রব ছিল।

সরকার মৃতের সংখ্যা সহস্র বলে জানালেও মানবাধিকার গ্রুপের তদন্তকারীরা এ সংখ্যা কমপক্ষে আড়াই হাজার হবে বলে জানিয়েছেন। তাদের মতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সুপরিকল্পিতভাবে এই মুসলিম নিধন অভিযান চলেছে সেখানে। হানিফ লাখদাওয়ালা নামক একজন মুসলমান চিকিৎসক বলেন, একে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা ভুল, এটি ছিল আসলে পরিকল্পিত গণহত্যা। নিউইয়ক ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ওয়াচ-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে দাঙ্গাকালে পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বহুক্ষেত্রে সাহায্য করার নামে পুলিশ অসহায় মুসলমানদেরকে সরাসরি ঘাতকদের হাতে তুলে দেয়। স্থানীয় একটি মসজিদে স্থাপিত অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে বিবি বানু (২৮) সেদিনের লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ আহমেদাবাদের উপকণ্ঠে নারোদা পাতিয়াস্থ বাসগৃহ থেকে পালাতে উদ্যত মুসলমানদের প্রতি পুলিশরা গুলী চালাতে থাকে। পার্শ্ববর্তী ফাঁড়ির পুলিশদের কাছে আশ্রয় চাইলে তারা অপারগতা ব্যক্ত করে। বরং পুলিশরা তাদেরকে সাফ সাফ জানিয়ে দেয় যে, আজই তোদের মরতে হবে। এখানকার সব মুসলমানদেরই আজ আখেরী দিন। হিন্দু ও মুসলমানদের এলাকাকে বিভক্তকারী একটি পানির টাওয়ারের সম্মুখস্থ সংকীর্ণ চত্বরে তারা প্রায় একশত পঞ্চাশজন মুসলমানকে ধাওয়া করে এনে জড়ো করে। তারপর বালতি ও প্লাস্টিক ব্যাগে করে আনা কেরোসিন তেল ঢেলে দেয়, ঐ হতভাগ্য মানুষদের গায়ে। এর পরপরই অগ্নি শলাকা ছুঁড়ে মারে তাদের দিকে আর মুহূর্তেই আগুনের লেলিহান শিখা সর্বভূকরূপে গ্রাস করে নিরীহ মানুষের অস্থি-মজ্জা দেহ। বিবি বলেন, অগ্নিদহনে জ্বলে পুড়ে সব অঙ্গার হয়ে গেল নিমেষেই। মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। বিবি বলেন, ওরা কেরোসিন ঢালছে মানুষের গায়ে অথচ পুলিশ নির্বিকার দাঁড়িয়ে তখন।

www.pathagar.com

আহমদাবাদের শাহে আলম ত্রাণশিবিরে আশ্রিতা জুলেহা বিবি উগ্রহিন্দুদের হামলার মধ্যে তার স্বামীকে খুন হতে দেখেছেন। একটি পুলিশ ব্যারাকের সামনে দাঙ্গাবাজরা তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারে। জুলেহা জানান, যদি পুলিশ তাদেরকে ব্যারাকের ভেতরে আশ্রয় দিত তাহলে এই হত্যাকান্ড ঘটতো না।

এ সহিংসতা নানা কারণে আগের দাঙ্গার চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ। এবারের সহিংসতায় মুসলিম নিধনে যে নতুন মাত্রাগুলো সংযুক্ত হয় তা হচ্ছে বেপরোয়া নারী ধর্ষণ, সহিংসতায় প্রত্যক্ষভাবে পুলিশের অংশগ্রহণ এবং লুটপাট ও দাঙ্গার আদিবাসীদের সম্পৃক্তকরণ। এর আগে আদিবাসীরা আর কখনোই এমন নিষ্ঠুরভাবে মুসলিম নিধনে অংশ নেয়নি।

গ্রাম্য এলাকাগুলোর কোথাও দাঙ্গাবাজদের দলে হামলাকারীর সংখ্যা এক হাজারের বেশী ছিল না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সংখ্যা সর্বাধিক ৫০ জনের মধ্যে সীমিত ছিল। কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রে ৮ থেকে ১০টি ট্রাক্টর ভরে এসে সশস্ত্র দাঙ্গাকারীরা হামলা চালায়।

সহিংসতায় অশিক্ষিত আদিবাসীদের প্রথমে উস্কানি দেয়া হয় এই বলে যে, গোধরায় ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় যারা নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে আদিবাসীও ছিল। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বিশেষ কৌশলের আশ্রয়ে লুটের মালের ভাগ দেয়ার লোভ দেখানো হয় এবং পর্যাপ্ত মদ খাওয়ানোর পরে হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে নিরপরাধ মুসলমানদের বসতবাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়। এরপর বেহাল মাতাল অবস্থায় লুণ্ঠিত সম্পদের হিস্যা পাবার স্বপ্ন চোখে নিয়ে গরীব আদিবাসীরা উগ্র হিন্দুদের সাথে তাদের সম্পদ লুট করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে আদিবাসী নিজেরাও হিন্দু দাঙ্গাবাজদের এই অপকৌশলের সত্যতা স্বীকার করেছে। তারা একথাও বলেছে যে, উস্কানি দিয়ে মাতাল বানিয়ে তাদের দিয়ে লুট করানো হলেও লুটের মালামালের হিস্যা কথামত তাদেরকে দেয়া হয়নি। হিন্দু দলপতিরা সবটা আত্মসাৎ করেছে অভিযোগ তুলে আদিবাসীরা ওই সব দাঙ্গাবাজ দলপতিদের বাড়ীতে তল্লাশি চালানোর জন্য পুলিশের প্রতিও অনুরোধ জানায়।

www.pathagar.com

ভাদালি ত্রাণশিবিরে ধেরোল গ্রামের কানিজ ঘাচি বলেন, গ্রামে উগ্র হিন্দুদের দলপতি প্যাটেল পরিবার। বছর দেড়েক আগে সংঘটিত ধর্মীয় সহিংসতায় বুজরঙ দলের কট্টর হিন্দুরা একটি মসজিদ ধ্বংস করার পাশাপাশি কানিজের দোকানটিও ভেঙ্গে দেয়। প্যাটেল পরিবারের প্রায় সবাই কট্টর হিন্দুবাদী বজরঙ দলের সক্রিয় সদস্য। দাঙ্গাবাজরা মসজিদটি ভেঙ্গে সেখানে একটি মন্দির নির্মাণের আয়োজন করে। প্যাটেল পরিবারের পুরোহিত ধানজি ভাই প্যাটেল আদিবাসীদের মদ পান করানোর পর মুসলমানদের দেখিয়ে বলেন, 'মারদো সালে কো'। এরপর থেকেই শুরু হয় সম্মিলিত হামলা। জ্বলতে থাকে একটির পর একটি বাড়ী ও দোকান। ভারতের সাম্প্রদায়িকতা অসভ্যতাকে স্পর্শ করেছে।

www.pathagar.com

ভারতের সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতা

পৃথিবীর তথাকথিত বৃহত্তম গণতন্ত্র নাকি ভারত। তবে সেই দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের যে চেহারা তাতে ইবলিসও সরম পাবে। সংখ্যাগুরুরা যে জঘন্যভাবে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করে চলেছে তা অতীতের সব রেকর্ড পার হয়ে যাচ্ছে। সোজা কথায় ভারতে সংখ্যালঘুদের কোন ভবিষ্যতই নেই। মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ সব একই সন্ত্রাসের শিকার। হত্যার সঙ্গে সঙ্গে গণ ধর্ষণকে বর্ণবাদী হিন্দুরা দাঙ্গায় প্রবর্তন করেছে। এ সবকটি সম্ভবতঃ তারা সার্বিয়ার মিলোসেভিস এন্ড কোং থেকে গ্রহণ করেছে।

গুজরাটে অসংখ্য মুসলিম মহিলাকে হিন্দুরা ধর্ষণ করেছে। থানায় কোন মামলা নেওয়া হয় নাই। তবে জান্নাত বিবি কাল্লু ভাই শেখ নারোদা পটিয়ায় পাঁচজন মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ, হত্যা ও দাঙ্গার সাথে জড়িত থাকার জন্য রতিলাল রাথোড় ওরফে ভবানী সিংহ (৫০)-এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ আনেন। রাথোড় আহমেদাবাদ পৌর পরিবহন বিভাগের একজন গাড়ী চালক। ভবানী সিংহ তার প্রতিবেশী। সে একদল দাঙ্গকারীকে সাথে নিয়ে তার বাড়ীতে হামলা চালায়। কাওসার বানু নামে আট মাসের গর্ভবতী এক মহিলাকে কত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় তার বর্ণনা দেন জান্নাত বিবি। এই মহিলাকে দাঙ্গকারীরা টেনে-হিঁচড়ে প্রথমে ঘরের বাইরে নেয়। পরে ছুরি দিয়ে পেট চিড়ে গর্ভস্থ সন্তানটিকে বের করে মায়ের চোখের সামনেই আগুনে পোড়ায়। জান্নাত বিবি বলেন, আমরা অনেকেই লুকিয়ে এই নৃশংসতা দেখেছি কিন্তু আতঙ্কে কিছুই করতে পারিনি। গুজরাটের মানবতাবাদী মহিলা কর্মীরা বলেছেন, লাল কাপড় পরা বহিরাগত উগ্র হিন্দুদের পাঠানো হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করার জন্য। এই লাল পট্টিওয়ালারা এলাকার মুষ্টিমেয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের

www.pathagar.com

মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করার জন্য। এই লাল পট্টিওয়ালারা এলাকার মুষ্টিমেয় মুসলমানদের জানমাল তখনো অক্ষত রয়েছে কেন, এই প্রশ্নতুলে সাধারণ হিন্দুদের উত্তেজিত করে তোলে। সাধারণ হিন্দুদের কিছু টেলিফোন নাম্বার দিয়ে বলা হয়, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলেই ত্রিশূল ও তলোয়ার জাতীয় অস্ত্র পাওয়া যাবে। সাধারণ হিন্দুদের দীক্ষা দেয়ার সময় তাদেরকে বোঝানো হয় যে, মুসলমানদের বিনাশ না করলে রাজ্যে তাদের জনসংখ্যা একদিন হিন্দুদের ছাড়িয়ে যাবে।

আহমদাবাদের ভাদভা এলাকায় স্থাপিত কুতুবে আলম দরগা ত্রাণশিবিরে আশ্রিতা সায়রা বিবি বলেছেন, তাদের এলাকায় বজরঙ দলের উগ্র কর্মীরা সারারাত উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয় এবং লাঠি নিয়ে দাঙ্গার প্রশিক্ষণ দেয়। তাদের নেতার নাম মহেশ প্যাটেল উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধর্মীয় দাঙ্গার জন্য এই মহেশ প্যাটেল পুরোপুরি দায়ী।

সরবকণ্ঠ এলাকায় খেদ ব্রহ্মায় স্থাপিত ভাদালি ত্রাণ শিবিরে আশ্রিতা ইমাম বিবি জানিয়েছেন, বজরং দলের নেতা যতীন বাভচি শাস্ত্রী সবসময়ই বলতেন যে, কোন মুসলমানকে গুজরাটে থাকতে দেয়া হবে না। পরবর্তীকালে সহিংসতা পুরোদমে শুরু করে তিনি তার এই আকাঙ্খা পূরণের চেষ্টা চালান। ইমাম বিবি দুঃখ করে বলেন, হিন্দুদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমাদের গত ৫০ বছরের উপার্জন হ্রাস পেয়ে কেবলমাত্র পরনের একটি মাত্র কাপড়ে এসে ঠেকেছে। এছাড়া আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। একই ত্রাণ শিবিরে সাত্তার ভাই জানান, তাদের এলাকায় যখন নামাজ পড়া নিয়ে বিরোধ সৃষ্টির আয়োজন করা হলো তখনি বুঝা গিয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িক বিপদ আসছে। বিরোধ এড়ানোর জন্য তখন লাউড স্পিকার কিংবা মাইক ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য মুসলমানদেরকে পরামর্শ দেয় পুলিশ। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য তাই করা হয়। অর্থাৎ মাইক পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়। এলাকার সাত্তার ভাই জানান, বজরং দলের পক্ষ থেকে হামলাকারীদের ত্রিশূল ও তলোয়ার দিয়ে সজ্জিত করা হয়। পঞ্চায়েত দিনেশ কুমার নারপত ১২ বোরের বন্দুক দিয়ে হামলা চালায়। আর স্থানীয় উপ-পুলিশ সুপার সোলাঙ্কি নিজেই বিশ্ব পরিষদের সক্রিয় নেতা।

www.pathagar.com

অনেক মুসলমানকেই বলে দেয়া হয়েছে যে, ধর্মান্তরিত না হয়ে তারা কেউ গ্রামে ফিরতে পারবে না। আদিবাসীদের দুইনেতা কালজি ভাই কাতারিয়া এবং অনিলভাই জোশিয়ার একটি সভা ডেকে ঘোষণা করেছেন যে, তাদের নাম ব্যবহার করে উচ্চবর্ণের প্যাটেল পরিবার লুণ্ঠিত মালামাল সব আত্মসাৎ করেছে। সভায় তারা স্বীকার করেছেন যে, শুধুমাত্র মদের যোগান দিয়ে মাতাল বানিয়ে আদিবাসীদেরকে মুসলমান হত্যা, তাদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন এবং তা পুড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। একমাত্র বদনাম কুড়ানো ছাড়া এই অপকর্ম থেকে তারা বিশেষ কিছু পায়নি।

গুজরাটের ধর্মীয় সহিংসতায় উস্কানিদাতা এবং হত্যাকারী উগ্র হিন্দুদের অনেকেরই নামধাম পর্যন্ত নির্ভূল বলে দিতে পারে নির্যাতিত মুসলমানরা। এইসব গোরা হিন্দুরা প্রায় সবাই বজরং দল কিংবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা ভিএইচপি'র সক্রিয় কর্মী।

মানবতাবাদী মহিলা কর্মী এবং ত্রাণশিবির গুলোর নিপীড়িত মহিলারা জানিয়েছেন, বজরঙদল ও ভিএইচপি'র মত শিবসেনাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘ পরিবারের আক্রমনাত্মক কাজগুলোর সাথে সাধারণ হিন্দুদের সম্পৃক্ত করার দায়িত্ব পালন করছে।

গোধরা রেলস্টেশনের অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটারও চার/ পাঁচ মাস আগে থেকেই গুজরাটের প্রায় সর্বত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলো। তথ্য অনুসন্ধানী দলের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সবরকম জেলার লক্ষীপুর গ্রামের মহিলা পঞ্চায়েত নাথিবেন, তার স্বামী জিতু ভাই প্যাটেল ও ছেলে রমেশ প্যাটেল মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনজনই তাদের ঘৃণা ও আক্রোশ প্রকাশ করে বলে, দাড়ি কেটে টুপি বর্জন না করা পর্যন্ত কোন বিতাড়িত মুসলমানকে লক্ষীপুর গ্রামে ফিরে আসতে দেয়া হবেনা।

লোকসভার সাবেক সদস্য আহসান জাফরির পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়। এই বর্বরোচিত হত্যাকান্ড চালানোর আগে ১৫ হাজার উগ্র হিন্দু ওই এলাকা ঘিরে হামলা চালায়। আহমদবাদের অন্তত দশটি এলাকার মুসলমানদের যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

www.pathagar.com

ভারত শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও তার মুসলিম নাগরিকদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করছে। একটি প্রাচীন, পরিত্যক্ত কুসংস্কারের সমাজ ব্যবস্থাকে এই একবিংশ শতাব্দীতে চালু করার ব্যর্থ কোশেশ করে চলেছে তারা।

সউদী আরবে অবস্থিত ভারতীয় বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যবই হিসেবে এমন একটি ইতিহাস গ্রন্থ পড়ানো হচ্ছে, যেখানে একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য প্রধান ধর্মগুলোর গুণকীর্তন রয়েছে- সউদী পত্র পত্রিকায় এ খবর ছাপা হওয়ার পর রিয়াদ ভিত্তিক বিশ্ব মুসলিম এসেম্বলি এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থার মহাসচিব ডঃ মালেহ এইচ খান জোহানী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সউদী আরবে অবস্থিত ভারতীয় স্কুলগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিজস্ব ধর্মজ্ঞান অর্জনের সুযোগ প্রাপ্তি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সউদী আরবেও ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার নেই শিক্ষা সংস্কৃতিতে। তবুও উদ্বেগ নেই তেমন অসচেতন সউদী কর্তৃপক্ষের।

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি

যুক্তরাষ্ট্র তার নাগরিকদের ওপর থেকে ভারত ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। তবে মার্কিন নাগরিকদের পরামর্শ দেয়া হয় তারা যেন ভারত পাকিস্তান সীমান্ত বর্তী রাজ্য গুজরাট, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও জম্মু কাশ্মীর ভ্রমণ এড়িয়ে চলেন। এই পরামর্শে বোঝা যায় যে, ভারতের গুজরাটসহ বহু স্থানে এখনো সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (এআই) তার একটি প্রতিনিধি দরকে গুজরাটে যেতে না দেয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। সংস্থা বলেছে, তাদের বিশ্বাস গুজরাট যেতে দিতে ভারত সরকারের অস্বীকৃতি এই উদ্বেগই জোরদার করবে যে, রাজসরকার ও পুলিশই এই গণহত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল ও তা সংঘটিত হতে দিয়েছিল এবং তারা এখন এই অপকর্মের হোতাদের অপকর্মকে ঢাকা দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

সাহাদাত হোসেন খান লিখেন, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, নিক্ষিপ্ত দাহ্য তরল পদার্থের বেশীর ভাগ ছড়িয়ে পড়েছে রেল লাইন ও তার আশেপাশে। তাই আগুন বগির বাইরের অংশ ও তলদেশেরই ক্ষতি হওয়ার কথা। কিন্তু ২৭ ফেব্রুয়ারীর (২০০২) অগ্নিসংযোগে এস-৬ বগির বাইরের অংশ ও রেললাইনের কোন ক্ষতি হয়নি। জানালার নিচে আগুনের কোন চিহ্নই ছিল না। কর্মকর্তাগণ নিশ্চিত হন যে, প্যাসেজের ৭২ নম্বর আসনের কাছ থেকে প্রায় ৬০ লিটার তরল দাহ্য পদার্থ ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং তা সারা বগিতে ছড়িয়ে পড়ে।

অরুন্ধতী রায়ের এক বন্ধু বরোদা থেকে তাকে টেলিফোন করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন যে, তার বন্ধু সাইদাকে দাঙ্গাবাজরা ধরে নিয়ে তার পেট চিরে ফেলে এবং পেটের মধ্যে জ্বলন্ত কম্বল ঢুকিয়ে দেয়। মৃত্যুর পর সাইদার কপাল কেটে তাতে লেখা হয় ওঁম (হিন্দু ধর্মীয় মন্ত্র)। হিন্দু দাঙ্গাবাজরা রাতের

www.pathagar.com

অন্ধকারে আহমেদাবাদে আধুনিক উর্দু কবিতার জনক ওয়ালী গুজরাটীর কবর ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ফয়েজ আলী খানের কবরও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। দাঙ্গাবাজদের ভয়ে গুজরাট রাজ্যের প্রধান বিচারপতি কাদরি তার সরকারী বাসভবন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। রাজ্য পুলিশ তার কোন নিরাপত্তাই দিতে পারেনি।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের অফিসগুলোতে তিন হাজার পঞ্চাশ টাকা করে রিভলভার বিক্রি করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের তাত্ত্বিক নেতা গুরু গোলওয়ালকরের সাক্ষাৎ শিষ্য উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলকে আদভানী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

পুড়ে যাওয়া ঘরের দেয়ালে লেখা ছিল, 'ইয়ে অন্দর কি বাত হ্যায়, পুলিশ হামারা সাথ হ্যায়।' অর্থাৎ ভেতরের কথা হলো পুলিশ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আরেক জায়গায় লেখা ছিল, মুসলমানদের কিভাবে পুড়িয়ে মারতে হয় তা আমাদের কাছ থেকে শিখে নাও।

আতিক হেলাল ইনকিলাবে লেখেন, ১৪.০৬.২০০২ তারিখে কলিকাতার 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার প্রতিদিনের চিঠি কলামে ছোট ছোট যন্ত্রনা শিরোনামে বেলঘরিয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে সুপ্রিয় ভট্টাচার্যের লেখা একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি ঐ অর্থগুলো সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে ইন্ধন যোগানোর ব্যাপারে স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা বিধৃত করার মধ্য দিয়ে। আর এই চিঠি পড়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অপর একটি চিঠি লেখেন বেলঘরিয়ার পশ্চিমাঞ্চল থেকে শচীন ভট্টাচার্য যেটি মুদ্রিত হয় একই পত্রিকার একই কলামে ৩০.০৬.২০০২ তারিখে।

শচীন ভট্টাচার্য তার চিঠির শিরোনাম দিয়েছেন-

'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই

ভন্ডামির আর সীমা নাই।'

শচীন ভট্টাচার্য লিখেছেন, সম্প্রতি (১৪.০৬.২০০২) প্রকাশিত সুপ্রিয় ভট্টাচার্য 'ছোট ছোট যন্ত্রণা' শিরোনামের চিঠিটি পড়ে বিস্মিত হওয়ার কথা। কিন্তু হইনি। বেলঘরিয়ার পূর্বাঞ্চলে, সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে ইন্ধন যোগানোর ব্যাপারে

www.pathagar.com

স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকায় চমকে উঠবার কথা। কিন্তু উঠি নি। এসব ঘটনা এখন দেখেশুনে গা-সহা হয়ে গেছে।

...দাসবাবু অনড়। তাঁর সাফ কথা। এমন কোন পরিবারকে তিনি ঘর ভাড়া দেবেন না দূর-সম্পর্কে হলেও মুসলিমদের সঙ্গে যার আত্মীয়তা আছে। এমনকি তারা দূরে অন্যত্র বাস করলেও নয়। শচীন ভট্টাচার্য লেখেন, আমাদের সমাজে গড়ে উঠেছে হিন্দু এলাকা মুসলিম এলাকা, ব্রাহ্মণ পাড়া, জেলে পাড়া, মালোপাড়া, কৈবর্ত পাড়া, হরিজন পল্লী ইত্যাদি কত কি!

তিনি লেখেন, একটি হিন্দু পরিবার সরকার বাবুর বাড়িতে পারুল নামে একটি মেয়ে বাসন মাজা, ঘর পোছা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হয়। কিন্তু কিভাবে একদিন (হয়তো আমাদের দাসবাবুর মতই) সরকার বাবুর পরিবারটি জানতে পারে যে, পারুল হিন্দু নয়, মুসলিম। আর যায় কোথায়? পারুলকে মারধর করে এবং মাইনে না দিয়ে সেই পরিবারটি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। সরকার বাবুকে আমি চিনি। তিনি জাতিতে এস-সি (সিডিউল কাস্ট)। কিন্তু হিন্দু বলে গর্বিত। এই তো আমাদের সমাজ। এখন যদি মানুষে মানুষে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার মিছিল বের হয় সম্ভবত অন্যদের সঙ্গে প্রগতিশীল দাসবাবু, ব্যানার্জি বাবু, সরকার বাবুরাও তাতে থাকবেন। মিছিল থেকে ধ্বনি উঠবে- হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, তখন আমি স্বগতোক্তি করবো, ভন্ডামির আর সীমা নাই।

ভারতের বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার একটি বড় কারণ বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা। মসজিদ ভাঙ্গার অন্যতম সাম্প্রদায়িক দল বজরং দলের ক্যাপ্টেন অযোধ্যার ফয়সালাবাদের শিব প্রসাদ মুসলমান হয়ে এখন নাম রেখেছে মোহাম্মদ মোস্ত ফা। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের জন্য চার হাজার করসেবককে পরিচালনার দায়িত্ব ছিল তার উপর। কিভাবে মসজিদ ধ্বংস করা হবে তার প্রশিক্ষণ তিনিই চার হাজার লোককে দেন।

এরপরের ঘটনা ১৯৯৯ সালের ৬ ডিসেম্বর। একই শিব প্রসাদ সাত বছর আগে তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। তিনি রোজা (নফল) রেখেছিলেন এবং কান্নাভেজা কণ্ঠে নামাজের পর মোনাজাতে ক্ষমা

www.pathagar.com

চাচ্ছিলেন। তাঁর এই মনপরিবর্তনের কাহিনী সউদী আরবের আরব নিউজ পত্রিকায় ১৯৯৯ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। মসজিদটি ধ্বংসের পরপরই শিব প্রসাদের মনে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। তার মনে কোন শান্তি ছিল না। তিনি অনুভব করলেন, তিনি একটি বড় পাপের কাজ করেছেন। তিনি ১৯৯৭ সালে চাকরি লাভের জন্য আরব আমীরারেত শারজাহ-এ যান ও সেখানে মুসলমান হন।

তিনি বলেন, যারা মসজিদ ধ্বংসের কাজে নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে ছিলেন অশোক সিংঘেল ও লালকৃষ্ণ আদভানী। বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার দিনে রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএ) ধ্বংস করার কাজে বিজেপি, বজরং দল এবং আরএসএসকে তাদের নীরব সম্মতি প্রদান করে। উভয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মসজিদ ধ্বংসের কাজে বড় ধরনের সহায়তা করে। তিনি সেদিনের কথা স্মরণ করে বলেন, ওইদিন অশোক সিংঘেল সামরিক বাহিনীর ইউনিফরম পরা ছিলেন। তিনি সে অবস্থায় করসেবকদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

আব্দুল কালামের প্রচেষ্টার কারণে ১৯৮০ সালে ভারত 'রোহিনী' রকেটের সফল উৎক্ষেপনে সক্ষম হয়। এজন্য ১৯৮১ সালে তাকে 'পমভূষণ' খেতাব দেয় ভারতের সরকার। তিনি ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'পৃথিবী' ক্ষেপনাস্ত্র ও ১৯৮৯ সালে সে মাসে উন্নত ধরণের অগ্নিক্ষেপনাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করেন। এহেন কালামের বাল্যজীবনে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হতে হয়।

ডঃ কামাল তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, সে সময় তিনি রামেশ্বরাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। একদিন একজন নতুন হিন্দু শিক্ষক তাদের ক্লাসে এলেন। কালামের মাথায় ছিল টুপি। তাকে দেখলেই মুসলমান বলে মনে হত। তিনি সর্বদাই সামনের বেঞ্চে রামনাথ শাস্ত্রীর পাশে বসতেন। রামনাথ ব্রাহ্মণের ছেলে, সে পৈতা পরতো। নতুন হিন্দু শিক্ষক দেখলেন হিন্দু ব্রাহ্মনের ছেলের পাশে মুসলমান ছেলে বসে আছে। এটা তার কাছে অসহ্য মনে হল। তিনি তখনই কালামকে সেখান থেকে উঠে গিয়ে পেছনের বেঞ্চে বসার নির্দেশ দিলেন। এতে কালাম কষ্ট পেলেন। তিনি এতই মর্মাহত হন যে, শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

কেঁদে ফেলেন। এটা কালামের মনেও রেখাপাত করে। সে কথাও তিনি ভুলতে পারেননি।

ডঃ কালামের মন ও মানস গঠনে যাদের অবদান রয়েছে তারা হলেন তার শিক্ষক ইয়াডুরাই সলোমন, রেভারেন্ড ফাদার সেকুইরা, জৈন ধর্মাবলম্বী ডঃ বিক্রম সারাভাই ও ডঃ ব্রহ্মাপ্রকাশ।

ভারতের প্রথম রকেট ১৯৬৩ সালের ২১ নভেম্বর নিক্ষেপ করা হয়। ডঃ কালাম ও তাঁর দল যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহকৃত উপাদান দিয়ে এই রকেট তৈরী করেন। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে একদিন ডঃ কালাম ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ইউএস ওয়ালোপস ফ্লাইট ফ্যাসিলিটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এসময় তিনি একটি তৈল চিত্র দেখলেন, এতে রয়েছে একদল কালোচামড়ার সৈন্য রকেট ছুঁড়ছে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, ওই সৈন্যরা দক্ষিণ ভারতের হায়দারাবাদের স্বাধীন রাজা টিপু সুলতানের সেনাবাহিনীর লোক। ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতান যখন বৃটিশ বাহিনীর কাছে পরাজিত হলে তখন বৃটিশ বাহিনী সাতশ রকেট ও নয়শ রকেটের সাবসিস্টেম আটক করে। সেগুলো ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। একজন মুসলমান ১৭৯০-এঁর দশকে সর্বপ্রথম রকেটের ডিজাইন করেন। আধুনিক ভারতের রকেট ও পারমানবিক অস্ত্রের অন্যতম বিজ্ঞানী ও একজন মুসলমান। তবুও মুসলমান ভারতে নির্যাতনের শিকার।

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলোর প্রার্থী, আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং বিখ্যাত কর্ণেল ও ঝাসী রানী রেজিমেন্টের নেত্রী লক্ষী মেহগান ভারতের এক সংবাদ সংস্থাকে সাক্ষাৎ দেয়ার সময় বলেছেন, এটা এক ভুল ধারণা যে, দ্বিজাতিতত্ত্ব আবিস্কার করেছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। আসলে বিশ শতকের প্রথম দিকে আরএসএস ও হিন্দু মহাসভাটি দ্বিজাতিত্ত্বের ইস্যু উঠিয়ে ছিল। এরই ভিত্তিতে আজ আরএসএস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জম্মু ও কাশ্মীরকে তিন বা চারভাগে বিভক্ত করার দাবী জানাচ্ছে। আসলে ভারতের অভ্যন্তরে যে কট্টর সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী রয়েছে তারা উপমহাদেশে শান্তি আনতে সব সময় বাঁধা প্রদান করবে নিজস্ব স্বার্থের কারণে।

www.pathagar.com

নৃশংসতা

ভারতের গোধরায় রহস্যজনক ট্রেন অগ্নিকান্ড সম্পর্কে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ সর্বশেষ যে তথ্য দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে এর আগে মৃতের সংখ্যা নিয়ে যে পরিসখ্যান দেয়া হয়েছে, তা সঠিক নয়। রেল মন্ত্রী নিতীশ কুমারের বক্তব্য অনুযায়ী ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ গোধরায় ট্রেন অগ্নিকান্ডে এস সিক্স কামরার মাত্র চারজন যাত্রী নিহত হয়েছিল। অথচ ওইদিন সংঘটিত ট্রেন অগ্নিকান্ডের পর ৫৮টি পোড়া লাশ পাওয়া গেছে বলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে এ সব যাত্রী বেঁচে রয়েছে নিজ বাড়ী ঘরে।

আরব নিউজ পত্রিকা লিখেছে, গুজরাটের সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেনের হতভাগ্য এস-সিক্স কোচের রিজার্ভেশন তালিকা ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ থেকেই বিদ্যমান ছিল। তাহলে কেন এতদিনে এই তালিকা প্রকাশ করা হয় নি? রেলওয়ে এই তালিকা প্রকাশ করতে ছয় মাস সময় নিল। এবং তাও মিডিয়া ও পার্লামেন্টের চাপের কারণে প্রকাশ করা হল। খবরে নিহতের মোট সংখ্যা বলা হয়েছিল ৫৮ জন, এর মধ্যে নাকি ৩৯ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে। এখন নিহতের সংখ্যা এগারজন মাত্র। মমতা ব্যানার্জী সত্য গোপন করার জন্য রেলওয়ে মন্ত্রী নিতীশ কুমারকে যখন অভিযুক্ত করেন তখন হয়তো এটা ধরে নেয়া যায় যে মমতা ব্যানার্জী ঠিক কথাই বলেছেন। কারণ রেলওয়ে যে হিসাব দিয়েছে তা গোজামিলে ভরা।

আরব নিউজ লেখে, আহমদাবাদের ফরেনসিক সায়েস্ট ল্যাবরেটরির রিপোর্ট বলেছে কোচটিতে বাইরে থেকে নয় ভেতর থেকেই আগুন দেয়া হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলছেন যে, অগ্নিকান্ডের জন্য যে পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল তা তরল ছিল না, কঠিন ছিল। এক ধরণের দাহ্য পাউডার রয়েছে যাতে আগুন ধরালে মুহূর্তের মধ্যে তা দাউদাউ করে জ্বলে উঠে এবং অতি উচ্চ

www.pathagar.com

তাপমাত্রার সৃষ্টি করে। দেখা গেছে, ট্রেনে অগ্নিকান্ডের পর পরই আহমদাবাদে যে সব অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে সেগুলোতে এই দাহ্য পাউডার ব্যবহার করা হয়েছিল। এর ফলে দালান কোঠা, কারখানা, ভবনের রেলিং, গ্রীন, লোহার দরজা প্রচন্ড উত্তাপে গলে গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এই অভিমত পোষণ করেন যে, ট্রেনের কোচ এবং আহমদাবাদে মানুষের ঘরবাড়ী ও সহায় সম্পত্তিতে একই ধরণের কঠিন দাহ্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

আরব নিউজ লেখে, গুজরাট কংগ্রেস পার্টির সভাপতি শঙ্কর সিং ভাগেলা প্রকাশ্যে সংঘ পরিবারকে ঘটনার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি একসময় সংঘ পরিবার ও বিজেপির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি খুব ভাল করেই তাদেরকে চিনি। তারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও নির্মম প্রকৃতির। চরম উগ্রবাদী। তারাই এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। গুজরাটে তাদের দাঙ্গা বাধানোর ব্যাপারটি ছিল পরিকল্পিত।

আরব নিউজ লেখে, মুসলিম নিধনে হিন্দুদের উস্কে দেয়ার জন্য সংঘ পরিবার নিজেই গোধরায় এক্সপ্রেস ট্রেনের কোচে আগুন লাগিয়ে ছিল মিঃ ভাগেলের এই সন্দেহ যদি সত্যি প্রমাণিত হয় তাহলে তা ইতিহাসে আরেকটি রাইকট্যাগ (জার্মান পার্লামেন্ট ভবন যা হিটলারের দল গোপনে আগুনে পোড়ায়) অগ্নিকান্ড হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। রাইকট্যাগ অগ্নিকান্ডের উপর ভর করে তৎকালীন জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছিল। গোধরা ট্রেনের এই অগ্নিকান্ডে কি ভারতে উগ্র হিন্দু ফ্যাসিবাদ কায়েমেরই আলামত?

শাহ আহমদ রেজা লেখেন, বাইরের অন্যকেউও ট্রেনে আগুন লাগায়নি কিংবা বোমা বা বিস্ফোরক ছুঁড়ে মারেনি। প্রকৃতপক্ষে ট্রেনের একটি কামরার ভেতরেই আগে থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক দাহ্য তরল পদার্থ রাখা ছিল। একটি প্রকান্ড পাত্রে রাখা প্রায় ৬০ লিটার দাহ্য তরল পদার্থ বিশেষ মুহূর্তে ঢেলে ও ছড়িয়ে দেয়ার পর আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং এ অগ্নিকান্ডেই উগ্রপন্থী হিন্দু কর সেবকসহ ৫৯ জনের মৃত্যু ঘটে। ফরেনসিক রিপোর্টে ট্রেনের ঐ কামরা ও সম্ভাব্য (৭২ নম্বর) আসনকেও চিহ্নিত করা হয়েছে, যার কাছাকাছি পাত্রটি রাখা

www.pathagar.com

হয়েছিল। রিপোর্টে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে, এত বিপুল পরিমাণ দাহ্য তরল পদার্থ পূর্ণ পাত্র বাইরে থেকে নিক্ষেপ করা সম্ভব নয়।

এ সত্যও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে যে, গোধারায় ট্রেনে আগুন ধরানোর জন্য যে দাহ্য তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল, গণহত্যার অভিযোগ চলাকালে মুসলমানদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও সেই একই দাহ্য পদার্থ দিয়ে ভস্মীভূত করা হয়েছে। অর্থাৎ সবই সংঘটিত হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে এবং একই বিশেষ কেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে।

কলামিস্ট লেখেন, ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ১ জুলাই-এর রদবদল একদিকে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে করা হয়নি অন্যদিকে এর মধ্যে দিয়ে এক অত্যন্ত উগ্রপন্থী, বিপজ্জনক ও যুদ্ধাংদেহী গোষ্ঠীর উত্থান স্পষ্ট হয়েছে। রদবদলে ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রবধূ মানেকা গান্ধীসহ এমন ছয়জন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে বাদ দেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে পাঁচজনই মধ্যপন্থী হিসেবে পরিচিতা ছিলেন এবং যারা আদভানীর অনুসৃত উগ্রপন্থার বিরোধিতা করতেন।

খারাপ লোকের মহলে দু'চারজন ভালো লোকও থাকে। শয়তানের এলাকাতে তেমনি একজন ভারতীয় মহান লেখিকা অরুন্ধতী রায়। তিনি বিখ্যাত উপন্যাস 'দি গড অব স্মল থিংকস্'-এর পুরস্কার প্রাপ্ত লেখিকা। তিনি ভারতীয় 'আউট লুক' পত্রিকায় গুজরাটের মর্মান্তিক হত্যাকান্ড সম্পর্কে এভাবে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেন :

গতরাতে আমার এক বন্ধু বরদা থেকে ফোন করেছিল। কান্নাকাটি করছিল সে। ব্যাপারটি যে কি, সেটা বলতে সে ১৫ মিনিট সময় লাগিয়ে ফেলল। ঘটনাটি খুব সরল। বেশি কিছু না, তার এক বান্ধবী সাঈদার ওপর একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক হামলা চালিয়েছে। তেমন কিছু না, তার পেট ফেড়ে নাড়িভূঁড়ি বের করে দিয়েছে ওরা। তার মৃত্যু ঘটার পর কেউ তার কপালে ওঁ কথাটা লিখে দিয়েছে।

কোনো হিন্দুশ্রাস্ত্রে এ উপদেশ দেয়া হয়েছে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী এ জাতীয় হামলা জায়েজ করতে গিয়ে বলেছেন, গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেন জ্বালিয়ে দিয়ে মুসলমান 'সন্ত্রাসবাদী' ৫৮ জন হিন্দু যাত্রীকে হত্যা করার প্রতিশোধ হিসেবে বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা এসব কর্ম করেছে। এসব বীভৎস হত্যাকান্ডের যারা

www.pathagar.com

শিকার হয়েছে তারা প্রত্যেকে কারো না কারো ভাই, কারো না কারো মা, কারো সন্তান। হ্যাঁ, তা তো বটেই।

কোরআনের কোন আয়াতে লেখা আছে মানুষকে পুড়িয়ে মারতে হবে?

যতই দু'পক্ষ একে অপরকে হত্যা করার মাধ্যমে তাদের ধর্মের পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, ততই তাদের মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ছে। তারা একই বেদিমূলে অর্ঘ্য দেয়। একই জিঘাংসার দেবতার পূজারী তারা। পরিস্থিতি এমন, চরম-জঘন্য রূপ নিয়েচে এমনকি প্রদানমন্ত্রী পর্যন্ত এ চক্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অত্যন্ত পরনিন্দুক এবং দায়িত্বহীন উক্তি করেন।

এ মুহূর্তে আমরা এক বিষের পেয়ালা পান করছি। চুষে নিচ্ছি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদে মাখানো এক ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র। খাঁটি আর্সেনিক।

আমাদের কী করা উচিত? কী করা সম্ভব আমাদের পক্ষে?

আমাদের ক্ষমতাসীন দল নিজেই একটি রোগের মতো। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের কথার ফুলঝুরি 'পোটো' নামে এক আইনপাস পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খঞ্জর উত্তোলন (সেই সঙ্গে পারমাণবিক হুমকি), সীমান্তে প্রায় ১০ লাখ সতর্ক সৈন্য মোতায়েন এবং সবচেয়ে যা ভয়াবহ স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইয়ের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও ইতিহাস বিকৃতি-এত কিছু করার পরও একের পর এক নির্বাচনে অপমানিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি এ দল। এমনকি তাদের দলের পুরনো কৌশল অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণের ইস্যু উসকে দেওয়া সেটাও কাজ করেনি। এ রকম অবস্থায় বেপরোয়া হয়ে তারা গুজরাত রাজ্যে ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছে।

ভারতের একমাত্র বিজেপি সরকার শাসিত রাজ্য গুজরাটে বহুদিন ধরে এক গভীর রাজনৈতিক এক্সপেরিমেন্টে তা দেওয়া হচ্ছিল। গত মাসে এ এক্সপেরিমেন্টের প্রাথমিক ফলাফল সবার সামনে প্রদর্শন কাল হলো মাত্র। গোধরার ঘটনায় ঘন্টা কয়েকের মাথায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক নিখুঁত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে শুরু করে দিল। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৮০০। নিরপেক্ষ সূত্র বলছে, ২ হাজারের বেশি লোক মারা গেছে। ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত দেড় লাখ লোক এখন উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করছে। মেয়েদের উলঙ্গ করে গণধর্ষণ করা হয়েছে। সন্তানের

www.pathagar.com

সামনে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে পিতাকে। ২৪০টি দরগা ও ১৮০টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে- আহমেদাবাদে আধুনিক উর্দু কবিতার জনক ওয়ালি গুজরাটির মাজার ভেঙ্গে ধুলায় মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। সঙ্গীতশিল্পী উস্তাদ ফৈয়াজ আলি খাঁর কবর অপবিত্র করা হয়েছে। জ্বলন্ত টায়ার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে। দুস্কৃতকারীরা দোকানপাট, বাড়িঘর, হোটেল, টেক্সাইল মিল, বাস ও প্রাইভেটকারে লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার লোক চাকরি হারিয়েছে।

কংগ্রেসের সাবেক এমপি ইকবাল এহসান জাফরির বাড়ি ঘেরাও করেছিল উন্মক্ত লোকজন। পুলিশের মহাপরিচালক, পুলিশ কমিশনার, মুখ্য স্বরাষ্ট্র সচিব ও অতিরিক্ত সচিবকে ফোন করেও কোনো সাড়া পাননি তিনি। তার বাড়ির আশপাশে টহলরত ভ্রাম্যমাণ পুলিশভ্যান হস্তক্ষেপ করেনি। দুস্কৃতকারীরা দরজা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢোকে। তারা তার মেয়েদের নগ্ন করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। তারা এহসান জাফরির শিরচ্ছেদ করে তার দেহ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। গত ফেব্রুয়ারীতে রাজকোট এলাকার বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে প্রচারাভিযানকালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন জাফরি। যোগসূত্রটি লক্ষনীয়।

গুজরাটজুড়ে হাজার হাজার লোক উন্মক্ত হয়ে উঠেছে। তাদের হাতে পেট্রল বোমা, বন্দুক, চাকু, তলোয়ার এবং ত্রিশূল। ভিএইচপি ও বজরং দলের লুণ্ঠনবাদীরা ছাড়াও দলিত ও আদিবাসীরাও এতে অংশ নেয়। মধ্যবিত্তরা যোগ দেয় লুটপাটে। (অভূতপূর্ব একদৃশ্য-এক পরিবার লুটপাট চালিয়ে একটি মিতসুবিশি ল্যান্সার নিয়ে বাসায় ফিরেছে।)"

এই হলো অরুন্ধতী রায়ের বক্তব্য।

লন্ডনে আদভানীর আগমনে তার বিরুদ্ধে পিকেটিং হয়। দুই হাজার মুসলমান হত্যায় আদভানীই দায়ী, বলা হয়েছে। তাদের বেশীর ভাগকেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। দুইশ পঞ্চাশের বেশী মুসলিম মহিলাকে গণধর্ষণের পর আগুনে পুড়িয়ে হত্যা বা জবাই করা হয়েছে। আসলে চরম কট্টরপন্থী আদভানী এখানে মোদী গোষ্ঠীই ভারতে এই সব আধুনিক নর-মেধ যজ্ঞের প্রবক্তা।

www.pathagar.com

ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জেএম লিভ দাঙ্গা বিধ্বস্ত গুজরাট সফরকালে সেখানকার মুসলমানদের নিরাপত্তাহীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মি লিভ বরোদা জেলার প্রশাসককে সবার সামনেই প্রশ্ন করেন, এভাবে ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য তার কোন লজ্জাবোধ হচ্ছে কিনা? এক পর্যায়ে তিনি পুলিশ ও প্রশাসন কর্মকর্তাদের সরাসরি ভাড় বলে অভিহিত করেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর একটি প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন পেয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দাঙ্গা, বিধ্বস্ত ও রাজ্যের বিধান সভার ১৮২টি আসনের মধ্যে ১৫৪টি সহিংসতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এখন ভোট হলে এ রাজ্যের কমপক্ষে ১ লাখ ভোটার তাদের ভোট দিতে পারবেন না। নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় গুজরাটের ৮০ হাজার সংখ্যালঘু, নিজেদের ঘরবাড়ী খালি করে নতুন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। মুসলিম নিধন দাঙ্গায় ঘরবাড়ী হারা ৩০ হাজার সংখ্যালঘু মহারাষ্ট্র, মহাপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশে পালিয়ে গেছেন। এসব ব্যক্তির গুজরাটে ফিরে আসার কোন ইচ্ছে নেই। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দাঙ্গার ভয়াবহতার কথা তুলে ধরে বলা হয়েছে, বস্তি এলাকা বাদ দিলেও মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় ১২ হাজার বাড়ী ও ১৪ হাজার দোকান ধ্বংস হয়ে গেছে। দাঙ্গার ক্ষতিগস্ত বেশিরভাগ ব্যক্তিই তাদের ভূমির দলিল ও পরিচয়পত্র হারিয়েছেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দাঙ্গায় গুজরাটের ২২৫টি থানাধীন ১৫১টি শহর ও ৯৯২টি গ্রাম সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবং এসব এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবিসি বলেছে, ভারতের নির্বাচন কমিশন সে দেশের গুজরাট রাজ্যে দ্রুত নির্বাচনের বিজেপির প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন বলেছে, এ বছর গোড়ার দিকে গুজরাটে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়ায় সেখানকার পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। ঐ দাঙ্গায় ১ হাজারেরও বেশী লোক নিহত হন- যাদের বেশীরভাগই মুসলমান। নির্বাচন কমিশন বলছে, গুজরাটের সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষ পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। কমিশন তাই বলেছে, এই পরিস্থিতিতে গুজরাটে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হলে যেটুকু শান্তি আছে তাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নির্বাচন কমিশন বলেছে, গুজরাটের পরিস্থিতি এখনো মারাত্মক। এখানে নির্বাচন দিয়ে পুনরায় দাঙ্গা শুরু হতে পারে। কমিশন সূত্রে বলা হয়েছে, যারা এ হত্যাকান্ডের পেছনে রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে এবং উদ্বাস্তুদের দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচন কমিশন বলেছে, উদ্বাস্তুদের আগে পুনর্বাসন করতে হবে এবং এর পরে হবে নির্বাচন।

ভারতের বিশিষ্ট কলামিস্ট প্রফুল্ল বিদুয়াই 'গুজরাটে শবযাত্রীদের নির্বাচন?' শীর্ষক নিবন্ধে লেখেন,

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে সবচেয়ে জঘন্য সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞে মদদ দেয়া ও ওই হত্যাযজ্ঞের একটা অংশ হওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদি তার কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। তার পরের দিন মোদির দুই মন্ত্রী সশরীরে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান-বিরোধী অভিযানের নির্দেশনা দেন, ৫শ'র বেশী লোককে হত্যা করা হয়, গুজরাটে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রবলভাবে চেপে বসে। তার পরবর্তী ১শ' ঘন্টার মোদি এই জঘন্য চিন্তার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করান যে, কতিপয় বদলোকের অপকর্মের জন্য নিরাপরাধ সাধারণ নাগরিকদের পাইকারীহারে শাস্তি দেয়াই উচিত। ফলে গুজরাটে হত্যা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্র সরকার মোদিকে নির্দ্বিধায় সমর্থন দিয়ে যায়। এ থেকে একটা সরল সত্যই পুনর্ব্যক্ত করতে হয় যে, আমাদের সংবিধানের মূলে রয়েছে সর্বোপরি নাগরিকদের জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার। মোদি সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে, সচেতনভাবে এবং সক্রিয়ভাবে এই অধিকার লংঘন করেছে। কারণ মোদির সরকার ২ হাজার নিরপরাধ সাধারণ নাগরিকের হত্যাযজ্ঞে, হাজার হাজার ঘরবাড়ী ধ্বংসে, অসংখ্য নারীধর্ষণের এবং এমনকি গর্ভবতী নারী গর্ভস্থ ভ্রূণকে বর্শাবিদ্ধ করার ঘটনায় মদদ দিয়েছে।

www.pathagar.com

নির্যাতন

মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলছেই ভারতে। ভারতের কিছু কিছু হৃদয়বান বুদ্ধিজীবী কখনও কখনও এই সবের প্রতিবাদ করেছেন। তবে এটা সামান্যই।

ভারতের বিশিষ্ট কলামিস্ট প্রফুল্ল বিদুয়াই 'গুজরাটে শবযাত্রীদের নির্বাচন' শীর্ষক কলামে লেখেন,

"গত পাঁচ মাস ধরে মোদির মধ্য দিয়ে গুজরাট রাজ্যটি শাসন করছে আসলে নাথুরাম গডসে। তার জন্য কোন সাংবিধানিক অনুমোদন বা নৈতিক কর্তৃত্বের দরকারই হয়নি। এই ভৌতিক কুশাসনের মূল্য গুণেছে গুজরাটের জনগণ। গুজরাটে আজ চলছে সন্ত্রাস, আতঙ্ক আর চরম নিরাপত্তাহীনতার রাজত্ব। এমনকি বড় বড় সেবামূলক এনজিও সংস্থাগুলোও সেখানে কাজ করতে পারছে না। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সুস্থচিন্তার লোকজন মুখ খুলতে পারছেন না। গুজরাটে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটে গেছে। এক লাখের বেশী মানুষের কোনো আশ্রয় নেই। প্রচুর সংখ্যক লোককে তাদের বস্তি ও গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, হয়তো আবারো নৃশংসতা ও অপমানের শিকার হবার জন্য। তার পরেও রাজ্য সরকার ত্রাণশিবিরগুলো বন্ধ করে দেয়ার জন্যে এবং সেখানে বসবাসকারী লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য উদগ্রীব। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, গুজরাটে গণহত্যার জন্য দায়ী হাজার হাজার ব্যক্তির মধ্যে কেউ একজনও তেমন কোনো বিচারের সম্মুখীন হচ্ছে না। না কোনো এমএলএ, না বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোনো কর্মী, না বিজেপির কোনো নেতা, না পুলিশের কোনো সদস্য। মোদির পুলিশ বিভাগ প্রথমেই যেটা করেছে তা হলো সুনির্দিষ্ট কোনো মামলা না নেয়া। তারা শুধু এমন সব এফআইআর নথিভুক্ত করেছে যেগুলোতে ঘটনা, ঘটনাস্থলের নামে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির নাম এসব কিছুই থাকতে পারবে না। আর এখন তারা

www.pathagar.com

অপরাধী ও তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের তালিকা ছাড়াই চার্জশীট তৈরীর কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তার ফলে অপরাধীরা আপনা-আপনিই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে। আদালত যে একের পর এক মামলা নিষ্পত্তি করে দিচ্ছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা বা অবহেলা এবং রাষ্ট্রীয় মদদের ঘটনা আগেও অনেক ঘটেছে। যেমন ১৯৬৯ সালে আহমেদাবাদে, ১৯৮৪ সালে দিল্লীতে, ১৯৯২-৯৩ সালে বোম্বেতে। কিন্তু দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি হবে না এটা নিশ্চিত করার জন্য অপরাধীদের বিচারে সরকারের তরফ থেকে এমন সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত উচ্চ পর্যায়ের কারসাজি আগে আর কখনোই দেখা যায়নি। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের জন্য মোদি সাজিয়ে রেখেছিলেন। এক পৃষ্ঠায় খেলো মানের গোধরা চার্জশীট সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

এহেন পরিস্থিতিতে গুজরাটের জনগণকে নির্বাচনে ভোট দিতে বলা হচ্ছে। এটা যদি রাইখস্ট্যাগের অগ্নিকান্ডের পর একটা 'গণতান্ত্রিক' নির্বাচনের ধারণার মতো না দেখায় তাহলে হাস্যকর হবে।

মৌলবাদী বিজেপি'র এখনই গুজরাট নির্বাচনের আশা ভঙ্গ করেছে নির্বাচন কমিশন ও হাইকোর্ট। মুসলমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই বিজেপি'র জন্য নির্বাচনের উপযুক্ত সময়।"

বিদুয়াই-এর উদ্ধৃতি শেষ হলো।

শয়তানের ঘরেও ভালো মানুষ থাকতে পারে। সেই রকমের একজন হৃদয়বতী মহিলা হলেন ভারতের পুরস্কার বিজয়ী লেখিকা অরুন্ধতী রায়। তিনি 'আউটলুক' পত্রিকায় লিখেছিলেন,

দাঙ্গাবাজ নেতাদের কাছে মুসলমানদে ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি পার্টনারশিপের কম্পিউটারে রক্ষিত তালিকা ছিল। হামলা সমন্বয়ের জন্য তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে ট্রাকে ট্রাকে গ্যাস সিলিন্ডার জমানো হয়েছে। এগুলো তারা ব্যবহার করেছে মুসলমানের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার কাছে। তারা শুধু পুলিশের মদদই পায়নি, পুলিশ তাদের রক্ষা করতে গুলিও চালিয়েছে।

www.pathagar.com

গুজরাট যখন জ্বলছিল তখন এমটিভিতে প্রচার হচ্ছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কবিতা। জানা যায়, তার গানের ক্যাসেট লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। গুজরাটের দিকে নজর দিতে এক মাসেরও বেশি সময় এবং পাহাড়ি এলাকায় দু'দফা অবকাশ যাপন করতে হয়েছে তাকে। যখন নজর দিলেন, তখন তার দৃষ্টি ঢাকা পড়ে গেল কম্পিত মোদির ছায়ায়। শাহ আলম উদ্বাস্তু শিবিরে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার মুখ নড়ল। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করতে চাইলেন। কিন্তু কোনো কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হলো না। কেবল পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া, রক্তাক্ত, চূর্ণ-বিচূর্ণ চরাচরের ওপর দিয়ে ঠাট্টার মতো শিস দিয়ে বয়ে গেল বাতাসের ঝাপটা। পরের দৃশ্যে তাকে সিঙ্গাপুরে একটি গলফ মাঠে ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনে ব্যস্ত দেখা গেল। গুজরাটের পথে পথে এখন ঘাতকের পদধ্বনি। দৈনন্দিন জীবযাত্রা নির্ধারণ করে দিচ্ছে দাঙ্গাবাজরা। তারাই বাতলে দিচ্ছে, কে কোথায় থাকতে পারবে না পারবে, কে কি বলতে পারবে, কে কার সঙ্গে কখন কোথায় দেখা করতে পারে। তাদের ম্যান্ডেট দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপার ছড়িয়ে এখন তারা নিদান দিচ্ছে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের, পারিবারিক কলহের। পানি সম্পদের পরিকল্পনা ও বরাদ্দ ও তারাই নির্ধারণ করে দিচ্ছে... (এ কারণেই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটেকরের ওপর হামলা চালানো হয়েছে)। মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হোটেলে মুসলমানদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না। স্কুলে মুসলমানদের শিক্ষার্থীরা ভয়ে পরীক্ষায় বসতে পারছে না। মুসলমান পিতামাতাদের আশঙ্কা, যা শিখেছে সেটুকুও ভুলে যাবে তাদের ছেলেমেয়েরা। প্রকাশ্যে তাদের আব্বি, আম্মি সম্বোধন করতে নিষেধ করছে তারা। এভাবে সম্বোধন করা মানেই মৃত্যু ডেকে আনা।

বলা হচ্ছে, এ তো সবে মাত্র শুরু।

যে হিন্দু রাষ্ট্রের কথা প্রচার করা হচ্ছে, এটাই কি সেই রাষ্ট্রের রূপ? মুসলমানদের একবার তাদের রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার ফলে কি এ দেশে দুধ আর কোকাকোলার নহর বয়ে যাবে? রামমন্দির নির্মাণ হয়ে গেলেই কি সবার গায়ে জামা আর উদরে রুটি জুটবে? প্রত্যেক চোখ থেকে কি উবে যাবে অশ্রু? আগামী বছর কি আমরা এ সাফল্যের একটা বার্ষিকী পালন করতে পাব? নাকি

www.pathagar.com

তখন ঘৃণা করার নতুন কোনো পাত্র বেরিয়ে আসবে? আদিবাসী, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, দলিত, পারসিক, শিখ- ঘৃণার তালিকায় তখন এরা কি আর বাদ পড়বে? কিংবা তারও পরে যারা জিন্স পরে, যারা ইংরেজী বলে, কিংবা যাদের পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো চুল? খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না আমাদের। এ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি কি অব্যাহত থাকবে? শিরচ্ছেদ করা, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করা, মুখে মূত্রত্যাগ- এগুলো কি চালু হবে? মায়ের জরায়ু ছিঁড়ে ভ্রূণ বের করে কি তাঁকে হত্যা করা হবে?

তাদের পরিচয় যাই হোক বা যেভাবেই তারা নিহত হোক না কেন, গুজরাটে গত কয়েক সপ্তাহে নিহত প্রত্যেকটি মানুষের জন্য শোক করা উচিত।

সম্প্রতি জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় শত শত ক্ষুব্ধ পাঠকের চিঠি আসছে। যাতে 'ছদ্ম সেক্যুলারিস্ট'দের প্রতি প্রশ্নবান ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, গুজরাটের বাকি হত্যাকান্ডগুলোর ক্ষেত্রে তারা যতখানি ক্ষুব্ধ নিন্দা জানান, অতোখানি ক্ষোভ কেন সবরমতি এক্সপ্রেসের হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ে না? যারা এ প্রশ্ন করছেন, তারা মনে হয় বুঝতেই পারছেন গোধরার না সবরমতি এক্সপ্রেস জ্বালিয়ে দেওয়া এবং গুজরাটে এখন যেসব হত্যাকান্ড ঘটছে- এগুলোর মধ্যে একটি মৌলিক তফাৎ রয়েছে। গোধরার ঘটনার পেছনে কে দায়ী আমরা এখনো নিশ্চিত জানি না। কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই সরকার ঘোষণা করেছে, এটা আইএসআইয়ের ষড়যন্ত্র। নিরপেক্ষ সূত্র জানিয়েছে, বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রেনটিতে অগ্নিসংযোগ করে। যেভাবেই আগুন লাগানো হোক না কেন, এটা অপরাধমূলক কর্ম। ওদিকে প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ সূত্র জানিয়েছে, গুজরাটের মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যা যা ঘটেছে- সরকারের ভাষায় যেগুলো ছিল তাৎক্ষণিক 'প্রতিহিংসামূলক' ঘটনা তার সবই ঘটেছে প্রদেশ সরকারের প্রশ্রয়মূলক দৃষ্টির সামনে এবং সবচেয়ে যা জঘন্য ব্যাপার, সরকারের সক্রিয় মদদে। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র দন্ডণীয় অপরাধ করেছে। রাষ্ট্রতো জনগণের হয়ে কাজ করে। কাজেই রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি,

www.pathagar.com

গুজরাট ষড়যন্ত্রে আমিও কোনো না কোনোভাবে সহযোগী হয়ে পড়েছি। আমার ক্ষোভের কারণ এখানেই। এ কারণে দুই ধরণের হত্যাকান্ডের প্রকৃতি দুই রকম।

গুজরাট গণহত্যার পর ব্যাঙ্গালোর তাদের সম্মেলনে বিজেপি'র নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদিভূমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএম) দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানষের শুভেচ্ছা অর্জন করার আহবান জানালো মুসলমানদের প্রতি। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মোদি আরএমএসের সদস্য। গোয়ায় বিজেপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় নরেন্দ্র মোদিকে বীরের মর্যাদায় স্বাগত জানানো হলো। মূখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তার পদত্যাগের কৃত্রিম ইচ্ছা সর্বসম্মতিক্রমে খারিজ করে দেওয়া হলো। প্রকাশ্য জনসভায় তিনি গুজরাটের গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলীকে গান্ধীর 'ডান্ডি মার্চ'-এর সঙ্গে তুলনা করলেন। বললেন, তার মতে দুটোই স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।

সমসাময়িক ভারতকে বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব জার্মানির সঙ্গে তুলনা করতে খারাপ লাগে। কিন্তু এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। (আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতারা তাদের লেখালেখিতে হিটলার ও তার পদ্ধতির প্রশংসা করতে কসুর করেননি)। দু'টি পরিস্থিতির মধ্যে তফাৎ শুধু এটুকুই যে, এখানে ভারতে আমরা একজন হিটলারকে এখনো পাইনি। তার বদলে আমরা পেয়েছি এক ভ্রাম্যমাণ আনন্দোৎসব, এক ঘুরে বেড়ানো বাদ্যদল। আমরা পেয়েছি হাইড্রার মতো বহু মাথা বিশিষ্ট এক সংঘ পরিবার-বিজেপি, আরএসএস, ভিএইচপি ও বজরং দল। তারা একেকজন বাজাচ্ছে একেক রকম বাদ্যি। এদের সবচেয়ে বড় প্রতিভা জনগণ যখন যা চায়, যে রকম চায়, সে রকম করে নিজেকে সর্বরোগহর হিসেবে উপস্থাপন করা।

প্রতিটি ক্ষেত্রে সংঘ পরিবারের রয়েছে একেবারে উপযুক্ত নেতৃত্ব। যে কোনো পরিস্থিতির উপযোগী বাগাড়ম্বরতায় পারদর্শী এক বৃদ্ধ কবি রয়েছেন তাদের। জনতাকে উন্মত্ত করে তোলার সিদ্ধহস্ত এক কট্টরপন্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় দেখার জন্য তারা পেয়েছে এক কোমল লতা, টিভির বিতর্ক সামাল দেওয়ার জন্য ইংরেজির তুবড়ি ছোটানো এক খুনিকে। গণহত্যা

www.pathagar.com

চালানোর মতো শারীরিক খাটাখাটুনির কাজ সামাল দেওয়ার জন্য রয়েছে বজরং দল ও ভিএইচপি'র তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরা। এই দশাননের আবার রয়েছে একটি টিকটিকির লেজ। বিপদ দেখলেই এই লেজ খসে পড়ে। পরে আবার গজায়। ইনি আর কেউ নন, যে কোনো রূপ ধারণে পারঙ্গম এক সমাজবাদী নেতা, যিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর উর্দি পরে আছেন।"

অরুন্ধতী রায়ের মন্তব্যের উদ্ধৃতি শেষ হোল। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজের স্ত্রীর নাম লায়লা কবির। নামটা মুসলমানী। তিনি ভারতের প্রাক্তন প্রয়াত মন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের কন্যা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতের মুসলমান রমনীদের উপর দাঙ্গাকালীন সময়ে গণ ধর্ষণকে হেসে উড়ে দেন।

ভারতীয় কলামিস্ট প্রফুল্ল রিদুয়াই মন্তব্য করেন, গোলওয়ালকর দাবী করেছেন যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা 'বিদেশীদের' (আসলে তারা বিদেশী নয়) ভারতে বসবাসের অনুমতি দেয়া যেতে পারে যদি তারা হিন্দুদের অধীনস্ততা স্বীকার করে নেয়, হিন্দুদের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে এবং হিন্দুদের গুণগান গায়। অন্যদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও আদভানিদের রথযাত্রার স্লোগানে অবিরাম বলা হচ্ছে, হিন্দুস্তান মে রেহনা হোগা তো হিন্দু বনকে রেহনা হোগা অর্থাৎ ভারতে থাকতে হলে হিন্দু হয়ে থাকতে হবে। আরো একটা স্লোগান তারা দিচ্ছে, মুসলমান কে দো হি স্তান-পাকিস্তান ইয়া কবরিস্তান (মুসলমানদের জন্য দুইটা স্থান পাকিস্তান আর কবরস্তান)। দুর্বৃত্ত, লুম্পেন, চরমপন্থী সংঘ পরিবারের স্লোগান বাস্তবায়নের দাবী জানাচ্ছে যে দল, সেই বিজেপির মধ্যে আদতেই কোনো সংযম, স্বাভাবিকীকরণ বা কংগ্রেসিকরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিজেপি নিজেকে জনসংঘ হিসেবে পুনরাবিস্কার করেছে। বিজেপি আদভানির নেতৃত্বে এনডিএর ক্ষমতাকে নিজেদের কট্টর দক্ষিণপন্থী ধারায় নিয়ে গেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বসিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও আরএসএস-এর প্রচারক ও সংগঠকদের।

বিজেপি'র মতো দলগুলো অবস্থান করে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র আর কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির মধ্যবর্তী একটা ধূসর, অস্পষ্ট জায়গায়। এই দুইয়ের একদিকে

www.pathagar.com

রয়েছে একটা প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা ব্যবস্থা গণতন্ত্র। অন্যদিকে রয়েছে আরএসএস-এর মতো মৌলিকভাবে নয়া ফ্যাসিবাদী জনগণের সামনে দায়দায়িত্বহীন এবং অন্ধকারের মতো গোপনীয় সংগঠনের পরিচালিত একটা পশ্চাৎমুখী সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংখ্যাগুরুবাদী কর্মসূচীর রাজনীতি।"

বিদুয়াই-এর মন্তব্য শেষ হোল উপরে। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় বাল থ্যাকারের কট্টর হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন শিব সেনারা তিনটি পদের দাবীদার। দুটি পূর্ণ মন্ত্রীর এবং একটি প্রতিমন্ত্রীর তাও পূরণ হয়েছে।

হিন্দু মৌলবাদ যে সন্ত্রাসী রূপ নিয়েছে ভারতে তা কখনও কখনও বিচারপতিরাও ভীত। ভারতের মুম্বাই হাইকোর্ট এক রায়ে মুসলমান ছাত্রীদের স্কুলে মাথায় হিজাব পরিধান থেকে বিরত থাকা তাদের মৌলিক অধিকার কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাসের বরখেলাপ নয়। ক্ষুব্ধ একজন মুসলমান ছাত্রীর একটি আবেদন নাকচ করে দিয়ে বিচারপতি আরএস লোধা ও ডিবি ভোসলে সম্প্রতি এক রায়ে বলেছেন, কোন বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মুসলমান ছাত্রীদের মাথায় হিজাব পরিধান না করলে পবিত্র কোরআনে নির্দেশিত বিধানের বরখেলাপ হয়েছে তা কোনভাবেই বলা যাবে না। মুম্বাইয়ের শহরতলী কুবলার একটা বালিকা বিদ্যালয়ের স্ট্যান্ডার্ড সিক্স ক্লাসের ছাত্রী আবিদা ফাতেমা তার পিতার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের একটি সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে পিটিশন দায়ের করে। আবিদাকে হিজাব পরিধান করে স্কুলে আসতে প্রিন্সিপাল নিষেধ করেন। বিচারপতিদ্বয় তাদের রায়ে বলেন, ইসলাম ধর্মে একান্তভাবে মেয়েদের স্কুলে অধ্যয়নত একজন ছাত্রীকে মাথায় হিজাব পরিধান বাধ্যতামূলক নয়। এধরণের রায় মুসলমানদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী। আজান নিয়েও একটা রায় ছুড়েছে সেখানে। ফজরের আজান চলবে না, কারণ লোকের ঘুম নষ্ট করে।

কাশ্মীরের মাটিতেও মুসলমানদের উপর জুলুম চলছে। লন্ডনের দৈনিক 'গার্ডিয়ান' সাধারণ মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলে হত্যা করে প্রচারনা চালানোর ব্যাপার নিবন্ধ ছেপেছে।

www.pathagar.com

২০০০ সালের ২০ মার্চ। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তার প্রথম সরকারী সফরে ভারতে পৌছেছেন। ভারতীয় সৈন্যদের উর্দিপরা অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা কাশ্মীরের চিত্তি-সিংপুরা গ্রামে গুলী করে ৩৫ জন বেসামরিক শিখকে হত্যা করে। উগ্রহিন্দুবাদীদের নেতৃত্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এ হত্যাকান্ডের জন্য পাকিস্তানভিত্তিক মুজাহিদদের দায়ী করে। ক্লিনটনের ভারত ত্যাগের একদিন পর ভারত সরকার ঘোষণা করে যে, শিখদের হত্যাকারী পাকিস্তানীরা পাঞ্চালথান নামে কাশ্মীরের এক পার্বত্য গ্রামে এক সামরিক অভিযানে নিহত হয়েছে। পরদিন ভারতের সংবাদপত্রগুলোতে ভারতীয় সৈন্যদের উর্দিপরা আংশিক পুড়ে যাওয়া লাশগুলোর সাদা-কালো ছবি ছাপানো হয়। সরকারই এ ছবি সরবরাহ করে।

নিহত পাকিস্তানীদের দ্রুত কবর দেয়া হয় যাতে মনে হয় গোটা বিষয়টির এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরে কাশ্মীরের কয়েকজন গ্রামবাসী জানতে পারে যে, শিখদের হত্যার পরপরই ৫জন কাশ্মীরী যুবককে বাড়ী থেকে অপহরণ করা হয়েছে এবং তারা নিখোঁজ রয়েছে। অপহৃতদের আত্মীয়-স্বজন ৫ জন তথাকথিত পাকিস্তানী সন্ত্রাসীর কবর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে। তারা লাশগুলো কবর থেকে বের করে শনাক্ত করার সুযোগদানের দাবী জানাতে থাকে। প্রথম দিকে অধিকৃত কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারূক আব্দুল্লাহ তাদের দাবী প্রথ্যাখ্যান করেন। কিন্তু গণদাবী ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠতে থাকে। প্রতিবাদ মিছিলে কাশ্মীর উত্তাল হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীরা তাদের দাবী আদায়ের জন্য একটি মিছিল সহকারে সরকারী কার্যালয়ে যায়। এ সময় পুলিশ গুলী চালিয়ে ৯ ব্যক্তিকে হত্যা করে। এর ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়। ফলে আব্দুল্লাহ লাশ ৫টি কবর থেকে তোলার নির্দেশ দেন। লাশগুলো তোলা হয়। দেখা গেল সেগুলো মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ। কিন্তু লাশগুলোর পরিচয় পেতে স্থানীয় গ্রামবাসীদের খুব বেশী সময় লাগল না। এ সময় এটা সুস্পষ্ট হল যে, ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা ৫জন কাশ্মীরী বেসামরিক লোককে অপহরণ করে হত্যা করেছে। কিন্তু চিকিৎসক নিহতদের

www.pathagar.com

ডিএনএ নমুনার সাথে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ডিএনএ নমুনার সাদৃশ্য পরীক্ষা ব্যতিরেকে কোন অভিযোগ জানাতে অস্বীকৃতি জানান। কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ডিএনএ পরীক্ষার বিষয়টি বছরের মার্চ পর্যন্ত চাপা থাকে। এ সময় ভারতের শীর্ষ সংবাদপত্র 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে। হায়দারাবাদের এক ল্যাবরেটরি থেকে কাশ্মীরে ওই ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠানো হয় বলে মনে হয়। কিন্তু স্থানীয় সরকার সেটাকে চেপে রাখে। কেননা, তার ফলে ভারতীয় কর্মকর্তাদের দূরভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়বে। এ ধরনের মর্মান্তিক হত্যাকান্ড কাশ্মীরে এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর সীমান্তে তথাকথিত অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ৩ ব্যক্তিকে কীভাবে গুলী করে হত্যা করেছে ওই রিপোর্টে সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা স্থানীয় অধিবাসী। এ ধরণের ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, ভারতের উগ্রবাদী সরকারের প্রতি কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের কোন আস্থা নেই।

শুধু কাশ্মীরী নয়, পূর্বাঞ্চলের মানুষরাও ভারতীয় শাসনে বিক্ষুব্ধ। ভারতের আসামের বিচ্ছিন্নবাদী নিষিদ্ধ ঘোষিত দল উলফা (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম) বলেছে, আসামে যে সশস্ত্র সংঘাত চলছে, সামরিকভাবে তা বন্ধ করা যাবে না। উলফা তাদের নিজস্ব পত্রিকা 'ফ্রিডমে' দেয়া এক বিবৃতিতে জানায়, আসামে ভারত যে অর্থনৈতিক প্রতারণা চালাচ্ছে এবং এই অঞ্চলে তাদের সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই উলফার সংগ্রাম। বিবৃতিতে উলফা বলে, ভারত-সামরিকভাবে এই অঞ্চলের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারবে না। কারণ, আমাদের সংগ্রাম জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে উদ্ভূত, কোনভাবেই একে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে বা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মেলানো যাবে না। উলফার অভিযোগ আসামের চা ও তেল লুটে পুটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

www.pathagar.com

নির্মম কাশ্মীর নীতি

'ভারত কি আমাদের মিত্র?' নিবন্ধে 'পাক্ষিক চিন্তা'য় ফরহাদ মজহার লেখেন, 'আমাদের কাছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা একটি প্রধান জাতীয় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। ভারতের কাশ্মীর নীতি দেখে ভারতের হিংস্র, দখলদার ও আগ্রাসীরূপ সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। ভারতীয় অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যা ও ব্যাপক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ভারতের শাসক শ্রেণীর যে চেহারা ফুটে উঠেছে তাতে চিন্তিত না হয়ে পারা যায় না। ভারতীয় আগ্রাসন ও সম্প্রসারণবাদী রাজনীতি থেকে বাংলাদেশের মানুষ কি রক্ষা পাবে? এ ব্যাপারে সন্দেহ করার প্রয়োজন রয়েছে?'

তিনি লেখেন, সত্যি কথা বলতে কাশ্মীর একটি অমীমাংসিত হত্যা উপত্যকা আকারেই থেকে যাবে।

ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা বলেছেন, কোন দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান না চালানোর ব্যাপারে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট, আরো বিশেষ করে সরকার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এই হামলা চালান হলে।' তিনি আরো বলেন, ভারত বিশ্বের বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি আবাসভূমি।

ভারতের নেতাদের এসব কথা খুবই মেকি। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, সিকিম, ভূটান, পাকিস্তান, কাশ্মীর, সর্বত্র ভারতীয় চেহারা নগ্ন। ভারতে বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি, বলেছেন ভারতীয় মন্ত্রী। কিন্তু সেই মুসলমানদের মানবাধিকারের স্তর কোথায়? কাশ্মীর ও গুজরাটের পরিস্থিতিতে মুসলমানরা স্তম্ভিত হয়ে পড়েন।

ভারতের প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার কাশ্মীরে ভারতীয় নির্বাচন সম্পর্কে লিখেছেন, যখন দেখা গেল যে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, তখন বিপুল সংখ্যক

www.pathagar.com

তরুণ যুবক নির্বাচনের ওপর থেকেই আস্থা হারিয়ে ফেলে। ঠিক ওই সময়েই তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, যে অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য ইসলামাবাদ উদগ্রীব হয়েছিল।"

আমরা জানি কেন কারচুপি হয় নির্বাচনে। কারচুপি না হলে ভারতপন্থী জনবিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলো নির্বাচনে জিতবেই পারবে না। তাদের সিনাজুরি, জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে।

কাশ্মীরের সর্বদলীয় হুরিয়াতের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কুলদীপ নায়ার নিজেই বলেন, হুরিয়াতের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অজানা কিছু নয়। কাশ্মীর উপত্যকায় হুরিয়াত কত প্রতিনিধিত্বশীল একটা সংগঠন, তা দিল্লী থেকে তাদের সদর দপ্তর পর্যন্ত ছুটোছুটি দেখলেই বিচার করা যায়। হুরিয়াতের ওপর যে যুক্তরাষ্ট্রের আর্শীবাদ রয়েছে এ বিষয়টি সামনের দিনগুলোতে নয়াদিল্লীর জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আমেরিকায় মতলব মোটেই ভালো নয়। ভালোই যদি হতো তাহলে তারা হুরিয়াত এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে হুরিয়াত নির্বাচনে অংশ নিত। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল বলেছেন, কাশ্মীর আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয় হয়েছে- তার এই উক্তির লক্ষণ ভালো নয়।"

আমরা বলব, হুরিয়াতের জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরে নির্বাচন একটা ভাওতাবাজী। নায়ার কাশ্মীরে যুক্তরাষ্ট্রের হুরিয়াত প্রীতি লক্ষ্য করেছেন। পাওয়েল বলেছেন যে, কাশ্মীর আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়। কে না জানে যে, কাশ্মীর প্রশ্নটি জাতিসংঘের সেকুরিটি কাউন্সিল অন্তর্ভূক্ত। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ভারত আলোচনা চলে বার বার। কাজেই আন্তর্জাতিক তো বটেই। তবে যুক্তরাষ্ট্রের হুরিয়াত প্রীতি রয়েছে। এটা বলা ভুল। কলিন পাওয়েল সামান্য বাস্তববাদী হতে চান, মার্কিন কট্টরপন্থীদের থেকে একটু সামান্য আলাদা। তাই তিনি কখনও কখনও কট্টর মার্কিন নেতাদের থেকে সামান্য দূরে অবস্থান করেন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র মধ্য এশিয়াতে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে কাশ্মীরীরা বিপদের সম্মুখীন। যুক্তরাষ্ট্র প্রকারন্তরে বিশ্ব-মুসলিমকে ধমকই

www.pathagar.com

দিয়েছে কাশ্মীরে নাক না গলাতে; যাতে ভারত সেখানে যা খুশী করে। যুক্তরাষ্ট্রের কোন আর্শীবাদই নেই হুরিয়াতে বা মুসলমানদের জন্য। নায়ার খামাখা বলেন, "আমেরিকার মতলব মোটেই ভালো নয়। কিসিঞ্জাররা আর ইহুদীরা যতদিন মার্কিন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করবে, ভারতের কোন ভয় নেই। যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীরী মুসলমানদের পক্ষে থাকলে বহু আগেই তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পেত। যুক্তরাষ্ট্র খৃষ্টান পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানে যেরূপ মনোযোগ দিয়েছে, সেরূপ করে নাই কাশ্মীর নিয়ে। বরঞ্চ বিরাট একটি মার্কিন লবী ভারতের পক্ষেই সংঘবদ্ধ। এর উপরে রয়েছে ইসরাইলী সমর্থন ভারতের পক্ষে সামরিক, গোয়েন্দা, ক্ষেপনাস্ত্র, পারমাণবিক, মনুষ্যবিহীন বিমান, আধুনিক সীমান্ত রাডার নানা ক্ষেত্রে। এ সবের প্রভাব কাশ্মীর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।"

কুলদীপ নায়ার লেখেন, "এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই যে, কাশ্মীরে আসন্ন নির্বাচন যেন গ্রহণযোগ্য হয়, কিন্তু শ্রী নগরে ফারুক আবদুল্লাহ আর দিল্লীতে তার পুত্র ওমর আবদুল্লাহ নিজ নিজ পদে বহাল থাকায় সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। চারদিকে সমালোচনা বন্ধ করার জন্য তাদের অবশ্যই পদত্যাগ করা উচিত। নির্বাচনকালে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি সহায়ক হবে। কারণ তারা দেখতে পারবেন ভোটাররা ভয়-ভীতির কারণে ভোটকেন্দ্র থেকে দূরে থাকেন, না স্বেচ্ছায় নির্বাচন বর্জন করেন। কাশ্মীর উপত্যকায় সহিংস পরিস্থিতি থেকে বিদেশী পর্যবেক্ষকরা হয়তো বুঝতেও পারবেন সীমান্তের ওপার থেকে আসা সন্ত্রাসবাদের কারণে নয়াদিল্লী কী ধরণের বিপদের মুখোমুখি।"

হ্যাঁ, আবদুল্লাহ পরিবার গদি থেকে সরে দাঁড়ালে কাশ্মীরের তথাকথিত নির্বাচন পরীক্ষার মুখোমুখি হোত। আর সীমান্তের ওপার থেকে আসা সন্ত্রাসবাদের কথা নায়ার বলছেন, বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা ও সৈনিক প্রেরণ শ্রীলংকায় প্রাথমিকভাবে এলটিটিই কে সন্ত্রাসী মদদ প্রদান, সিকিমে ভারতীয় গোয়েন্দা ও সৈনিক প্রেরণের পর এসব মন্তব্যের কোন অর্থ হয় না। এই সেদিনও ভারত তালিবান সরকার হটাতে আফগানিস্তানে সামরিক অফিসার ও অস্ত্র প্রেরণ করেছে। অতীতে নেতাজী সুভাষ বোস জাপানীদের সহযোগিতায় আসাম-বার্মা

www.pathagar.com

সীমান্তে সামরিক তৎপরতা চালান। নয়াদিল্লী পূর্ব তিমুরের মত গণভোটের ব্যবস্থা কাশ্মীরে নিলে তো ল্যাটা চুকে যায়।

নায়ার লেখেন, যে বিষয়টির প্রতি নয়াদিল্লীর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা উচিত তা হচ্ছে- জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের স্বায়ত্বশাসন। রাজ্যটি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিল নির্দিষ্ট কতগুলো শর্তসাপেক্ষে। ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্তির সময় জম্মু-কাশ্মীরের শাসক কেন্দ্রের হাতে হস্তান্তর করেছিলেন মাত্র তিনটি বিষয়, যথা- প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ। ওই রাজ্যের পৃথক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দানের জন্য সংবিধানে ৩৭০ অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়েছিল। ওই তিনটি বিষয় ছাড়া ভারতীয় ইউনিয়ন নিজে থেকে জম্মু- কাশ্মীরের আর কোনো বিষয়ে নাক গলাতে পারে না।

নায়ার লেখেন, "পার্লামেন্টের শেষ অধিবেশনে আদভানি ও মনমোহন সিং উভয়েই বলেছেন যে, জম্মু-কাশ্মীরের আদি মর্যাদায় ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ভারতীয় ইউনিয়নের নেই। ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সংযুক্তির সময় নয়াদিল্লী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা খেলাপ করা হবে, যদি নয়াদিল্লী ওই রাজ্যের সম্মতি ছাড়াই তার স্বায়ত্বশাসন খর্ব করে। বস্তুত আজকের পরিস্থিতির জন্য নয়াদিল্লীই দায়ী। কারণ প্রথমত নয়াদিল্লীর প্রশাসন শ্রী নগরে তাদের নিজেদের পছন্দের লোককে বসিয়েছে এবং ওই রাজ্যের অধিকারসমূহ লংঘন করেছে এবং দ্বিতীয়ত, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের যে গণতান্ত্রিক চরিত্র রয়েছে জম্মু-কাশ্মীরে সেটা নয়াদিল্লী সৃষ্টি করেনি। এমনকি জওহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তিও শেখ আবদুল্লাহকে কারারুদ্ধ করা এবং রাজ্যটিকে এক দশকেরও বেশীকাল ধরে নয়াদিল্লীর একটা কলোনীর মতো শাসন করার মধ্য দিয়ে ভুল করেছিলেন। শেখ আবদুল্লাহর দোষ ছিল তিনি চেয়েছিলেন যে, নয়াদিল্লী শ্রীনগরের কাছে যে অঙ্গীকার করেছিল তা রক্ষা করুক।"

আমরা বলব যে, স্বায়ত্বশাসনের অঙ্গীকার করেও ভারত তা পরবর্তীতে নাকচ করেছিল। যখন কোন রাজ্য কেউ সম্পূর্ণ করায়ত্ব করতে চায় এই গর্হিত কার্য করে। যুগোশ্লাভিয়া ও পরবর্তীতে কসোভা কিছুটা স্বায়ত্বশাসন পেত।

www.pathagar.com

মিলোসেভিচ তা কলমের খোচাতে উড়িয়ে দিলেন। শুরু হোল বিপর্যয় সেখানে। ভারতের প্রথম থেকেই ছিল বদমতলব। তাই স্বায়ত্বশাসন গণভোট– এসব প্রাথমিক অঙ্গীকার ছিল ভাওতাবাজী। আব্দুল্লাহকে জেলে নেওয়াতে সেই বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান ছিল। এই ধর্ষণের ব্যক্তি বা পরিবার মুসলিম জাতির ইতিহাসে বারবার আমরা পাই। গ্রানাড়াতে আবু আব্দুল্লাহ (খৃষ্টানদের উচ্চারণে বোয়াবদিল), বাংলার মীরজাফর, মহীশুরের জাম সাদিক, হেজাজের শরীফ হোসাইন, আফগানিস্তানের কারজাই আবদুল্লাহ ইত্যাদি।

নায়ার লেখেন, নেহরু আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানের সহযোগিতা ছাড়া সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব হবে না। যদিও সেই সময় সীমান্তের ওপার থেকে আসা কোনো সন্ত্রাস ছিল না, কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্তানপন্থী মনোভাব যথেষ্ট দৃশ্য মান ছিল।

নায়ার বলেছেন যে, সে সময় কোন সন্ত্রাস ছিল না। তবুও ভারত সে সময় সমাধানের চেষ্টা কেন নেয় নাই। এখন বলা হচ্ছে যে, সন্ত্রাস বন্ধ না হলে কোন আলোচনা নয়। এগুলো হোল বাহানা। এই সব বাহানাবাজি করে ইহুদীরা। একবার বলে যে সাতদিন সন্ত্রাস বন্ধ না রাখলে আলোচনা নেই। আবার বলে যে, ১৯৬৭ পূর্ববর্তী সীমান্তে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। শ্যারন প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পূর্বে তো কোন সন্ত্রাস ছিল না। কেন ইসরাইল তখন সমাধানের চেষ্টা নেয় নাই। আর সাতদিনের কত শান্তিপূর্ণ পিরিয়ড এসেছে পূর্ববর্তী ওয়াদা সম্পর্কে কোন প্রতিক্রিয়া নেই ইহুদী নেতাদের। আসলে এসবই বাহানা বাজি। আর ইহুদীরা ভারতের কট্টর মৌলবাদী নেতাদের এসব বিষয়ে তালিম দিয়ে চলেছে।

নায়ার খামাখা কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানকে দোষারোপ করে লেখেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ থেকে শুরু করে চলমান সীমান্তবর্তী সহিংসতার মধ্য দিয়ে তারা প্রতিটি চুক্তি আক্ষরিকভাবে ও মর্মগত ভাবে লংঘন করে আসছে। সহিংসতা ও সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসবাদ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

নায়ারের এসব মন্তব্য বিতর্কিত। ভারতই কাশ্মীর কবজা করতে কোন ওয়াদাই পালন করে নাই। গণভোটের ওয়াদা, এই সব মেকি নির্বাচন দিয়ে পার হওয়া

www.pathagar.com

যাবে না। আর বাংলাদেশে গোয়েন্দা ও সেনাবাহিনী পাঠিয়ে, এখন কাশ্মীরে সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসবাদ এর কথা এক মুখে দুই কথা। ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারলে, কাশ্মীরীরাও তা পারে অন্যের সাহায্যে। আর নায়ার কাশ্মীরে নিরীহ মানুষের উপর ভারতীয় সেনাবাহিনী পুলিশের পশুর মত ব্যবহার সম্পর্কে মুখে কুলুপ দিয়েছেন। পাক সেনাবাহিনী যা পশু সুলভ ব্যবহার করেছিল বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ তাই করছে কাশ্মীরে।

সর্বশেষ নায়ার একটি সাংঘাতিক হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি লেখেন, সংখ্যাগুরু মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীর উপত্যকাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে উপমহাদেশে তার কী পরিণাম হবে তা না উপলব্ধি করছে ইসলামাবাদ না হুরিয়াতের নেতৃবৃন্দ।

নায়ার হয়ত বলতে চান এতে ভারতে রায়ট শুরু হবে, মুসলিম নিধন শুরু হবে। এখন কি কাশ্মীর ভারতে রেখে ভারতীয় মুসলমানরা সুখে আছে? তা হলে গুজরাটের এই পাশবিক হত্যাকান্ড ও গণধর্ষণ কেন হোল? আর কাশ্মীরে হত্যাকান্ড ও নারী ধর্ষণ তো চলছেই।

মহাভারত থেকে গন্ধারা (কান্দাহার?) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বার্মা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, শ্রীলংকা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, নেপাল, ভূটান, বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়েছে, বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আকসাই চীন চীন দখল করে নিয়েছে। তাতে কি হয়েছে? অতীতে ভারত তো কখনও এক রাষ্ট্রের দেশ ছিল না। ভারত ছিল বহু রাষ্ট্রের জনপদ। মুসলমান বাদশাহ ও বৃটিশরাই একে বার্মা থেকে কাবুল কান্দাহার পর্যন্ত এক করেছিল সামরিক শক্তিবলে জনগণের ইচ্ছায় নয়। কাশ্মীর ভারতীয় রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (অটুট অঙ্গ) নয়। এ রকমের বহু অঙ্গ এখন ভারতের বাইরে চলে গেছে। চীন যে কাশ্মীরের বিরাট এলাকা নিজেদের দখলে রেখেছে, সে সম্পর্কে ভারত মুখে কুলুপ এটেছে। কারণ চীন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। পাকিস্তানের উপর ভারত কাশ্মীর নিয়ে হম্বিতম্বি করছে, কারণ পাকিস্তান ভারতের চেয়ে ক্ষুদ্রতর। এই হম্বিতম্বিতে নেই কোন নৈতিকতা, মানবিকতা, আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধ।

www.pathagar.com

কুলদীপ নায়ার গুজরাট বিজেপি'র নিমর্মতা নিয়ে বেশ কিছু ভালো লেখা লিখেছেন, তবে কাশ্মীর প্রশ্নে তার মন্তব্য আংশিক সত্য।

আমাদের দেশের এক বামপন্থী বুদ্ধিজীবি ভারতের মুসলিম নীতি বিশেষ করে কাশ্মীর নীতির নির্মমতার ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ করেছেন। জনাব ফরহাদ মজহার লেখেন,

জর্জ বুশের ডান হাত এরিয়েল শ্যারন আর বা হাত ভ্লাদিমির পুটিন। একজন প্যালেস্টাইনের জনগণকে নির্বংশ করার প্রতিজ্ঞা কার্যকর করে চলেছে, অন্যজন চেচনিয়ায় গণহত্যা চালিয়ে জর্জের আস্থা অর্জন করেছে। অথচ এ বিষয়ে পশ্চিমা পত্র-পত্রিকায় খুব কমই লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু যে দিকটা আমরা জানি না সেটা হল প্রতি মাসে এরিয়েল শ্যারনের কারণে প্যালেস্টাইনে যত মানুষ হত্যা করা হয় বা মরে তার চেয়েও বেশী হত্যা করা হয় কাশ্মীরে। ইহুদিবাদী ইসরাইল যত মানুষ প্রতি মাসে হত্যা করে তার চেয়ে বেশী মানুষকে হত্যা করা হয় গণতান্ত্রিক ভারতে। শুধু কাশ্মীরী নয়, ওর মধ্যে রয়েছে জনগণের পক্ষে সংগ্রামরত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, স্বাধীনতাকামী আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুরসহ সাতবোন নামে পরিচিত রাজ্যের মুক্তিকামী জনগণ। প্যালেস্টাইন বা চেচনিয়া সম্পর্কে কিছুটা হলেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর পাওয়া যায়। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে কোন খবরই পাওয়া যায় না। আসাম বা ত্রিপূরা বা মণিপুরসহ অন্যান্য রাজ্যের খবরের কথা তুলে লাভ কি?

ফরহাদ মজহার আরো লেখেন,

জর্জ বুশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যুক্তি ধরে ভারতের শাসক শ্রেণী বলেছে, যদি এরিয়েল শ্যারন সন্ত্রাস বন্ধের ছুঁতায় নির্বিচারে প্যালেস্টাইনীদের হত্যা করতে পরে, ভারত পারবে না কেন? যদি ভ্লাদিমির পুটিন গ্রজনি ধুলায় গুঁড়িয়ে দিতে পারে এবং প্রায় দশ হাজার চেচেনের মৃত্যুর তদারকি করতে পারে তাহলে ভারত কাশ্মীরকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে মৃত্যু উপত্যকার তদারকি করতে পারবে না কেন? ভারত আদতে করছেও তাই। ভারতীয় আগ্রাসন ও সন্ত্রাসে যত কাশ্মীরী মারা গিয়েছে অত মানুষ ইসরাইল প্যালেস্টাইনে মরেনি।

www.pathagar.com

ভারতের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি

এপি নয়াদিল্লী থেকে জানিয়েছে ভারতের প্রধান বিরোধী দল কট্টরপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল কৃষ্ণ আদভানীকে উপ-প্রধানমন্ত্রী করার সমালোচনা করে বলেছে, ক্ষমতাসীন দল হিন্দুত্ব সংক্রান্ত বিষয়কে জোর দিচ্ছে। শিব সেনার বালা সাহেব জিকে পাতিল মন্ত্রী হয়েছেন নতুন ক্যাবিনেটে।

আসলে ভারতে এটা একটা রাজনৈতিক 'কু' হয়েছে। আরো কট্টরপন্থী, আরো কট্টর মৌলবাদী উপদল এখন ভারতের গদিতে। এর পিছনে যে ভারতের ঘনিষ্ট বন্ধু ইসরাইল কাজ করেছে তাই সন্দেহ হচ্ছে। বিশ্ব পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে আসছে। ইসরাইলে চরম কট্টরপন্থী শ্যারন, যুক্তরাষ্ট্রে কট্টরপন্থী বুশ, ভারতে চরম কট্টরপন্থী আদভানী। ইসরাইলী, মার্কিন ও ভারতীয় সামরিকবাদ একই লাইনে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এখন তোপের মুখে। ভারতের এই রাজনৈতিক 'কু' উপদেশের আরো অস্থিরতা আনবে। এর প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে বাধ্য।

ভারতের নতুন প্রেসিডেন্টও একজন সমরবিদ ব্যক্তি। তাঁর প্রেরণা হোল গীতা-কুরুক্ষেত্র, মহাভারত।

মোবায়দুর রহমান লিখেছেন, শ্রী প্রফুল্ল বিদওয়াই ভারতে ইংরেজী ভাষার একজন প্রখ্যাত কলামিস্ট। সেই মিঃ বিদওয়াই তাঁর অতি সাম্প্রতিক এক লেখায় মিঃ আব্দুল কালামকে আর এস এস এর 'পোস্টার বয় মুসলিম' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি নামাজ পড়েন না। সত্তরোর্ধ্ব এই ব্যক্তি কিন্তু নিয়মিত মন্দিরে যান। পূজা বা অর্ঘ্য দেয়ার ভঙ্গি করে নয়মিত পাঠ করেন শ্রীমতি ভগবত গীতা। হিন্দি ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তি, কিন্তু উর্দু ভাষাকে করেন দারুণ ঘৃণা। সুতরাং ভারতীয় বিদগ্ধ জনের মতে, রতনে রতন চিনেছে।

www.pathagar.com

তিনি আব্দুল কালাম সম্পকে আরো লেখেন, তিনি কোরান শরীফ পাঠ করেন এমন কথাও শোনা যায় না। তবে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাতেই খবর বেরিয়েছে যে, বেদ গীতা এবং উপনিষদ তার মুখস্থ। ছাপার অক্ষরেই একথা বেরিয়েছে যে, সবসময়ই সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেয়ার সময় বেদগীতা এবং উপনিষদ থেকে তিনি অনর্গল উদ্বৃতি দিয়ে যান। তিনি কোনদিন রোজা রাখেননি। তিনি নিরামিষভোজী। কেরালার মহাকাশ কেন্দ্রের নাম বিক্রম সরাবাই মহাকাশ কেন্দ্র। এটি কেরালার তিরুপ্রান্তপুরমে অবস্থিত। এই হিন্দয়ানী জীবন যাত্রার জন্য সরাবাই মহাকাশ কেন্দ্রের অফিসার ও কর্মচারীরা তাকে কালাম আই আর বলে ডাকেন। কেরালায় আইআর বলতে বোঝায় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ।

বোঝা যাচ্ছে মিসাইল ম্যান কালাম একজন মুরতাদ ব্যক্তি- নামকা ওয়াস্তে মুসলমান। আমরা জানি অতীতে স্পেনেও খৃষ্টান ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দ আবু আব্দুল্লাহ (বোয়াকদিল) কে ব্যবহার করে মুসলমানদের ধ্বংস করেছিল স্পেনে।

ভারতের 'দি হিন্দু' পত্রিকা লিখেছে, আহমাদাবাদের নগর প্রশাসন মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিশে বাসনা এলাকায় ১০০ বছরের পুরানো মাদানী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেছে। নগরীর কংগ্রেস মেয়র হিমাতসিন প্যাটল বলেছেন, গান্ধীনগরের (রাজ্যের রাজধানী যেখানে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দমোদী থাকেন) পৌর কমিশনার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন কিছু না জানিয়ে মসজিদটি ভাঙ্গার নির্দেশ দেন।

এদিকে বিবিসি জানিয়েছে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটের বরদা জেলায় আশ্রয় শিবির থেকে দারই তালুকা গ্রামে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসার পরপরই পিতা ও তার পুত্রকে একদল দাঙ্গাকারী পিটিয়ে হত্যা করেছে। তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীতে তারা প্লাস্টিক শিট দিয়ে তাঁবু বানিয়ে বসবাস করছিল গ্রামে ফিরে।

বিবিসি জানিয়েছে ভারতের গুজরাটে রাজ্যের গোধরায় ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনা তদন্ত করে রাজ্যের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা রিপোর্টে বলেছেন গোদরায় ঐ চলন্ত ট্রেনে বাইরে থেকে নয় সম্ভবত ভেতরেই কোন উৎস থেকে আগুন লেগেছিল। বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টের আগেও একটি ব্রিটিশ দল ও কয়েকটি এনজিওর রিপোর্টে হিন্দু করসেবকদের কামরায় আগুন লাগার ঘটনাটি

www.pathagar.com

সাজানো এবং এর পেছনে রাজ্য সরকারের হাত থাকতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের ওপর দোষ চাপিয়ে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা সারা গুজরাটে মুসলিম নিধন করে। নিরপেক্ষ তদন্তকারীদের কেউ কেউ বলেছিল ঘটনাটি ছিল সাজানো এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আহমেদাবাদ থেকে সাংবাদিক রথিন দাস বিবিসিকে জানান, এ রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর মুসলমানদের ওপর চাপানো দোষ এখন উঠে যাচ্ছে এবং পাশাপাশি প্রশ্ন আসছে, কে বা কারা চলন্ত ট্রেনের কামরার ভিতর থেকে আগুন লাগালো। এছাড়া একটি ব্রিটিশ দল এবং কয়েকটি নিরপেক্ষ তদন্ত দল এর আগে বলেছিল, এটা হয়তো সাজানো হতে পারে এবং এ ব্যাপারে হয়তো রাজ্য সরকারের ভূমিকাও থাকতে পারে।

গোধরা ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো এবং মুসলমানদের বলির পাঠা বানানোর একটি কট্টর সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র। বিজেপি'র আদভানী পন্থীরাই এটা করেছে। দেখা যাচ্ছে এসব ঘটনার পরেই এখন আদভানীর প্রমোশন হোল। গোধরার ঘটনাকে ইংরেজী ভাষাতে স্কেপগোট (অন্যের কৃত দোষের ফলভোগী ব্যক্তি) বলা যেতে পারে। এ ধরণের ঘটনা ঘটানোর পিছনে ইহুদীদের অভিজ্ঞতা বেশী। সন্দেহ করা যেতে পারে যে ভারতে এই যে এসব ঘটনা ঘটেছে গোধরা, কাশ্মীরে নিরীহ শিখ হিন্দুদের হত্যা। ইহুদীদের মোসাদের কারসাজি এসব। মোসাদ ও ভারতীয় গোয়েন্দারাই এসব করে থাকতে পারে।

ভারতীয় অনৈতিকতার কুফল নেপালকেও স্পর্শ করেছে। নেপাল থেকে প্রতিবছর প্রায় বার হাজার নেপালী মহিলা বিদেশে পাচার হয়। আইএলও পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় একথা বলা হয়েছে। আইএলও সমীক্ষার উদ্বৃতি দিয়ে নেপালের ইংরেজী দৈনিক 'দ্য হিমালয়ান টাইমস' লিখেছে, বর্তমানে ভারতের বিছিন্ন পতিতালয়ে প্রায় দুই লাখ নেপালী মহিলা পতিতার কাজ করছে এবং প্রতি বছর পাঁচ হাজার এদের সাথে যোগ হচ্ছে। ভারত নানাভাবে প্রতিবেশীদের লুটছে এমনকি প্রতিবেশী নারী শিশুদেরও ভারতীয়, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা পঞ্চগড়ের গিরাগাঁও এলাকায় দু'জন বাংলাদেশীকে গুলী করে হত্যা করেছে। এর ভিতর একজনের বয়স মাত্র ১৩

www.pathagar.com

বছর (মতিউর রহমান)। বিএসএফ কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে এর আগে দুজন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করে। চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে এ সময় একজনকে হত্যা করে তারা।

এপ্রিল ২০০১ থেকে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত একবছর সময়ে বিএসএফ ৬২ জন বাংলাদেশীকে গুলী করে হত্যা করেছে। ৩০ ঘন্টার ব্যবধানে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী সীমান্তে বিএসএফ দুইজন বাংলাদেশী যুবককে গুলী করে হত্যা করে লাশ ভারতে নিয়ে যায় জুন ২০০২ এর শেষে।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার মনিলাল ত্রিপাঠী ট্রানজিট সুবিধা এবং গ্যাস রফতানীর জন্য বাংলাদেশের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি ঢাকার রোটারী ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে বলেন, বাংলাদেশ ভারতকে ট্রানজিট দিয়ে রাজস্ব খাতে সুবিধা আদায় করতে পারে। গ্যাস রফতানীর ক্ষেত্রে ও বাংলাদেশ একইভাবে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। তিনি বলেন, সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অফুরন্ত ও সীমাহীন সময় রয়েছে তা নয়। ভারত অন্যান্য সূত্রগুলোর সন্ধানে রয়েছে।

ট্রানজিটের ব্যাপারে ভারতের এই প্রস্তাবের আলোকে আমরা একটা সংবাদ তথ্য পেশ করছি যা পত্রিকায় এসেছে। রয়টার্স জানিয়েছে, ভারতের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র মহাসড়কটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বন্যা কবলিত ওদলাবাড়ী এলাকায় ঘিস নদীর প্রবল স্রোত ও ভাঙ্গনের কবলে পড়ে ভেসে গেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা তা দেখেন।

কথা তো এটাই। সমগ্র পূর্ব ভারতকে ভারতের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হলে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারতের ট্রানজিট চাই। পূর্ব ভারত শিলিগুড়ি করিডর দিয়ে ধরে রাখা যাবে না। একদিকে বাংলাদেশীদের পাখীর মত শিকার করা হচ্ছে সীমান্তে, অন্যদিকে ট্রানজিট, তামাবিল এশিয়ান হাই-ওয়ে ইত্যাদির চাপ।

ভারত রুশ নির্মিত একটি রকেটের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপন করেছে। দেশটি এ পর্যন্ত যেসব উন্নত ধরণের অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছে এটি তার মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় সমরবাদ অগ্রসরমান। একে নিয়ে যাচ্ছে পাশ্চাত্য ও ইসরাইলও। টার্গেট কে?

www.pathagar.com

ভারতের অনৈতিকতা

ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) বিনা উস্কানিতে ১২ মাসে ৮৯ জন নিরীহ বাংলাদেশীকে গুলী করে হত্যা করেছে এবং তাদের গুলীতে অপর ৪০ জন বাংলাদেশী গুরুতর আহত হয়েছে। বিডিআর কর্মকর্তারা জানান। ২০০১ জুলাই থেকে জুন ২০০২ পর্যন্ত সময়ে বিএসএফ-এর উস্কানি দান সত্ত্বেও বিডিআর কোন ভারতীয় নাগরিকের প্রতি কোন গুলী করেনি। অথচ বিএসএফ যে ৮৯ জন বাংলাদেশী নাগরিককে গুলী করে হত্যা করেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হয়। কেউ বা জমি চাষ করছিল, কেউবা ফসল কাটছিল, আবার অনেকে গরু চরাচ্ছিল এবং কেউ কেউ মাছ ধরছিল। নিহতদের সকলেই সীমান্ত এলাকার লোক। অপরদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেও বিডিআর কখনো কোন ভারতীয় নাগরিককে গুলী করে না; বরং তাদের গ্রেফতার করে পরে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। পঞ্চগড় সীমান্তে করতোয়া নদীতে গোসল করার সময়ে বিএসএফ হাবিবুর রহমানকে গুলী করে শহীদ করল। একটি বড় আকারের দেশের কি নির্মম ব্যবহার একটি ছোট প্রতিবেশীর সঙ্গে। বড় দেশটি নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। তারা মনে করে যে তাদের দেশের বাইরে কোন 'গণ' নেই।

ভারতে সন্ত্রাস করতে আইএসআইয়ের মদদে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জঙ্গী বাহিনী উত্তরবঙ্গ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। একথা উল্লেখ করে কলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকা একটি প্রতিবেদন ছেপেছে। ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উদ্বৃত করে বলা হয়েছে। সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায় একশ' জনের দল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জাল সার্টিফিকেট নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকুরীর চেষ্টা করবে। একই সঙ্গে কিছু বাংলাদেশী তরুণ মাধ্যমিক পরীক্ষার আসল সার্টিফিকেট নেবে এমন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার কথাও বলা হয়েছে। নীলফামারীর সৈয়দপুরে বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর আর্মি রেজিমেন্ট ক্যাম্পে আইএসআইয়ের নির্দেশে অবসর প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আহসান আলীর অধীনে ত্রিশ দিনের প্রশিক্ষণ ঐ যুবকদের দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের বার্তা ডিকোড (অর্থ উদ্ধার) করে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এ সংবাদ পেয়েছে বলে খবরে বলা হয়েছে। বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে রূপ দেবার কত প্রচেষ্টা এই বড় রাষ্ট্রটির। এই ভাবে যদি চাপ সৃষ্টি করে তাদের নানা উদ্দেশ্য সফল করা যায়– যেমন করিডর, গ্যাস, বন্দর ব্যবহার, সমুদ্র সীমা, পররাষ্ট্র নীতি ইত্যাদি।

ভারতীয় বিশিষ্ট পানি বিজ্ঞানী বি জি ভারগীজ চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশ করেছেন। বাংলাদেশের আজকের ভয়াবহ আর্সেনিক মৃত্যুর নেপথ্য কারিগর হিসেবে তিনি দায়ী করে বসেছেন বিশ্ব ব্যাংককে। আর এই চাঞ্চল্যকর তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন তার রচিত 'প্রত্যাশার পানি' (ওয়াটারস্ অব হোপ) শীর্ষক গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে কার্যত তিনি পানি রাজনীতিতে ভারত সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে গিয়ে ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের নেপথ্যে কাহিনী তুলে ধরেছেন। আর তাতেই বেরিয়ে এসেছে ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায়। এতে দেখা যায়, ২০০২ সাল নাগাদ বাংলাদেশের আর্সেনিক পরিস্থিতি গণমৃত্যুর বিভীষিকা ডেকে আনবে এ তথ্য জেনেই বিশ্ব ব্যাংক তাদের নিজস্ব অপারেশনাল ম্যানুয়াল লংঘন করে ভারত সরকারকে ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণে অর্থায়নের ব্যবস্থা করে ছিল। ইউএনডিপি'র তহবিল থেকে তখন ১ হাজার ৫ শ' ১৬ কোটি রুপি অনুদান দেয়া হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক সরাসরি ১ হাজার ৪৩৭ কোটি রুপি প্রদান করে।

ফারাক্কা বাঁধের কারণে পানি প্রবাহ বাঁধা গ্রস্থ হওয়ায় আর্সেনিক বিষ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত যেতে পারবে না। ফলে ২০০২ সাল নাগাদ নিম্নাঞ্চালে ব্যবহৃত প্রতিটি চাপকল থেকেই আর্সেনিক বিষ নির্গত হতে বাধ্য হবে (পৃষ্ঠা ৭৯-৮১)। এমনকি এই আর্সেনিক বিষ নির্গত হওয়ার বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে বিশ্ব ব্যাংক হার্ভার্ড অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য চাপকল ব্যবহারে বৃদ্ধি, গভীর নলকূপ স্থাপন ও জেনারেটর মেশিনের জন্য অনুদান দেয়ার বিষয়টি ও উল্লেখ করা হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা শুরু হয়।

www.pathagar.com

এক সেমিনারে স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে গঙ্গার পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করায় বাংলাদেশ আজ আর্সেনিক বিষের বধ্যভূমিতে পরিনত হয়েছে। বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬১টি জেলার ৯০ভাগ চাপকল থেকে আজ আর্সেনিকযুক্ত পানি নির্গত হচ্ছে। ঢাকার কমিউনিটি হাসপাতাল ভারতের কলিকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিভাগের সহযোগিতায় জরিপ করে তথ্য দিয়েছে যে, ইতোমধ্যে ২কোটি ৪০ লাখ লোক আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে সাড়ে ৭ কোটি লোকের।

বিজি ভারগিজের গ্রন্থে এই তথ্য ফাঁস হয়েছে যে ১৯৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্টের বোষ্টন নগরীর প্রসিদ্ধ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যায়ে 'ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ : ক্ষয়ক্ষতি এবং উপকার' শীর্ষক অনুষ্ঠিত সেমিনারের উল্লেখ করে গ্রন্থে বিশ্ব ব্যাংক হার্ভার্ড অ্যাকশন প্লানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, বিশ্ব ব্যাংকের অনুদান ও অর্থ সাহায্যে যদি ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে তাহলে নিম্নাঞ্চলের বাংলাদেশের একটি গ্রামও রক্ষা পাবে না। পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাংক যদি বাংলাদেশের সর্বত্র ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের জন্য অনুদান ও সাহায্য দেয়, তাহলে ২০০২ সাল নাগাদ মাটির নীচের পানির স্তর এত নিচে নেমে যাবে যে, সব চাপ কল থেকে আর্সেনিক বিষ বের হতে থাকবে। আর অন্যদিকে ভারত এতটাই লাভবান হবে যে, কৃষিতে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে কমিউনিস্ট চীনের মত প্রাচুর্যের মালিক হবে। আজ বিশ্ব ব্যাংকের বদৌলতে ভারত প্রাচুর্য্যের দেশ, আর বাংলাদেশ আর্সেনিক বিষে কঠিন ফাঁদে নিপতিত। এদিকে ইউএনডিপি ও বিশ্ব ব্যাংক ফারাক্কা বাঁধ তৈরীতে ভারতকে হাজার হাজার কোটি টাকা দিলেও বাংলাদেশে আর্সেনিক গবেষণায় দিয়েছে মোট মাত্র পাঁচ কোটি টাকা।

ভারগীজ যে সব তথ্য ফাঁস করেছেন, তা বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপদই প্রকাশ করে দিয়েছে। ভারত শুধু বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চায় না। বাংলাদেশের মানুষকেও 'স্লো পয়জন' দিয়ে মারতে চায়। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ দুইই আজ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের শিকার। আর তাতে সহযোগি বিশ্ব ব্যাংক ও ইউএনডিপি। বিশ্ব ব্যাংক ও

www.pathagar.com

ইউএনডিপিতে ভারতীয় ও ইহুদী কর্মকর্তাদের প্রভাবে এসব কাজ হতে পেরেছে। আফ্রিকার জোহান্সবাগে ধরিত্রী সম্মেলন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যোগ দিবেন। সম্মেলনে বাংলাদেশ দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য এবং অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর উজানের নদীগুলোর অবাধ পানি প্রবাহে মানব সৃষ্ট বাধার বিষয়টি উত্থাপন করার চেষ্টা করবে। খবরটি ভালো। নদীগুলোর ব্যাপারে এখন থেকে সোচ্চার না হলে বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে তচনচ হয়ে যাবে। এখানকার মাটি ও মানুষ উভয়ই খতম হয়ে যাবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভিএইচপি'র সহ-সভাপতি আচার্য গিরিরাজ কিশোর কারাগারে সাবেক হুররিয়াত নেতা সৈয়দ আলী শাহ জিলানী কিভাবে রয়েছেন তা দেখতে মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তারা রাচির বিরসা মুন্দার কেন্দ্রীয় কারাগার সফর করায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মানবাধিকার কমিশনকে এটা বোঝা উচিত যে, জিলানী রাষ্ট্রবিরোধী লোক। তিনি পোটা'র অধীনে আটক রয়েছেন। তাদের সংখ্যালঘু সেলের মত কার্যক্রম বন্ধ করা উচিত। এই তো বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশের নেতাদের নমুনা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কাশ্মীরী নেতা জিলানীকে রাষ্ট্র বিরোধী বলেন। আমরা বলব, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস কি ছিলেন? সুভাস যা করেছেন, জিলানী তাঁর মানুষদের পক্ষে তাই করেছেন। কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রের অংশ নয়- একটা ডিসপুটেড টেরিটরি- বিতর্কিত এলাকা।

কেন ভারতের নেতারা এ ধরণের কথা বলবেন না? তারা ইহুদীদের পরামর্শে মুসলিম নিধনে জড়িত। মুসলিম বিরোধী সন্ত্রাসে তারা জোটবদ্ধ।

ইসরাইলী বারাক-১ ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবস্থা ইসরাইল থেকে ভারতে আনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আব্দুল কালাম। তখন কালাম ছিলেন ডিআরডি (প্রতি রক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা)-এর প্রধান। ৯৬ সালে ২৯ ফেব্রুয়ারী নৌ-বাহিনীতে বারাক-১ সংযোজন করা হয়। ইসরাইল-ভারত সম্পর্ক এত গভীর যে ইসরাইল যা চায় ভারতও তা চায়।

www.pathagar.com

অনৈতিকতা চলছেই

রয়টার্স ও এএফপি জানিয়েছে যে, কাশ্মীরের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে লোকজন ঘর থেকে বের হয়নি। বহু ভোট কেন্দ্রে ২ থেকে ১০ শতাংশের বেশী ভোট পড়েনি। মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহর শ্রীনগরস্থ থার্নস্কুল কেন্দ্রে ভোট পড়েছে মাত্র ৪৫টি।

শ্রীনগরে পঞ্চদল শতাব্দীতে নির্মিত একটি মসজিদের কাছে ভোটকেন্দ্রে মাত্র একজন মহিলা ভোট দিয়েছেন। অথচ এখন সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে, শতকরা ৪৬ জন ভোট প্রদান করেছে। এই তথ্য বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়না। তবে জম্মু এলাকাতে হিন্দুরা বেশী সংখ্যায় বলে সেখানে পরিসংখ্যান বেশী হতে পারে। কাশ্মীরে মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে তাতে শতকরা ৪৬ জনের ভোটার উপস্থিতি একটি ভূয়া ও হাস্যকর পরিসংখ্যান। মুসলমানদের উপরে জুলুমের নতুন নতুন তথ্য পত্র-পত্রিকাতে আসছে।

মানবাধিকার গ্রুপগুলো জানায়, গুজরাটের দাঙ্গায় তরুণী ও মহিলাদের হত্যার আগে ধর্ষণ করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সুপরিকল্পিতভাবে এই যৌন পীড়ন চলে। দাঙ্গার ফলে আশ্রয়হীনদের জন্য গড়ে তোলা কালোল আশ্রয় শিবিরের সংগঠক মুখতার মোহাম্মদ বলেন, পনের বছরের বেশী বয়সের সকল মহিলাকে হত্যার আগে ধর্ষণ করা হয়। তিনি বলেন, হিন্দু জনতা হত্যার আলামত মুছে ফেলতে এসব মৃত দেহ পুড়িয়ে ফেলে। তথ্য এএফপি পরিবেশিত।

আহমদাবাদে আশ্রয় প্রার্থী নাসিরের হাত মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। তিনি বলেন, হিন্দু জনতা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসে। তারা মুসলমানদের দোকান ও ঘর-বাড়ীতে আগুন ধরাতে শুরু করে। মুসলমানরা যখন সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সে সময় হিন্দু পুলিশ মুসলমানদের লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। সাংবাদিকদের একটি দল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে মুসলিম নিধন

www.pathagar.com

দেখতে পান। পুলিশ কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কিন্তু হত্যাকান্ড বন্ধ করার জন্য কিছুই করছেনা। শুরু থেকেই মুসলমানরা হত্যাকান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখা এবং তাদের রক্ষার্থে এগিয়ে না আসার জন্য পুলিশকে অভিযুক্ত করে আসছে। পুলিশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হিন্দু। ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের তৈরী করা নিরপেক্ষ রিপোর্টে এ কথার সত্যতা প্রমানিত। এখনও গুজরাটে একই অবস্থা রয়েছে।

অনেকে বলেন, হিন্দু প্রধান এলাকা থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার জন্য বিজেপি সমর্থিত হিন্দু কট্টরপন্থীরা সযত্নে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বর্তমান সহিংসতা তারই একটি অংশ। খৃষ্টান পাদরী ও মানবাধিকার কর্মী ফাদার সিডরিক প্রকাশ বলেন, আজ গুজরাটে মুসলমানদের জন্য বসবাসের কোন জায়গা নেই। এরাজ্যের খৃষ্টানরা ইতোমধ্যেই অনেকবার আক্রান্ত হয়েছে। খৃষ্টানদের তাড়ানোরও উদ্যোগ চলছে। শীঘ্রই অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপরও হামলা চলবে। নাৎসী জার্মানীতে যা ঘটেছিল বর্তমান ঠিক একই ঘটনা ঘটছে ভারতে। কিন্তু কি আশ্চর্য গুজরাট রাজ্য সরকারের মন্ত্রী অশোক ভাট দু'হাজার মুসলমানকে পুড়িয়ে মারা হলেও বলেন, হিন্দুরা নয় বরং মুসলমানরাই সহিংসতা ঘটাচ্ছে।

ভারতের উদারমনা উপন্যাসিক অরুন্ধতী রায়, আউট লুক পত্রিকায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফারনানডেজ ও দাঙ্গা সম্পর্কে লেখেন,

ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে বলার মিশনে পাঠানো হয় তাকে। তার ডাক পড়ে যুদ্ধ বিগ্রহ, ঘূর্নিঝড় কিংবা গণহত্যার ঘটনা ঘটলেই। সঠিক বোতামে চাপ দিয়ে সঠিক সুরটি বাজানোর দক্ষতার জন্য তার খুব সুনাম পরিবারে। ত্রিশুলের ঝঙ্কারের মতো বিচিত্র ভাষায় কথা বলতে পারে সংঘ পরিবার। একই সঙ্গে একাধিক স্ববিরোধী কথা শোনাতে পারে এই পরিবার। তাদের একটি মাথা (ভিএইচপি) যখন তার লাখ লাখ ক্যাডারকে চূড়ান্ত সমাধানের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে, তখন তাদের নামসর্বস্ব শিরোমণি (প্রধানমন্ত্রী) জাতিকে এই বলে আশ্বস্ত করছেন যে, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখা হবে।

www.pathagar.com

ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবমাননা করার দায়ে এরা একদিকে বই-পুস্তক চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করতে পারে, চিত্রকর্ম পারে পুড়িয়ে ফেলতে, তেমনি অন্যদিকে তারাই আবার সারা দেশের পল্লী উন্নয়ন বাজেটের ৬০ শতাংশের সমান অর্থ এনরনের কাছে বন্ধক রাখে। এ পরিবারের মধ্যে নানারকম রাজনৈতিক মত একই সঙ্গে ভরা রাখা হয়েছে। এ কারণে যেসব বিষয় দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হওয়ার কথা সেটি এখন নিতান্ত পারিবারিক কলহ। তাদের কলহ যত আক্রমণাত্মকই হোক নাকেন, তারা সব সময় প্রকাশ্যে এসব কলহ করে। শেষে আন্তরিকভাবে বিপদভঞ্জন হয়। দর্শকরা এই সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যায় যে, পয়সা উসুল হয়েছে- হাসি, কান্না, অ্যাকশন, ড্রামা, ষড়যন্ত্র, প্রতিশোধ, অনুতাপ, কাব্য এবং রক্তারক্তিতে ভরপুর এক নাটক দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। এটাই হলো সম্পূর্ণ বশীকরণের স্বদেশী কৌশল।

কিন্তু যখন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ মিইয়ে আসে, মাথাগুলোর ঠোকাঠুকি নীরব হয়ে আসে তখন কান পাতলে শোনা যায় এ বিশৃঙ্খল নিনাদের ভেতর ধুকপুক করছে একটি মাত্র হৃদস্পন্দন। অহর্নিশি এক গেরুয়া চাহনিতে বিশ্ব দেখছে সকলে।

এর আগেও ভারতে বিভিন্ন অভিযান চালানো হয়েছে, সব রকমের অভিযান। সেসব অভিযানের লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট বর্ণ, গোষ্ঠী, সুনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস। ১৯৮৪ সালে ইন্দরা গান্ধী হত্যার পর নয়াদিল্লিতে ৩ হাজার শিখ নিধনযজ্ঞের নেতৃত্ব দেয় কংগ্রেস। সে হত্যাযজ্ঞের প্রতিটি মুহূর্ত গুজরাতের মতোই বীভৎস ছিল। সে সময় দুর্মুখ রাজিব গান্ধী বলেছিলেন, বড় বৃক্ষের পতন ঘটলে মাটি কেঁপে উঠবেই। ১৯৮৫ সালে নির্বাচনে একতরফা বিজয় অর্জন করে কংগ্রেস। সে কি শুধুই সহানুভূতির জোয়ারের কারণে! তারপর ১৮ বছর পেরিয়ে গেছে। একটা লোকেরও শাস্তি হয়নি।

যে কোনো অস্থির রাজনৈতিক ইস্যুর কথা তুলুন- পারমাণবিক পরীক্ষা, বাবরি মসজিদ, তেহেলকা কেলেঙ্কারী, নির্বাচনে সুবিধা করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক উসকানি- দেখবেন আগে থেকেই নজির সৃষ্টি করে গেছে কংগ্রেস। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস বীজ বুনে রেখে গেছে, আর বিজেপি ফসল তুলেছে ঘরে।

www.pathagar.com

কাজেই যখন ভোট দিতে যেতে বলা হয় আমাদের, আমরা কি এ দু'পক্ষের মধ্যে তফাৎ দেখতে পাই? এর খুবই দ্বিধান্বিত অথচ অনিবার্য উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ পার্থক্য আছে কারণ ব্যাখ্যা করা যাক। এ কথা সত্য যে, দশকের পর দশক ধরে কংগ্রেস পাপ করছে। কিন্তু এ পাপকর্ম তারা করছে রাতের আঁধারে। বিজেপি ওই কাজই করছে দিনের আলোয়। কংগ্রেস এ কাজ করেছে গোপনে, প্রতারণামূলকভাবে লজ্জাবনত চোখে। বিজেপি তাই করেছে সগর্বে- এ তফাৎটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সংঘ পরিবার ম্যান্ডেটই পেয়েছে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা জাগিয়ে দেওয়ার। বছরের পর বছর ধরে এটাই তাদের লক্ষ্য ছিল। সুশীল সমাজের রক্তের মধ্যে এ ঘৃণা তারা স্লো-পয়জনিংয়ের মতো করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। দেশজুড়ে শত শত আরএসএসের শাখা এবং সরস্বতী শিশু মন্দির হাজার হাজার শিশু ও তরুণকে তাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। তাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় ঘৃণা আর মিথ্যে ইতিহাসের বীজ। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তালেবানদের উত্থান ঘটানোর পেছনে দায়ী মাদ্রাসাগুলোর সঙ্গে এসব মন্দিরের কোনো তফাৎ নেই। এতটুকু কম বিপজ্জনক নয় এগুলো। গুজরাটের মতো রাজ্যে পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্যাডারদের প্রতিটি স্তরে সুপরিকল্পিত ভাবে এসব লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা ব্যবস্থাটার মধ্যে একটি প্রবল ধর্মীয়, আদর্শিক রঙ মেখে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় ক্ষমতা, এ জাতীয় প্রভাব একমাত্র রাষ্ট্রের মদদেই সম্ভব।

নিরন্তর চাপের মুখে যা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তা হলো, মুসলমান সম্প্রদায় বস্তি এলাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের জীবন বেছে নেবে। সার্বক্ষণিক আতঙ্কের ভেতর বসবাস করবে তারা। নাগরিক অধিকার থাকবে না তাদের। ন্যায়বিচারের প্রতিও থাকবে না তাদের কোনো আস্থা। তাদের সেই জীবনযাপন কেমন দাঁড়াবে? যে কোনো ক্ষুদ্র ঘটনা-সিনেমার টিকেট কাটার লাইনে সামান্য কথা কাটাকাটি, কিংবা গাড়ির আলো গায়ে পড়া নিয়ে মৃদু বচসা হলেই জান খতম। কাজেই তারা একেবারে চুপ মেরে যাওয়া শিখে নেবে।

www.pathagar.com

এটাকেই মেনে নেবে নিয়তি বলে। সমাজের পরিধির দিকে সরে যাবে তারা। তাদের সন্ত্রস্ত ভাব অন্য অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মাঝেও ছড়িয়ে পড়বে। অনেকেই, বিশেষত তরুণরা হয়তো জঙ্গিদের দিকে ঝুঁকে পড়বে। ভয়ানক কাজকর্ম করবে তারা। সে সবের নিন্দা জানানোর জন্য সুশীল সমাজের লোকজনকে ভাড়া করা হবে। তারপর প্রেসিডেন্ট বুশ তার কামানের নল আমাদের দিকে তাক করে বলবে, হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে আছো, নইলে তোমরা সন্ত্রাসবাদী।

বুশের এ বাণী সময়ের শরীরে গেঁথে গেছে তুষারিকার মতো। ভবিষ্যতের দিনগুলোয় কসাই আর গণহত্যাকারীরা এসব তুষারিকায় তাদের চোয়ালের সাইজ অনুযায়ী কামড় বসিয়ে কসাইগিরি জায়েজ করবে।

শিরসেনার বাল ঠাকুরে ইদানীং মোদির কীর্তিকলাপে উৎসাহীত বোধ করছেন। তিনি একটি স্থায়ী সমাধান দিয়েছেন। তিনি গৃহযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। নিখুঁত বুদ্ধি নয়? তাহলে তো পাকিস্তানকে আর কষ্ট করে আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ করতে হবে না। আমরাই বোমা মেরে আমাদের দফারফা করে ফেলব। আসুন পুরো ভারতটাকেই আমরা কাশ্মীর বানিয়ে ফেলি। কিংবা বসনিয়া। কিংবা ফিলিস্তিন। অথবা রুয়ান্ডা। চলুন, সবাই মিলে আজীবন অশান্তিতে ডুব দিই। একে অপরকে হত্যা করার জন্য চলুন দামি বন্দুক ও বিস্ফোরক কিনি। আসুন, আমাদের ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তের ধারায় ভারী করে তুলি আমেরিকান ও ব্রিটিশ অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পকেট। যে কার্লাইল গ্রুপের শেয়ারহোল্ডার বুশ ও লাদেন পরিবার সেই গ্রুপের কাছে আমরা বিশেষ মূল্য ছাড় দাবি করতে পারি। সবকিছু ভালোমতো চললে আমরা হয়তো একদিন আফগানিস্তানে পরিণত হবো। (তাছাড়া দেখুন না, কি রকম ঈর্ষণীয় পাবলিসিটি পেয়েছে তারা)। যখন আমাদের সবগুলো ক্ষেত-খামার মাইনে গিজগিজ করবে, আমাদের ঘরদালান যখন সব ধুলায় মিশে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে আমাদের অবকাঠামো, আমাদের শিশুরা শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়বে, মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে, যখন স্বতোৎপাদিত ঘৃণার স্রোতে আমরা আমাদের প্রায় মুছে ফেলার

www.pathagar.com

উপক্রম করব, তখন হয়তো আমরা আমেরিকার কাছে সাহায্যের আবেদন জানাব। বলব, বিমানে করে আমাদের মাথার উপর খাদ্য বর্ষণ করার মতো কেউ কি আছো?

আত্মবিনাশের কি এক খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। আরেক ধাপ পা বাড়ালেই অতলে সাঁই সাঁই পতন। সরকার পেছন থেকে সেদিকই ঠেলছে ক্রমাগত। গোয়ায় বিজেপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ইতিহাস তৈরি করেছেন। তিনি প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চৌকাঠ অতিক্রম করেছেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক অবিবেকী অন্ধ বিশ্বাস সবার সামনে উন্মোচন করেছেন তিনি। বলেছেন, 'মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা শান্তিতে থাকতে চায় না।'

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি সাদামাটা আশা পুষে রেখেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, আতঙ্কের ভয়াবহতা বিক্ষুব্ধ সেক্যুলার দলগুলোকে একাট্টা করবে। বিজেপি এককভাবে ভারতের জনগণের ম্যান্ডেট পায়নি। হিন্দুত্ব প্রকল্পের ম্যান্ডেট তাদের দেয়নি জনগণ।"

অরুন্ধতী রায়ের উদ্ধৃতি শেষ হলো উপরে। ভয়াবহ ভবিষ্যৎ ভারতের সংখ্যালঘুদের। আজ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হয়েছিল বলে আমরা হায়েনাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। তবে ভবিষ্যৎই বলতে পারবে শেষ পর্যন্ত কি হবে। ভারত যে ভাবে "ওয়েপনস অব মাস ডেসট্রাকসন" তৈরী ও আমদানী করছে তাতে তাদের ইহুদী উপদেষ্টাদের উসকানিতে তারা যে কোন অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

ভারত ২০০৪ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জাহাজ বিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্র উৎপাদন শুরু করবে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এগিয়ে যাচ্ছে সে। প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের বাজার সে নানা কৌশলে ও চোরাকারবারীর মাধ্যমে হস্তগত করেছে। ফলে বানিজ্য হয়ে পড়েছে একমুখী।

www.pathagar.com

মাসিক 'ই-বিজ'-এর সম্পাদক জাভেদ হোসেন ইত্তেফাকে লিখেছেন,

'সম্প্রতি ভারতের ন্যাসকম (NASS-COM: National Association of Software and Service Companies) প্রকাশিত এক রিপোর্টে ধারণা করা হয়েছে আগামী বছর ভারতের বার্ষিক সফটওয়্যার রফতানী দাঁড়াবে ১২.৩ বিলিয়ন ডলারে।

ভারতের ইনফোসিস এবং উইপ্রো'র মতো কোম্পানী অনেক পশ্চিমা দেশে অপারেশন শুরু করেছে এবং আইটি সেক্টরে ব্রান্ড তৈরী করেছে।

ইনফোসিস ইতিমধ্যে মাইক্রোসফটের অনেক প্রোডাক্ট ডেভেলপের জন্য মাইক্রোসফটের সাথে পার্টনারশীপ এ এসেছে।

আমেরিকার এইচ ওয়ানবি ভিসার হোল্ডাররা বেশীরভাগ্ ভারতীয় কারণ নিয়োগকর্তাও ভারতীয়। ভারতের বৃহৎকর্পোরেট টাটা'র ২টি ইউনিট টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের এবং টাটা ইনফোটেক আমেরিকান H-1B ভিসার টপ ২৫ নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। তারা অনেক H-1B ভিসা পেয়ে থাকে এবং এটি লিস্টের দ্বিতীয় অবস্থানে আছে আর উইপ্রো আছে নবম অবস্থানে।

বস্তুতঃ টপ ২৫ ইউএস কোম্পানীর মধ্যে যে ১০টি কোম্পানী H-1B আইটি শ্রমিক হায়ার করে তারা বেশীরভাগই ভারতীয়।

ভারত অন্যান্য খাত দাড়াও আইটিতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় আইটি কর্মীতে ভরপুর হয়ে গেছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার করছে, যদিও ভারত একসময় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর শত্রু সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্র। বুশ-শ্যারনের নীতিবিগর্হিত কার্যকলাপের প্রভাব ভারতেও পড়ছে। তাই বুশ শ্যারনের মত ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি 'এগেসিভ' হয়ে পড়ছে।

www.pathagar.com

ভারতের স্ব-বিরোধীতা

ভারত ১৯৯৮-২০০১ সালে উন্নয়শীল দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানীকারী দেশ। মার্কিন কংগ্রেসিয়াল রিসার্স সার্ভিসের এক রিপোর্ট একথা বলা হয়। অস্ত্র বিক্রির দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সর্বাগ্রে। ২০০১ সালে ১২ হাজার ৮৮ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ হয়।

ভারত উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্র আমদানী করতে চারশত পঞ্চাশ কোটি ডলার খরচ করেছে এক বছরে। এখন বিশ্বের একনম্বর অস্ত্র ক্রেতা হল ভারত।

দিল্লী থেকে আইপিএস জানাচ্ছে, ইসরাইল রাশিয়ার পর ভারতে অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। ইসরাইলের অত্যন্ত গোপন সামরিক কমপ্লেক্স যার কার্যকলাপ বিশ্বব্যাপী রহস্যবৃত বলে পরিচিত এখন ভারতে অস্ত্রের অন্যতম জোগানদার।

ইসরাইলের মোলতাম হচ্ছে বিশ্বের মোট তিনটি হাওয়াইৎজার বৃহৎকামান প্রস্তুত কারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। অপর দুটি হচ্ছে যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেনাল ও সুইডেনের বোফর্স। ঐ দুই প্রতিষ্ঠান ভারতে একহাজার কোটি রূপীরও বেশী মূল্যের অস্ত্র বিক্রীর জন্য পোখরানে তাদের অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখায়। যুক্তরাষ্ট্র ভারতে উচ্চ প্রযুক্তির এ্যারো মিসাইল ব্যবস্থা সরবরাহের ইসরাইলী অনুরোধ বিবেচনা করেছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা এদিকে ইসরাইল থেকে দুটি গ্রীন মাইন রাডার সিস্টেম ক্রয়ের সত্যতা স্বীকার করেছেন। এইগুলোর সম্পূরক হিসেবে ইসরাইলের কাছে থেকে ভারত এরোস্টাট বেলুন এবং মনুষ্যবিহীন আকাশ যানও সংগ্রহ করেছে।

www.pathagar.com

একই সঙ্গে ভারত ইসরাইলের কাছে থেকে ফালকম বিমানবাহিত দ্রুত হুশিয়ারি ব্যবস্থা ক্রয় করার চেষ্টা করছে। এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা ৮শ' কিলোমিটার ব্যসার্ধ্যের মধ্যে ৬০টি লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত নজর রাখার ক্ষমতা রাখে। ইসরাইল এটি ভারতকে দিতে রাজি। তবে চীন বিরোধিতা করছে।

ভারত তার মাঝারি পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র 'অগ্নি'তে পারমাণবিক অস্ত্র সংযোজনের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্তে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ভারতের ৫৫ তম স্বাধীনতা দিবসে তার ভাষনে এ তথ্য জানান। এছাড়া রাশিয়ার সহযোগিতায় টি-৯০ অত্যাধুনিক ট্যাংক বানাবে ভারত।

'আরব নিউজ' পত্রিকা মন্তব্য করেছে 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কালামের ভাষণের মধ্য দিয়েও উগ্র হিন্দু নেতৃত্বের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ভাষণে যখন বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী মন্তব্য করেছিলেন, তখন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা তুমুল করতালি দেন। কিন্তু যখন তিনিই আবার ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তার অবিচল অঙ্গীকারের কথা বলেন, তখন তাকে উৎসাহ যোগানোর জন্য কেউ হাততালি দেননি। এতেই ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নয়া প্রেসিডেন্ট যখন আভ্যন্তরীণ সংঘাতের কথা বলেন, তখনও হাততালি শোনা যায়নি।"

ভারতের এই লাগামহীন অস্ত্র আমদানী ও অস্ত্র উৎপাদনের হিড়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ অস্ত্র যে প্রতিবেশীদের বিপদের কারণ হতে পারে, তা সন্দেহ করার কারণ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল যে নীতি নিয়ে এগিয়ে চলছে, তাতে শরীক হয়ে বিশ্বে অশান্তিই আনয়ন করবে এই সব অস্ত্র দিয়ে। ভারতের এই অস্ত্র মওজুদ সম্পর্কে প্রতিবেশীদের সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে।

অস্ত্র বলে বলীয়ান ভারত কাশ্মীরে জুলুমের রাজত্ব কায়েম করেছে। কাশ্মীরের কুন ওয়ারায় গ্রামবাসীরা জানিয়েছে যে, সেনা সদস্যরা তাদের গ্রাম ঘেরাও করে রেখেছে এবং নির্বাচনে ভোট দিতে যাবার হুকুম জারি করেছে।

এপি, রয়টার্স, এএফপি ও বিবিসি বলেছে যে, কাশ্মীরের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল কম; ভারতীয় সৈন্যরা জোর করে বহু লোককে ভোটদানে বাধ্য করে। কোথায় কোথায়ও সৈন্যরা রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রহার করে ও ভোটারদের বাড়ী থেকে বের করে এনে দাঁড় করায়, বলে বিবিসি ও এপি।

www.pathagar.com

রয়টার্স জানায়, ভোটার উপস্থিতির হার বাড়ানোর জন্য ভারতীয় সৈন্যরা গ্রামবাসীদের জোর করে ভোট কেন্দ্রে নেয়ার চেষ্টা চালায়। শ্রীনগর সংলগ্ন সিংপুর এলাকায় ভোটাররা ভোট দিতে অস্বীকার করলে সৈন্যরা তাদেরকে বাড়ীতে ঢুকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রহার করে। তবে রাজ্যের হিন্দু ভোটাররা ভোট দিয়েছে।

কাশ্মীরে যা চলছে ইসরাইলী ইহুদীরা ফিলিস্তিনে ও যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বব্যাপী তাই করে চলেছে। বিশ্ব আজ এদের আগ্রাসীনীতিতে সন্ত্রস্ত্র। ভারতে সরকারীভাবে গঠিত ভারতীয় কাশ্মীর কমিটির প্রধান রাম একজন সাবেক আইন মন্ত্রী। তিনি কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সেখানকার জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার বলে মনে করেন। তবে ভারতে সুস্থ চিন্তার মানুষ কমই রয়েছে। সবাই ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে। ভারতে মুসলমান বুদ্ধিজীবিদেরও নেই কদর। মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামের মত কবি আজ সেখানে অবহেলিত। কাজী নজরুল ইসলামের ছোট ভাই কাজী আলী হোসেনের নাতি সুবর্ণ কাজী ইনকিলাবকে বলেছেন, "আসলে পশ্চিমবঙ্গে নজরুলকে নিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু হওয়া একটা সমস্যা। ভারত বিশাল দেশ, সেখানে তারা নজরুলকে বেশী স্থান দিতে চায় না। সেখানে এন্টি নজরুল গ্রুপ আছে। তারা নজরুলকে পছন্দ করে না। রবীন্দ্রনাথই তাদের কাছে প্রথম ও শেষ। নজরুলের প্রচারে তারা বিভিন্নভাবে অসুবিধা করে। হয়তো তারা নজরুলকে ভয়ই পায়। সেখানে সূক্ষ্মভাবে অস্তিত্বের লড়াই আছে। তারা ভাবে নজরুল ভাগ পাবে, পাছে আবার রবীন্দনাথ ঢাকা পড়ে যাবে, এ ভুল ভীতি তাদের আছে। গানের ব্যাপারেও নজরুলের ব্যাপ্তিকে তারা ভয় পায়। নজরুল সঙ্গীতকে সঙ্গীত না বলে তারা গীতি বলে।"

মানবাধিকারের লম্বা লম্বা কথা বলা হলেও ভারতে তা প্রায়ই অবহেলিত। অদ্ভুত সমাজে ভারতীয়রা বসবাস করে। এক মহিলাকে শাস্তি হিসেবে ধর্ষণের রায় দেয়ার অভিযোগে ভারতের আদালত মধ্য প্রদেশের এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। ঐ মহিলার অভিযোগ, ব্যভিচারের দায়ে তাকে

www.pathagar.com

দোষী সাব্যস্ত করে পঞ্চায়েতের নেতারা সাজা হিসেবে মোটা অঙ্কের আর্থিক জরিমানা অথবা পাঁচ জন পুরুষ কর্তৃক ধর্ষণের রায় দেয়। মধ্য প্রদেশের জব্বলপুরে এক গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। পঞ্চায়েত এক প্রকাশ্য জমায়েতে ঐ রায় দেয়। ঘটনার শিকার মহিলাটি একজন স্কুল শিক্ষিকা। তিনি অভিযোগ করেন, স্কুলের ছাত্রদেরকে তার বিরুদ্ধে এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হয় যে, গ্রামের এক পুরুষের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে।

যোগী যোগীনী প্রথাও ভারতে খুঁটি গেড়ে বসেছে। মন্দিরের পুরোহিত ও গ্রাম্য প্রধানরা গরীব মেয়েদের দেবদাসীর নামে যৌন সম্ভোগ করে। এএফপি জানিয়েছে অন্ধ্র প্রদেশে তেলেঙ্গনা অঞ্চলে অসস্পৃশ্য শ্রেণীর অশিক্ষিত তরুণীদের স্থানীয় দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এর পরে মেয়েটি বিয়ে করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং যৌনদাসীতে পরিণত হয়। লম্বা চুলধারী পুরোহিতদের সাথে এই যৌনদাসীদের তথাকথিত বিয়ে হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর মেয়েটিকে গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তির সাথে 'বিবাহ' রাত্রি যাপন করতে বাধ্য করা হয়। সে ব্যক্তিকে অবশ্যই উচ্চ বর্ণভূক্ত হতে হবে। এর পর একের এক বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাকে যেতে হয় এবং সে গ্রামের সাধারণ বারবনিতায় পরিণত হয়। এদের যোগিনী নামে অভিহিত করা হয়। একটি এনজিও প্রধান গ্রেস নির্মলা বলেন, এ প্রথা ধর্মের নামে নিম্ন বর্ণের লোকদের ওপর উচ্চবর্ণের ও গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদের শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার যোগিনী দেবদাসী রয়েছে।

ভারতে সমাজের যখন এই হীন অবস্থা, সেসব সমাধান না করে তারা বিশ্বজয়ের জন্য মারণাস্ত্র মওজুদ করে চলেছে। এই স্ব-বিরোধীতা শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ই ডেকে আনবে।

www.pathagar.com

ভারত ও পাকিস্তান

ইউরোপীয় ইউনিয়নের কমিশনার ক্রিস প্যাটেল বলেছেন, পাক-ভারত বিরোধ বিপজ্জনক অবস্থায় পৌছেছে এবং তার বিশ্বাস ভারতের সহ্যের সীমা প্রায় ফুরিয়ে আসছে। চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ভারত পাকিস্তানকে সন্ত্রাস বন্ধে দু'মাসের সময় দিয়েছে এবং যুদ্ধ বেধে গেলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ করবে।

এদিকে বাজপেয়ী জাপানের প্রধানমন্ত্রী কইজুমিকে ফোনে বলেন, ভারতেরও সহ্যের সীমা আছে। আমাদের ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্রকে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী যশবন্ত সিং বলেছেন, ভারতের ধৈর্য্যের সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র বলেছেন, কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে সৃষ্ট সন্ত্রাস পাকিস্তানকে বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, "ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে মুজাহিদদের তৎপরতা বন্ধ হলেই কেবল পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব।" কাশ্মীরে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সন্ত্রাসের মধ্যে বিশ্ব কোন পার্থক্য দেখছে না। বৃটেন ভারতের কাছে এখন অত্যাধুনিক হ্যারিয়ার জঙ্গী বিমান বিক্রির পরিকল্পনা করছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, জ্যাক স্ট্র একজন ইহুদী।

পাশ্চাত্যের একটা দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে ভারতের দিকে, যদিও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারত পাশ্চাত্যের কোন কাজে আসে নাই। সোভিয়েট ইউনিয়ন টিকে থাকলে আর আফগানিস্তান বেলুচিস্তানে সোভিয়েট রনকৌশল সফলকাম হলে ভারত সোভিয়েটের সঙ্গেই মিতালী আরো ঘনিষ্ঠতর করত। সোভিয়েটকে ধ্বংসের জন্য যারা রক্ত দিল, পাশ্চাত্য তাদের প্রতি এখন বিমুখ।

বিবিসি টিভি ক্রমাগত ভারতের কমান্ডো ট্রেনিং-এর ছবি দেখাচ্ছে অনেক সময় ধরে। পাশ্চাত্য চায় ভারত অঞ্চলে প্রধান সামরিক শক্তি হয়ে তাদের সহায়ক

www.pathagar.com

শক্তি তে পরিনত হোক। সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে থাকলে, পাশ্চাত্যের এ আশায় গুড়ে বালি হোত। ভারতের প্রখ্যাত কলামিষ্ট কুলদীপ নায়ার লেখেন, "ভারত জম্মু ও কাশ্মীরের জনগনের কাছে ওয়াদাবদ্ধ ছিল তাদের গনভোটের মাধ্যমে ভারতে ইউনিয়নে থাকা- না- থাকা নির্ধারিত হবে। নাগাল্যান্ডের বিষয়টি আরও কৌতূহল উদ্দীপক। এই অংশটি ব্রিটিশ আমলেও ভারতের অংশ ছিল না। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, হিন্দু মৌলবাদী মনোভাব দ্বারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট কাশ্মীর কিংবা খৃষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগানান্ডের সমস্যা সমাধান করা কঠিন হবে।'

হক কথা বলেছেন কুলদীপ নায়ার, তবুও ভারত পররাষ্ট্র নীতিতে স্বৈরাচারের পথে অগ্রসরমান।

টরেন্টো স্টার পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়, জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গনভোট অনুষ্ঠানই কাশ্মীর সংকট নিস্পত্তির একমাত্র সুন্দর ও সুস্থ পথ। গণভোটে কাশ্মীরী জনগণের ইচ্ছের যথার্থ প্রতিফলন ঘটবে।

কাশ্মীরে 'অর্ধবিধবাদের' দুর্বিসহ জীবন চলছে। নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার কিম্বা মুসলিম মুজাহিদদের হাতে অপহৃত হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ কাশ্মীরীদের স্ত্রীরা এক দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। মানবাধিকার কর্মী কারাগারগুলো পরিদর্শন করে বন্দীদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করার জন্য একজন স্পেশাল কমিশনার নিয়োগ করতে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে। মানবাধিকার কর্মী আহসান উনটু বলেন, 'এটি করা হলে অনেক নিখোঁজ লোকের খোঁজ পাওয়া যেত।'

ভারতের জুলুম কাশ্মীরী তথা অন্য মুসলমানদের উপর চরমে উঠেছে। ইরান, আরব, তুরস্ক ইত্যাদি দেশ এ ব্যাপারে নির্বিকার। ভারত নাকি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র পেতে সাহায্যকারী। আর তুরস্কের কিছু লোক নিজেদের মুসলমানই মনে করে না।

উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে চাকরি করছে অন্তত ত্রিশলাখ ভারতীয় এবং তাদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সমৃদ্ধ করছে ভারতের রিজার্ভ পরিস্থিতি।

www.pathagar.com

আরবরা কোন চাপই প্রদান করে না ভারতের উপরে মুসলমান নির্যাতন ব্যাপারে। তাহলে অন্যরাই বা ফিলিস্তিনী আরব নির্যাতনে মুখ খুলবে কেন?

সোভিয়েটের পতনেও ভারত লাভবান।

আইপিএস জানিয়েছে আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লী ও ওয়াশিংটনের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্ক দ্রুত বেড়েছে। এর প্রমাণ হচ্ছে, মার্চ ২০০২ ভারতের মার্কিন অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ। এক ভারতীয় নিরাপত্তা সীমক্ষক জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঐ হামলার পর এ অঞ্চলের গোটা ভু-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত সরকার ৮টি মার্কিন ব্যাটারী রাডার কিনেছে। এগুলো শত্রুর আর্টিলারি গান ও ব্যাটারী সনাক্ত করে সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম। তিনি মনে করেন, নয়াদিল্লী ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা সম্পর্কের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

আমেরিকান সামরিক পন্য ও সাজসরঞ্জাম এখন ভারতে রফতানী হচ্ছে। এতেই প্রমাণ হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় ওয়াশিংটনের নীতি পরিবর্তিত হচ্ছে। ভারতের নব গঠিত প্রতিরক্ষা ক্রয়বোর্ড ওয়াশিংটনে ক্যালিফোর্নিয়ার এল-সেগুন্ডোর থেলস রেথিওল কর্পোরেশন নির্মিত এএন টিপিকিউ-৩৭ রাডার সিস্টেম ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এটা হল চার দশকের মধ্যে প্রথম ভারত-মার্কিন বড় মাপের প্রতিরক্ষা চুক্তি।

পেন্টাগন কর্মকর্তারা এই চুক্তিকে 'এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। পেন্টাগনের এক মুখপাত্র এটাকে 'বিশ্বের দুই বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশের মধ্যেকার নিরাপত্তা সহযোগিতা, হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ব্লাকউইল বলেন, ভঅরতের সাথে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক ক্রমেই গতি পাচ্ছে।

www.pathagar.com

আমেরিকা থেকে আটটি দূরপাল্লার রাডার কিনেছে ভারত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ এটিকে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। এই রাডারগুলো দূরপাল্লার সর্টার, রকেট ও কামানের গোলা মুহূর্তের মধ্যে চিহ্নিত করতে সক্ষম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সফটওয়ার এবং সার্ভিস রপ্তানি করা হয় তার প্রায় ৬৫ ভাগই আসে ভারত থেকে। সম্প্রতি ভারতের ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সফটওয়ার এন্ড সার্ভিস কোম্পানী বা ন্যাসকম জানিয়েছে ভারতের সফটওয়ার রপ্তানি ২০০২-০৩ সালে প্রায় ৪৭৫ বিলিয়ন রূপী হবে। যা কিনা ২০০১-০২ সালের চেয়ে শতকরা ২৯% বেশী। যদিও ধারণা করা হচ্ছে এ হার বাড়বে আরও ৩০ ভাগ।

শুধু যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল নয়, রাশিয়াও ভারতকে করছে সমর-সজ্জিত। ভারত ও রাশিয়া যৌথভাবে নির্মিত শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন ক্রুজ মিসাইলের সাফল্যজনক পরীক্ষা চালিয়েছে। এ ক্ষেপনাস্ত্রের নাম দেয়া হয় ব্রহ্ম। ক্ষেপনাস্ত্রটির পাল্লা তিনশত মাইল এবং তা দু'শ কেজি প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র বহনে সক্ষম। ছাব্বিশ ফুট দীর্ঘ এ ক্ষেপনাস্ত্র জাহাজ ও বিমানসহ বিভিন্ন মঞ্চ থেকে নিক্ষেপ করা যাবে। জাহাজ থেকে নিক্ষেপ করা হলে ক্ষেপনাস্ত্রটি চৌদ্দ কিলোমিটার উচ্চতায় শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিবেগে উড়ে যেতে সক্ষম। 'ব্রহ্ম' ইত্যাদি ধর্মীয়, মৌলবাদী নামকরণ, ভারতীয় মানসিকতার প্রকাশ করেছে। তবুও ভারতীয় মৌলবাদে পাশ্চাত্যের নেই কোন বক্র দৃষ্টি!

www.pathagar.com

ভারতের বহির্দেশীয় নীতি

ড. মাহবুব উল্লাহ লেখেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার চান, তাঁর রাজ্য ত্রিপুরা হবে দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বানিজ্যিক গেটওয়ে। ত্রিপুরাতে দক্ষিণ এশিয়ার বানিজ্যিক গেটওয়ে করার সহজ মানেটি হল, বাংলাদেশকে করিডর হিসাবে ব্যবহার করা। মানিক সরকারের ভাষায় বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার অবস্থানগত সুবিধার জন্য কলিকাতা থেকে পন্য আসবে চট্টগ্রাম ও আশুগঞ্জ বন্দর ব্যবহার করে। মানিক বাবু গেটওয়ে শব্দটিকে গাল ভরা বুলিরূপে ব্যবহার করে আসলে করিডরই চেয়েছেন।

তিনি আরো লেখেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারে সুবিধা দানের টোপ দেখিয়ে ভারতীয়রা বাংলাদেশী বিজনেস লবি ও সরকারকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। ভারতকে ট্রানজিট- করিডরের সুবিধা দেয়া হলে উত্তর-পুর্ব ভারতের অনানুষ্ঠানিক বাজারে বাংলাদেশী পন্যের বর্তমানে যে সুবিধা রয়েছে, সেটাও বাংলাদেশী শিল্পপতি ও বনিকের হাতছাড়া হয়ে যাবে। ভৌগলিক অবস্থান ও যাতায়াতগত অসুবিধার ফলে উত্তর-পূর্ব ভারত বাংলাদেশী হোম মার্কেটেরই একটি সম্প্রসারিত ক্ষেত্র।

আমরা বলব আসলে ভারত নানা কৌশল অবলম্বন করছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে করিডর নিতে। কখনও বানিজ্য বৃদ্ধির টোপ, কখনও চট্টগ্রাম বন্দরে আয় বৃদ্ধি, কখনও অন্য কথা বলে বাংলাদেশের কমিশন-খোর একশ্রেণীর ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ ও দুর্নীতিপরায়ন আমলাকে হাত করার চেষ্টা করছে। এ সম্পর্কে বুঝে সুজে সিদ্ধান্ত না নিলে সুয়েজ খালের দশা হতে পারে দেশের।

১০ জানুয়ারী ০১ থেকে ৮ জুন ০২ পর্যন্ত পাঁচ মাসে বিএসএফ এর গুলীতে বাংলাদেশী নিহতের সংখ্যা ১৯ জন শুধু দক্ষিণ পশ্চিমসীমান্তে। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সীমান্তে অহরহ বাঙ্গালাদেশীদের হত্যা করা হচ্ছে। এই যদি ভারতের ব্যবহার হয়, কিভাবে করিডর প্রশ্নে তাদের বিশ্বাস করা যায়?

ভারতের নেতা এলকে আদভানি বলেছেন, পাকিস্তানের সাথে একটি কনফেডারেশন গঠন কঠিন হলেও অসম্ভব কিছু নয়। নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রীয় জাগ্রিতি সংস্থার একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা উৎসবে বক্তব্য কালে তিনি এ কথা বলেন। এমপি করণ সিংহ বলেন, সার্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে গড়ে তুলতে হবে। তা হলেই সম্ভব হবে উপমহাদেশের সব সমস্যার সমাধান।

আদভানি একজন কট্টরপন্থী হিন্দু নেতা। তিনি যে কথাই বলেন, তাতে রয়েছে সন্দেহ, সন্দেহ। তাঁর নিজস্ব রাজ্য গুজরাটে মুসলমানদের পাখীর মত হত্যা করে এখন তিনি কনফেডারেশনের কথা বলছেন। পাকিস্তানের প্রসঙ্গে এ কথা এলে এর 'ফল-আউট' বাংলাদেশেও পড়বে। যেহেতু তিনি একজন কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী নেতা তাই তার কনফেডারেশন প্রস্তাবের আড়ালে তার বদ মতলবই লুকিয়ে রয়েছে। তিনি পাকিস্তানকে টোপ দিচ্ছেন।

রয়টার ও এএফপি জানিয়েছে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাশ্মীর বিরোধ নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে এক অনানুষ্ঠানিক সেমিনার আলোচনার প্রস্তাব দিল্লীকে ক্ষুব্ধ করেছে। কাশ্মীর বিরোধটি দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ওপর ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে পরিষদ সদস্যদের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি হলেও মেক্সিকো এই আলোচনার আয়োজন করে। দিল্লীর অভিযোগ, মেক্সিকো বাইরের বক্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিষয়টিকে পাকিস্তানের পক্ষে নিয়ে যেতে চাইছে। ভারতের মিত্র রাশিয়া ও মরিশাস এই সেমিনারে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

ব্রিটিশ ফাইনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকা 'কাশ্মীর প্রশ্নে পাশ্চাত্যকে ভারসাম্যমূলক কার্যক্রমে জড়িত হওয়া' শীর্ষক নিবন্ধে লেখে, কাশ্মীর সমস্যা সমাধান আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা মেনে নিতে ভারতের অস্বীকৃতি কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এ বিষয়ে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই সম্পৃক্ত হতে হবে। ভারতের অবস্থান এখন আর সমর্থন করা যায় না। পাক-ভারত যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব আরেকটি পরমাণু যুদ্ধের হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজন। ভারতকে এটা মেনে নিতে হবে।

www.pathagar.com

আমরা বলব যে, বার বার দ্বি-পাক্ষিকতার যুক্তি তুলে ভারত পরিস্থিতির ভয়াবহতাই বৃদ্ধি করছে। দ্বিপাক্ষিকতা কোন পবিত্র নীতি নয়। উপমহাদেশে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে এতে শুধু দুটি দেশই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। অন্যান্য প্রতিবেশীরও ক্ষতি হবে। তাই বিষয়টি কেমন করে দ্বি-পাক্ষিক? ভারত পাঁচ বছরের মধ্যে লেসার অস্ত্রের অধিকারী হবে। ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী ভি কে আত্রে বলেন, কয়েক বছরে আমাদের বিজ্ঞানীরা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেসার ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি বলেন, ২০০৭ সালের মধ্যেই ভারত স্টারওয়ার লেসার অস্ত্রের অধিকারী হতে সক্ষম হবে।

হিন্দুদের অগ্নিদেবতার নামানুসারে অগ্নি রকেট নির্মিত হয়েছে। ত্রিশূল ক্ষেপনাস্ত্রের নামকরণ করা হয়েছে বিষ্ণু দেবতার ত্রিশূল থেকে। হিন্দু ধর্মে শক্তি হচ্ছে শিবের (ধ্বংসের দেবতা) সঙ্গী এবং এটি ভারতের পরমাণু কর্মসূচীর ও সাংকেতিক নাম।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর এস এস) এর গঠনতন্ত্রের একটি বিধানে রয়েছে, এই দলের নেতা হবেন অবশ্যই একজন নীলচক্ষুবিশিষ্ট স্বরসতী ব্রাহ্মন। আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণার সাথে জার্মান নাৎসীদের ধারণার মিল রয়েছে। হিটলারের অনুসারীরা হিন্দুদের স্বস্তিকা চিহ্ন গ্রহণ করে। সংস্কৃতের পন্ডিত সুরেন্দ্র গামফির বলেন, হিন্দু সংস্কৃতির সাথে সামরিক শক্তি এতই ওৎপ্রোতভাবে জড়িত যে, একজন হিন্দুর এক হাতে রয়েছে তার ধর্মগ্রন্থ এবং অপর হাতের আছে একটি অস্ত্র।

ভারতের বিজেপি থেকে দেশের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী আবুল পাকির জয়নুল আবেদিন আবুল কালাম। তিনি ভারতের মিসাইল ম্যান, স্বল্প পাল্লা, মাঝারি পাল্লা এবং দূর পাল্লার ব্যালস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র, পারমাণবিক বোমা, কক্ষপথে উপগ্রহ উৎক্ষেপন ইত্যাদির জনক। তিনি নাকি নিরামিষভোজী।

এপি জানিয়েছে, ভারতের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী আব্দুল কালাম মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেন না। তিনি প্রতি দিন

www.pathagar.com

হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠ করেন। তিনি একজন নিরামিষভোজী। তিনি ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে হিন্দু ধর্মেরই অনুসারী। তবে তিনি সুফী হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির ভক্ত। অতীতে তিনি কয়েকবার খাজার দরগায় গেছেন।

আব্দুল কালাম সম্পর্কে যে সব তথ্য আমরা পাচ্ছি তাতে তিনি যে আদতেই মুসলমান তা তো মনে হয় না। নিজস্ব ক্যারিয়ার গড়তে তিনি কট্টর হিন্দুদের পায়রাবি করেছেন। খাজার মাজারে মাড়োয়ারী ও অন্যান্য কিছু হিন্দুরাও যায়। আসলে আব্দুল কালামের মাধ্যমে ভারতের সমরবাদই শক্ত হবে বলে আশঙ্কার কারণ রয়েছে।

ভারত কোন ইনসাফের দেশ নয়। মনুসংহিতার সমাজ সেখানে। নারীর নেই কোন অধিকার। সতীদাহের দেশে এখন নারী শিশু হত্যা চলছে দেদারছে।

১৯৯৭-এ তামিল নাড়ু প্রদেশের ধরমপুরী জেলায় প্রতিমাসে গড়ে ১০৫ টি মেয়ে শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে বছরে ১২৬০টি মেয়ে শিশুর জীবনাবসান ঘটানো হয়। এ ভয়ঙ্কর তথ্যটি দিয়েছে ধরমপুরী জেলা স্বাস্থ্য পরিদপ্তর রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। প্রধান বিচারপতি নায়নার সুন্দরমের হাতে এ তথ্য তুলে দেয়া হয়। ভারতকে ইনসাফের পথে ফিরতে হবে। নারী শিশু ও মুসলমানদের হত্যা বন্ধ করতে হবে। সেই সঙ্গে ভারতকে তাঁর পররাষ্ট্রনীতির স্বচ্ছতা আনতে হবে।

www.pathagar.com

উপমহাদেশে শান্তি

উপমহাদেশে বহু রক্তপাত হয়েছে। এখন শান্তির পথে যাবার প্রয়োজনীয়তা বড় বেশী। তবু উপমহাদেশের প্রধান প্রধান দেশগুলো কাছাকাছি আসতে পারছে না তাদের নানা পারস্পরিক সমস্যার জন্য। ভারত যেন এখনও অসন্তুষ্ট ভারত-বিভক্তির জন্য, আর অন্য কারণে পাকিস্তান ও তেমনি। তবে এসবের জন্য তাদের অবিজ্ঞননোচিত কার্যক্রমই দায়ী। অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এখন পারস্পরিক সমস্যাগুলো আলোচনার টেবিলে বসে সমাধান করে শান্তির পথ অন্বেষন করা সবার জন্য মঙ্গলজনক।

ঐতিহাসিক কারণেই আজ উপমহাদেশের মূল অংশে তিনটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। এটি একটি 'চেইন রি একসন' এর মাধ্যমে হয়েছে। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, উপমহাদেশের হিন্দু নেতারা মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার প্রদান না করা হত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানী সামরিক বেসামরিক নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালীদের তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান না করাতে বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছে যদিও বাংলাদেশে পৃথিবীর সমগ্র বাঙ্গালী এলাকা নেই। এ ধরণের অধিকার বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহত থাকলে উপমহাদেশে তিনের বেশী আরো রাষ্ট্রের উদ্ভব হতে পারে। এর সম্ভাবনা ভারত ও পাকিস্তানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কথায় বলে, বেশী খেতে চাইলে শেষ পর্যন্ত সবই হারাতে হয়। ভারত ও পাকিস্তানের সংকীর্ণমনা নেতৃবৃন্দই দায়ী অতীতের সব অনাচার-অবিচারের জন্য; জনগণের কোন দায় দায়িত্ব এতে নেই।

শক্তিশালী বড়কেই মনের দিক দিয়ে বড় হতে হয়। তা কমই দেখা যায় বা দেখা যাচ্ছে উপমহাদেশে। আমি গবেষণা করে এতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি যে, ১৯০৫ সালের তথাকথিত বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় যদি কলিকাতার বাবুরা না

www.pathagar.com

নামত, তাহলে উপমহাদেশের ইতিহাস হয়ত অন্য প্রকারের হোত। ১৯০৫ সালের পূর্বে শুধু বঙ্গ বলে কোন প্রদেশ ছিল না। প্রেসিডেন্সি প্রদেশনামে ছিল বিশাল এক এলাকা যাতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ও তদানীন্তন আসাম ছিল একাকার। বিশাল এই প্রদেশ শাসনে জটিলতা থাকায় বৃটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন করলেন। কলিকাতা পশ্চিম বাংলা ও একই সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী হিসাবে রয়ে গেল। কলকাতার বাবুরা দেখলেন যে ঢাকার বাঙ্গালরা একটি বিরাট এলাকাতে প্রভাব জমাবে। তাই তাঁরা রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন না যে কলকাতা ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানীই রয়ে গেছে, তাছাড়াও পশ্চিম বাঙ্গালা প্রদেশের রাজধানী। কলকাতা ও ঢাকার মাধ্যমে বিরাট পূর্ব ভারতে বাঙ্গালীর দুটো প্রভাব বলয় গড়ে উঠতে পারে এ ব্যবস্থায়। সংকীর্ণ মনা কলকাতার বাবুরা এমন সন্ত্রাস শুরু করলেন যে শেষ পর্যন্ত ১৯৯১ সালে ঢাকা রাজধানী হিসাবে হলো বন্ধ। আর পূর্ববঙ্গও পশ্চিম বঙ্গ মিলে একটা ছোট্ট প্রদেশ হোল। আর সাবেক বৃহৎ প্রেসিডেন্সি প্রদেশ রইল না। কলকাতা হলো এই নবগঠিত ছোট্ট প্রদেশের রাজধানী। আর ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী বাবুদের সন্ত্রাসের কারণে চলে গেল দিল্লীতে সেই ১৯১১ সালে।

তথাকথিত বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়াতে কলকাতার বাবুরা আনন্দে উর্ধ বাহু হয়ে নাচতে লাগলেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারলেন না যে, তারা 'এটম বোমা'র একটি 'চেইন রিএকশন' এর কারণ সৃষ্টি করেছেন। কলকাতার বাবুরা মুসলমান বাঙ্গালীর আংশিক প্রভাবে ঢাকা কেন্দ্রীক একটি প্রদেশ সহ্য করতে পারলেন না। আর আজ ঢাকা একটি সার্বভৌম দেশের রাজধানী। আর তদানীন্তন ভারতের পশ্চিমের বিরাট এলাকা ভারত থেকে খসে পড়ে হয়েছে পাকিস্তান। আর কলকাতার বাবুরা এখন শুধু পশ্চিম বাংলা নিয়ে কোনঠাসা। ভারতের রাজধানী হিসাবে কলকাতাও আর নেই। আর বর্তমানে হিন্দি সভ্যতাও সংস্কৃতির চাপে দারুণভাবে যে রকম কোন ঠাসা হয়ে পড়েছে, তাতে তাদের মাতৃভাষাই গায়েব হওয়ার পথে কলকাতা থেকে। এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না? বাঙ্গালীর দুই দুটা রাজধানীতে অসুবিধাটা কোথায় ছিল? হিন্দী ভাষীদের তো আধা ডজন

www.pathagar.com

রাজধানী লক্ষ্ণৌ, ভূপাল, পাটনা, দিল্লী, জয়পুর, চন্ডিগড়। ভবিষ্যৎতে আরো দেখা যাবে। এতগুলো হিন্দী ভাষী রাজধানীর মাধ্যমে হিন্দী সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ ভারতে জাকিয়ে বসেছে। কলকাতার বাবুরা যদি তথাকথিত বঙ্গ-ভঙ্গ রদ না করাত, তাহলে আজ বাঙ্গালী ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি উড়িষ্যা থেকে অরুনাচল পর্যন্ত পাওয়া যেত। আর কলকাতার বাবুরা সমগ্র ভারতের রাজধানী হিসাবে কলকাতা থেকে শুধু এই এলাকা নয়, সমগ্র ভারতের উপর প্রভাব বিস্ত ারে সমর্থ হতেন। আজ তাদের সবই গুড়ে বালি। কথায় বলে, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। একটি মাত্র রাজধানী সহ্য হয় না। এখন প্রায় ডজন রাজধানী এই সমগ্র এলাকাতে।

আশাহত ঢাকাইয়া বাঙ্গালীরা এর পর হতে পৃথক পথে চলা শুরু করল। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত তাদের সংগঠনই ১৯৪০ সালে লাহোরে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের মাধ্যমে লাহোর প্রস্তাব করে ছাড়ল। তবুও আশা করা গিয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রুপ উদারতার পরিচয় দিলে অন্য প্রকার সমাধানও গ্রহণ যোগ্য হবে। ১৬ই মে, ১৯৪৬ বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করল। এই প্রস্তাবে 'ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া'ই থাকবে। এতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও প্রদেশগুলিকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হবে। গ্রুপ 'সি' তে থাকবে বাঙ্গালা ও তদানীন্তন আসাম প্রদেশ। গ্রুপ 'বি'তে থাকবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ; গ্রুপ 'এ'তে অন্যান্য প্রদেশগুলো থাকবে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে ভারত বিভক্তির দাবী থাকলেও, ৬ জুন ১৯৪৬ মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব মান্য করে। কংগ্রেস ও গ্রহণ করে প্রস্তাবটি। তবে ৬ জুলাই, ১৯৪৬ কংগ্রেস ও গ্রহণ করে প্রস্তাবটি। তবে ৬ জুলাই ১৯৪৬ কংগ্রেসের নতুন প্রেসিডেন্ট পন্ডিত নেহরু আশ্চর্যজনকভাবে ঘোষণা দেন, 'What we do there (in the Constituent Assembly), we are entirely and absolutely free to determine. We have committed ourselves on no single matter to anybody." (Md. Enamul Haque, Muslim Rule in Indo-pakistan, Dhaka, 1970, pages 480-481)

www.pathagar.com

(অনুবাদঃ প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদে আমরা যা করব তাতে আমরা সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে মুক্ত। কারো কাছে আমরা কোন বিষয়েই কোন কথা দেই নাই। মুঃ ইনামুল হক, মুসলিম রুল ইন ইন্ডো-পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৪৮০-৪৮১)। চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক মুঃ ইনামুল হক মন্তব্য করেন যে এ ধরণের বক্তব্য ক্যাবিনেট মিশনের কবর রচনা করল। প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলিমলীগ ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব পরিত্যাগ করল। এখন ভারত-বিভাগ কিছু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

১৯৪৭ সালে তো পাকিস্তান এলো। আবার সেই খেলা শুরু হল। বাঙ্গালীদের তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান ন্যায় ভিত্তিক ব্যবহার করল না। শুধু তাই নয় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের নামে প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনী যে সব কান্ডকারখানা করল, তাতে শয়তানের মাথাও হেঁট হয়ে যাওয়ার কথা। আশাহত বাঙ্গালী বাধ্য হয়ে, ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। ফলে ১৯৭১ সালে জন্ম নিল নতুন রাষ্ট্র বাঙ্গালাদেশ। উপমহাদেশে তিনটি রাষ্ট্রের সমাহার হোল। কি আশ্চর্য জনকভাবে ক্যাবিনেট মিশনের গ্রুপ 'এ', 'বি', 'সি'র মত কতকটা অবয়ব এল এতে। শুধু পার্থক্য এই যে বর্তমান তিনটি এলাকা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম। আর ক্যাবিনেট মিশন অনুযায়ী এই তিন এলাকার ভাগ্য জড়িত থাকার কথা 'ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া'র ভিতর।

১৯৪৭ এর পূর্বে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও ১৯৭১ এর পূর্বে পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক নেতৃবৃন্দ সংকীর্ণমনের পরিচয় না দিয়ে, ইতিহাস হোত অন্য প্রকারের। তারা বড় মনের পরিচয় দিলে ইতিহাস হোত ভিন্ন। আর নিরীহ মানুষের এত রক্ত ঝরত না। মানুষ যে কত নৃশংস হতে পারে উপমহাদেশ তা প্রত্যক্ষ করেছে বারবার। আর কত রক্ত ঝরবে? উপমহাদেশে কি শান্তি আসবেনা? মানুষের রক্ত কি এত সস্তা থাকবে? মানুষকি পশুর মত ব্যবহার করবে? মানুষ সত্যিকারের মানুষ কবে হবে? রাষ্ট্রীয় ব্যবধানেই তো এক মানুষ অন্য মানুষ থেকে পর হয়ে যায় না। যে পরিচয়ই মানুষের থাক, সবচেয়ে বড় পরিচয় হোল সে মানুষ। রাষ্ট্র হোল একটা 'এরেনজমেন্ট'-একটা ব্যবস্থা, একটা

www.pathagar.com

বন্দোবস্ত। মানুষের প্রয়োজনেই, সেবার জন্যই তা করা হয়ে থাকে। মানুষের সেবক হোল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র মানুষের প্রভু নয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অনেক পন্ডিতই অবশ্য রাষ্ট্রকে সার্বভৌম বলে থাকেন। তবে ইসলাম এ ধারণাকে সম্পূর্ণ নাকচ করেছে। সার্বভৌম হোল একমাত্র আল্লাহ। আর তাঁর সার্বভৌমত্ব ক্ষমতাকে তিনি কাউকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেন নাই। পৃথিবীর বুক থেকে অতীতের বহু রাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় সেই সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দাবী এখন হাস্যাস্পদ। কোথায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, প্রুসিয়া, ইনকা, মায়া, ফ্রাংক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বাহাদুরী? এই যে আজ শক্তিশালী ভারত ও পাকিস্তান দেখছেন। তারা যদি অন্যায়ের পথেই থাকে, সমস্ত জনগোষ্ঠির প্রতি সুবিচার না করে, সব জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রদান না করে, আবার তাদের রাষ্ট্র ভাঙ্গবে। ভঙ্গুর জিনিস কি সার্বভৌম হয়? সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ইসলামের ধারণাই সঠিক।

ভারত-পাকিস্তান এখন কারই পাকিস্তান ও বাঙ্গালাদেশের অভ্যুদয়ে হীনমন্যতায় ভোগা ঠিক হবে না। আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই। উপমহাদেশে রাষ্ট্রগত এ পরিবর্তনে হয়ত সবার মঙ্গল রয়েছে। আর আপনারা সবাই সোয়া'শ কোটিরও বেশী মানুষের এক রাষ্ট্র করে কিছুই সামাল দিতে পারতেন না। তেমন অবস্থায় চীনের চেয়েও সেই লোকসংখ্যা বেশী হয়ে দাঁড়াত। তিনটি রাষ্ট্র ঠিকই হয়েছে। এইটাই ভালো "এরেনজমেন্ট" ঝগড়াঝাটি এড়াতে।

তবে সৎ প্রতিবেশীসূলভ স্বভাব আমাদের থাকতে হবে। পৃথক তিনটি রাষ্ট্রে থেকেও আমরা সবার মঙ্গলের জন্য কাছাকাছি আসতে পারি। "সার্ক" প্রতিষ্ঠা এই লক্ষ্যেই করা হয়েছিল। কিন্তু তা আশানুরূপ দানা বাধছেনা। ভারত বড় দেশ হয়েও সার্ককে খামাখা সন্দেহের চোখে দেখছে। "দ্বিপাক্ষিকতা", "দ্বিপাক্ষিকতা" এই বুলি আউড়িয়ে বহুপাক্ষিক "সার্ক" কে দুর্বল করছে। দ্বিপাক্ষিকতাই যদি সব হবে তাহলে অভিধান থেকে "ত্রিপক্ষীয়" "বহুপাক্ষিকতা" ইত্যাদি শব্দ বাদ দিতে হয়। নইলে এগুলো কার জন্য?

উপমহাদেশে পারস্পারিক যে সব কোন্দল সমূহ রয়েছে তা মিটানো উচিত। তা যদি দ্বিপাক্ষিকভাবে মিটানো যায়, ভালো। নইলে দ্বিপাক্ষিকতার বাইরেও যাওয়া

www.pathagar.com

প্রয়োজন। যে সব বিষয় উপমহাদেশে এখন নাজুক সেগুলোর সমাধান করে সার্ককে আরো এগিয়ে নেওয়া যায়। এদিকে পাকিস্তানে অপ্রত্যাশিতভাবে সামরিক অভ্যুদয় হওয়ায় "সার্ক" হয়ে পড়েছে আরো দূর্বল। পাকিস্তানে সেনাপতি শাসন ইসলাম, গনতন্ত্র, শাসনতন্ত্র, সার্ক-সবাইকে করবে ক্ষতিগ্রস্থ। বরখাস্তকৃত সেনাপতি মোশাররফের এটা করা উচিত হয় নাই। তিনি পনর কোটি মানুষের হক নিজে 'হাইজাক' করেছেন।

আজ ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন করেছে। কোটি কোটি মানুষের রক্ত ঝরাইয়ে তারা এখন বুঝতে পেরেছে যে, এখন অন্য রাস্তায় চলতে হবে। আমরাও তো নিজেদের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বজায় রেখে আঞ্চলিক সহযোগিতার শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি। যদি সমগ্র সার্ক একই কদমে চলতে রাজি না হয়, ভারত-পাকিস্তান-বাঙালাদেশ মিলে একটি সহযোগিতার ফোরাম গঠন করা যেতে পারে কারণ এ তিনটি রাষ্ট্রের এলাকা বহু বছর ধরে একত্রে কাজ করেছে। এ সহযোগিতার ফোরামের মাধ্যমে ট্রানজিট, ট্রানশিপমেন্ট, ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক কিছুই আসতে পারে। অন্যদিকে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠি (১৫ কোটি) থাকায় পাকিস্তান ও বাঙালাদেশ ভারতকে এড়িয়ে থাকতে পারে না। তবে এ সব করতে হলে ভারতকে তার নীতি বদলাতে হবে। ধমকি, হুমকি, জবরদস্তি, গোয়েন্দা তৎপরতা, সন্দেহ, চাপ, অহমিকা দিয়ে হবেনা। বড় দেশ হিসাবে ভারতকে উদার হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে তাদের নেতৃবৃন্দের সংকীর্ণতার জন্য আজ উপমহাদেশে তিনটি রাষ্ট্র। এখন বাংলাদেশ বা পাকিস্তানকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। রাষ্ট্রনায়কোচিত উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে এ কাজ করা সম্ভব, অন্যভাবে নয়। সন্দেহ থাকলে কিছুই করা যাবে না।

ভারত যদি এ উদারতার পরিচয় না দেখায় তাহলে তাকেই বেশী ঠকতে হবে। বড় দেশ হিসাবে অহমিকার কিছুই নেই। ভারত যতবড় দেশই হোক এশিয়ায় আর একটি "ফ্যাকটর" চীন রয়েছে। ভারত কোন ক্রমেই চীনের মোকাবিলায় সক্ষম নয়। আর সেখানে যদি সে প্রতিবেশীদের সঙ্গে খোঁচাখোঁচি করে, তাহলে

www.pathagar.com

চীনই লাভবান হবে। ভারতের পূর্ব ভারত যে কোন সময় অন্যপথ ধরতে পারে। পূর্বভারতকে ধরে রাখতে তার অতীব প্রয়োজন বাঙ্গলাদেশের বন্ধুত্ব। তাইতো ভারতের সেনাবাহিনীর সাবেক চীফ অব স্টাফ জেনারেল রডারিগস আমাকে কাঠমন্ডুতে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বলেন,"উই ক্যাননট মুভ উইথ আউট বাঙ্গলাদেশ।" (অনুবাদ : ভারত বাঙ্গলাদেশ ছাড়া নড়তে চড়তে পারে না)। আসলে সামরিক ধারণায় "মুভ" শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার নির্দেশ দেয়। এক ইংরেজ জেনারেল বলেছিলেন যে চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়া পূর্ব ভারত রক্ষা করা অসম্ভবপর।

বাংলাদেশের মত পাকিস্তানের বন্ধুত্বও ভারতের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। ভারত যদি প্রকৃত বড় হতে চায় তাহলে উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেই হতে হবে। অতীতকে কবর দিয়ে, এখন নতুন সম্পর্কের দিকে উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলিকে এগুতেই হবে। আর সে সম্পর্কের ভিত্তি হবে না "কোআরসন" (বলপ্রয়োগ) ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস, রক্তপাত। আমরা এখনও তেমন উপমহাদেশ সৃষ্টি করতে পারি নাই। আমাদের বংশধররা যেন পারে এই প্রত্যাশাই আমরা রাখি। আমাদের ধর্ম সমূহে "ছালাম" (শান্তি) "ওম শান্তি" সবই আছে। তবে জমিনে তার অভাব আমাদেরই সংকীর্ণতার জন্য। প্রকৃত শান্তি খোদার এ জমিনের টুকরাতে আসুক এই কামনাই আমরা করি।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের বদ কিসমত

পাকিস্তানের এক সাহসী ব্যক্তি মরহুম জাস্টিস কায়ানী একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, "পাকিস্তান আর্মি হ্যাজ কনকারড্ দেয়ার ওন কান্ট্রি" (পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের নিজের দেশই জয় করেছে)। সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব হোল নিজের দেশকে বহি:শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা। অতীতে অবশ্য সেনাবাহিনী বহির্দেশও জয় করত। জাস্টিস কায়ানী যে মনের দু:খে কথাটি বলেছিলেন তা বোধগম্য। পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক সিভিল প্রশাসনকে, গণতন্ত্রকে, শাসনতন্ত্রকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলকেই তিনি সেনাবাহিনী কর্তৃক নিজ দেশ জয় করা বলেছিলেন মনের দু:খে।

১২ই অক্টোবর ৯৯ মঙ্গলবার পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর একবার পাকিস্তান জয় করল। কবর থেকে মরহুম জাস্টিস কায়ানি নিশ্চয়ই 'মারহাবা' 'মারহাবা' বলছেন! সাবাস পাক সেনাবাহিনী! সাবাস ইসলামের সেনাপতি!

ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সেনা বাহিনী যে কান্ডটা করল তাতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মাথা হেট হয়ে গেছে; বিশ্ব মুসলিম আবার পিছিয়ে পড়ল বহু বছরের জন্য। ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনী এ ধরণের কাজ করতে পারে না। আমরা ইতিহাসে পড়েছি খলিফা ওমর সেনাবাহিনীতে পূণর্বিন্যাসের জন্য প্রধান সেনাপতি আবু ওবায়দাকে অধীনস্থ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের কমান্ডে দেন। পরবর্তীতে আবার উল্টোটা করেন সেনাপতি খালিদকে সেনাপতি আবু ওবায়দার অধীনস্থ করেন। সর্বশেষে খালিদকে সেনাবাহিনী থেকেই বরখাস্ত করেন। আর খালিদ ছিলেন 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি), ইসলামের সবচেয়ে সফল সেনাপতি। পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্য - তৎকালীন দুই 'সুপার পাওয়ার' - আবু ওবায়দাও খালিদের হাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। বর্তমান যুদ্ধে কোন সেনাপতি যদি একই সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

সঙ্গে লড়াই করে সফল হতেন তাঁকেই শুধু সেনাপতি আবু ওবায়দা ও খালিদের সঙ্গে তুলনা করা যেত। সে রেকর্ড কেউ করতে পারেন নাই। আবু ওবায়দা ও খালিদের 'কমান্ড' পরিবর্তন বা বরখাস্তে ইসলামের সেনাপতিগণ খলিফার চেয়ার দখল করে নেন নাই। তারা যে মাপের সফল সেনাপতি ছিলেন, তাদের অঙ্গুলি হেলনে হযরত ওমরের খলিফার আসন টলটলায়মান হতে পারত। খালিদ বলেছিলেন যে তিনি সাধারণ সিপাহী হয়ে ইসলামের সেনাবাহিনীতে কাজ করে যাবেন। সেনাপতি আবু ওবায়দা এত উচু মানের ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে জীবিত অবস্থাতেই দশ বেহেশতির একজন বলে ঘোষণা দেন। এই হোল ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সেনাপতির গুণ। পাকিস্তানের সেনাপতি জেনারেল মোশার্রফ ও তার ঘনিষ্ঠ 'কোর কমান্ডারগণ' যে কান্ডটা করলেন তাতে শুধু ইসলামকেই হেয় প্রতিপন্ন করা হোল না, গণতন্ত্র, শাসনতন্ত্র সব কিছুকেই বুড়ো আঙ্গুল দেখানো হয়েছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনী যে ইসলামী নয় তার প্রমান আমরা অতীতে বহু বার পেয়েছি। কাফের সেনাবাহিনীর মতই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ব্যবহার করেছে। বিশ্বনবী (সাঃ) এর সেনাবাহিনীতে ধর্ম ও নৈতিক চরিত্র রক্ষার কঠোর আদেশ ছিল; মদ্যপান, ব্যভিচার, লুঠতরাজ ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল (ফজলুল করিম, আদর্শ মানব, পৃষ্ঠা : ১৪৮)। হযরত তাঁর সেনাপতিদের বলেছেন, "অতি বৃদ্ধ, অল্প বয়স্ক বালক বালিকা এবং স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা কোরো না। লুট কোরোনা, বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না, কর্ণ ও নাসিকা কর্তন কোরোনা, বনিক বালিকাদের হত্যা কোরোনা।" (ঐ পৃষ্ঠা ১৪৯)। ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইসলামী সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বলদের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিল তা রীতিমত লজ্জাজনক এবং হৃদয়বিদারক। তাই তো আল্লাহ তাদের বেইজ্জতির চরমে নিয়েছিলেন। মুসলমানদের কোন পক্ষই রসুল (সাঃ) এর সে নির্দেশ পালন করেনি।

পাকিস্তান বিজয়ী সেনাপতিকে পদচ্যুত সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ কর্তৃক সেনাপতি আবু ওবায়দাকে সম্মোধন করে বক্তব্য শোনাতে চাই। মহান খালিদ বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আপনি তো ভাল, যদি হযরত ওমর (রা) কোন

www.pathagar.com

শিশুকেও আমার নেতা মনোনীত করতেন তা হলেও আমি তার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামীল করতাম। আপনি আমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনাকে 'আমীনুল উম্মৎ' উপাধি দান করেছেন। আপনার মরতবা আমা হতে ঢের বেশী। আমি ইসলামের জন্যই এতদিন সংগ্রাম করেছি। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই আমি এভাবে জীবন উৎসর্গ করতে বদ্ধ পরিকর রয়েছি। আমার এই পবিত্র সংগ্রামের বিনিময়ে আমি কোন দিনই নেতৃত্ব বা সেনাপতিত্ব কামনা করি নাই।" (মাওলানা মুহাম্মদ আখতার ফারুকী, খালিদ ইবনে ওলীদ, পৃষ্ঠা : ১৫১)

আর একবার খালিদ সেনাপতি আবু ওবায়দাকে বলেন, 'হযরত ওমর (রা) যদি কোন গোলামকেও সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন, তথাপি আমি তাঁর অনুগত থেকে আল্লাহর দীনের উন্নতিবিধানের জন্য প্রাণপনে যুদ্ধ করব।' (ঐ, পৃষ্ঠা ২৩০)

এই হোল ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সেনাপতিদের নিয়ত। ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সেনাপতিগণ কি এর ধারে কাছেও আছেন? তারা ইসলাম ও মুসলমানদের মুখে চুনকালি দিয়ে চলেছেন।

জেনারেল মোশাররফ বলেছেন 'সশস্ত্র বাহিনী হোল শেষ ভরসা।' কিন্তু আমরা জানি যে শেষ ভরসা হোল মহানশক্তিশালী আল্লাহ। শুধু আল্লাহর নয়, বাড়ীর মূল কুরসি খানাও জেনারেল মোশাররফ 'কন্‌কার' (জয়) করে ফেলেছেন। বাড়ীটা গার্ড দেওয়ার জন্য তাঁকে আমানত প্রদান করা হয়। আমানতের খেয়ানত করে গার্ডই এখন কুরসিতে আসীন। জনগণের হককে সেনাপতি মোশার্রফ 'হাইজাক' করে নিলেন।

জেনারেল মোশাররফ বলছেন যে তিনি 'সত্যিকারের গণতন্ত্র', 'প্রকৃত ইসলাম' ইত্যাদি দিবেন। কোন সেনাপতি যখন নিজ দেশ জয় করে তখন এ ধরণের বুলি বলতে থাকেন। এতে কোন নতুনত্ব নেই। 'সত্যিকারের গণতন্ত্র', 'প্রকৃত ইসলাম' ইত্যাদি কায়েম করতে তাঁকে কে দায়িত্ব দিল? 'কোর কমান্ডার' গণ তো সমগ্র দেশের রাজনীতি দেখার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত নন।

একটি গণতান্ত্রিক সরকারের অধিকার রয়েছে সেনা বা বেসামরিক আমলাদের সরানোর ব্যাপারে। আর পাকিস্তানের সেনাপতিরা ক্ষমতাপাগল এটা প্রমাণিত

www.pathagar.com

সত্য। তাই নির্বাচিত সরকার যদি সন্দেহ করে সেনাপতিকে পদচ্যুৎ করেই থাকে, তবে দোষটা কোথায়? জেনারেল মোশার্রফ তো 'প্রকৃত ইসলাম' কায়েম করতে আগ্রহী। পদচ্যুতি অর্ডার মানার ভিতরেই 'প্রকৃত ইসলাম' ছিল। পদচ্যুত বেতনভোগী সেনাপতি কর্তৃক নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে 'বরখাস্ত' করা অনৈসলামী, বেআইনী ও অগণতান্ত্রিক।

ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সেনাপতিদের এ ধরণের বারখার অনৈসলামী কার্যকলাপ শুধু দেশটিরই ক্ষতি করে নাই, পাকিস্তানকে করেছে টুকড়া, ইসলামকে করেছে খেলার বিষয় আর গণতন্ত্রকে ধ্বংস। পাকিস্তান ফলে দু'পা এগোয় তো তিনপা পিছাচ্ছে। এ আঘাত পাকিস্তানের বিশ্বাসযোগ্যতাই নষ্ট করে ফেলবে বহির্বিশ্বে। এই মনোভাব, কার্যকলাপ করে মুসলমানরা কিভাবে আদর্শ স্থাপন করবে?

ভুট্টোর পার্টি পিপিপি আয়ুব খানের সময়ে প্রাচীরে প্রাচীরে চিকা লাগাত 'জয়েন আর্মি টু বিকাম প্রেসিডেন্ট অব্ পাকিস্তান'। কথাটা অনেকাংশে সত্য। সেনাপতিরাই যদি রাজনীতিতে নামেন তাহলে সেনাপতিত্ব কি করবেন দেশের রাজনীতিবিদগণ? পদের অদলবদল করতে হবে কি? আর সেনাপতিরাই যদি রাজনীতি করেন তাহলে তুখোর পন্ডিত, তুখোর প্রফেসর যোগ্য বিচারক ও অন্যান্যরা কি করবেন? তারা কি দূরে থাকবেন? তারা কি কম ক্ষমতার পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন? দেশের নেতা যদি এভাবে হঠাৎ করে উপর থেকে হাজির হন, নির্বাচন না করেই, জনতার মাধ্যমে না এসে, তাহলে অন্য ভাবেও তো নেতা ঠিক করা যেতে পারে। এই ধরুন বিজ্ঞাপন দিয়ে। 'চাকুরির বিজ্ঞপ্তি। অবিলম্বে চাই। পশ্চিমাঞ্চলে প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রশাসক ইত্যাদি পদ খালি। অবিলম্বে দরখাস্ত করুন। প্রার্থীকে অবশ্যই মাধ্যমিক থেকে মাস্টার পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হতে হবে। কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান বা নিম্নের স্থান অধিকারীর দরখাস্ত করার প্রয়োজন নেই।' এ ধরণের বিজ্ঞাপনে পশ্চিমাঞ্চল দেশের সবচেয়ে প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য সঠিক কুরসি নিশ্চিত করে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার যদি পছন্দ না

www.pathagar.com

হয় তাহলে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থায় নেতার নিয়োগ বিধি বিবেচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপন-তত্ত্বটি সবাই ভেবে দেখতে পারেন যোগ্য প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, শাসক পেতে!

বলা হয়েছে যে সেনাপতি ক্ষমতা গ্রহণ করাতে দেশে তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। এমনি অবস্থা হয়েছিল মূর্শিদাবাদে যখন সেনাপতি মীর জাফর ক্ষমতা দখল করেন। তখন কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই। তবে অচিরেই দেখা গেল বাংলার মত ঐশ্চর্যশালী দেশ অল্প দিনেই স্বাধীনতা হারাল ও পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ সমূহের অন্যতম হয়ে গেল। আর নানা দুর্ভিক্ষে, শোষণে বাংলার প্রায় অর্ধেক মানষই কবরস্থানে জায়গা নিল। বাংলার মানুষ যদি ১৭৫৭ সালে সঠিক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করত তাহলে ইতিহাস তো অন্য প্রকারের হোত। বাংলার মানুষ সে দিন চুপ ছিল অর্থ কি তবে তারা সেনাপতি শাসককে খোশ আমদেদ জানিয়েছিল? আসলে তা নয়। মানুষ প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝতে বড্ড বেশী দেরী করে ফেলেছিল।

সেনাপতি শাসনকে বেগম বেনজির ভূট্টো, ক্রিকেটার ইমরান খাঁন, সাবেক প্রেসিডেন্ট লেঘারী ও আরো কিছু ব্যক্তি সমর্থন দিয়েছেন। কারণ স্বাভাবিক। নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে হেরে, বেনজির, ইমরান এখন সেনাপতিদের সাহায্যে উপরে উঠতে চান। লেঘারী অতীতে তার অপসারনের বদলা চান। বেনজিরের বাবা জুলফিকার আলী ভূট্টোও সেনাপতিদের উসকিয়ে অতীতে ফয়দা হাসিল করেছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে সেনাপতি-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে উসকানি না দিলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কুকর্ম করত না এবং লেজে গবরে হোত না পরিণতিতে। আর জুলফিকার তো সেনাপতি জেনারেল গুল হাসান কেও লেং মেরে ফেলে দিয়েছিলেন।

আসলে সেনাপতিরা কুরসি দখল করলে কোন না কোন মোসাহেব পাওয়া যায়ই। সেনাপতি মীর জাফরও বেশ কিছু সমর্থক পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ কুরসি দখল করলে, তিনিও এ মুল্লুকেই অনেক বন্ধু পেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সেনাপতি শাসন যে কত জঘন্য হতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ তুরস্ক, আলজিরিয়া, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, মায়ানমার, ল্যাটিন আমেরিকার কিছু দেশ। এতে গণতন্ত্র মানবাধিকার প্রগতি এমনকি ধর্ম পর্যন্ত গোল্লায় যায়। সেনাবাহিনীর যাতাকলে অতীতের সুপার পাওয়ার তুরস্ক বর্তমানে একটি চতুর্থ শ্রেণীর রাষ্ট্র; না আছে প্রকৃত গণতন্ত্র, না আছে ধর্ম, না আছে আসল প্রগতি। মোসাহেবী করা দেশটির স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

পাকিস্তানের সেনাপতি-শাসনের প্রভাব অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রে পড়লে তা হবে দুভার্গজনক। এই কিছুদিন পূর্বে বাঙ্গালাদেশ ঠিক নির্বাচনের পূর্বে সেনাপতি শাসনের খপ্পরে প্রায় পড়েছিল। সে সেনাপতি শাসন এলে খালেদা জিয়া কিংবা শেখ হাসিনা শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন কিনা সন্দেহজনক। তারা কি সেনাপতি-প্রেসিডেন্টের অধীনে নামকা ওয়াস্তে প্রধানমন্ত্রী হতে রাজি হতেন? এ ঘটনা হলে দেশ আবার পিছিয়ে যেত দশ বছর। মুসলমান রাষ্টগুলো কি তাহলে পিছাতেই থাকবে বারে বারে? অথচ সেনাপতি-শাসন ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ওমর-আবু ওবায়দা-খালিদের উদাহরণই এ সম্পর্কে মুসলমান রাষ্ট্রের আদর্শ উদাহরণ।

সেনাপতি- শাসন কোন ক্রমেই আদর্শ শাসন হতে পারে না। এমনকি সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানও প্রকৃত সুবিচার পাওয়ার গ্যারান্টি পাবে না এতে। এতে সেনাপতি ও আর আশেপাশের কোর কমান্ডাররাই সব কিছুর মালিক হয়ে বসেন। কোন সেনাবাহিনীতে ভালো ভালো যুবক, মেধাবী ছাত্র যোগদান করলেও তারা নিরপেক্ষভাবে, স্বাধীনভাবে কিছু প্রকাশ করতে অপারগ, কারণ তারা ভুলেও এমন কথা কোন সেনা-সম্মেলনে বলবেন না যা সেনাপতি ও কোর কমান্ডারগণ পছন্দ করবেন না। কারণ নিরপেক্ষ কিন্তু সঠিক মতামত সেনাপতি-প্রশাসকের মনঃপুত না হতে পারে। জাতীয় সংসদে নানা সদস্য নানা ধরণের মতামত, প্রস্তাব, পরামর্শ, বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদি পেশ করতে পারেন। সেনাপতির সভাপতিত্বে নিম্নপদস্থ অফিসারদের সভায় বা সম্মেলনে তা কি করে সম্ভব? কার ঘাড়ে দুটা মাথা আছে যে, সামরিক আইন বলে অবিসংবাদী

www.pathagar.com

ক্ষমতার অধিকারী উপরস্থ সেনাপতিদের মনঃপুত নয়, এমন পরামর্শ কোন অধীনস্থ অফিসার ও জওয়ান প্রদান করেন? কাজেই পার্লামেন্ট জাতীয় পরিষদে যেভাবে আলোচনা করা যায়, সেনাপতির সভায় বা সম্মেলনে তা মোটেই সেভাবে আলোচনা করা যায় না। সেনাপতি কি শুনতে ভালবাসেন, তাই অধীনস্থ সেনা কর্মকর্তা কর্মচারি বৃন্দ বলেন। তাই তো ক্ষমতার শেষ দিন তক আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান প্রমুখ সেনাপতি শাসকগণ জানতেন যে 'সব ঠিক হ্যায়'। কিভাবে সেনাপতির 'কনফারেন্স হল' একটি দেশের জাতীয় সংসদ ভবনের বিকল্প হতে পারে? আসলে সেনাপতি শাসনে উপরের দু' চারজন সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। আর পুরা সামরিক বাহিনী বদনামটা নেয়। পরিণতিতে জনসাধারণও রাজনীতিবিদদের ভিতরে সামরিক বাহিনী বিরোধী মনোভাব চাঙ্গা হয়ে উঠে। আর এ ধরণের মনোভাব কোন সার্বভৌম দেশের জন্য মারাত্মক ভাবে ক্ষতিজনক। আসলে সামরিক বাহিনীর ক্ষতি করে দু'একজন উচ্ছাভিলাষী সেনাপতি, অন্যরা নয়। লম্পট, মদ্যপ, ব্যভিচারি, সেনাপতি ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তথা পাকিস্তানের যে ক্ষতি করে গেছেন তা কখনও পূরণ হবে বলে মনে হয় না।

সেনাপতি-শাসকরা নির্বাচিত ব্যক্তি নন। বিদেশেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা কম, কারণ বিদেশী রাষ্ট্র সমূহ যারা টাকা সাহায্যের নামে সুদে লগ্নী করে তাদের লগ্নীর টাকা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে এই ভেবে যে জনপ্রতিনিধিত্বহীন প্রশাসনের হাতে তাদের সুদী লগ্নী কারবারের টাকটা মার না খায়। তবে প্রতিনিধিত্বহীন সরকার যদি গোপন সমঝোতায় তাদের সঙ্গে আপোষে আসে তাহলে বৈদেশিক অসহযোগিতা ও বিরোধিতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ কিনা জনপ্রতিনিধিত্বহীন সরকার সব সময়ই শক্তিশালী বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের 'ব্লাক মেইল'-এর শিকার হয়। এতে 'ভিকটিম' দেশটির প্রকৃত সার্বভৌমত্বই থাকে না। আলবেনিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সেনাপতি-শাসনের মূলে এসব কাজ করেছে। গদি রক্ষা করতে প্রতিনিধিত্বহীন সরকার শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের তাই পয়রাবি করে চলে।

www.pathagar.com

আর একটি কথা বলতে চাই। কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি সামরিক বাহিনীর পক্ষে নই। আসলে আমি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর পক্ষে। তবে সেনাপতি-শাসনের পক্ষে নই।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মনে হয় জেনারেল খাজা জিয়াউদ্দীনকে নতুন সেনাপ্রধান না করে সিনিয়র অন্য কোন কমান্ডারকে নতুন সেনাপ্রধান করলে এ সমস্যা হোত না, কারণ গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল জিয়াউদ্দীন শুধু গোয়েন্দা প্রধান ছিলেন, কিন্তু তার প্রভাব সেনাবাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে ছিল না। কোর কমান্ডারগণের অধীনে থাকে সমগ্র সেনাবাহিনী; গোয়েন্দা প্রধানের অধীনে কোন সেনা ইউনিট থাকে না। প্রধানমন্ত্রী কোর কমান্ডারদের ভিতর থেকে নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ করলে তিনি সফল হতে পারতেন ও পাকিস্তানের গণতন্ত্র রক্ষা পেত সম্ভবত।

কেউ কেউ মন্তব্য করছেন যে, সেনা প্রধান জেনারেল মোশারর্ফকে বরখাস্ত করা প্রধান মন্ত্রীর ঠিক হয় নাই। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে জেনারেল মোশারর্ফ পর পর তিনটি সন্দেহজনক বৈঠক করেন কলকাটি নাড়তে এবং প্রধান মন্ত্রী সম্ভবত বাধ্য হয়ে জেনারেলের চাকুরির মেয়াদকাল অক্টোবর ২০০১ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে ছিলেন। সম্ভবতঃ জেনারেল মোশারর্ফের কলকাঠি নাড়াতে নৌ-বাহিনী প্রধান নিজে অবসর নেন এই সময়। আর বেনজির ভূট্টো আমেরিকা সফরে গিয়ে একটি বিবৃতির মাধ্যমে মন্তব্য করেন যে ডিসেম্বর ৯৯ এর ভিতর নওয়াজ শরীফের পতন অবশ্যম্ভাবী। এটা তিনি কিভাবে জানতে পারলেন? যোগসূত্রটা কোথায়?

সামরিক শাসকের বক্তৃতায় ভারতের প্রতি 'আপোষের' মনোভাব ব্যক্ত হওয়ায় খুশী প্রকাশ করেছেন ক্লিনটন। তিনি অবশ্য কাশ্মীরের 'লাইন অব কনট্রোল' থেকেও পাক সেনা সরানোর চাপ দিলেন ভারতের পক্ষ নিয়ে। সেনাপতি এটা করলে তাঁর তুরুপের খেল শেষ। ইসলামাবাদে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম মিলান মুসলিম মৌলবাদীদের প্রতি জেনারেল মোশাররফের ঝোক প্রবল এ ধরণের জল্পনা-কল্পনাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, তিনি এমনই একজন ব্যক্তি যার সহিত কোন লেনদেন করা চলে। তিনি আরও বলেন,

www.pathagar.com

মোশাররফকে বরং বাস্তববাদী, নরমপন্থী, ধীমান ও দেশপ্রেমিকই বলা চলে যিনি কিনা সত্য সত্যই দেশের জন্য কিছু করতে চান। তবে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বে আরও কয়েক সপ্তাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে চাহে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিস্কার হয়ে যাবে আসলে নয়া পাক নেতা কি বা কোথায় যেতে চান। (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ অক্টোবর, ১৯৯৯)

আমেরিকার পেন্টাগনের (প্রতিরক্ষা) প্রধান মুখ পাত্র কেনেথ ব্যাকন বলেন, নয়া সামরিক শাসক পশ্চিমা নীতি অনুসরণ এবং দেশের পারমানবিক অস্ত্র শক্তি নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা রাখে। সুতরাং এই ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে পেন্টাগন উদ্বিগ্ন নহে। (ইত্তেফাক, ১৭ অক্টোবর, ১৯৯৯)

সেনাপতি শাসক যদি পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে গোপন সমঝোতাতে আসতে পারে তাহলে টিকতে সক্ষম হবে। তবে গদি রক্ষা করতে তারা যে এ ধরণের সমঝোতা করে থাকে ইতিহাসে ও বর্তমান সময়েও তার ভূঁড়ি ভুঁড়ি প্রমান রয়েছে। তবে এ ধরণের গোপন সমঝোতা দেশের জন্য কতটুকু মঙ্গলর্জনক হবে তা ভাবার ব্যাপার।

আমার এ লেখাতে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি বোধ হয় নেওয়াজ শরীফকে সমর্থন করছি। আসলে শরীফ না হয়ে বেনজির বা অন্য কোন নির্বাচিত সরকারকে সেনাপতিরা উলটিয়ে দিলেও আমি এভাবেই নিরপেক্ষ মন্ত ব্য পেশ করতাম। সেনাপতি- প্রশাসন আসলে সামরিক বাহিনী, গণতন্ত্র, ইসলাম, প্রগতি কারও মঙ্গল বয়ে আনে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, পাকিস্তানের এই সামরিক অভ্যুত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ বেশ কয়েক মাস যাবৎই পাকিস্তানে একটি সম্ভাব্য সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সতর্ক করে আসছিল। (ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ১৯৯৯) মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এবং বৃটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পাক সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের একটা আগাম সতর্ক বার্তা দেয়ার প্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ জেনারেল মোশাররফকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আই এস আইয়ের ডিজি লেঃ

www.pathagar.com

জেনারেল খাজা জিয়াউদ্দিনকে তার স্থালাভিষিক্ত করে ছিলেন।' (ইত্তেফাক, ৩০ নভেম্বর ১৯৯৯)

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে এই অভ্যুত্থানের আগে জেনারেল মোশাররফ কয়েকজন কোর কমান্ডারকে বরখাস্ত করে ছিলেন প্রধান মন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সাথে সাক্ষাৎ করার অভিযোগে। এতেই সন্দেহ করা যায় যে, সেনাপতি মোশররফ পূর্ব থেকেই গুটি চালছিলেন কিছু একটা করতে। কোন কোন কোর কমান্ডার হয়ত বা আঁচ করতে পেরেছিলেন।

এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে পূর্ববর্তী সেনাপতি জেনারেল জাহাঙ্গীর কেরামত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারনী প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণের অধিকার দাবি করেছিলেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ তাঁকে পদত্যাগ করতে বললে, সেনাপতি কেরামত পদত্যাগ করেন। সেনাবাহিনী কিভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারনী প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে চায়? এটা তো জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের হক। সেনা কর্মকর্তা চাইলে, এরপরে সিপাহী, বেসামরিক আমলা, অধ্যাপক, ডাক্তার, বিচারপতি, ইঞ্জিনিয়ার, কেরানী অফিস পিওন (তারাও তো নাগরিক) সবাই সে অধিকার দাবী করবে। তাহলে গণতন্ত্র কোথায় যাবে? এ ধরণের ব্যবস্থাকে তো বলা হয় 'অলিগারচি' (আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা)। বিশ্ব এত উন্নতি করে শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতি গ্রহণ করবে? তবে সামরিক বেসামরিক ছোট বড় সব পদের আমলাদের রাজনীতিতে যোগদানে আপত্তি নেই যদি তাঁরা অবসর গ্রহণের পরে করেন। অবসর নিয়ে সংসদ সদস্য হয়ে প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট হতে বাঁধা কোথায়? কিন্তু বন্দুক উঁচিয়ে প্রশাসক হওয়া (পদবী 'চীফ এক্সিকিউটিভ' সহ) গণতন্ত্র ও নীতি-বিরুদ্ধ। আইজেন হাওয়ার, দ্যগল প্রমুখ সামরিক আমলা অবসরের পরেই রাজনৈতিক নেতা হয়ে ছিলেন।

যাই হোক পাক প্রধানমন্ত্রী বিপদ বুঝে একটা 'একশন' নিলেন, তবে চালটা ছিল ভুল। সিপাহী বিহীন গোয়েন্দা প্রধানকে নতুন সেনা প্রধান না করে কোন প্রবীন কোর কমান্ডারকে নতুন সেনা প্রধান নিয়োগ করলে সেই নতুন সেনা প্রধান পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হতেন। কিন্তু সিপাহী বিহীন গোয়েন্দা প্রধান নতুন

www.pathagar.com

সেনা প্রধান হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন; সাথে সাথে প্রধান মন্ত্রীরও ভাগ্য বিপর্যয় ডেকে আনেন। এখন দেখা যাক শেষ দৃশ্যটা কেমন হয়।

বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়া জেনারেল মোশাররফ বাঘের পিঠ থেকে শেষ তক নামেন কিনা। নামলে বাঘে খাবে বলে কি তিনি শেষ তক বাঘের পিঠেই বসে থাকবেন? এদিকে কাঠমন্ডুতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত করে ক্ষমতা দখলকারীদের প্রতি মেসেজ সঠিক হয়েছে।

জেনারেল মোশাররফ বলেছেন, সেনাবাহিনী পাকিস্তানে একটা স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠান। আমরা বলব, পার্লামেন্ট, শাসনতন্ত্র, প্রধানমন্ত্রীত্ব, ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অস্তিতিশীল করতে পাক সেনাবাহিনীই দায়ী। জেনারেল ইসকান্দার মির্জা (মীর জাফরের বংশধর), ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান গংই তো নিজ স্বার্থে সব প্রতিষ্ঠানকে ভঙ্গুর করে ফেলেছিলেন। ভারতে এখনও সেনাপতিরা শাসনতন্ত্র, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর অনুগত বলে, সেখানে সেনাবাহিনী ছাড়া অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান অস্থিতিশীল ছিল- এমন চালাকির কুযুক্তি আসে নাই।

শেষ পর্যন্ত জেনারেল মোশাররফ বলছেন যে, তিনি 'প্রকৃত গণতন্ত্র' দেবেন। পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ 'মৌলিক গণতন্ত্র', 'কনট্রোলড ডেমোক্রাসি', 'গাইডেড ডেমোক্রাসি', 'পঞ্চায়েত গণতন্ত্র', 'জনগণের গণতন্ত্র', ইত্যাদি দর্শন করেছে। আর সেগুলো থেকে বাঁচাতে অতীতে অনেক কোরবানী দিয়েছে বিশ্বের জনগণ। জেনারেল মোশাররফ এখন তাঁর থলিয়া থেকে বের করছেন 'প্রকৃত গণতন্ত্র'। একেই বলা হয় ভূতের মুখে রাম নাম অথবা ধোকাবাজিতে ফেলে আদম-হাওয়াকে বেহেশতে থাকার অমরত্বের লোভ দেখিয়ে গন্ধম ফল গেলাবার শয়তানের চালাকি আর কি! শয়তান কি কোনদিন কাউকে বেহেশতে প্রদানের ওয়াদা দিতে পারে?

সেনাপতি মোশাররফ ক্ষমতা দখল করেই তুরস্ক সফর করেছেন ও কামালপাশার একজন ভক্ত হয়ে পড়েছেন। কাজেই এটা বোঝা যাচ্ছে সেনাপতি মোশররফের 'প্রকৃত গণতন্ত্র' কি মার্কা হবে। বন্দুক হাতে নাক গলাতে সেনাপতি কামাল পাশার মডেল ভ্রান্ত সেনাপতিদের খুবই পছন্দের। আল্লাহ মুসলমানদের এই সব ভ্রান্ত সেনাপতিদের হাত থেকে নাজাত দিক।

www.pathagar.com

এক নায়কের কার্যকলাপ

পাকিস্তান সামরিক একনায়কত্বের শাসনে এখন লেজেগুবুরে অবস্থায়। ইসলাম, মসজিদ, মাদ্রাসায় লাগাম লাগানো হয়েছে। দেশটির ইসলামী চরিত্রই এখন ছুড়ে ফেলার পথে। এসবই করতে হচ্ছে পশ্চিম ও ভারতকে খুশী করতে।

পাকিস্তানের ওপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট উত্তেজনা নিরসনের বেশি দায়িত্ব চাপিয়ে দেন। বুশ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে ভারতকে সহযোগিতা করতে সংকল্পবদ্ধ। এদিকে ফরাসী প্রেসিডেন্ট শিরাকও পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট মোশাররফকে ফোন করে 'সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোকে' দমনের আহবান জানান।

বুশ তার ভাষায় সহিংসতার জন্য দায়ী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। পৃথক বার্তায় বুশ প্রেসিডেন্ট মোশাররফকে এ আহবান জানান। (পিটিআই)

ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে পাওয়েলের আলোচনার পর ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একমত হয় যে, নয়াদিল্লী, ইসলামাবাদ উত্তেজনা প্রশমন করতে পাকিস্তানকে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আরো ব্যবস্থা নিতে হবে। খবর এপি, বিবিসি ও সিএনএন-এর।

এসব প্রচন্ড চাপে পাকিস্তান নতজানু হয়ে পড়ে। মোশাররফ যুক্তরাষ্ট্রের ও ভারতের দাবীর নিকট নতি স্বীকার করে মাদ্রাসা, মসজিদ তথা ইসলামের উপরই লাগাম লাগানোর ব্যবস্থা করেছে। পাকিস্তানের বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ নসরুল্লাহ খাঁন মনের দুঃখে বলেছেন, বৃটিশ যা করে নাই, মোশাররফ তাই করেছেন। কাশ্মীরে আন্দোলনের উপরেও তিনি লাগাম লাগালেন। ভারত যদি বাংলাদেশের আন্দোলনে সহযোগিতা দিতে পারে, পাকিস্তানের সে বাঁধা কোথায় কাশ্মীর ব্যাপারে?

www.pathagar.com

কলিন পাওয়েল নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পাক প্রেসিডেন্ট ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন তা উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, জেনারেল মোশাররফ ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী যশোবন্ত সিং বলেন, এ পর্যন্ত পাকিস্তানের গৃহীত ব্যবস্থা ইতিবাচক। তবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন চাইলে পাকিস্তানকে আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পিটিআই মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের বরাত দিয়ে জানায় যে, ওয়াশিংটন বলেছে, পাক প্রেসিডেন্ট মোশাররফ সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ে ওয়াশিংটনের ঘনিষ্ঠ ও অনুগত মিত্র হিসেবে সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করেছেন এবং পাকিস্তানকে তার সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছেন। মনে হচ্ছে মোশাররফের এই অনুগত ভূমিকার পুরস্কার স্বরূপ তার গদি পাকাপোক্তের সনদ প্রদান করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী যশোবন্ত সিংহ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পারভেজ মোশাররফ ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য তার ভাষণে যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন তাকে স্বাগত জানাই। এদিকে ভারত তাদের ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের শিব সেনা, বজরং দল, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি ব্যাপারে কোন কিছু করতে আগ্রহী নয়।

ইত্তেফাকের 'পথচারী' 'পথে প্রান্তরে' কলামে মন্তব্য করেন, 'বেনজীর যতই বলুন না কেন, মোশাররফ যা পেরেছেন বেনজীর বা নওয়াজ শরীফ পাকিস্তানের ক্ষমতায় থাকলে তা পারতেন না। আসলে এখনো পাকিস্তানের প্রধান শক্তি সামরিক বাহিনী। অতীতেও তাই ছিল। তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে দেশের ইসলামী রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া।'

হ্যাঁ মিলিটারীর ডান্ডা দিয়ে ইসলামকে ঠান্ডা করার কৌশল পাশ্চাত্যের নোসকা আলজিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশে চলছে। মার্কিন পত্রিকা 'দ্যা সানফ্রানসিসকো টাইমস' এর সম্পাদকীয়তে বুশ প্রশাসনের প্রতি পরামর্শ দেয়া হয় যে, পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স (আইএসআই)-এর মূলোৎপাটন না করতে পারলে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় অর্জিত

www.pathagar.com

হবে না। পত্রিকা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এড়ানোর উপায় হিসেবে বুশ প্রশাসনের প্রতি আইএসআইকে নির্মূল করার অভিযান চালানোর আহবান জানায়। এতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হবে যে তার এক সময়ের সামরিক সহযোগী আইএস আই এখন শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

পাশ্চাত্য পাকিস্তানের এতকিছু পেয়েও সন্তুষ্ট নয়। পাকিস্তা-নের সামরিক ও গোয়েন্দা শক্তি ধ্বংস, পারমানবিক স্থাপনা ধ্বংস না করা পর্যন্ত তারা থামবে বলে মনে হয় না। ইহুদী উপদেষ্টাদের টার্গেট শুধু তিন তথাকথিত শয়তান রাষ্ট্র নয়, পাকিস্তানও।

পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স এখন পুরো নিয়ন্ত্রণ করছে আমেরিকা। পাকিস্তানের জমিয়তে উলেমা ইসলামী (জেইউআই) প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র তালেবান বাহিনীকে পরাভূত করার পর এখন ভারতের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বেলুচিস্তানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন এবং এ অঞ্চলে দীর্ঘ মেয়াদী সামরিক উপস্থিতির অনুমতি দানের জন্য ইসলামাবাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। পাকিস্ত ানের তিনটি বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন সৈন্য ও অস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে। হংকং ভিত্তিক এশিয়া টাইমসের খবরে একথা বলা হয়।

ইরানের নিকট গোয়াদার বন্দরের কাছে পাক সামরিক ঘাঁটির উন্নয়নের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। চীনের সহযোগিতায় পাকিস্তান এই ঘাঁটির উন্নয়ন করছে। কূটনৈতিক সূত্রের উদ্বৃতি দিয়ে বলা হয়। পাকিস্তান সামরিক নেতাদের অস্বীকৃতি ও আশঙ্কা সত্ত্বেও পেন্টাগন এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তান জ্যাকোবাবাদ, পসনি ও দালবানদিন বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন সৈন্য মোতায়েনের অনুমতি দিয়েছে। পত্রিকার খবরে বলা হয়, এই তিনটি বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন বি-৫২ বিমান, সি- ১৩০ ও সামরিক হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে। এখানে আরো স্থাপন করা হয়েছে- ইলেকট্রনিক ও রাডার ব্যবস্থা। পাকিস্তানের এখন কি সার্বভৌমত্ব রয়েছে? সামরিক শাসকের গদি পাকা করার মূল্য দেখিয়ে প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রই পাকিস্তানে শাসন করছে।

www.pathagar.com

পাকিস্তান সফর করে আসা ইটালীর দুই পরমানু পদার্থবিদ তাদের এক রিপোর্টে বলেছেন, নিজ অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার হুমকি এনে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। শুধু সামরিক দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক হুমকি মোকাবিলায়ও ইসলামাবাদ এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসতে পারে। তারা একথাও বলেন, উপমহাদেশের বৈরী এই দুই পরমাণু প্রতিবেশী তাদের অভিন্ন নদীর পানি বন্টন বিবাদে জড়িয়েও এই সর্বনাশা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

ইটালীয় বিশেষজ্ঞগণ অন্যান্য দেশ থেকে পারমাণবিক ক্ষয়ক্ষতির কোনই উল্লেখ করেন নাই, যেমন, ভারত, ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি। এ কোন ধরণের মূল্যায়ন? ইসরাইলী ও ভারতীয় আনবিক বোমা কি তাদের চোখে পড়ে না? এ কোন স্ট্রান্ডার্ড দিয়ে গবেষণা? ইটালীয় বিজ্ঞানীদের ইসরাইলী-মার্কিন লবী থেকে এই গোয়েন্দাগিরিতে হয়ত পাঠানো হয়েছিল। মুসলমানের পারমানবিক প্রকল্প থাকবে, এ তো হয় না!

বিশ জন তালিকাভূক্ত সন্ত্রাসীকে হস্তান্তর করতে পাকিস্তানের কাছে দাবী জানিয়ে ছিল ভারত। ভারতের এ দাবী পূরণ করতে পাকিস্তানও অনুরূপ সংখ্যক ভারতীয় সন্ত্রাসীর তালিকা তৈরী করছে। ইসলামাবাদে পাকিস্তানের একজন মুখপাত্র সংবাদ মাধ্যমকে জানান, ভারতের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল কৃষ্ণ আদভানি পাকিস্তানের ওয়ান্টেড তালিকাভূক্ত একজন সন্ত্রাসী। তিনি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আদভানির বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে করাচীর পুলিশ স্টেশনে একটি মামলা দায়েরের রেকর্ড খুঁজে পাওয়া গেছে। এই একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে পাকিস্তান। তবে যেভাবে পাশ্চাত্য ও ভারতের (রাশিয়াসহ) চাপ রয়েছে, পাকিস্তান তার অবস্থানে কি থাকতে সক্ষম হবে? অন্যদিকে শুধু একজন সামরিক ব্যক্তির উপর সমগ্র জাতির ভাগ্য কি নির্ভর করবে? মোশাররফ কি জাতির সব দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিবেন? তবে তা কেন? পাকিস্তান কি ইসলামের উপর লাগাম টেনে তুরস্ক হতে যাচ্ছে পাশ্চাত্যকে খুশী করতে?

www.pathagar.com

পাকিস্তান ও ভারত

ভারতে যুদ্ধংদেহী উন্মাদ। যে কোন সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিশেষ করে তার বিমান বাহিনী ও রকেট পাকিস্তানের উপর হুমড়ি খাবে। ভারতের সংবাদ মাধ্যমগুলোর ভাষায় এই অভিযানের নাম দেয়া হয়েছে 'সার্জিক্যাল স্টাইক'। ভারতের 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলোকে (ইসরাইল সহ) জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই তথাকথিত 'সার্জিক্যাল স্টাইক' উপমহাদেশ তথা মধ্য এশিয়াতে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। ঘটনা গড়াতে গড়াতে হাতের নাগালের বাইরে গেলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

'হিন্দুস্থান টাইমস'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফার্নানডেজ বলেন, আমরা এমন পাল্টা আঘাত করব যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে।'

আজকের কাগজ (২৬-১২-০১) এর হেড লাইন, আনবিক বোমা ব্যবহার করে পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করা হবে। 'জনকণ্ঠ' (২৬-১২) গফফারচৌধুরীর লেখা হেডলাইন একই দিনে, 'আফগানিস্তানের পরে বাংলাদেশ?' সর্বত্র উসকানি। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, সর্বত্র কি তবে আগুন জ্বলবে? আমরা কোথায় যাচ্ছি?

বিজেপি'র প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণমূর্তি বলেন, মানচিত্রে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকবে না। এটিও সাংঘাতিক উসকানি। জানা গেছে যে, প্রথমে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নয়াদিল্লী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফকে ভারত কি চায় তার গুরুত্বের বিষয় হৃদয়াঙ্গম করার চেষ্টা করবে। তাতে কাজ না হলে 'আঘাত হানার' বিকল্পও ভারত সতর্কতার সাথে প্রনয়ন করেছে।

শিব সেনা নেতা ও ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর যোশী কাল বিলম্ব না করে সংসদ ভবনে হামলার প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানের ওপর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে

www.pathagar.com

প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী অবশ্য বলেছেন, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে আন্তর্জাতিক অভিমত সুকৌশলে অনুকূলে নিয়ে আসতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চীন কাশ্মীরের ভারত অধিকৃত লাদাখ অঞ্চলের ৩৭ হাজার ৫৫৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা দখল করে নেয়। ভারত এ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেয় নাই তা পুনরুদ্ধারে। সবল চীনের ব্যাপারে ভারতের মুখে কুলুপ আটা। অপেক্ষাকৃত দুর্বলের প্রতিই ভারতের হুমকি প্রবল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী শপথ ঘোষণা করে বলেছেন, তিনি সীমান্তের ওপার থেকে পাকিস্তানের সমর্থনপুষ্ট সন্ত্রাসকে চিরতরে মুছে ফেলবেন। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলকে আদভানী বলেছেন, পার্লামেন্টে হামলা চালিয়ে পাকিস্তানী সন্ত্রাসীরা 'লক্ষণ রেখা' অতিক্রম করেছে। ভারত এই সন্ত্রাসের একটা এসপার ওসপার করবেই। মৌলবাদী আদভানী 'লক্ষণ রেখা' শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। তিনি রামায়ন মহাভারতের ভাষায় কথা বলেন।

'দি হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকা জানিয়েছে, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালানোরও পরিকল্পনা নিয়েছে। এর ভিতর রয়েছে কাশ্মীর ও ভারত থেকে আসা পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর পানির হিস্যা সংক্রান্ত চুক্তি বাতিল। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এস কে সিংহ ভারতকে ইন্দাজ ভ্যালি পানি চুক্তি থেকে সরে আসতে বলেছেন। এতে করে পাঞ্জাব ও সিন্ধুকে শুকিয়ে মারা যাবে। আর হামলাও চালাতে হবে না। সিং বলেন, এর ফলে পাকিস্তান ফাঁদে পড়বে। এপি'র তথ্য অনুযায়ী কোন কোন ভারতীয় কর্মকর্তারা বলেন, সামরিক অভিযান চালানোর বিষয় ও বিবেচনা করা হচ্ছে। একই লক্ষ্যে ভারতের সামরিক গোয়েন্দা সমীক্ষকদেরদের ঠিক কোথায় কোথায় আঘাত হানা যায় সেইসব লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং এই আঘাতের বদলা হিসেবে পাকিস্তানের জবাব কী হতে পারে তার আগাম অনুমান দিতে বলেছে। এদিকে, কয়েকজন উর্ধ্বতন ভারতীয় কর্মকর্তা খোলাখুলি জঙ্গী ও তাদের প্রশিক্ষণ শিবির পর্যন্ত ধাওয়া করতে সীমান্তের ওপারে সৈন্য পাঠানোর কথা বলেছেন। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদভানী বলেছেন, জনসাধারণ জঙ্গী পাকড়াও করতে ধাওয়া করার

www.pathagar.com

কথা বলেছেন, যুদ্ধের কথা বলেননি। কাজেই দোষের কি আছে। আন্তর্জাতিক আইনে এটা তো বৈধ।

নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, নয়াদিল্লীর পর্যবেক্ষক মহল বুশের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধকে এক বিরল মাহেন্দ্র সুযোগ বলে আখ্যায়িত করেছে। ভারতের পাঁচ লাখ সেনা পুলিশ যা করতে পারেনি জঙ্গী কাশ্মীরীদেরকে পাকিস্তানের উৎসমূলে দমন করার বিরল সুযোগ এনে নিয়েছে। বিবিসি'র (১৪-১২) 'কোসচেন টাইম ইন্ডিয়া' অনুষ্ঠানে ভারতের পার্লামেন্টারী বিষয়ক মন্ত্রী প্রমোদ মাহারজন বলেন, আমরা যদি এবার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেই, 'আমরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিতীয় সুযোগ পাব না।' যুদ্ধ উন্মাদনা আর কি!

পাকিস্তানের পশ্চিম সীমা এখন ভারতের অনুকূলে। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহ কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে ভারতীয় পতাকা উত্তোলনকে এক গৌরবজনক কাজ বলে উল্লেখ করেন।

ভারতের একজন উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তা বলেছেন, কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় যদি কাজ না হয় তাহলে ভারত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এসব কথা বলে ভারত আসলে ধোঁকা দিচ্ছে কিনা। ঐ কর্মকর্তা জবাবে জানান, এবার আমরা সন্ত্রাসের চির অবসান ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ (নিউইয়র্ক টাইমস)। সাংঘাতিক উসকানি!

এদিকে কাশ্মীরে জুলুমের পর জুলুম চলছে ভারতের সেনাবাহিনীর দ্বারা। কাশ্মীরীদের কোন মূল্য নেই জীবনের। তবু তাদের মৃত্যুকে সন্ত্রাসীদের হাতে মৃত্যু বলা যাবে না। খুনী সন্ত্রাসী নয়, খুন যে হোল সেই হোল সন্ত্রাসী!

কাশ্মীরে পুলিশী নির্যাতনে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মেধাবী ছাত্র জাফর ইকবাল (২২)-এর মৃত্যুতে সমগ্র কাশ্মীরে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয় ৯ জানুয়ারী ২০০২। এমনি কত কাশ্মীরী যুবক অকালে ঝড়ে পড়ছে।

ভারত কাশ্মীরীদের বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ করে। তাদের প্রচারণাকে পাশ্চাত্য মিডিয়াও করে সাহায্য। কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী সংগঠন লস্করে তৈয়বা তাজমহল উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দানের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

www.pathagar.com

সংগঠনের মুখপাত্র আব্দুল্লাহ খাইয়াফ এ এফ পিকে বলেন, এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট অভিযোগ এবং ভারতের অপপ্রচার মাত্র। এ সংগঠন সরকারী বা বেসরকারী ভবন, বাস, ট্রেন ইত্যাদিকে কখনই লক্ষ্যস্থল মনে করে না। আর তাজমহলের ন্যায় ঐতিহাসিক ভবন উড়িয়ে দেয়ার কথাতো আমাদের ভাবনারও অতীত। এমনকি কোন মন্দির বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর উপসনালয়ে আক্রমন চালানোরও আমরা ঘোরতর বিরোধী। তিনি বলেন, আসলে এসব ভারতের আর একটি নাটক মঞ্চায়নের পায়তারা মাত্র।

নয়াদিল্লী কর্তৃপক্ষ জৈশ-ই-মোহাম্মদের প্রধান নেতা মাওলানা মাসুদ আজহার সহ কথিত ৩০ জুন তথাকথিত সন্ত্রাসীর একটি নামের তালিকা প্রণয়ন করে ইসলামাবাদকে দিয়েছিল। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য ভারতে চাওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট মোশাররফ অবশ্য কোন পাকিস্তানী নাগরিককে ভারতের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেন। ভারতের এই দাবী মার্কিন-ইসরাইলী স্টাইলের। আসলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মার্কিন-ইসরাইল-ভারত অশুভ আঁতাত পৃথিবীকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

পাকিস্তানের সামরিক মুখপাত্র মেজর জেনারেল রশীদ কোরেশী বলেছিলেন, ভারতীয় পার্লামেন্টে সন্ত্রাসী আক্রমণের ঘটনা যৌথ তদন্তের জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। ভারত এই যৌথ তদন্ত করলে পরিস্থিতির এত অবনতি হোত না। ভারত সে পথে যায় নাই। মার্কিন- ইসরাইলী স্টাইলে এক তরফা 'এক সনে' তার ঝোক বেশী।

www.pathagar.com

পাকিস্তান, ভারত ও মুসলমান

ভারতে মানবাধিকার লংঘনের অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করেছে নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংগঠনটি এক রিপোর্টে বলেছে, ভারতের স্থিতিশীল গণতন্ত্রের প্রশংসা করা সত্ত্বেও সেদেশে সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার ব্যাপারটা এক চিরাচরিত মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে খৃষ্টান ও অন্যান্য নিম্নবর্ণ লোকদের বিরুদ্ধে অনুরূপ হামলা ও সহিংসতার বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে ফেব্রুয়ারী ২০০১ এর নির্বাচনকালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক ও বর্ণগত উত্তেজনাকে কাজে লাগানোর বিপজ্জনক পরিণতির কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের সমর্থন করার সন্দেহে ভারতীয় নিরাপত্তা সদস্যরা কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে পাইকারী হারে তাদের সহিংসতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। এই রাজ্যে সারাবছর ভারতীয়রা একতরফাভাবে শুধু গ্রেফতার, মার, নির্যাতন-নিপীড়নে লিপ্ত থাকে। এমনকি ভারত সরকারের একতরফা যুদ্ধ বিরতিকালেও এই সহিংস ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত থাকে।

রিপোর্টে বলা হয়, পাকিস্তানে সামরিক নেতা প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ এমন সব পদক্ষেপ নিয়েছেন যাতে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আরো সংহত হয়েছে এবং তিনি এমন সব পদক্ষেপ নিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতের সব সরকারই সামরিক বাহিনীর অভিভাবকত্বে কাজ করে তার সব কিছুই নিশ্চিত করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে কড়া নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কাজ করতে হয়। কারণ জনসমাবেশের ওপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। হাজার হাজার দলীয় নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সরকারী নীতিমালা ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত বিক্ষোভ বন্ধ করার লক্ষ্যে দলীয় নেতা-কর্মীদের আটক করা হয়।

www.pathagar.com

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলকে আদভানী পাক প্রেসিডেন্ট মোশাররফের ভাষণের প্রশংসা করে বলেন, প্রেসিডেন্ট মোশাররফের ভাষন খুবই গুরুত্বপূর্ণ- একটি নতুন ধারা সৃষ্টি কারী। তিনি বলেন, আমি ইতিপূর্বে কোন পাকিস্তানী নেতার মুখে জেনারেল মোশাররফের মত ইসলামপন্থীদের নিন্দা-সমালোচনা শুনিনি।

ভারতীয় কট্টরপন্থী, মৌলবাদী নেতার মুখে এ ধরণের মন্তব্য অশনি সংকেত। মোশাররফের ঘোষনা কি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারবে? তাছাড়া মোশাররফের ইসলামের ব্যাখ্যা কতটুকু সঠিক তারই সার্টিফিকেট কে প্রদান করবে?

জাতিসংঘ মহা সচিব কফি আনান বলেছেন, প্রেসিডেন্ট মোশাররফের এ সব পদক্ষেপ গ্রহণ ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা হ্রাসে সাহায্য করবে। তবুও তো আমরা দেখছি উত্তেজনা হ্রাস পাচ্ছে না। ভারতের চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই- তাদের দাবীরও নেই শেষ। প্রেসিডেন্ট বুশ লশকর-ই-তৈয়বা ও জয়েশ-ই-মোহাম্মদ সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য জেনারেল মোশাররফের প্রতি আহবান জানান। টেলিফোন কথোপকথনকালে জেনারেল মোশাররফ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলকে জানান, তিনি দুটি সংগঠনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিবেন। মোশাররফ যুক্তরাষ্ট্রকে খুশী করতে ও ভারতীয় চাপ কাটাতে তাই করলেন। তবু পাকিস্তান ভারতের তোপের মুখে।

কাশ্মীরের প্রধান স্বাধীনতাকামী জোটের অন্যতম নেতা আলী শাহ জিলানি বলেন, স্বাধীনতাকামী দুটি কাশ্মীরী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, এদুটো সংগঠন নির্যাতিত কাশ্মীরী জনগণেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম কখনো নিষিদ্ধ হতে পারে না।

ডঃ তারেক শামসুর রেহমান লেখেন, 'এরা কাশ্মীরকে আরেকটি তালেবানী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।... বাজপেয়ী এ ঘটনাকে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে যারা জড়িত, তাদের খুঁজে বের করা জরুরী। অন্যথায় এ ধরণের ঘটনার আরো প্রসার ঘটবে। সুতরাং পাকিস্তানের আজ উচিত সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করা।'

www.pathagar.com

বাঙ্গালাদেশী পন্ডিতদের এ ধরণের মন্তব্য আত্মঘাতি। কাশ্মীরের নির্যাতিত মুসলমানদের কিভাবে আক্রমন করে মন্তব্য করা হয়? পাকিস্তানীরা যেমনিভাবে বাঙ্গালাদেশীদের নির্যাতন করত, ভারত তাই কাশ্মীরে করছে।

বৃটিশ হাউজ অব কমন্সে পার্লামেন্টারী কাশ্মীর গ্রুপের চেয়ারম্যান রোজার গডসিফ এপিপি'র সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রই কেবল কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে পারে। তিনি বলেন, দ্বি পক্ষীয় আলোচনায় কোনো ফল হবে না। আর্থিক ও চাপ প্রয়োগের যে সামর্থ্য যুক্তরাষ্ট্রের আছে তা আর কারও নেই। তিনি জানান, কাশ্মীরে ভারতের অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুদীর্ঘ ৫৩ বছরে ৮০ হাজার লোক প্রাণ দিয়েছে। এসব সত্ত্বেও কাশ্মীর প্রশ্নে মার্কিন নীতি এখন কাশ্মীরের মুসলমানদের পক্ষে নয়। কট্টর মুসলিম-বিরোধী সরকার এখন ওয়াশিংটনে।

এদিকে কাশ্মীরে রাষ্ট্রের গুলিতে বিদেশী পর্যটক পর্যন্ত জান দিচ্ছে। ভারতের কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর গুলিতে যে দু'জন ওলন্দাজ নাগরিক নিহত হয়েছেন তারা জঙ্গী নন পর্যটক। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খালিদ নাজিব সোহরাওয়ার্দী একথা জানান।

কাশ্মীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার দিল্লীতে যান। শেষ মার্কিনী কৌশল কি তা স্পষ্ট নয়। ইহুদীরা যখনই নড়াচড়া করে তখনই মুসলমানদের ক্ষতি হয়।

কট্টর হিন্দু মৌলবাদীদের এখন পোয়াবারো। আফগান অভিযানের পরে ভারতে মৌলবাদীরা লাফাচ্ছে। ভারত সরকারেও বহু মৌলবাদী। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ঘোষণা, পাক ভারত যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কিছু বাবরী মসজিদ স্থলে মন্দির নির্মাণ থেকে আমাদের বিরত রাখতে পারবে না। মুসলমানদের হৃদয়কে খান খান করে ফেলছে ভারতীয় মৌলবাদীগণ। এ সম্পর্কে মার্কিন সরকারের দৃষ্টি অন্ধ।

প্রখ্যাত ভারতীয় কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার লেখেন, যত দিন পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে খুব বেশী ঘৃণা এবং ইতিহাসের বিকৃতি থাকে ততদিন পর্যন্ত সুসম্পর্কের কথা ভাবা যায় না। যাই হোক, প্রশংসনীয় যে, মাদ্রাসার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এটাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার বিষয় বস্তু অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের সম্পূর্ণ রাজনীতি মুসলিম বিরোধী। ধর্মের ভিত্তিতেই এই কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে চূর্ণ করে দেবে। হিন্দু মৌলবাদী বলবে সে যদি কাশ্মীরের মুসলমানরা ৫৫ বছর পর ভারত থেকে বের হয়ে যেতে চায় সেক্ষেত্রে ১৪০ মিলিয়ন মুসলমান কীভাবে ভারতে থাকার অনুমতি পাবে? যদি ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তিরা তাদের রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করে তাহলে লক্ষ্য লক্ষ্য মুসলমান পাকিস্তানের দরজায় করাঘাত করবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন অনিবার্য। এর ফলাফল এতই ভয়ানক হবে যে, আবারও দেশ বিভাগের সময়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হবে। কুলদীপের মন্তব্য অনুযায়ী মুসলমানরা যদি ভারত থেকে বিতাড়িত না হতে চায় কাশ্মীরকে ভারতে থাকতে দিক।

কোলকাতার মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে পুলিশ হত্যায় মুসলিম ও বাঙ্গালাদেশ বিরোধী বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। ভারতের প্রভাবশালী ও বহুল প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক 'দি স্টেটসম্যান' ও 'দি এশিয়ান এজ' পত্রিকায় বলা হয় যে, পাকিস্তান ভিত্তিক সংগঠন হরকত-উল-জিহাদ-ই-ইসলাম-এর বাংলাদেশ শাখা কলিকাতার ঘটনার মত ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করেছে। পত্রিকাগুলো লেখে, ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বিশ্ব বানিজ্য সংস্থায় হামলার সাথে আইএসআই-এর মাধ্যমে জড়িত উক্ত সংস্থা শওকত ওসমান ওরফে শেখ ফরিদ নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বাংরাদেশে ওসামাবিন লাদেনের অর্থ সাহায্যে সর্ব প্রথম ১৯৯২ সালে তাদের শাখা স্থাপন করে। ভারতীয় ঐ পত্রিকাগুলোতে আরো উল্লেখ করা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমান ঐ সংগঠনের মোট ছয়টি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এবং প্রায় পনের হাজার ক্যাডার রয়েছে (যারা বাংলাদেশী তালেবান নামে পরিচিত)। তারা আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং মূলতঃ মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। বলা হয়, উক্ত সংগঠন নিয়মিতভাবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে প্রবেশ করে উলফাসহ এ অঞ্চলে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত সন্ত্রাসীদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে থাকে। পাকিস্তানের আইএসআই বাংলাদেশে উক্তরূপ প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনায় অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। পত্রিকাগুলোতে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালানো অনেকটা কঠিন হওয়ার প্রেক্ষিতে এখনই কোন ব্যবস্থা না নিলে বাংলাদেশ ভারত বিরোধী সন্ত্রাসীদের জন্য নিরাপদ স্থান হতে পারে।

www.pathagar.com

'এশিয়ান এজ' পত্রিকায় ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার বরাতে উল্লেখ করেছে যে, আমেরিকান তথ্য কেন্দ্রে হামলাকারী হরকত-উল-জেহাদী ইসলামীর সদস্যরা কোচ বিহার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ঢুকে ছিল।

'স্টেটম্যান' পত্রিকা আইবি সূত্রে উল্লেখ করেছে যে, পাকিস্তান পরিচালিত কয়েকটি সন্ত্রাসী সংস্থা ভারত পাশ্ববর্তী কয়েকটি দেশের মাধ্যমে ভারত বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতীয় এক কর্মকর্তা বলেন, এক ব্যক্তি দুবাই থেকে টেলিফোন করে এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। এ ধরণের ফোন মিথ্যা ও হতে পারে। অথবা ভারতীয় গোয়েন্দাদের এজেন্টও করতে পারে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়াতে।

ভারতীয় পুলিশ বলছে, পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পাঁচ জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভারতে বাস ও রেলওয়ে ষ্টেশন গুলোতে হানা দিয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রীদের ব্যাপক হয়রানি করা হচ্ছে। বিশেষ করে দাড়ি টুপীওয়ালা যাত্রীদের বেশী হয়রানি করা হচ্ছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা পুলিশের সূত্রমতে, ঘটনার পর সশস্ত্র ব্যক্তিরা বশিরহাট রোড দিয়ে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা সীমান্তের দিকে পালিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা পুলিশ সাতক্ষীরা সীমান্তে সংলগ্ন হাকিমপুর মাদ্রাসা থেকে তিনজন মাদ্রাসা শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে। বশিরহাটে সীমান্তবর্তী সাপপুরা মাদ্রাসা থেকে আরো দুজন মাদ্রাসা শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া আরো ছয়জন মুসলমানকে ধরা হয়েছে।

২৪ পরগনার বশির হাট মহকুমার স্বরূপনগর অঞ্চল থেকে পুলিশ চারজন বাংলাদেশী এবং তিনজন মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করেছে। হরকত-উল-জিহাদ-ই-ইসলামী নামের একটি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত এক বাংলাদেশী যুবককে আশ্রয়দানের অভিযোগে এই তিন জন মাদ্রাসা শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের বেসরকারী মাদ্রাসাগুলোর প্রতি মনোভাব আরো কঠোর করেছে। রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা ২৪পরগনা,

www.pathagar.com

জলপাইগুঁড়ি, কুচবিহার জেলায় অবস্থিত মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করেছে। হুগলির বিখ্যাত পান্ডুয়া মাদ্রাসাতেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। মুসলিম নেতারা এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে বাঙ্গালাদেশকে জড়িত করে ভারতীয় প্রচারনায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব বলেন, যাচাই না করে এসব মন্তব্য দুই দেশের মৈত্রীর চেতনার পরিপন্থী।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয়তা বিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে, যা কোন দিনই বরদাস্ত করা হবে না। মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করেছে। শিলিগুড়িতে এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখানকার মাদ্রাসাগুলোতে আইএসআই ঘাঁটি গেড়ে বিভিন্ন স্থানে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাচ্ছে। সিপিএম ক্যাডাররা উত্তরবঙ্গ, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে ১৩০টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে। শিয়ালদহ রেল স্টেশন থেকে ১২জন বাংলাদেশী বৈধ পাসপোর্ট যাত্রীদের পুলিশ আটক করেছে। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বসিরহাট ও বিনিয়াপুকুর এলাকা থেকে মোট পনর জন মুসলমানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পশ্চিম বঙ্গের সিপিএম রাজ্য সরকার মাদ্রাসার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। সেখানকার প্রায় দুই ডজন মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় খুব গোপনে। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্তাগুলো মসজিদ ও মাদ্রাসা গুলোর প্রতি কড়া নজরদারি করছে। উত্তর বঙ্গ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ১৩০টি মাদ্রাসা আপাতত বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছে, ঐ সব মাদ্রাসায় পাকিস্তানী কায়দায় মৌলবাদ শিক্ষা দেয়া হয়, ভারতের আনন্দ বাজার পত্রিকা এ তথ্য জানায়।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ মুসলমান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে ঘিরে নানা মিথ্যার বেসাতি করে চলছে। তারা খবর তৈরী করে প্রচার করছে। এই সব শয়তানী কার্যকলাপ তারা ইসরাইল থেকে সবক নিয়েছে। সব শিয়ালের একই হুক্কা হুয়া।

www.pathagar.com

ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই মুসলমানদের বিরুদ্ধে

ভারত ও পাকিস্তানে যা চলছে সবই মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। ভারত যা করছে তা সরাসরি, আর মোশাররফ ব্যক্তিগত স্বার্থে মুসলমানদের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিচ্ছে। মোশাররফের এ নীতি অব্যাহত থাকলে পাকিস্তানের অবস্থা হয়ে পড়বে আলজিরিয়া, মিশর ও লিবিয়ার মত হতাশাব্যঞ্জক।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, অযোধ্যার রামমন্দির বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে বিবাদের সমাধান করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অন্য দিকে প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্য সম্পূর্ণ খন্ডন করে বাবরি মসজিদ পুনর্গঠন কমিটির চেয়ারম্যান হাসিম আনসারি বলেন, প্রধান মন্ত্রী কারো সাথে আলোচনা শুরুই করেন নি। ওরা চায়না এই সমস্যার সমাধান হোক। যতদিন না হবে ততদিন অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করে যাবেন।

ভারতে একটি পুরাতন মসজিদকে যারা এভাবে নিশ্চিহ্ন করল তারাই এখন ক্ষমতায়। সংঘ পরিবার অর্থাৎ বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিব সেনা, আরএসএস, বজরং দল ইত্যাদি মৌলবাদীরাই ভারতের গদিতে। এ দিকে পশ্চিম বঙ্গের তথাকথিত প্রগতিশীল সিপি-এম সরকারও কম যায় না মুসলিম দলনে।

ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গে শীর্ষ রাজনৈতিক দল সিপিএম-এর সম্পাদক অনিল বিশ্বাস দলীয় ক্যাডার বাহিনী গঠনের ঘোষণা দিয়ে বলেন, মুসলিম মৌলবাদীরা সন্ত্রাসবাদী এবং তারা সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে। এজন্য আমাদের সিপিএম ক্যাডার বাহিনী গঠন করে সতর্ক থাকতে হবে। এ বাহিনী মৌলবাদীদের উপর নজর রাখবে। এদিকে তৃণমূল ও কংগ্রেস পার্টী কর্তৃক মুসলমানদে প্রতি দরদ প্রদর্শন করা শুরু করলে, সিপিএম মুখ্য মন্ত্রী বুদ্ধদেব বসূ সামান্য পিছু হটেন। এতে বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাপে পিছু হটে মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

পশ্চিমবঙ্গের স্বরূপনগরের মুখার্জিপাড়ার মোড়ে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০২ রাতে বিএসএফের কয়েকজন জওয়ান হামলা চালিয়ে একটি ইসলামী জলসা পন্ড করে দিয়েছে। সরকারী অনুমতি নিয়েই ইসলামী সভার আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ী এবং গ্রামবাসীরা। কিন্তু রাত আটটা নাগাদ গোবিন্দপুর ক্যাম্পের একদল সীমান্ত রক্ষী জওয়ান এই পথের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অতর্কিতে সভা বন্ধ করে দেয়। এমনকি সভায় যোগদানকারীদের জন্য রান্না করা যাবতীয় খাবার উল্টে ফেলে দেয়। ধর্মীয় বই পত্র মাড়িয়ে যায়। এই ঘটনার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বাবরি, মসজিদ রক্ষা কমিটির একজন নেতা সৈয়দ সোলাইমান বোখারী সংবাদ সূত্রকে বলেছেন, বিজেপি প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলেও তাদের গোপন মদদেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাম মন্দিরের নামে আরেকটি দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টির অপকৌশল চালাচ্ছে।

ভারত শাসিত কাশ্মীরে জম্বুর পুঞ্চ এলাকায় আটজন সন্দেহজনক কাশ্মীরীকে ভারতীয় সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০২। মুসলমানদের যে কোন ভাবে হত্যা করে সন্ত্রাসী বলে চালানোই হচ্ছে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি। ইহুদী-খৃষ্টানরা অন্যত্র তাই করছে। এখন ভারতও তাই করছে নতুন উৎসাহে।

যুক্তরাষ্ট্র 'মোস্ট ওয়ান্টেড' হিসেবে ২০ জনের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। সেই মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারত ও মুসলমানদের একটা তালিকা তৈরী করেছে! সব শেয়ালের এক রা! রুশ প্রথম উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যাস্লাভ ট্রবনিকভের সাথে বৈঠকের পর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব চোকিলা আয়ার বলেন, দুই দেশ মার্কিন নেতৃত্বাধীন যুদ্ধের সময় হাজার হাজার নিখোঁজ তালিবানের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে। তিনি বলেন যে আফগানিস্তানে সঙ্গীত ও ভিডিও ক্যাসেট পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কোন ষড়যন্ত্র রুশ-ভারতের? তালিবানদের ব্যাপারে তাদের এ কোন প্রতিক্রিয়া?

শ্রীলংকার এলটিটিই'র ওয়েব সাইটে গেরিলাদের প্রধান মধ্যস্তাকারী আনতোন বালাসিংহামের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, 'আমরা আলোচনার স্থান হিসেবে

www.pathagar.com

দক্ষিণাঞ্চলীয় ভারতকে এখনও সবচেয়ে উন্মুক্ত বলে মনে করি, টাইগাররা শান্তি আলোচনা ভারতে করতে পক্ষপাতী। আসলে শ্রীলংকার টাইগার ভারতেরই সৃষ্ট। তবে সময় সময় বেয়ারা হয়ে টাইগার কিছু উলটা পালটা ভারত-বিরোধী কাজ করেছে চাপ সৃষ্টি করতে। কাশ্মীরে বিদেশী সন্ত্রাসের কথা ভারত বলতে পারে না, কারণ ভারত শ্রীলংকা ও অন্যান্য রাষ্ট্রে জড়িত। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফ বলেছেন, সুষ্ঠু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি আগামী পাঁচ বছর দেশের নেতৃত্ব দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। বৃটেনের টাইমস পত্রিকার সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও পাকিস্তান থেকে ইসলামী চরমপন্থীদের নির্মূলে কোন সংঘাতই তার পরিকল্পনাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না। তিনি বলেন, পাকিস্তানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে, এমন চরমপন্থীদের আমি নিশ্চিহ্ন করতে চাই।

মোশাররফের কথাকেই ভূতের মুখে 'রাম' নাম বলা যেতে পারে! অথবা বলা যেতে পারে কোন মানুষ ধর্ম সম্পর্কে গভীর চিন্তা করতে একটু শরাব পান করে চাঙ্গা হয়ে নিতে চায়! মোশাররফের মত নেতাই মুসলমানদের ক্ষতি করে চলেছেন।

প্রেসিডেন্ট মোশাররফ বলেছেন, লস্কর-ই-তৈয়বা এবং জইশ-ই-মোহাম্মদ এখন বিদেশে জেহাদী তৎপরতা চালানোর এজেন্টে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে ইসলামাবাদে ফিরে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, এদু'টো সংগঠন বহু দেশে জেহাদের ঠিকাদারী নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছে। মোশাররফ বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানে খোলা হয়েছে তারা আফগানিস্তান ও চেচনিয়াতে অভিযান চালায় বলে দাবী করেছে। তিনি বলেন, মুক্তির সংগ্রাম এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। কাশ্মীরে যে আন্দোলন চলছে তা স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেটাকে সন্ত্রাসী তৎপরতা বলা ভুল হবে।

এসব কথা বার্তায় মোশাররফ শুধু কাশ্মীর, চেচনিয়া ও অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের মনেই আঘাত প্রদান করেন নাই, ধর্ম নিয়েও তিনি ব্যঙ্গ করেছেন।

www.pathagar.com

দেশে শুনে মনে হচ্ছে মোশাররফ তার ব্যক্তিগতস্বার্থ উদ্ধারে বিশ্ব মুসলমানদের পাশ্চাত্য ও ভারতের নিকট বলির পাঠার মত নিক্ষেপ করেছেন। প্রথমে পাশ্চাত্য তাকে পছন্দ না করলেও এখন দোস্তি ভালই জমেছে। ইসলামকে ডান্ডা মারতে তুরস্ক, আলজিরিয়া, মিশর ও অন্যান্য দেশে যেভাবে পাশ্চাত্য সামরিক এক নায়কদের কাজে লাগিয়েছিল, তাই এখন মোশাররফের মাধ্যমে পাকিস্তানে শুরু হোল।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফ যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে মার্কিন নেতাদের কাছ থেকে প্রশংসা বাক্য লাভ করেছেন। তবে পাকিস্তানের জরুরী প্রয়োজনে যে অস্ত্রশস্ত্র সে ব্যাপারে তিনি কিছুই পান নি। বিশেষকরে অত্যাধুনিক মার্কিন এফ-১৬ জঙ্গী বিমান চাইলেও (যার অর্থ বহু বছর পূর্বে পরিশোধ করা হয়) তা প্রদানের ব্যাপারে তাকে কোন আশ্বাস দেয়নি। এত দালালি করেও মোশাররফকে আসল অস্ত্রশস্ত্র প্রদানে ইহুদী প্রভাবান্বিত যুক্তরাষ্ট্রের অনীহা। মোশাররফকে শুধু ব্যবহার করা হবে। তাঁর গদির গ্যারান্টি দেওয়া হবে। কিন্তু পাকিস্তানকে শক্তিশালী হতে দেবে না পাশ্চাত্য ও ভারত।

www.pathagar.com

বিভ্রান্ত পাকিস্তান

পাকিস্তান এক পা এগোয় তো দু'পা পিছায়। দেশটিতে গণতন্ত্রকে বারবার নস্যাৎ করে দিচ্ছে স্বার্থপর সামরিক একনায়কগণ। সামরিক শাসন কোন সুস্থ শাসন নয়। সবাই মিলে দেশ চালানো যেখানে এত কষ্টকর, সেখানে সমগ্র জাতি কিভাবে একজন কর্মচারীর উপর নির্ভর করতে পারে? সমগ্র জাতি এক ব্যক্তির নিকট পণ-বন্দী হতে পারে না।

পাকিস্তানের সাংবাদিকরা সংবাদ পত্রের নয়া আইনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। নয়া আইন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। সাংবাদিক ও মানবাধিকার গ্রুপগুলো সংবাদ মাধ্যম সংক্রান্ত নয়া অধ্যাদেশের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন। সাংবাদিক নেতা বলছেন, তথ্যে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অকার্যকর করে দেয়ার চেষ্টা করছে।

পাকিস্তানের নতুন সামরিক শাসন দেশটিকে আবার পিছনে নিয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য মুসলিম দেশ সমূহে গণতন্ত্রের অভাবের কথা বার বার বলে থাকে। এই সব স্বার্থপর সামরিক এক নায়কদের জন্য মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে 'নেগেটিভ' মনোভাব বহির্বিশ্বে। সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে তথ্য প্রবাহের উপর বাঁধ দিতে যাচ্ছেন পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ। প্রেসিডেন্ট বুশ ও অন্যান্য পদস্থ মার্কিন কর্মকর্তা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোশাররফকে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদদ দান থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছেন। পদস্থ এক মার্কিন কর্মকর্তা একথা জানান। খবর টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার।

পদস্থ ঐ কর্মকর্তা ভারতীয় ও পাকিস্তানী একদল সাংবাদিককে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে জানান, প্রেসিডেন্ট বুশ ব্যক্তিগতভাবে একথা প্রেসিডেন্ট মোশাররফকে বলেছেন। পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতও প্রায়শঃই মোশাররফকে একথা বলে থাকেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সন্ত্রাসে মদদ

www.pathagar.com

দান বন্ধ না করলে দু'দেশের মধ্যে কোন ফলপ্রসূ আলোচনা সম্ভব নয়। খবরে বলা হয়। উক্ত মার্কিন কর্মকর্তা সন্ত্রাসে পাকিস্তানী মদদের কথা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেন। সচরাচর মার্কিন কর্মকর্তারা বিষয়টি এতটা সরাসরি ভাবে বলেন না।

কর্মকর্তা আরো জানান, যুক্তরাষ্ট্রের এই ভূমিকা সুফল দিচ্ছে। কেননা, পাকিস্তান তার নীতিতে পরিবর্তন আনছে। তিনি বলেন, সাধারণত শীতকালে পাকিস্তানী সীমান্তে পেরিয়ে ভারতীয় ভূখন্ডে সন্ত্রাসীদের হামলা বৃদ্ধি পায়, তবে এবার এটা লক্ষণীয়ভাবে কম দেখা যাচ্ছে। উক্ত কর্মকর্তা আরো বলেন, মার্কিন প্রশাসনের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আইএসআই'এর যে সব সেল আফগানিস্তান এবং কাশ্মীরে তৎপরতা চালাত মোশাররফ সেগুলো গুটিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা এখন এক নতুন সময়ের সন্ধিক্ষণে। পাকিস্তানকে তার নীতি কৌশলে পরিবর্তন আনতে হবে। অন্যদেশে সন্ত্রাস চালাবার মদদ দেয়ার দিন শেষ। এমনকি মোশাররফও একথা স্বীকার করেছেন। এখন এ ধরণের ক্রস বর্ডার সন্ত্রাস শূণ্যের কোঠায় পৌঁছেছে কিনা, এ মর্মে প্রশ্ন করা হলে কর্মকর্তা জানান, না, তা নয়। তবে প্রেসিডেন্ট বুশ চান ক্রস বর্ডার সন্ত্রাস যেন একেবারেই বন্ধ হয়।

জেনারেল মোশাররফ 'কাশ্মীর' 'কাশ্মীর' রব তুলে, 'কারগিল' 'কারগিল' করে দেশের বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকারের ধ্বংস সাধন করলেন। এখন তার অবস্থা এমন যে, আর কাশ্মীর নিয়ে বেশী চিল্লাতে পারবেন না। এটাই পাশ্চাত্যের ইচ্ছা। লাভের ভিতর মোশাররফের লাভ গদি, আর জনগণের গণতন্ত্র হারা।

বিবিসি টিভি প্রচার করে যে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর আনুকুল্যে ইসলামী গোষ্ঠী সমূহকে বাড়তে দেওয়া হয়। আবার একদিন তারা প্রচার করে যে, এই দেশে ইসলামী সন্ত্রাসীদের লালনপালন করা হয়। সমগ্র দুনিয়ার দৃষ্টি নাকি ইসলামী জঙ্গীবাদে। তাই কাশ্মীরে যা হচ্ছে বিবিসি তাকে 'প্রতিরোধ' বলে স্বীকার করতে চায় না। বিবিসি বলে, ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে। ক্রুসেড নিয়েও কথা আছে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো সিএনএন টিভিকে বলেছেন, আফগানিস্তানের মুসলিম জঙ্গীরা পাকিস্তানে প্রবেশ করে আবার সংগঠিত হবার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, জঙ্গীরা দক্ষিণ আফগানিস্তানে আবার তাদের তৎপরতা চালাতে সচেষ্ট হচ্ছে। এই প্রচেষ্টা তারা সম্ভবতঃ বিশ্বের অন্যত্রও চালাবে। ভূট্টো কন্যা কখন যে কি বলেন তার নেই কোন সঙ্গতি। তাঁর পিতা বাঙ্গালাদেশে রক্তপাতের অন্যতম নায়ক। আর তথাকথিত আফগান জঙ্গীদের তিনিই আফগানিস্তানে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন তার শাসনামলে। ইতিহাস কিভাবে তিনি অস্বীকার করবেন। বেনজির আসলে এসব কথা বলে ওয়াশিংটনের মন গলিয়ে গদির শরীকদার হতে চান।

সিএনএন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের মহিলা রাষ্ট্রদূত মালিহা লোধীকে প্রায় গিলেই খাচ্ছিল এক সাক্ষাৎকারে। পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমা নাকি তালেবান আল কায়েদারা পেয়ে গেছে। ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা প্রচার করেছে এ তথ্য। বশির মাহমুদ তালেবানদের কাছে নাকি বোমা দিয়ে এসেছে। মালিহা বার বার বললেন যে, বশির মাহমুদ অস্ত্র নির্মাণ পরিকল্পনায় ছিলেন না। সিএনএন আবার বলে যে, সিআইএ বলেছে পাক পারমাণবিক বোমা পাচার হয়ে গেছে। সিএনএন আরো বলে যে, মার্কিন সাংবাদিক পার্লের হত্যার পিছনে পাকিস্তানের আইএসআই রয়েছে।

পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমা প্রসঙ্গ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী লবীর খেল শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র বলল যে, মোশাররফকে সরে কোন তথাকথিত মৌলবাদী পাক গদিতে এলে তারা পারমাণবিক কারখানা দখল করবে। এখন বলা হচ্ছে পাক বোমা পাচার হয়েছে। 'কমপ্রোমাইজ' হয়ে গেছে সব কিছু। তাহলে এবার কি ইহুদীরা পাক আণবিক প্রকল্প গুড়িয়ে দিতে তৈরী হচ্ছে? এমন হলে, অবাক হওয়ার কিছু থাকবেনা। মোশাররফ থাকুক বা না থাকুক পাক পারমাণবিক প্রকল্পে ইসরাইলের শ্যেন দৃষ্টি থাকবে। পাক পারমাণবিক স্থাপনা সমূহ নিয়ে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেলে তা আশ্চর্যের বিষয় হবে না।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন জেনারেল মোশাররফের সাথে একত্রে ছবি তুলতে বা টেলিভিশনে তার সাথে হাত মেলানোর দৃশ্য ধারণ করতে দেয়া পছন্দ করতেন না- তারাই এখন তাকে বরণ করে নিচ্ছেন। মোশাররফের গদি এখন পাকা।

যে সব মুসলমান মুজাহিদকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান ১৯৮৫ সালে হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং যাদের চেহারায় তিনি ফেরেশতাদের আলো দেখতে পেয়েছিলেন এখন তারাই সবচেয়ে ঘৃন্য তাদের নিকট। কারণ স্নায়ু যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা শেষ।

মোশাররফের ১২ জানুয়ারী ২০০২ এর ইসলাম বিরোধী ভাষণে এখন ওয়াশিংটনের সুর মধুর। ওয়াশিংটনও এমনি কথা বলেছিল। মোশাররফের আদর্শ হোল কামাল আতাতুর্ক। সেটা একনায়কত্ব।

www.pathagar.com

পাকিস্তান কি ক্লায়েন্ট রাষ্ট্রে পরিণত হলো?

মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জোর করে পরিবর্তন এসেছে। পাকিস্তানে একনায়ক শাসক। আফগানিস্তান তাবেদারীর পথে। ইরানের মৃত শাহের পুত্র নাচানাচি করছেন দূর থেকে।

সাবেক বাদশাহ জহির শাহ যদিও বলেছেন, সিংহাসন ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা তার নেই; কিন্তু বার্তা সংস্থার সাথে এক সাক্ষাৎকার তিনি জানান, ভবিষ্যতে লয়া জিরগা যদি সিংহাসনে বসার অনুরোধ করে তাহলে তিনি না করবেন না। (এপি) জহির শাহের এই বক্তব্য অশনি সংকেত। পাশ্চাত্য এখন জহির শাহের ভিতর* তাদের স্বার্থ দেখছে। অথচ এই জহির শাহ সোভিয়েট আগ্রাসনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত কোন অবদানই রাখেন নাই বিদেশী জুলুম-নিপীড়ন অবসানে। আর আফগানিস্তানের পরে ইরানে চেষ্টা চালাবে পাশ্চাত্য তা আনতে। রাজা-ডিক্টেটরগণ পাশ্চাত্যের প্রতিনিধি হিসাবে বেশী বংশবদ।

পাকিস্তানের এক নায়ক শাসকও এখন পাশ্চাত্যের প্রিয়। যদি তাদের তল্পি বহন করা হয় তাহলে এক নায়কগণও পাশ্চাত্যের নিকট গ্রহনীয় আর গণতন্ত্র যদি পাশ্চাত্যের স্বার্থহানি করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য থাকে না। এতে পাশ্চাত্যের ডবল স্টান্ডার্ডই প্রমানিত হয়।

আয়াজ আমীর করাচীর 'ডন' পত্রিকায় লিখেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের' 'ক্লায়েন্টের' মর্যাদা ছাড়া বিগত আড়াই বছরে পাকিস্তান আর কিই বা অর্জন করতে পেরেছে? .... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগীতে পরিণত হয়েও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেনি। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিমান ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে শুরু করেছি এবং শেষ করেছি এফবিআই ও অন্যান্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে পাকিস্তানের নগরগুলোতে অবাধ তৎপরতা পরিচালনা ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

আমরা যে আর আমাদের বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ করছি না- এই অনুভূতি ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। এই কি পাকিস্তানের নিয়তি?"

মেকি এক রেফারেন্ডামে জিতেছেন জেনারেল মোশাররফ। স্বয়ং পাক প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের নেতাকে নিয়োগ দান করবেন এখন। তবে নিযুক্ত ব্যক্তি পার্লামেন্টের নির্বাচিত কোন সদস্য হবেন না, বলা হয়েছে। গণতন্ত্র আজ গভীর সঙ্কটে পাকিস্তানে। আর এই সুযোগে পাশ্চাত্য পাকিস্তানকে নিয়ে তার পুরা খাহেশ মিটাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা, ওসামা বিন লাদেন আফগান সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানের পাহাড়ী অঞ্চলের কোথাও লুকিয়ে আছেন এবং সেখানে অভিযান চালানোর জন্য তারা ইসলামাবাদের অনুমতি চাইছে। সাপ্তাহিক টাইম এ খবর দেয়। ম্যাগাজিনটি জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকা এ ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের সম্মতি আদায়ের লক্ষ্যে মার্চ ২০০২ ইসলামাবাদ সফর করেন। টাইম বলেছে, মার্কিন কর্মকর্তারা মেনে নিয়েছেন যে, দু'টি দেশের সীমান্তবর্তী কোন দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় বিন লাদেন লুকিয়ে আছেন। আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ আবুধাবী সফরকালে বলেছেন, তিনি মনে করেন, বিন লাদেন জীবিত আছেন এবং আফগানিস্তানের সীমান্ত বরাবরই কোথাও লুকিয়ে আছেন।

ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কয়েকটি মার্কিন সামরিক ইউনিট পাকিস্তানের চারটি ঘাঁটি থেকে গোপনে আল-কায়েদা ও তালেবান যোদ্ধাদের সন্ধান নিয়োজিত আছে। এই খবরে বলা হয়, এই মিশনটির গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

সাবেক তালেবান মন্ত্রী মৌলভী জালাল উদ্দিন হাক্কানীকে আটকের জন্য মার্কিন ও পাকিস্তানী সৈন্যরা আফগান সীমান্ত সংলগ্ন পাকিস্তান ভূখন্ডে যৌথ অভিযান চালায়। স্থানীয় অধিবাসীরা একথা জানান, পাকিস্তানের আধা সামরিক বাহিনীর প্রায় দুশ সৈন্য এবং দশ জন মার্কিন সৈন্য একটি মাদ্রাসায় অভিযান চালায়।

www.pathagar.com

দক্ষিণ ওয়াজিরীস্তানে প্রধান শহর মিরান শাহের একটি বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে প্রায় এক মাস যাবত বিশ-পঁচিশ জন মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে। মাদ্রাসা অভিযানে তালিবান নেতাকে পাওয়া যায় নাই। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্থানীয় জনগণ মার্কিন বাহিনীর আগমনকে স্বাগত জানায়নি। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, রকেট ও এসল্ট রাইফেল সজ্জিত তাদের এলাকায় মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়।

সাবেক পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির বলেন, ১৯৯৯ সালে জেনারেল মোশাররফ যখন ক্ষমতায় আসেন তখন আমরা তাকে গ্রহণ করছিলাম এই জন্য যে, তিনি তখন অল্প সময়ের মধ্যে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছিলেন। আসলে বেনজির খুশী হয়েছিলেন নওয়াজ শরীফের পতনে। এখন যে গণতন্ত্রের পতন হয়ে গেল তা সংকীর্ণমনা নেতারা বুঝতে পারছেন। মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের দৈন্যে মুসলিম বিশ্বকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছে। আর এর সুযোগ নিচ্ছে মুসলমানদের শত্রুরা। এর উপরে রয়েছে সাধারণ মুসলমানদের ভিতরেও দুঃখজনক অনৈক্য ও হানাহানি, যার সুযোগ নিচ্ছে সুযোগ সন্ধানীরা।

মুসলমান রাষ্টগুলোকে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে, যদিও ইসরাইল, ভারত, চেচনিয়া, সিনকিয়াং, ফিলিপাইন, জর্জিয়া, আফগানিস্তান, সর্বত্র মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে নানা ধরণের সন্ত্রাস চালিয়ে। মুসলমানরা প্রতিরোধ করলেই তাদেরই আবার সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে। পাঞ্জাব রাজ্যের ভাক্কার জেলায় শিয়া মুসলমানদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে বারজন মহিলা ও শিশু নিহত হয় ও অপর ত্রিশ ব্যক্তি আহত হয়। হযরত ইমাম হোসেনের (রাঃ) শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে পাকিস্তানের বিভিন্নস্থান থেকে প্রায় দশ সহস্র শিয়া মুসলমান ঐখানে সমবেত হয়। মেয়ে ও শিশুদের জন্য সংরক্ষিত তাঁবুতে এই বিস্ফোরণটি ঘটে। মুসলমান পরিচয়ে এই ধরণের ঘটনা খুবই জঘন্য। তবে মুসলমানদের শত্রুদের কি এসব করছে? মোসাদ, 'র' এসব সন্ত্রাস-মূলক কার্যে দক্ষ।

www.pathagar.com

এদিকে মায়ানমারে নিরীহ রোহিঙ্গা মুসলমান গ্রামবাসীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন, জোরপূর্বক ধরে নিয়ে প্রহার, বলপূর্বক বাংলাদেশ সীমান্তে রোহিঙ্গাদের মতো ঘটনা প্রাত্যাহিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বত্র মুসলমানরা লাঞ্ছিত। ইসলামী সম্মেলনও শক্তিশালী মুসলমান রাষ্ট্রগুলোও কোন দায়িত্বপালন করছে না। একমাত্র আল্লাহ যদি মুসলিম বিশ্বকে রক্ষা না করে, নেতাদের উপর নির্ভর করে কিছুই হবে না। ব্যর্থ নেতৃত্ব সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মান সম্মান, নিরাপত্তা রক্ষার্থে অসফল হয়েছে।

এএফপি একটি সংবাদ প্রচার করেছে কানাডা নাকি ৫০টি সন্ত্রাসী গ্রুপের আশ্রয়স্থল। নামগুলো হলো আইআরএ, হেজবুল্লাহ, হামাস, আল কায়েদা, প্রভৃতি। অর্থাৎ প্রায় সবই মুসলিম সংগঠন। সাবেক ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পর পনর হাজার ব্যক্তিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে আড়াই হাজারের মত সন্ত্রাসী দেশগুলো থেকে। ভাষাটা কি বিচ্ছিরি! সরাসরি মুসলমান দেশগুলো বলা হলো সন্ত্রাস, অথচ ইসরাইল ও ভারত ও অন্যত্র সন্ত্রাসের কবলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান জীবন হারাচ্ছে। বিশ্ব নেতৃত্ব আজ মাফিয়া চক্রের নেতৃত্বে।

www.pathagar.com

সব দিক থেকে মুসলমানদের বিপদ

যুক্তরাষ্ট্র তো সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধ শুরু করল, কিন্তু এটা শেষ পর্যন্ত বিচিত্র মোড় নিচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে, মধ্য এশিয়ায় দীর্ঘ মেয়াদী সামরিক উপস্থিতির জন্য তৈরী হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সামরিক কর্মকর্তারা বলছেন, ঐ উপস্থিতি বেশ কয়েকবছর স্থায়ী হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা আফগানিস্তানের নিকটবর্তী কিরগিজস্তানে একটি বিমান ঘাঁটি তৈরী করছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী পল উলফোভিৎজ এক সাক্ষাৎকারে আফগানিস্তান ও আশে পাশে মার্কিন সৈন্যদের ভবিষ্যৎ উপস্থিতি নিয়ে বলেন, 'তাদের কাজ যতোটা না সামরিক তার চেয়ে হয়তো বেশী হবে রাজনৈতিক।' তিনি বলেন, 'ঘাঁটি ও মহড়াগুলো উজবেকিস্তানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশসহ সবাইকে একথাই বুঝিয়ে দেবে যে, আমাদের এখানে ফিরে আসার সামর্থ্য রয়েছে এবং প্রয়োজনে তা করবো।'

মধ্য এশিয়ার একটি দীর্ঘতর সামরিক উপস্থিতির ব্যাপার পেন্টাগনের এই আগ্রহ প্রেসিডেন্ট বুশের একটি বড় রকমের পলিসি পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। কাবুলের উত্তরে বাগরাম বিমান ঘাঁটি এবং উজবেকিস্তানের খানাবাদে মার্কিন সৈন্যদের ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়েছে। কান্দাহারে দীর্ঘমেয়াদে অবস্থানে অভিঙ্গ মার্কিন সেনাবাহিনীর ১০১ তম এয়ারবর্ণ ডিভিশনকে তাঁবু নগরীতে প্রায় স্থায়ী ভাবে মোতায়েন করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাদের যে কথা রাখবে মনে হয়না। নানা বাহানা, ছুতোয় তারা আফগান এলাকায় থাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, যেভাবে তারা পারস্য-উপসাগর এলাকাতে করেছে। পারস্য উপসাগরে এখন তারা। ইরানের পূর্ব আফগানিস্তানেও এখন তারা দীর্ঘ দিনের মেয়াদে। এছাড়া

www.pathagar.com

ফিরিগিস্তান ও উজবেকিস্তানে। চীন-রাশিয়া এর ভিতরই এই দীর্ঘ-মেয়াদী মার্কিন অবস্থিতিতে উসখুশ করছে। পাকিস্তানেরও এতে ভালো-মন্দ- দুইই রয়েছে। যদি পাকিস্তানের আণবিক প্রকল্প ধ্বংস মার্কিন নীতির অংশ হয় তাহলে ভবিষ্যতে যে কোন বাহানায় তারা সেখানে অবস্থান করে তা করতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্র যদি চাই-ই তাহলে সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়ে এসেও করতে পারে। এছাড়া উপাসাগরে ও দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে তাদের সমর শক্তি তো রয়েছেই। এদিকে ইরান, ফিলিস্তিন ও সুদানের উপর মার্কিন চাপ বাড়ছে।

সাংবাদিকদের প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে আমরা প্রথমে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করব। এতে কাজ না হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে প্রয়োজনে।

একই সাথে বুশ ফিলিস্তিন নেতা আরাফাতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন তাকে সন্ত্রাস পরিত্যাগ করতে হবে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল করার নীতিও পরিত্যাগ করতে হবে।

রয়টারের খবরে প্রকাশ, দক্ষিণ সুদানে খৃষ্টান বিদ্রোহীদের ওপর বোমা হামলা বন্ধের প্রস্তাব নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দূত জন ডানফোর্থ সুদানে।

এসব আলামত ভবিষ্যৎ সংঘাতের দিক নির্দেশ করছে। ইরানে অপমানিত যুক্তরাষ্ট্র যে কোন ছলছূতায় প্রতিশোধ নিতে পারে। ইরানের আফগাননীতি যে যুক্তরাষ্ট্রের ইরান-নীতিতে কোন নমনীয়তা আনে নাই তাই প্রমাণিত হচ্ছে।

পাকিস্তান ভারতীয় চাপের মুখে। ভারতের অনড় দাবী তথাকথিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে। ভারত যুক্তি দেখাচ্ছে যে, ওসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতার করে তাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়ায় মার্কিনী দাবী জেনারেল মোশাররফ সমর্থন করেছেন। তাহলে সেই একই যুক্তিতে ভারতের কাছে তুলে দিতে হবে। এদিকে বুশ লস্করে তৈয়েবা এবং জয়শে মোহাম্মদকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য প্রেসিডেন্ট মোশাররফের নিকট দাবী জানিয়েছেন। বুশ তথাকথিত সন্ত্রাস দমনে আরো বলিষ্ট ভূমিকা রাখার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোশাররফের প্রতি আহবান জানান। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল সাংবাদিকদের বলেন, সন্ত্রাস দমনে পাকিস্তানের

www.pathagar.com

আরো কিছু করারও সুযোগ রয়েছে। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আদভানী বলেছেন, মিঃ বুশ তাকে বলেছেন যে, তিনি চান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র রিচার্ড বাউচার বলেছেন যে, উত্তেজনা দূর করার জন্য কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী মিলিট্যান্টদেরকে অবশ্যই দমন করতে হবে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সাত্তারের বরাত দিয়ে একটি পত্রিকা জানায়, তিনি বলেন, ভারত সন্দেহ ভাজন লোকদের ব্যাপারে প্রমানাদি পেশসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ইসলামাবাদ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সার্ক কনভেনশনের আওতায় সংশ্লিষ্টদেরকে বিচারের বিষয় বিবেচনা করবে।

প্রচন্ড চাপে হিমশিম খেয়ে পাক প্রেসিডেন্ট অবশেষে জয়শে মোহম্মেদ ও লশকরেতৈয়েবা সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছে। পাকিস্তানের কাশ্মীর নীতি এখন নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার পথে। তবে এত করেও পাক-ভারত যুদ্ধ ঠেকানো যাবে কি? ভারতের ইটিভিতে প্রকাশ্যেই বলা হলো ভারত এবার পাক-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর দখল করবে, যদি যুদ্ধ লেগেই যায়। ভারত পাক-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর দখল করে নিলে উপমহাদেশে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। চীন যদিও চুপচাপ, কিন্তু চীন-তৈরী পাক-চীন মহাসড়ক ভারতের দখলে গেলে চীন কি চুপচাপ থাকবে? চীন না চাইলেও, সে পরিস্থিতিতে জটিল আন্তর্জাতিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সি আইএ এবং এফবি আই যুগপৎভাবে ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যু বা তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়তে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। কেজিবির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে যুক্তরাষ্ট্রের সাড়ে পাঁচ হাজার সেনা সামন্ত রয়েছে। এছাড়া, ওসামা বিন লাদেনের অনুসন্ধানে ভারত ও পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের এক হাজারের বেশী প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা কাজ করছে। পাক-ভারত যুদ্ধ বাধলে এদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের মতে, আফগানিস্তানের তোরাবোরা পাহাড়ে গুহায় ব্যাপক মার্কিন বোমা হামলায় ওসামা বিন লাদেন মারা গেছেন। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র'য়ের মতে, ওসামা পাকিস্তানে। আফগান সরকারও তাই বলে। আফগান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি ভারতে শিক্ষিত ইউনিস কানুনী, তাই বলেন।

আইএসআই-এর মতে, রাশিয়ার এক হাজারের বেশী জিপিইউ (রাশিয়ার সিক্রেট পলিটিক্যাল পুলিশ) কাশ্মীর ও ভারতের সীমান্ত বেষ্টনীর বিভিন্নস্থানে ঘুরাফেরা করছে এবং যুদ্ধের উস্কানী দিচ্ছে। সংবাদ সূত্র জানায়, ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের ক্ষেপনাস্ত্র ও নিউক্লিয়ার সেন্টার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সমর গোয়েন্দারা ঘিরে রেখেছে।

সর্বত্রই জটিল পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশ সহ মধ্য এশিয়ার লোকদের কপালে যে কি আসছে তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। 'ট্রিগার হ্যাপি' কোন নেতা সাংঘাতিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত করতে পারেন।

বৃটেনও মধ্য এশিয়া তথা উপমহাদেশে ব্যস্ত। দেড় শত বছর পূর্বের পরাজয়ে প্রতিশোধ তারা নিল কাবুলে এখন দম্ভ ভরে পদচারনায়। তাদের জেনারেল এখন আফগানে বিদেশী বাহিনীর কমান্ডার।

কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, মনে হয় আমেরিকায় খেলাটা ব্রিটিশদের মতোই শুরু হয়েছে যা তারা দেড়শ বছর এখানে খেলেছে। তাদের সেই খেলার কারণেই ভারত বিভক্তি হয়েছে। (ইত্তেফাক, ৬ জানুয়ারী, ২০০২)। কুলদীপের কথাটা অবশ্য আংশিক সত্য। বৃটিশরা খেলা খেলেছে। তবে ভারত-বিভক্তি স্থানীয় রাজনীতিরই ফল ছিল।

আফগানিস্তান এখন পুরাদমে পপি চাষ ও আফিম প্রক্রিয়া করণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। সব কিছুরই ভালো মন্দ দিক রয়েছে। তবে পপি চাষের বৃদ্ধি একটি দুঃসংবাদ। নতুন সরকার পপি চাষ বন্ধ করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

www.pathagar.com

সমুদ্রবেস্টিত একটি দ্বীপে, কিউবার অদূরে, তালিবান ও আলকায়েদা বন্দীদের রাখা হয়েছে কাটা তার দিয়ে ঘেরাও করা ক্যাম্পে। পাহাড়ায় কুকুর। বন্দীদের বিমান যোগে নেয়ার সময় ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হয়। বন্দীদের দাঁড়ী জোর করে কেটে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্যে বোধ হয় চেহারায় মুখোশ ঢেকে কান্দাহার শিবির থেকে নেওয়া হয়। এসবই একটা 'হিউমিলিয়সন'-এর মহড়া। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামসফেল্ড বলেছেন যে, বন্দীরা জেনেভা কনভেনশনের সুবিধা পাবে না, কারণ তারা যুদ্ধ বন্দী নয়। এটা তো সুব্যাখ্যা হোল না। বন্দী, বন্দীই। কোন বাহানায় তারা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। তবে দেখে শুনে মনে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বন্দীদের নিয়ে সীমালঙ্ঘন করতে পারে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ব্যাখ্যাতেই তা স্পষ্ট।

www.pathagar.com

পাকিস্তান পাশ্চাত্যের গেরাকলে

বিশ্বের শিল্পোন্নত আটটি দেশ নিয়ে গঠিত জি-আট গ্রুপ পাকিস্তানকে তাদের দেশ থেকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ করার আহবান জানিয়েছে। শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারম্যান কানাডার প্রধানমন্ত্রী জ্যঁ কেতিয়োঁ এক বিবৃতিতে বলেন, 'পাকিস্তানকে তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থেকে সন্ত্রাসী তৎপরতা অবশ্যই স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে বলে আমরা একমত হয়েছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর কাশ্মীরে গোলাবর্ষণ বন্ধ এবং বিতর্কিত এলাকায় ইসলামী জঙ্গীদের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহবান জানিয়ে ছিল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গীদের তৎপরতা বন্ধে এর আগে দেয়া ওয়াদা পালনের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোশাররফের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। বুশ বলেন, মোশাররফ যা বলেন, তা করাও তার উচিত। সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় কাশ্মীরে ঢুকে জঙ্গীরা যাতে তৎপরতা চালাতে না পারে সে ব্যবস্থা মোশাররফকে নিতে হবে। রাশিয়ার সাবেক রাজধানী পিটাসবার্গ শহরে রুশ প্রেসিডেন্ট পুটিনের সঙ্গে তিনি এ আলোচনা করেন।

এদিকে পাকিস্তান বেশ কয়েকটি ক্ষেপনাস্ত্রের পরীক্ষা একের পর এক চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় ওয়াশিংটন তাতে হতাশা ব্যক্ত করেছিল যদিও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ ধরণের ক্ষেপনাস্ত্রকে অতি সেকেলে বা এন্টিক ধরণের বলে আখ্যায়িত করেন। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র ভারতে বলেন, সন্ত্রাস দমনে পাকিস্তানে আন্তরিক তবে কার্যক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সহ পাশ্চাত্য যেভাবে পাকিস্তানের উপর একতরফা চাপ সৃষ্টি করছে তাতে পাকিস্তানের উপর ইসরাইলী-ইহুদী নীতিই কার্যকরী হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র যা চিন্তা করে পাশ্চাত্য তাই করে। আর ইহুদীরা যা করতে বলে যুক্তরাষ্ট্র

www.pathagar.com

তাই করে, কারণ টাকা হোল একটি বড় শক্তি। কাশ্মীরে যে ভারত অত্যাচারের সীমা রেখা লঙ্ঘন করে চলেছে, গুজরাটে তারা যা করেছে ও এখনও করে চলেছে, তা পাশ্চাত্যের নজরে পড়ে না। কাশ্মীর যে বিতর্কিত তা কে না জানে? কাশ্মীর তো ভারত নয়।

পাকিস্তানের বড় দুর্দিন যে তালেবানদের ধ্বংসে পাশ্চাত্যকে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা (গোলামী!) করেও, পাশ্চাত্যকে সাথে পাচ্ছে না। পাকিস্তান যত গোলামীই করুক, পাশ্চাত্যের দরদ ভারতের দিকে। আর এ নীতি ইহুদী উপদেষ্টাদের তৈরী।

পাকিস্তানে ভারতীয় পাইলটবিহীন গোয়েন্দা বিমানকে ভূপাতিত করা হয়। বিমানটি ইসরাইলী ক্যামেরায় সজ্জিত ছিল। এই হোল আসল বিষয়। ইহুদীরা সমগ্র বিশ্বব্যাপী 'এগ্রেসিভ ফরেন পলিসি' নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তাদের ফিলিস্তিন দখলকে পাকাপোক্ত ও সম্প্রসারণ করতে। সামনে আরো কঠিন দিন আসছে।

হেনরি এ কিসিঞ্জার, 'লস এঞ্জেলস টাইমস সিন্ডিকেট ইন্টার ন্যাশনালে' লেখেন, 'পারভেজ মোশাররফের পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু ১৩ ডিসেম্বর ২০০১ ভারতের পার্লামেন্টে সন্ত্রাসী হামলার পর প্রেক্ষিত কিছুটা পাল্টে যায়। কাশ্মীর ইস্যুটি তখন নতুন করে উদভাসিত হয়। পাকিস্তানও নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। পরিণতিটা হলো কি, আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাস বিরোধী যে মনোভাব তৈরী হয়েছে তাতে পাকিস্তানও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়ার একটা ক্ষেত্র তৈরী হল। অন্যদিকে পাকিস্তান যে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থেও কথা বলে, এতদিন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করেছে তাও প্রশ্নবোধক হিসেবে দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গীও অনেকটা তেমনি। তাদের কার্যক্রমে বোঝা যায় তারা পারমাণবিক শক্তির হুমকি দিচ্ছে। এই অবস্থায় এখন কাশ্মীর ইস্যুটি ভারতের কাছে তাদের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিগত প্রশ্নের সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাস বিরোধী বিশ্বব্যাপী লড়াই ঘোষণার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র কখনও সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করাকে সমর্থন করতে পারে না। একারণেই বুশ প্রশাসন পাকিস্তানকে

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ রেখা নিকটবর্তী শিবিরগুলোকে অপসারণের জন্য তাগাদা দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কও আছে। যাকে অবহেলা করা যায় না। আরেকটা বিষয়কেও মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে সিঙ্গাপুর থেকে এডেন পর্যন্ত ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকাটা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত কৌশলগত কারণেও জরুরী। কিন্তু পরিস্থিতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে পরিষ্কার কিছু অনুমান করা যাচ্ছে না। কাশ্মীর যুদ্ধে আল-কায়দা সন্ত্রাসীরা পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।"

তিনি লেখেন, "প্রশ্ন হচ্ছে, পারভেজ মোশাররফ নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম বন্ধ করার ব্যাপারে যে ঘোষণা দিয়েছেন তা তিনি বাস্তবায়ন করতে পারবেন কিনা। কারণ তার নিজের অনুগতদের মধ্যেই অনেকে আছে যারা হয়ত আল-কায়েদার সাথে সংশ্লিষ্ট।"

কিসিঞ্জার লেখেন, "যদিও পারভেজ মোশাররফ আফগানিস্তানে তালেবান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়ক ছিলেন। সেপ্টেম্বরের পর যদিও তিনি ইসলামী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তারপরও যুক্তরাষ্ট্র দ্বিধাগ্রস্থ। মোশাররফ সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসী কাজ পরিচালনা করাকে ইসলামের নীতি নয় এই মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছেন। দেশের অভ্যন্তরে যেসব মাদ্রাসায় বিশ্ব জিহাদের প্রতি আহবান জানানো হতো সেগুলোকেও নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করছেন।

কিসিঞ্জার লিখেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব সন্দেহযুক্ত হয়ে যেতে পারে, নিরাপত্তা প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিও সন্দেহের আওতায় আসতে পারে। এমনও হতে পারে যে আল-কায়েদা আফগানিস্তানে তাদের অবস্থান ফিরে পেয়েছে কিংবা ইসলামাবাদেই আরেক ওসামা বিন লাদেনের জন্ম হয়েছে। পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারত। ইসলামাবাদ এর অন্তর্ভূক্ত নয় এমন সন্ত্রাসীদেরও যদি ভারত শক্ত হাতে প্রতিহত করত। যদি ও এর সম্ভাবনা ক্ষীণ তবুও বলা যায়, ভারত অসহিষ্ণু হয়ে পাকিস্তানের ধৈর্য সীমাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারত। ভাগ্য ভাল তেমনটি হয়নি।

www.pathagar.com

কিসিঞ্জার বলেন, 'রাশিয়াও মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেবে না। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নিজেও একজন ত্বরিত কর্মা ব্যক্তি। চীন পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘ সূত্রে বন্ধনে আবদ্ধ। চীন-ভারত যুদ্ধের ফল হিসেবেই এই বন্ধন তৈরী হয়েছে। ইউরোপ বিশেষ করে যুক্তরাজ্য ঐতিহাসিক কারণেই এই অঞ্চলের শান্তি প্রত্যাশা করে। এসব দেশে তাদের নিজেদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, তারা চাইবে সন্ত্রাসী কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্র মুখ বুজে থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার যে, সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করা তার নিজের স্বার্থেই অপরিহার্য।

তিনি লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া কোনমতেই চাইবেনা যে, পারমানবিক অস্ত্র সাধারণ যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হতে শুরু করুক।"

ইহুদী উপদেষ্টাদের অন্যতম হলেন হেনরি কিসিঞ্জার। পাকিস্তান তাঁকে পাকিস্তান থেকে গোপনে চীনে গিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের গোড়াপত্তনে সহায়তা করেছিল এক সময়। তবুও কিসিঞ্জারের প্রিয় দেশ ভারত। আফগান- সোভিয়েট যুদ্ধে সোভিয়েট জিতলে যে কি হোত, তা কিসিঞ্জার ভুলে গেছেন- কারণ সোভিয়েট বিপদ আফগান রক্ত ও পাকিস্তানের বিপদের ঝুকির মাধ্যমে দূর হয়ে গেছে চিরতরে।

কিসিঞ্জার ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার জন্য পাকিস্তানকে পছন্দ করেননা। ইসরাঈলী ইহুদীদের পক্ষে কথা বলাকে তিনি খুব পছন্দ করেন। গুজরাটের মুসলমানরা তো কিসিঞ্জারের চোখে মানুষ নয়!

কিসিঞ্জার তফসির করেছেন যে পাকিস্তান পারমানবিক শক্তির হুমকি দেয়! যুক্তরাষ্ট্র জাপানে কি করেছিল? জাপান ছাড়া সর্বত্র বিশ্বযুদ্ধ বন্দ হওয়াতেও, যুক্তরাষ্ট্র বেসামরিক শহরগুলোতে পারমানবিক বোমা ফেলে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বিঘোষিত নীতি হোল হুমকি দেখলে সে প্রথমে পারমানবিক বোমা ব্যবহার করবে। এটা কি মানবাধিকার?

কিসিঞ্জার লেখেন যে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম সমর্থন করেনা। কিন্তু আমরা জানি আফগানিস্তানে নজিবুল্লাহ সরকারকে হটাতে কোটি

www.pathagar.com

কোটি ডলারের অস্ত্র আফগান ও পাকিস্তান স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে যুক্তরাষ্ট্র তুলে দিয়েছিল। তারা পাক সীমান্তে অতিক্রম করে আফগানিস্তানে অস্ত্র ব্যবহার করত সিআইএর পরামর্শে।

কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কও আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে নেই? সোভিয়েট ও তালেবানদের উৎখাতে পাকিস্তান এতকিছু করলো, তাও? কিসিঞ্জারের কথা হোল ইহুদী-ইসরাইলেরই মনের কথা।

কিসিঞ্জার বলেন যে, সিঙ্গাপুর থেকে এডেন পর্যন্ত স্থিতিশীল পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য কৌশল। হ্যাঁ, এইটাই তো কথা। মধ্যপ্রাচ্যকে গেরাকলে রাখতে হবে। আর ভারত এতে ইসরাইলের সহযোগী। কিসিঞ্জার লেখেন, কাশ্মীর যুদ্ধে আল কায়েদা সন্ত্রাসীরা পাকিস্তানের পক্ষে। আমরা জানি সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র আর কায়েদা নেতা, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহার করে। নিজেরা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভীত। তাই তারা সোভিয়েট বিরোধী আরব, পাকিস্তানী ও আফগানদের মাধ্যমে সেখানে 'প্রক্সি'যুদ্ধ করেছিল।

কিসিঞ্জার বলেন, পাকিস্তান ইসলামী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তবুও যুক্তরাষ্ট্র দ্বিধাগ্রস্থ। আসলে মুসলমানরা যদি নিজের কলিজাও ছিড়ে দেয়, তবুও ইহুদী উপদেষ্টারা খুশী হবেন না। পাকিস্তানের পূর্বে শত্রু ভারত। যুক্তরাষ্ট্রের হুমকিতে পশ্চিমে বন্ধু আফগানিস্তান এখন শত্রুর মত হয়ে পড়েছে। (বর্তমান আফগান সরকারের দিল হোল দিল্লীতে, ইসলাবাদে নয়)- তবুও যুক্তরাষ্ট্র খুশী নয়। আসলে ইসলামাবাদের পারমানবিক প্রকল্পসমূহ ইহুদীদের ছোঁওয়া না পাওয়া পর্যন্ত তাদের সন্তুষ্টি আসবে না।

কিসিঞ্জার মাদ্রাসা, জিহাদ নিয়ে কটুক্তি করেছেন। মাদ্রাসা থাকবেই ইসলামকে রক্ষা করতে। আর শয়তানের পথে জিহাদ তো ইহুদীরাই করছে। ইসরাইলের কিশোর কিশোরী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত অস্ত্রে সজ্জিত।

কিসিঞ্জার বলেছেন যে ইসলামাবাদে আর এক ওসামা ক্ষমতায় আসতে পারে। আমরা যতটুকু জানি নবী (সা:) বলেছেন, মুসলিম বিশ্বে এক ইমাম মাহদী

www.pathagar.com

আসবেন, আর তিনি তখনই আসবেন যখন দজ্জাল অন্যপক্ষে আসবে? দজ্জাল কি এসেছে?

কিসিঞ্জার কাশ্মীরে সন্ত্রাসীদের শক্ত হাতে প্রতিহত করার কথা বলেছেন। এতে করে যে পারমানবিক যুদ্ধই বেজে যেতে পারে, তা কি কিসিঞ্জার ভেবে দেখেছেন? কাশ্মীর ও গুজরাটে যে জঘন্য গণহত্যা চলছে তা কিসিঞ্জারের চোখে পড়ে না।

কিসিঞ্জার বলেন পুটিন মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেবেন না। পুটিন যে মৌলবাদীদের ধ্বংসের নামে রাশিয়া ও চেচনিয়ার মুসলমানদের ধ্বংস করছেন তা কেনা জানে? আর ইসরাইল-ই তো একটি মৌলবাদী রাষ্ট্র। ধর্মীয় কাপড়ে তাঁর রাষ্ট্রীয় পতাকা। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব দাউদ (আ:) কে সম্পৃক্ত করাটা তো মৌলবাদই।

কিসিঞ্জার হুমকি দিয়ে বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র মুখ বুজে থাকতে পারে না, পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করতে তার নিজের স্বার্থেই। এটি একটি সরাসরি হুমকি। সন্ত্রাসের রেকর্ড তো ইসরাইল করেছে। ইহুদী - ইসরাইলী চন্ডালীনীতি বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। কিসিঞ্জার ইসরাইলকে নিয়ন্ত্রণ করেন না কেন? আর ভারতে তো এখন কট্টর মৌলবাদী সরকার। তাকে কে নিয়ন্ত্রণ করবে? পাকিস্তান তাঁর সর্বস্ব দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মন পেল না। এখনও যদি যুক্তরাষ্ট্র তথা ইহুদীদের হুমকির মুখে, তবে পাকিস্তানের দুর্দিন। পাকিস্তানের একূলও শেষ, ওকূলও শেষ। তাহলে কি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এর ভিতরেই শুরু হয়ে গেছে? আফগান যুদ্ধের সাথে সাথে?

আবার কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া-চাইবেনা যে পারমানবিক অস্ত্র সাধারণ যুদ্ধের হাতিয়ার হোক। কিন্তু আমরা জানি বিপদ দেখলে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। নিজেরা প্রথমে তা ব্যবহার করলে তা ঠিক আছে? এ কোন নীতি? আসলে বিশ্বে এখন মানবাধিকার, নীতিকথা, মানবতা সব ভেস্তে গেছে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায়। হযরত মুহাম্মদ (সা:) রোজ কিয়ামতের পূর্বে যে ভয়াবহ দিনগুলোর কথা বলেছিলেন তাই কি এসে গেছে বা 'আসি' 'আসি' করছে? আল্লাহর তকদিরকে ডিঙিয়ে যাওয়া অসম্ভবপর।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও বৈদেশিক অবস্থান

পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট মোশাররফ তাঁর স্ত্রীসহ সাভারস্থ স্মৃতিসৌধে যান। তিনি সেখানে ভিজিটরুস বুকে লেখেন "পাকিস্তানে আপনাদের ভাই-বোনেরা ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর বেদনার অংশীদার। ঐ দুর্ভাগ্যজনক সময়ে যে সব বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল তা দু:খজনক।" তিনি এতে উদারতার চেতনায় অতীতকে ঝেড়ে ফেলার আহবান জানান। প্রেসিডেন্ট মোশাররফ আশা প্রকাশ করেন যে, উভয় দেশের যৌথ সংকল্পের মাধ্যমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মিত্রতা আরো বিকশিত হবে। পাকিস্তানের কয়েকজন মন্ত্রী ও উর্ধতন কর্মকর্তা এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন।

বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ব্যরিস্টার জমির উদ্দীনের দেওয়া ভোজ সভায় প্রেসিডেন্ট মোশাররফ বলেন, আমরা যেন ঘটনাচক্রে বিপর্যয়ে পড়া এক পরিবার। আমার মনে হয় এখন সেই সময় এসেছে। মোশাররফ বলেন, পাকিস্তানের ভাই ও বোনেরাও ১৯৭১ সালের বেদনা অনুভব করেন। সময়ে সবই সয়ে যায়। আসুন আমরা অতীতের বেদনা ও তিক্ততা ভুলে যাই।"

এদিকে ১৯৭১ সালের নিপীড়ন ও নির্যাতনের জন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ৫১টি সংগঠন ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরকালে ১৯৭১ সালে কৃত নির্যাতন-নিপীড়নের জন্য যে দু:খ প্রকাশ করেন পাকিস্তানের সমাজ তাকে স্বাগত: জানিয়েছে এবং এ উপলক্ষে তারা নিজেরাও এসব আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। পাকিস্তানের ৫১টি সামাজিক সংগঠন এক যুক্ত বিবৃতিতে পাক প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের প্রশংসা করে এবং বাংলাদেশের ভাইবোনদের কাছে সে সময়ে কৃত বাড়াবাড়ি ও নির্যাতনের জন্য প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অ্যাকশন এইড, পাকিস্তান কর্তৃক ইউএনবি কে ফ্যাক্স যোগে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য দেয়া হয়। এতে বলা হয়, আমরা জনসাধারণের মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে দু:খ প্রকাশ করছি।

www.pathagar.com

তারা বলেছে, এই ক্ষমা প্রার্থনা আরো বহু আগেই করা উচিত ছিল। কয়েকটি নাগরিক গ্রুপ তা করার উদ্যোগ নিয়েছিল। আমরা মনে করি, ঐতিহাসিকভাবে যে সব ভুল করা হয়েছিল তা স্বীকার করে নিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে একটি বার্তা পাঠানো আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা এবং একটি সৎ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল। সংগঠন সমূহ হচ্ছে পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশন, অ্যাকশন এইড পাকিস্তান ইত্যাদি।

পাকিস্তানী নেতা ও বুদ্ধিজীবিদের এই সব পদক্ষেপ 'পজিটিভ'। তারা যদি আগে থেকেই কিছু কিছু ভালো 'জেসচার' দেখাতো, তাহলে ক্ষত সারাতে সহায়ক হোত। যাই হোক তবু ভালো যে তারা তাদের ভুলটা বুঝতে পারছে।

এদিকে পাকিস্তানের ভিতরের অবস্থা জটিল হচ্ছে। পারভেজ মোশাররফ আরো পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকবেন। সরকার বরখাস্ত ও পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা নিজ হাতে তিনি গ্রহণ করেছেন। সংবিধান একতরফাভাবে তিনি সংশোধন করলেন। নতুন এই সংশোধনীতে দেশের সামরিক বাহিনীকে কার্য দেশ শাসনে আনুষ্ঠানিক অংশীদায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জেনারেল মোশাররফ ইসলামাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমি এই সংশোধনী এনেছি- আমি পাকিস্তানে টেকসই গণতন্ত্র দেখতে চাই'।

জেনারেলের এই সংশোধনী অনুসারে রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হবে এবং চারজন সামরিক প্রধান ও আটজন বেসামরিক রাজনৈতিক নেতা এর সদস্য হবেন এবং প্রেসিডেন্ট এর প্রধান থাকবেন।

পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি হামিদ খান বলেছেন, 'জেনারেল মোশাররফের নতুন ক্ষমতা গ্রহণের প্রচেষ্টা নতুন করে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে। তার এই পরিবর্তন প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্রবাহিনীর ক্ষমতা বাড়াবে। অপর দিকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা কমে যাবে।' পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী পিপিপি নেত্রী বে-নজীর ভূট্টো তার দেশের আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনা

www.pathagar.com

করেছেন। বে-নজীর মার্কিন সহকারী মন্ত্রী ক্রিস্টিনার রোকাকে পত্রে এ অনুরোধ করেন। এ আরেক ডাইমেনসন। মুসলমান নেতারা নিজস্ব স্বার্থের জন্য মারামারি করবে, আর বিদেশের নেতাদের আহবান জানাবে- এ এক ভয়াবহ, আত্মঘাতি কর্ম প্রচেষ্টা। এই ধরনের কর্মে মুসলমানবৃন্দ বিদেশীদের হাতের পুতুল হচ্ছে বার বার।

এদিকে পারভেজ মোশাররফের চালটাও ভালো মনে হয় না। তিনিও মার্কিন সমর্থন পেতে আগ বাড়িয়ে কথা বলছেন যা মুসলিম জাতির জন্য আরো বিপদ ডেকে আনতে পারে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বলেছেন, অন্তর্বতী আফগান সরকারের দুর্বলতার সুযোগে ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা নেটওয়ার্ক পুনরেকত্রিত হয়ে থাকতে পারে। তিনি এএফপিকে জানান, আফগান সরকারের কর্তৃত্ব গোটা আফগানিস্তানে নেই যদিও এক থাকা উচিত। উপশক্তি অধ্যুষিত দেশটির বিভিন্ন আনাচে-কানাচে যুদ্ধবাজ সর্দারের প্রতাপশালী। এ অবস্থায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আগের সেই একই তালেবান আল-কায়েদা গোষ্ঠীগুলো হয়তো আবার একত্রিত হয়েছে। তারঁ মতে, আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনবাহিনীর কাবুলসহ গোটা আফগানিস্তানে উপস্থিতি আরও জোরদার করা উচিত।

তিনি আফগানিস্তানে '৯০-এর দশকের গোড়ার দিকের পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি জানান। এ সময়ই সোভিয়েট সেনারা এখন ছিল না যুদ্ধবাজ সর্দারদের আবির্ভাব পরে তালেবানরা সে স্থান দখল করে।

দৈনিক 'দি নিউজ' পত্রিকাকে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বে-নজীর ভূট্টো বলেন, 'ভারতের সঙ্গে চতুর্থবারের মত যুদ্ধ করার সামর্থ্য পাকিস্তানের নেই; ভারতের সাথে যুদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।' এসব কথাবার্তাও লাগাম ছাড়া। ভারতীয় ও মার্কিন সহযোগিতা পেতে বেনজীর এসব লাগামহীন কথা বলে বেড়াচ্ছেন। অথচ তার পিতা মরহুম জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালে পরাজিত হয়ে বলেছিলেন, 'আমরা ঘাস খাবো, তবুও পারমাণবিক বোমা বানাবো। হাজার বছর হলেও ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করব।'

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে আল কায়েদা নির্মূল অভিযানে নেতৃত্ব দানকারী কোয়ালিশন বাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডন ম্যাক নেইল বলেছেন, মূল যুদ্ধ ক্ষেত্র আফগানিস্তানের চেয়ে বর্তমানে পাকিস্তানেই সম্ভবত বেশী সংখ্যক আল কায়েদা সদস্য তৎপর রয়েছে। তিনি বলেন, কোয়ালিশন বাহিনীর পাকিস্তানে যুদ্ধাভিযান চালানোর অধিকার না থাকায় তার কাজে এখন আরো জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। একটি পত্রিকায় রিপোর্টের উদ্বৃতি দিয়ে পিটিআই জানিয়েছে, পাক-ভারত উত্তেজনা প্রশমিত, সীমান্ত থেকে অতিরিক্ত সৈন্য অপসারণ ও আলোচনা পুনরায় শুরু হলেই কেবল জঙ্গী-বিমান সরবরাহের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের অগ্রিম ডলার দিয়ে কেনা এফ-১৬ জঙ্গী বিমানের চালান ও সবধরণের সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি স্থগিত করেছে। ১৯৮০ সালে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে ঐ সব জঙ্গী বিমান ক্রয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়।

চুক্তি করলে কি হবে, ইসরাইলও ভারত 'ক্লিয়ারেন্স' না দেওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যুদ্ধাস্ত্র দিবে না, যদিও ভারত ইসরাইল, রাশিয়া, বৃটেন, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র থেকেও পাচ্ছে বা পেতে শুরু করেছে। ভারতের কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার ভারত ভাগের হিসাব-নিকাশ' নিবন্ধে লেখেন, 'মাউন্ট ব্যাটেন স্বীকার করেছেন যে, দেশ বিভাগের সময় কমপক্ষে দশ লাখ লোক মারা গেছে।' নায়ার লেখেন, 'আজ পেছন ফিরে তাকালে মাউন্ট ব্যাটেনের দোষারোপ না করে পারা যাবে না। কারণ তিনি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বস্তুত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি। পাঞ্জাব বাউন্ডারি ফোর্সের ব্রিটিশ কমান্ডার জেনারেল রিসকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, 'শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের' জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার, উপমহাদেশের লোকজনের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ার।'

মুসলমানদের ব্যাপারে বৃটিশদের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র একই নীতি অবলম্বন করে তারা মুসলমান নিরাপত্তায় গা করে না। ডবল স্টান্ডার্ড!

সমাপ্ত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সিদ্দিকের লেখা বইসমূহ:

১. স্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম
২. নাস্তিকের যুক্তি খন্ডন
৩. বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব
৪. Basic Islamic Prayers
৫. ষড়যন্ত্রের কবলে ফিলিস্তিন
৬. ষড়যন্ত্রের কবলে দেশে দেশে মুসলমান
৭. ষড়যন্ত্রের কবলে আফগানিস্তান
৮. ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ
৯. ষড়যন্ত্রের কবলে উপমহাদেশের মুসলমান
১০. সংঘর্ষের মুখে ইসলাম
১১. মার্কিন ষড়যন্ত্র
১২. কুরআনের যুলকিফ্‌ল ও মুসলিম-বৌদ্ধ সংলাপ
১৩. দেশের কথা
১৪. ভারতের কথা
১৫. মুসলিম বিশ্বের কথা
১৬. ফিলিস্তিনের কথা
১৭. ধর্মের কথা
১৮. শিল্প ও সংস্কৃতির কথা
১৯. সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইসলাম
২০. ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান (সাইদুর রহমানের সঙ্গে যুক্তভাবে)
২১. গুজরাতের গণহত্যা

www.pathagar.com

২২. Genocide in Gujarat 2002
২৩. ভারতের মুসলিম নির্যাতন
২৪. Minorities and India
২৫. ভারতের নির্মম এথনিক ক্লিনসিং
২৬. দেশ নিয়ে কথা
২৭. স্রষ্টার সন্ধানে
২৮. কক্সবাজার গাইড
২৯. আন্দালুসিয়া সফর
৩০. ছোটদের হযরত মুহাম্মদ (স.)
৩১. নিজের কথা
৩২. পশ্চিমের ষড়যন্ত্র
৩৩. যুক্তরাষ্ট্রের জুলুম
৩৪. মুসলিম দুনিয়া
৩৫. ষড়যন্ত্রের কবলে ইরাক

লেখকের জ্যেষ্ঠা কন্যা শামীমা সিদ্দিকার লেখা ইংরেজী বইঃ

Muslims of Nepal
(নেপালের মুসলমানদের উপর লেখা বিশ্বের প্রথম বই)

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

লেখক মুহাম্মাদ সিদ্দিক একজন গবেষক, কলাম লেখক ও সাবেক কূটনীতিক। তাঁর লেখা প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইয়ের সংখ্যা ৩৫। এগুলো দর্শন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, আন্তর্জাতিক বিষয়, রাজনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য, সফর ইত্যাদি সংক্রান্ত। বহু বিষয়ের উপর লেখালেখি করলেও তাঁর লেখার মূল সুর হলো– ইসলামী আদর্শ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মুসলিম বিষয়কে সামনে তুলে ধরা, কারণ এক শ্রেণীর চক্রান্তকারী মিডিয়া তথ্য বিকৃত করে চলেছে।

তিনি সস্ত্রীক পবিত্র হজ্ব পালন করেছেন ১৯৯৭ সালে। তাছাড়া তিনি সস্ত্রীক একুশটির মত দেশ ভ্রমণ করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো– স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালীসহ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। তিনি বগুড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি এমএ, বিএ (অনার্স), এলএলবি ডিগ্রী গ্রহণ করেছেন।

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

9843114260